প্রাচীন
পূর্ববঙ্গ গীতিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

১। কাঞ্চন কন্যা ২। কমলা রাণী ৩। রাজকন্যা রূপবতী
৪। পীর-বাতাসী কন্যা ৫। সদাগর কন্যা বগুলা
৬। দেওয়ানা মদিনা ৭। আমিনা বিবি ও নছর মালুম
৮। মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও পালা।

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬/১এ, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২, ভারত

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২ কর্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য ১৪·০০

মুদ্রাকর :
শ্রীহিমাংশু দে
দেজ্ আর্ট প্রেস
৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে অনিবার্য কারণে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। আশাকরি তৃতীয় খণ্ড অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে কারণ, তৃতীয় খণ্ড ছাপা শেষ হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ হইবার পর বহু জ্ঞাণী-গুণী ব্যক্তির পত্র আমি পাইতেছি। এইসব পত্রের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগীতির সুর সম্পর্কে প্রশ্ন ও জানিবার সুযোগ কি আছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান মূলক।

পূর্ববঙ্গের নিজস্ব প্রাচীন পল্লীগীতির সুর সম্পর্কে আমি যাহা জানি তাহা প্রথম খণ্ড গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছি। বর্তমান কালে খাঁটি 'ভাটিয়ালী' ও দক্ষিণ অঞ্চলের 'মুড়াই', 'হাল্‌দাকাটা', 'সাইগরী', প্রভৃতি সুরের গান কোথায় কে গাহিতে পারেন, তাহা আমি জানি না। কারণ, গত আঠার বৎসব আমার পূর্ববঙ্গে গমনাগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে সাহস করিয়া এইটুকু বলিতে চাই, বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে 'ভাটিয়ালী' বলিয়া যে সুর প্রচারিত হয় উহা শুনিতে মনোরম হইলেও প্রাচীন ভাটিয়ালীর পাচটি ধাঁচের কোন ধাঁচেই পড়ে না, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কথা বলা বাহুল্য।

আমি নিজে সেরূপ গায়ক নই, তাহারপর পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লী সুরে গান গাহিতে হইলে যে প্রকার সতেজ মধুর উচ্চ কণ্ঠ প্রয়োজন, তাহা আমার কোনো কালেই নাই। তথাপি আশাছিল, আমার সম্পাদিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে হয়তো কোনো গুণগ্রাহী সুর-শিল্পী বা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এবং সেই সুযোগে আমার কণ্ঠে যতটুকু সম্ভব প্রাচীন সুরের 'ধাঁচ ও লহর' গুলির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য গুণী সমাজে দিগ্‌দর্শন রূপে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করার জন্য বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইয়া তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ

করিতে পারি নাই। ইহার জন্য দোষী অবশ্য আমি নিজেই, একে আমি— অর্থহীন দরিদ্র বলিতে যাহা প্রকৃতপক্ষে বুঝায় তাহাই, দ্বিতীয়ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আমারি নাই।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৬০ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার তলপেটে একটা বড়ো রকমের অস্ত্রোপচার হইয়া প্রায় চারিমাস হাসপাতাল-বাসের পর যখন সত্তর বৎসর বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বাহিরে আসিলাম, তখন লক্ষ্য করিলাম, স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরও এ জন্মের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

সবদিক হইতে নিরাশ হইয়া যখন হতাশা ও মনের দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িতে-ছিলাম, তখন দৈব আশীর্বাদের মত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডিঃ লিট্ মহাশয়ের একখানা পত্রে জানিতে পারিলাম, লোকমুখে আমার এই গীতিকা সংগ্রহের কথা শুনিয়া তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক।

আশান্বিত হইয়া এক সুপ্রভাতে 'মহুয়া', 'মলুয়া' ও 'জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতী' পালা তিনটির পাণ্ডুলিপি লইয়া উপস্থিত হইলাম ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে। যে পাণ্ডুলিপি মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া আমি কাহাকেও পড়াইতে পারি নাই ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা পড়িলেন, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আমার এই সংগ্রহ ছাপাইবার জন্য তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ডক্টর ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। ডক্টর দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকুল্যে এইগ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার মঞ্জুরীপত্র পাইবার পর আর একটি বড়ো অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল।

এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানির অন্যতম স্বত্বাধিকারী মহানুভব স্বর্গীয় অমিয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিঃস্বার্থ পরামর্শানুযায়ী ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, আমার লিখিত গ্রন্থভূমিকায় পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগীতির সুর সম্বন্ধীয় আলোচনা পড়িয়া ও আমার কণ্ঠস্বরের অক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং আমার নিকট জানিতে চাহেন, এই সব সুরের গায়ক কোথাও পাওয়া যাইবে কিনা।

ইহার উত্তর—আমি লক্ষ্য করিয়াছি বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চম দশক হইতে যেমন পশ্চিমবঙ্গে পদাবলী কীর্তনে প্রাচীন ঢং 'গড়ানহাটী,' 'রেণেটী,' 'মনোহরসাহী,' 'মন্দারিণী,' প্রভৃতি ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া দক্ষিণ ভারতীয় 'ঢপ' সুরের প্রচলন হওয়ায় 'পাছ দোহার'-এর অপেক্ষা না রাখিয়া একাকী কীর্তন গাহিবার সুবিধা হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগীতির বিখ্যাত 'ভাটিয়ালী' সুরেরও প্রায় একই দশা ঘটিয়াছে। আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের পদাবলী কীর্তনীয়া নিজের আঞ্চলিক ঢং ছাড়া অন্য কোনো ঢং-এ কীর্তন করিতেন না। পূর্ববঙ্গেও 'গায়েন' ও 'বয়াতি' নিজ অঞ্চলের 'ধাঁচ' ছাড়িয়া অন্য ধাঁচে ভাটিয়ালী গাহিতেন না, বোধহয় জানিতেনও না। এই কারণে পূর্বেও এক অঞ্চলের গায়কের মুখে ভাটিয়ালী শুনিয়া উহার সমগ্র রূপের জ্ঞান হইত না। ইহার জন্য প্রয়োজন, ভাটিয়ালীর বিভিন্ন পাঁচটি ধাঁচের জন্য পাঁচটি অঞ্চলের অভিজ্ঞ গায়েন বা বয়াতীর মুখে একই গান বা পালা শোনা।

একে তো পূর্ববঙ্গে প্রাচীন ভাটিয়ালী সুর লোপ পাইতে বসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পূর্ববঙ্গের গায়েন ও বয়াতিগণ এইসব ঐতিহাসিক ঘটনামূলক পালাগান গাহিতে নানা প্রকার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইয়া উহা ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা উদ্বাস্তু হইয়া ভারত রাষ্ট্রে আসিয়াছেন, তাঁহারা এদেশে সমাদর পাইতে হইলে কি করিতে হয়, তাহা জানেন না। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ভাটিয়ালী গানের প্রকৃত সুর যে কি, তাহা জানাইবার সুযোগ আমার নাই। পূর্ববঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হইতে চলিয়াছে। রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আশা করি পুনবায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীর পক্ষে অবাধে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ভ্রমণ করা সম্ভব হইবে। প্রথম খণ্ড গ্রন্থের ভূমিকা ও এই ভূমিকা পড়িয়া যদি কোনো উৎসাহী গীতরসিক নিজে পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে ঘুরিয়া এসম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, তবে আশা করি এখনও অনেক কিছু পাইবেন।

আমি ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ, তথাপি আশাকরি পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হইলে আবার একবার পূর্ববঙ্গে যাইব। আমার কাছে গঙ্গা অপেক্ষাও পদ্মা পবিত্র। আমার জন্মস্থান যে ঐ পদ্মানদীর তীরে।

আগমেশ্বরী পাড়া রোড
নবদ্বীপ
১লা ডিসেম্বর, ১৯৬০

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাঞ্চন কন্যা

(ধোপার পাট)

অজ্ঞাত-নামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

কাঞ্চন কন্যা পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত এই পালাটির নাম 'ধোপার পাট'। পূর্ববঙ্গে এই পালাটি 'কাঞ্চন কন্যার পালা' নামে সুপরিচিত। এককালে অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইবার জন্য পূর্ববঙ্গের 'গায়েন' সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধাযত্ন সহকারে এই পালাটি গাহিতেন। ইহার গানগুলি পূর্ববঙ্গের সাধারণ জনসমাজে সুপ্রচলিত। অনেকগুলি গানের প্রতিধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের কবি রচিত গানে পাওয়া যায়।

সেন মহাশয় প্রকাশিত পালাটির ছত্র সংখ্যা ৪৬৯। উহার ৪৬৬ ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। যে তিনটি ছত্র গৃহীত হয় নাই, তাহা তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ৭৫০, সেন মহাশয়ের সংগ্রহ অপেক্ষা ২৮৪ ছত্র অধিক। এই নূতন সংগৃহীত ছত্র বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। সেন মহাশয় প্রকাশিত ৭৭টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার পাঠান্তর ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। ছত্রে স্থান বিপর্যয় ও বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। এই সম্পাদনায় সেন মহাশয় প্রকাশিত পালার বহু ছত্রের অগ্র-পশ্চাৎ—এমন কি অধ্যায়ান্তর ঘটিয়াছে। সেজন্য দুই সম্পাদনা মিলাইতে হইলে সতর্কতা প্রয়োজন।

কাঞ্চন কন্যা পালার রচয়িতা কবির নাম ও পরিচয় জানা যায় না। ঘটনা ও পালা রচনার কাল সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু লিখেন নাই। ঘটনার বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়, যেকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেকালে ধোপার কন্যার সঙ্গে উচ্চবর্ণের রাজকুমারের বিবাহ সামাজিক-অসম্ভব ছিল না। মুসলমানের গৃহে গিয়া অনাথা হিন্দুকন্যা কন্যার মত সমাদরে সুদীর্ঘকাল বাস করিলেও হিন্দুসমাজে তাহার স্থানাভাব হইত না। এই দুইটি কারণে মনে হয় এই পালার ঘটনা 'মহুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী'র বহু পূর্ববর্তী, এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীরও হইতে পারে। অন্যান্য পালার ভাষার সঙ্গে এই পালার ভাষা বিচার করিয়া কাল নির্ণয় করার চেষ্টা নিরর্থক। এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে কোনো প্রাচীন পল্লীগাথার কবি-বিরচিত মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। গায়েনদের লিখিত খাতা হইতে পুনর্লিখিত হইয়াই গাথাগুলি জনসমাজে এতকাল প্রচলিত আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও উচ্চারণ ভেদে সুপ্রচলিত পালাগুলির ভাষায় বেশ পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য ঘটিলেও রচনার ছন্দের কোনো বিকৃতি ঘটে নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। সেন মহাশয় প্রকাশিত পালাগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে যে আধুনিক ছন্দের ছাপ দেখা যায়, উহা বোধ হয় বর্তমান শতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের হস্তাবলেপ। এই ব্যাপার সেন মহাশয় প্রকাশিত পালার গানে ভাটিয়ালী ও দক্ষিণী সুরে সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রকাশিত এই পালাটিতে ২৮৪টি ছত্র না থাকায় এবং ঘটনা বর্ণনায় অসামঞ্জস্যের জন্য ইহার মাধুর্য ও কাব্যসম্পদ সম্যক প্রকাশ পায় নাই। তথাপিও তাঁহার মতে এই পালাটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য। একটি গানের স্থানবিশেষ তিনি ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাঁহার সেই ব্যাখ্যা ও আমাদের একটি ব্যাখ্যা যথাস্থানে পাদটীকায় দেওয়া হইল।

আজ হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাংলা মায়ের এক কবি-সন্তানের হৃদয়ে প্রেমের যে আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং কাঞ্চন কন্যা অবলম্বনে সেই আদর্শ যেভাবে তিনি কাব্যে রূপ দিয়াছেন, তাহা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চল্লিশ বৎসর চেষ্টা করিয়াও এই কবির নাম জানিতে পারি নাই। এই অনামী কবি বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব। তাঁহার রচিত 'কাঞ্চন কন্যা' পালা বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ

(১)

নদীর পাড়ে কেওয়াবন ফুইটা রইছে ফুল ।+
দূর থাইকা আইসে ভমরা গন্ধে বিয়াকুল[১] ॥+
ধুবার কন্যা কাঞ্চনমালা ঘাটে কাপড় কাচে ।+
রাজার কুমার বাউড়া[২] হইল ধুবার কন্যার পাছে ॥+
কাঞ্চন কন্যা কাপড় শুকায় নদীর পাড়ে বইয়া[৩] ।+
রাজার কুমার তারে দেখে ঝোপে[৪] লুকাইয়া ॥+
কাঞ্চন কন্যা কাপড় কাচে ছাইড়া[৫] মাথার চুল ।+
রাজার কুমার তুইলা আনে বাগের[৬] চম্পা ফুল ॥+
শুক্না কাপড় লইয়া কন্যা গিরে[৭] চইলা যায় ।+
রাজার কুমার আন্ধাইরা[৮] দেখে পন্থ নাইত পায় ॥+

নিত্যি নিত্যি রাজার কুমার ঘাটে আনাগুনি[৯] ।+
ঘাটের পথে নিত্যি দেখা কন্যা সে যইবনী[১০] ॥+
কান্ধে জুলুঙ্গা[১১] রাজার কুমার হস্তে ধনুক তীর ।+
দেইখা দেইখা যইবতী[১২] কন্যার মন হইল অথির ॥+
কেওয়া বনে রাজার কুমার বাজায় মোয়ন বাশি[১৩] ।+
কাপড় শুকায় ধুবার কন্যা মন তার উদাসী ॥+

১। বিয়াকুল=ব্যাকুল। ২। বাউড়া=অর্ধোন্মাদ। ৩। বইয়া=বসিয়া। ৪। ঝোপে=অল্প উচ্চ বন। ৫। ছাইড়া=এলাইয়া ৬। বাগের=বাগানের, রাজ-উদ্যানের। ৭। গিরে=গৃহে। ৮। আন্ধাইরা=ঘন কুয়াশার অন্ধকার। ৯। আনাগুনি—আসা যাওয়া। ১০। যইবনী=যৌবন প্রাপ্তা। ১১। জুলুঙ্গা=ঝোলা, শিকারলব্ধ পাখি রাখিবার ঝোলা। ১২। যইবতী=যুবতী। ১৩। মোয়নবাশি=মোহন বাঁশি।

রাজার কুমার তুইলা ফুল রাখে বিরিক্ষের তলে ।+
সেইনা ফুলে গাস্থে মালা কন্যা বইসা বিয়ালে[১৪] ॥+
মালা গাইন্থা রাখে কন্যা হিজল গাছের ডালে ।+
সেইনা মালা পায়্যা[১৫] কুমার পরে আপন গলে ॥+

চৌদ্দ না বচ্ছরের কন্যা পরম সুন্দরী ।+
ধুবার ঘরে জন্ম হইছে সগ্‌গের অপ্‌সরী ॥+
ঘরে আছে বুড়া বাপ কাপড় কাইচা খায় ।+
বুড়া ঘাটে কাপড় কাচে কন্যা সে শুকায় ॥+
গেরামে আছে রাজার বাড়ী হাত্তি ঘোড়া কত ।+
পাইক[১৬] পশ্চান[১৭] লোকলস্কর[১৮] আম্‌লা শত শত ॥+
বারবাংলা[১৯] ঘর রাজার খুরাই নদীর পাড়ে ।+
ভাওয়াইলা পিনেস[২০] বান্ধা রাজার থাকে নদীর ধারে ॥+
এক পুত্র রাজার কুমার বাপের নয়ান তারা ।+
ঘুইরা বেড়ায় যথায় তথায় কাত্তিক ময়ুর ছাড়া ॥+

(২)

এই ভাবে কিছুকাল যায়। দু'জনের মনের কথা দু'জনের মনের কোণেই গোপন থাকে। শেষে একদিন সন্ধ্যাকালে কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে চলেছে কলসী ভরে জল আনতে। ঘাটের পথ তখন ছিল নির্জন। রাজকুমার সুযোগ পেয়ে কাঞ্চনমালার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন, হাত ধরে বললেন—,

১৪। বিয়ালে=বৈকালে। ১৫। পায়্যা=পাইয়া। ১৬। পাইক=নিরস্ত্র সিপাই। ১৭। পশ্চান=সশস্ত্র সৈনিক। ১৮। লোকলস্কর=পেয়াদা ও লাঠিয়াল। ১৯। বার বাংলা ঘর=প্রাচীন কালে পূর্ববঙ্গে নির্মিত উলুখড়ের ছাউনী সুবৃহৎ ব্যয়বহুল বিলাস ভবন। ২০। ভাওয়াইলা পিনেস=ভাওয়াল পরগণায় নির্মিত সুবৃহৎ প্রমোদ তরণী।

"জলভরিতে যাও লো কন্যা এই না সইন্ধ্যা বেলা ।*
এইখানে খাড়ায়্যা[১] শুন তুমি ত একেলা ॥
আরে, হাটু বাইয়া পড়ে কেশ
তোমার যইবন হইল ভারি ।
কইব আমার মনের কথা
রইবা দণ্ড দুই চারি ॥
চউখেত অপরাজিতা কন্যা,
আরে কন্যা, তোমার গায়ে চম্পা ফুল ।
পাগল হইছি লো কন্যা,
দেইখা তোমার মাথার চুল
লো কন্যা, তুমি চম্পার ফুল ॥"

"হস্ত ছাড়ো সোনার বন্ধু রে
আরে বন্ধু, আমি লাজে মইরা[২] যাই ।
ঘাটের পন্থে এমন কইরা
হস্ত ধইরতে নাই ॥ +
দিনের বেলা দেইখা লোকে
মোরে কইব কলঙ্কিনী ।
ঘরে রইছে বাপ মাও রে বন্ধু,
তারা কি কইব[৩] সব শুনি
রে বন্ধু, আমি লাজে মইরা যাই ॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা
আরে কন্যা, তুমি আমার মাথা খাও । +

১ । খাড়ায়্যা = দাঁড়াইয়া । ২ । মইরা = মরিয়া । ৩ । কইব = কহিব ।
পাঠান্তর :—* জল ভরিতে যাও লো কন্যা তিন সইন্ধ্যা বেলা ।

আমার কথা শুইনা লো কন্যা,
পরে জলের ঘাটে যাও ॥ +
ঐনা বনে কেওয়া ফুল
দেখো সুখে ফুইটা রয় । +
ঐনা ফুল দেইখা কন্যা,
ভমরা পাগল কিনা হয় ?" +

"শুন শুন শুন রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, ধুবার কন্যা আমি । +
এই না রাইজ্যের রাজার পুত্র
হইলা বন্ধু তুমি ॥ +
তোমার মাও বাপ হয় রে বন্ধু,
এই রাজত্বির রাজা ।
আমার বাপ তোমার ধুবা
তোমার বাপের পর্‌জা[৪] ॥
আশমানের চান্দ হইয়া রে বন্ধু,
কেনে জমিনে বাড়াও হাত ।*
লোকেত বলিব মন্দ
বন্ধু, শুনবা পরশ্চাৎ[৫] ✠ ॥
শুন শুন শুন রে বন্ধু,
তুমি শুন আমার কথা । +
তোমার কলঙ্ক হইলে রে বন্ধু,
আমি পাইবাম বড় বেথা ॥" +

৪। পর্‌জা = প্রজা। ৫। পরশ্চাৎ = পশ্চাতে।
পাঠান্তর :—* চান্দ হইয়াঁ কেনে জমিনে বাড়াও হাত।
✠ —শুনিয়া পরছাৎ।

"শুন শুন সুন্দর কন্যা
আমি কই যে তোমারে।+
ভমরা হইলাম রে আমি
তোমার রূপের তরে॥+
আমিত পাগল লো কন্যা
যেমন জোয়াইরার চিলা[৬] *।
কইতে ত না পারি কথা,
তোমারে না পাই একেলা॥+
এইখানে থাইকা লো কন্যা,
আইজ শুনবা আমার কথা।
একেলা পাইয়্যাছি আইজ
কন্যা, না দেও মনে বেথা॥+
রাজত্বি ধন যা আছে লো কন্যা,
আমি বাপেরে কইয়া।
সব্বস্বি তোমারে দিয়া
আমি করবাম্ তরে বিয়া॥'

'ছাইড়া দে রে চ্যাংড়া[৭] বন্ধু
আরে বন্ধু, বুদ্ধি নাই রে তর[৮]।+
ধুবার কন্যা আমি রে বন্ধু
রাজা না লইব ঘর॥+

৬। জোয়াইরার চিলা=এক শ্রেণীর যাযাবর পাখি যাহারা নদীর জোয়ার ভাটার সঙ্গে গমনাগমন করে। ৭। চ্যাংড়া=বালক বুদ্ধি। ৮। তর=তোর।

পাঠান্তর :—* আমি না পাগল কন্যা যোয়াইয়ের চিলা।

সোনার ভমরা রে বন্ধু
আরে বন্ধু, তুমি পাইবা পউদ্মের[৯] মধু। *
বনে ফুইটা রইছি আমি
এইনা ফুলে কাণ্টা[১০] শুধু ॥
আল্‌গিয়া[১১] পিরীতে মইজা
আরে বন্ধু, তুমি না পাইবা সুখ।
দুই চারি দিন পরে রে বন্ধু,
তোমার হইব মহা দুখ্ ॥ +
হস্ত ছাড় রে চ্যাংড়া বন্ধু
আমি চইলা যাইবাম্ ঘরে ঃ
চিত্তে ক্ষেমা[১২] দিয়া রে বন্ধু
আরে বন্ধু, ছাইড়া দেও আমারে ॥'

কাঞ্চনমালার কথা শুনে সেদিন রাজকুমার তাকে ছেড়ে দিলেন। কাঞ্চন মালার বাবা রাজপরিবারের কাপড় কাচে। কাঞ্চনমালা রাজকুমারের পোশাক বিশেষ যত্ন সহকারে কেচে পাট করে রাজবাড়ী পাঠায়। কাঞ্চনের সে যত্ন রাজকুমার পোশাক দেখেই বুঝতে পারেন। কিছুদিন পরে আবার নির্জনে দু'জনের দেখা হল। রাজকুমার ব্যাকুল হয়ে বললেন,—

'কাপড় যে ধোও লো কন্যা,
কত করিয়া সোহাগ।
এই কাপড়ে পাই লো কন্যা,
আমি তোমার মনের দাগ
লো কন্যা, তোমার মনের দাগ ॥*

৯। পউদ্মের=পদ্মফুলের। ১০। কাণ্টা=কাঁটা। ১১ আল্‌গিয়া=আল্‌গা, শিথিল, বন্ধন শূন্য। ১২। চিত্তে ক্ষেমা=মন সংযত করিয়া, ক্ষেমা=ক্ষমা।

পাঠান্তর :—* সোনার ভোমরা তুমি খাইবা ফুলের মধু।
+ হাত ছাড়রে বন্ধু চলিয়া যাইবাম ঘরে।
* এইনা কাপড়ে পাইছি তোমার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ ॥

এই না দাগ বুইঝা লো আমার
ঘুইচাছে সব সন্দ[12] ।ক
কাপড়ে যে পাই লো কন্যা,
তোমার গলার মালার গন্ধ ॥”৪

“হস্ত ছাড়ো রে সোনার বন্ধু,
এইনা সইন্ধ্যা বেলার পথে ।ক
কি জানি আইজ কাঙ্কের কলসী
ভাইসা যাইব স্লতে[13] ।
দূরে থাইকা বাজাইও বাঁশি
তুমি ঐ না কেওয়া বনে ॥৪৪
গিরে থাইকা শুনবাম্ রে আমি
আমার অঘোম[14] স্বপনে । +
আমার মাথা খাও রে বন্ধু,
তুমি আমার মাথা খাও । +
এইনা আশা ছাইড়া রে বন্ধু,
তুমি গিরে চইলা যাও ॥” +

১২। সন্দ=সন্দেহ। ১৩। স্লতে=স্রোতে। ১৪। অঘোম=নিদ্রাহীন

পাঠান্তর :—ক এই কাপড় পাইয়া আমার ঘুচিয়াছে সন্দ।
৪ কাপড়ে পাইছি তোমার মালার গন্ধ ॥
ক হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চলিয়া যাইবাম ঘরে।
** কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়া নেয় স্লতে ॥
কক দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐ না কলা বনে।

"আষাইঢ়া[১৫] নদী লো কন্যা
দেখো পাগ্‌লা হইয়া ধায়। ✤✤
মনেরে বুঝায়া কন্যা
রাখন্ ত[১৬] না যায়॥ ✣✣
সত্য কর সুন্দরী কন্যা
আরে কন্যা, আইজ সত্য কর রইয়া[১৭]।
নিশাকালে আইবা[১৮] লো তুমি
ফুলের মধু লইয়া॥"

"কেম্‌নে সত্য করিরে বন্ধু,
আমার ঘরে বাপ মাও।
ছাইড়া দেও রে সোনার বন্ধু,
আমার মাথা খাও॥
শুইলে স্বপনে দেখি
আমি তোমার চান্দ মুখ।
দিন রাইতের মধ্যে বন্ধু,
আমার এই মাত্র সুখ॥*
দুশ্‌মন পাড়ার লোক কুমার,
তারা দুশ্‌মনি করিব।
এমন কালে দেখিলে তারা
দেশে কলঙ্ক রটিব॥

১৫। আষাইঢ়া=আষাঢ় মাসের। ১৬। রাখন=রাখা, রক্ষা করা। ১৭। রইয়া: মনস্থির করিয়া। ১৮। আইবা=আসিবে।

পাঠান্তর:—✣✣ আষাইঢ়া নদী যেমন পাগল হইয়া যায়।
✤✤ মনেরে বুঝাইয়া বন্ধু রাখা নাহি যায়॥
* নিশাকালে অভাগীর এইমাত্র সুখ।

বাপ আছে মাও আছে
কি কইব তারা।
তোমার আমার কলঙ্কে বন্ধু,
ভাইঙ্গা পড়ব পাড়া[১৯] ॥
পুষ্কুন্নির চার পাড়ে দেখ
ফুট্‌ল চম্পা ফুল।
ছাইড়া দেও রে চ্যাংড়া বন্ধু,
আমি ঝাইড়া বান্‌তাম্[২০] চুল ॥

"আরে কোন জনা কি কইব কথা
আমি নাই ত জানি।+
তুমি কন্যা কি কইবা কথা
তাই সে আমি শুনি ॥+
এইখানে থাকিয়া লো কন্যা,
আমি বাজাইবাম্ বাঁশি
এইখানে তোমারে লইয়া
আইজ কাটাইবাম্ নিশি ॥
এইখানে ত পাইতা রাখবাম্
আমি বাশপাতার বিছান্[২১]।
তোমারে লইয়া বুকে
দেখবাম্ স্বগ্‌গের স্বপন ॥

১৯। ভাইঙ্গা পড়ব পাড়া=পাড়াব সর্বত্র প্রচার হইবে। ২০। ঝাইড়া বানতাম =ঝাড়িয়া বাঁধিব। ২১। বিছান্=বিছানা।

পাঠান্তর :—* এইখানে পাতিয়া রাখ বাশপাতার বিছানা।

তোমারে না পাইলে কন্যা
আমি হইবাম্ দেশান্তরী ।+
জলে ডুইবা মরি কিম্বা
গলায় দিবাম্[22] ছুরি ॥"+

"না বইল না বইল বন্ধু,
আরে বন্ধু, অমন কথা মুখে ।+
আর বার বলিলে আমি
মইরা[23] যাইয়াম্ দুখে ॥+
আইজ যদি পারি রে বন্ধু,
আইজ যদি পারি ।
মাও বাপ ছাইড়া আইবাম্
আমি এই সত্য করি ॥
দিনের সাক্ষী আশমানের সুরুজ[24]
রাইতে চান্দ্ আর তারা ।
আর সাক্ষী তুমি রে কুমার
আইজ সামনে রইছ খাড়া
তোমার ধরম তোমার রে বন্ধু.
তুমি রাখবা তিনো কালে ।
তোমার সঙ্গে হইব দেখা
রাইতের নিশা কালে ॥
খুড়াই নদীর পাড়ে কুমার,
বাঁশপাতার বিছানা ।
রাইতে আইবা রাইতে যাইবা
বন্ধু, দিনে করি মানা ॥"

২২। দিবাম্=তৎক্ষণাৎ দিব। ২৩। মইরা=মরিয়া। ২৪। সুরুজ=সূর্য

(৩)

কাঞ্চনমালার কথামত নিশিরাতে রাজকুমার নির্দিষ্ট স্থানে এসে বাঁশি বাজালেন সে বাঁশির ধ্বনি কাঞ্চনের কানে গেল, কিন্তু সে ঘর থেকে বেরুতে পারল না।—

"পারলাম না পারলাম না রে বন্ধু,
আমি মইলাম মাথার বিষে।
সত্য ভঙ্গ হইল রে কুমার,
আইজ আমার কপাল দোষে॥*
তুমি ত আইসাছ বন্ধু,
আমি শুন্‌ছি বাঁশি কানে।
বাপ মাও জাইগা রইছে
আমি যাইবাম্ রে কেমনে॥
আমি ঘর করলাম বাইর[১] রে বন্ধু,
পর করলাম আপন।
অবলার কুল-মানের ভয়
আমার হইল রে দুশমন॥+
একটুখানি থাইক রে বন্ধু,
একটুখানি রইয়া[২]।
কাঞ্চা[৩] ঘোমের বাপ মাও
আমার পড়ুক ঘুমাইয়া॥

১। বাইর=বাহির। ২। রইয়া=অপেক্ষা করিয়া। ৩। কাঞ্চা=কাঁচা

পাঠান্তর :—* '—কুমার পারলাম না আসিতে।
+ অবলার কুলভয় হইল দুষমণ॥

পাড়ার লোক না ঘুমায় রে বন্ধু,
বাজে তোমার বাঁশি।
কেম্‌নে বাইর হইবাম রে আমি
কোন বা পন্থে আসি॥"

এর পর কাঞ্চনমালার বাপ-মা ঘুমোলে নিশিরাতে দুজনের মিলন হল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে দুজনের গোপনে মিলন হয়। রাজার কুমার বেপরোয়া, কিন্তু কাঞ্চনমালার মনে নানা দিক থেকে ভয়।

"বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।
সই, আমার সুখ হল না।
একি যন্ত্রণা।
পিরীতে দুইদিন আমার সুখ হল না॥
(গায়েনের চিতান ও ধুয়া)
"বারণ করি রে বন্ধু, আইয়া[৪]।+
আর না বাজাও রে বন্ধু আমারে শুনাইয়া।+
বারণ করি রে বন্ধু, আইয়া॥ (ধুয়া) +
কিসের কুল কিসের মান রে বন্ধু,
তুমি আর না বাজাও বাঁশি।
মন-পরাণে হইলাম রে বন্ধু,
আমি তোমার চরণে দাসী॥
বাঁশির সুরে মন ছুইটা যায়
যেমন উদাম[৫] হাওয়া।+
আর না বাজাইও বাঁশি
বন্ধু, আমারে শুনায়্যা॥+

৪। আইয়া=আসিয়া। ৫। উদাম=উদ্দাম।

"আকাশ ভরা কাজল মেঘ
দেওয়ায়[৬] ডাকে রইয়া[৭]। +
আইজ না আইবা[৮] রে বন্ধু,
জলেতে ভিজিয়া ॥ +
নদীর স্তুতে কালা ঢেউ
অলছ্ তলছ্[৯] পানি। +
আইজ না আইবা রে বন্ধু,
ভিজব সোনার অঙ্গখানি ॥ +
ঐ দেখা যায় ভিইজা[১০] রইছে
বনে পাতার বিছানা। +
আইজ না আইবা রে বন্ধু,
শুনবা দাসীর মানা[১১] ॥ +
আশমান জুড়া কালা মেঘ
ডাকে ঘনে ঘন। +
হায় রে পরাণের বন্ধু,
আইজ না হইব মিলন ॥ +

"না শুনলা না শুনলা রে বন্ধু,
আবাগীর মাথা খাইয়া। +
বাদ্‌লা রাইতে আইলা তুমি
কিসের লাগিয়া—
রে আমার মাথা খাইয়া ॥ +

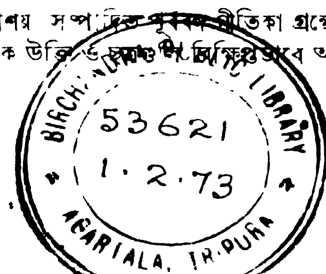
৬। দেওয়ায়=মেঘের দেবতা। ৭। রইয়া=থাকিয়া থাকিয়া। ৮। আইবা=আসিবা ৯। অলছ তলছ্=চঞ্চল। ১০। ভিইজা=ভিজিয়া। ১১। মানা=নিষেধ।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাইরে কেনে ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা
কাইটা মাথায় ধর ॥
ভিজা গেল সোনার অঙ্গ
এই রাইতের নিশা শেষে।
আবাগী নিকটে থাকলে
মুছাইতাম কেশে ॥

"সোনার বন্ধু রে,
নিশি গেল বইয়া[১২]।+
কেনে বা পোষাইলা[১৩] নিশি
কি দোষ পাইয়া—
রে নিশি গেল বইয়া ॥—ধুয়া।+
বইক্ষে লইয়া সোনার বন্ধু
আমি রাইত করলাম ভোর।
কোন বা পন্থে চইলা যাইবা
আমার মনচোর ॥
নিশি ভোরে চইলা যাইবা
কাঞ্চা ঘুম লইয়া।
মাটিতে কি শুইবা বন্ধু
খাট পালং ছাড়িয়া—
রে বন্ধু, নিশি গেল বইয়া ॥*

১২। বইয়া=বহিয়া, শেষ হইয়া। ১৩। পোষাইলা=পোহাইলে, শেষ হইলে।

*—দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থে প্রকাশিত পালায় এই গানটি নায়িকার জনান্তিকে উক্তি ও [illegible] সংক্ষিপ্তভাবে আছে।



একদিন রাত্রে কুমার আসতে পারলেন না, কাঞ্চনমালার চিন্তার অন্ত নেই।—

“আশমানের চান্দ রে,
আশমানে ত থাইকা তুমি
দেখ সর্ব ঠাই।
আইজ কেনে না আইল বন্ধু
কও না পরখাই[১৪]॥
আধেক নিশি চইলা গেল
বন্ধুর বাঁশি নাই ত শুনি।
কিসের লাইগা না আইল
আমার গুণমণি॥ +
আমারে কি আছে মনে
সে ত রাজার বেটা।
ছোটোর সঙ্গে বড়োর পিরীত
দশের মধ্যে[১৫] খোটা[১৬]॥
বাউন[১৭] হইয়া আমি
কেনে চান্দে বাড়াই হাত।
পোড়া মনে পাই না কিছু
দিতে রে পরবোধ[১৮]॥’

“ডুব রে গাগরী তুমি
ডুব নদীর জলে।
এই মতে ডুবাইল বন্ধু
আমারে অকুলে॥

১৪। পরখাই=পরীক্ষা করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া। ১৫। দশের মধ্যে=জনসমাজে।
১৫। খোটা=নিন্দা। ১৭। বাউন=বামন, বেঁটে। ১৮। পরবোধ=প্রবোধ।

ডুবায়্যা গাগরী তরে[১৯]
তুইলা লইলাম কাঙ্কে[২০]।
এম্‌নি কইরা লইব কি বন্ধু
মোরে তুইলা বইক্ষে ॥+
আমারে ত দেইখা লোকে
করে কানাকানি।
একদিন না দেখিলে বন্ধে[২১]
ফাইটা যায় পরাণি ॥+
গলায় আইঞ্চল[২২] বাইন্ধ্যা
গাগরী লইয়া।
মনে লয় ডুইবা মরি
আমি বন্ধুর লাগিয়া ॥
বাপ ছাড়বাম্ মাও ছাড়বাম্
ছাড়বাম্ বাড়ী ঘরের আশা।
তোমারে লইয়া বন্ধু,
লইবাম্ জঙ্গলাতে বাসা ॥*

১৯। তরে=তোরে। ২০। কাঙ্কে=কক্ষে। ২১। বন্ধে=বন্ধুকে।
২২। আইঞ্চল=অঞ্চল, আঁচল।

পাঠান্তর :—* দেশ ছাইড়া লইবাম্ জঙ্গলাতে বাসা।

** সোনার নদী রে—
কোন দেশে* যাও বইয়া।
কোথারতনে আইলা রে নদী ‡
কিসের লাগিয়া রে—
নদী, কোন দেশে যাও বইয়া ॥
সোনার বরণ পর্‌ভাত রে
আশমান আবের চাকা[২৩] মাখা।[৩]
কোন বা পঙ্খী উইড়া আইল
তার সোনার বরণ পাখা রে—
তার সোনার বরণ পাখা ॥[৪]

২৩। আবের চাকা—খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ।
পাঠান্তর :—* নদীরে কোন দিগে—'
‡ কোথেকে 'আইলে রে—'

** এই গানের ১৪টি ছত্রের ১২টি ছত্র সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় আছে। উক্ত ১২ ছত্রের শেষের চারটি ছত্র আছে বিক্ষিপ্ত ভাবে, এবং অধ্যায়ন্তর ঘটিয়াছে।

সেন মহাশয় এই গানটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা, এবং আর একটি ব্যাখ্যা এখানে প্রদত্ত হইল।—

১—২। সেন মহাশয় কৃত ব্যাখ্যা :—'এই যে আমার জীবনে প্রেমের স্রোত, ইহা কোথা থেকে আসিল, এবং ইহা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? নদীকে সম্বোধন করিয়া নায়িকা নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিতেছেন।'

অপর ব্যাখ্যা :—যৌবন সমাগমে নায়িকার অন্তরে প্রেমের প্রথম স্পর্শ। সেই স্পর্শে নায়িকার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে একটা অপূর্ব আবেগ। ভরা মনের সেই আবেগ প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইল বর্ষা সমাগমে নদীর পূর্ণতা ও গমনভঙ্গী দেখিয়া। নায়িকা নিজমনের ভাবানুযায়ী নদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছে,—হে নদী, তুমি ইহার পূর্বে ছিলে ক্ষীণকায়া সৌন্দর্যহীনা। এখন বর্ষা সমাগমে তোমার সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তুমি এখন ভরা যৌবনে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছ। কিসের জন্য তোমার এই উদ্দাম গতি! কাহার উদ্দেশে তুমি এমন করিয়া ছুটিতেছ? তোমারই মত আমার এই যৌবন আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়াছে। তোমার এই যৌবন-গতি-বেগ তোমার জলসম্পদ কোথায় কি জন্য

জমিনে পড়িলে পঙ্খী
আরে পঙ্খী জমিন খানি বেড়ে[২৪] ।[৫]
আশমানে উড়িলে পঙ্খী
আশমান যায় রে জুড়ে ক ॥[৬]
কোন সাওরের[২৫] পঙ্খী রে তুই
কোন পাহাড়ে বাসা ।+[৭]
আমার দোয়ারে[২৬] আইলা
আইজ কইরা কোন বা আশা রে—
কইরা কোন বা আশা ॥[৪] +[৮]
এই পঙ্খী ধরিতে গেলে
আমি খাঁচা নাই ত পাই[৯] ।
কুথায় রাখ্‌বাম্ পরাণের পঙ্খী
আমি কোন বা দেশে যাই ॥[১০]

২৪। বেড়ে=বেষ্টন করে, ঢাকিয়া ফেলে ২৫। সাওরের=সাগরের।
২৬। দোয়ারে=দুয়ারে।

পাঠান্তর :—ক '—আশমান না জুড়ে'।

লইয়া যাইতেছে তাহা হয়তো তুমি জানো। আমি কিন্তু আমার মনের এই দুর্বার কামনা-গতির পরিণাম বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ,—

৩—৪। সেন মহাশয়ের ব্যাখ্যা :—'এই সোনার যৌবন স্পর্শে আমার জীবনকে স্বপ্নময় করিয়া কোন সোনার পাখী আমার কাছে আসিল।'

অপর ব্যাখ্যা :—সোনালী প্রভাতে অভ্রখচিত আকাশে সোনালী পাখায় ভর করিয়া কোনো সুন্দর পাখি উড়িয়া আসিয়া যদি ধরা দেয়, তবে যেমন একটা অপূর্ব আনন্দ মনকে অভিভূত করে, এমন কি পাখির পরিচয় গ্রহণের প্রবৃত্তিও থাকে না, সেই প্রকার আমার সোনালী যৌবন-প্রভাতে যখন চিত্তাকাশে নানাবিধ কামনা-বাসনা উদিত হইতেছিল, তখন একদিন হঠাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত প্রেম-পাখি তার অপূর্ব বিলাস-বাসনার পাখা মেলিয়া উড়িয়া আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল। এখনও আমি এই প্রেম-পাখির সম্যক পরিচয় জানি না। তথাপি দেখিতেছি, এ পাখি আমাকে রাখিতেই হইবে।—

কোন বা দেশে যাইয়া রে পঙ্খী

আমি তরে বাইন্ধ্যা রাখি[১১]। +

কোন মধু খাওয়ায়্যা পুষ্‌বাম

এইনা সোনার পাখি

আমি কেম্‌নে ধইরা রাখি ॥[১২] +

ডাল নাই রে পালা নাই রে

বিরিক্ষে ফুইট্যা রইছে ফুল।[১৩]

বন্ধুরে পাইলে বইক্ষে

আমার কিসের জাতি কুল।[১৪]

৫—১২। সেন মহাশয় কৃত ব্যাখ্যা:—'ইনি রাজার ছেলে, আমি সামান্যা নারী। ইহাকে আমি কোথায় রাখিব? * * *। আকাশে রাখিলে আকাশ জুড়িয়া যায়। আমার স্বর্গের কল্পনা হইতেও ইনি উঁচু; ইহাকে হাত বাড়াইয়াও নাগাল পাই না। আমার সামান্য সংসারের পক্ষে ইনি অতি বড়ো। ইনি আমার দুরাশার স্বপ্ন, ইঁহাকে না রাখিলে আমার জীবন থাকে না। অথচ কি করিয়াই বা রাখি? ইঁহাকে রাখিবার মত পিঞ্জর কোথায় পাই?'

অপর ব্যাখ্যা:—কিন্তু বড়ো পাখি তো ছোট খাঁচায় রাখা যায় না, রাখিলে তাহার পাখা মেলার স্থান হইবে না। সমাজ, জাতি, কুল, মান, প্রভৃতির বেষ্টনী দেওয়া আমার এই সংসার-খাঁচায় (জমিনে) এত বড়ো প্রেমপাখি রাখিয়া দেখিলাম, ইহার অপূর্ব বিলাসবৈভবের পাখা মেলিবার মত স্থানের সঙ্কুলান হয় না। চিত্তাকাশে উড়াইয়া দেখিলাম, সে আকাশ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে আর অন্য কোনো কামনা-বাসনা রূপ অভ্র খণ্ড প্রকাশ পায় না। এ প্রকার অবস্থায় এত বড়ো প্রেমপাখি আমি রাখিব কোথায়? কোন দেশে—অর্থাৎ মনের কি প্রকার প্রস্তুতি থাকিলে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিপ্রকার হইলে এই পাখি পালন করা যায়, তাহা আমি জানি না। এ পাখি নিশ্চয়ই কোনো সাগরে বা পর্বতে বাস করিত, ভুল করিয়া আমার হৃদয় দুয়ারে আসিয়া ধরা দিয়াছে। হে প্রেম পাখি, তুমি যখন ধরা দিয়াছ, তখন তুমিই বলিয়া দেও কি করিয়া তোমাকে রাখিয়া পালন করিব।—

কাইট্যা যায় রে কালামেঘ
আশমানে চান্দের উদয় ।১৫
এইনা পন্থে যাইতে রইছে ।
দারুণ কুল মানের ভয়—
রে নদী, কোন দেশে যাও বইয়া ॥১৬

১৩—১৪। সেন মহাশয়কৃত ব্যাখ্যা :—'এই প্রেমবৃক্ষের ডালপালা নাই। সাংসারিক হিসাবে ইহার তলায় কোনো আশ্রয় পাইবে না। কেবল একটিমাত্র ফুলের আকর্ষণ ইহার আছে। কবি বলিতেছেন, সাংসারিক আশ্রয় চাই না, বঁধুকে পাইলে জাতি কুল মান না থাকিলেই বা কি।'

অপর ব্যাখ্যা :—মরমী কবি এই প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া বলিতেছেন,—এই সংসারে লোকাচারে যে প্রেম দেখা যায়, উহা শাখা পল্লবাদি সমন্বিত বৃক্ষের ফুলের মত। ফুলই যেমন ঐ বৃক্ষের একমাত্র সম্পদ নহে, আরও অনেক কিছু আছে ; সেই প্রকার সংসারে সামাজিক নায়ক নায়িকার প্রেমের পাশে আরও বহু স্বার্থসংশ্লিষ্ট কর্তব্য আছে। তাহার পর আছে বৃক্ষের শিকড়ের মত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের বন্ধন। এই শ্রেণীর প্রেম সুন্দর মধুর হইলেও অন্যাপেক্ষা শূন্য সর্বগ্রাসী নহে। এই কাহিনীর নায়িকা কাঞ্চনমালার প্রেম কিন্তু শাখা-পল্লব-হীন একমূল বৃক্ষের ফুলের মত, প্রেমই তাহার একমাত্র মূল, আর প্রেমবিলাস তার ফুল। কাহারও হৃদয়-আকাশে এ প্রেমফুল ফুটিলে তাহার অন্তরে আর কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় থাকে না, থাকে পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণের মত এক অপূর্ব আনন্দ। সে আনন্দের কাছে জাতি-কুল-মানের আবেদন তুচ্ছ হইয়া যায়। জাতি, কুল, মান, প্রভৃতির অপেক্ষায় যে মিলন সঙ্কুচিত, উহা প্রেম নহে।

(এই গানটির ৭, ৮, ১১, ১২ ছত্র সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নাই।)

(৪)

ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালা ও রাজকুমারের প্রণয় ও মিলন নিয়ে গ্রামের জন সাধারণের মধ্যে কানাঘুষা চলছিল, কিন্তু রাজার কাণে ওঠে নি। একদিন রাজার কোনো আত্মীয়-বন্ধু এসে রাজাকে বললেন,—

"জমিদার, জমিদার কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র পাগল হইছে ধুবুনীর লাগিয়া ॥
রাজার বাড়ীর কাপড় ধোয় পিড়ি-পানের খাকী[১]।
তোমার পুত্র পাগল হইছে সেই কন্যা দেখি ॥
নাম ত কাঞ্চনমালা কাঞ্চন বরণ।
সেই কন্যার সঙ্গে হইল তাঁহার মিলন ॥
চান্দে আর রাহুতে যেন হইল মিলন।
ঘটাইল দুশ্‌মন ধুবা এতেক বিড়ম্বন ॥"

এই কথা না শুইনা রাজা কোর্‌ধেতে জ্বলিল।
ধুবারে আনিতে রাজা লাঠ্যাল পাঠাইল ॥
হাতে ত লড়িত্[২] ভর কান্ধে ত গাঁটুরি।
কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গোধা[৩] আইল ভগমানের[৪] বাড়ী ॥
ফরাস[৫] * কইরা বইসাছে রাজা লোক-লস্করে।
হাত জুইড়া দাণ্ডাইল গোধা রাজার ✠ গোচরে ॥

কি কারণে রাজার লাঠিয়াল গোধাকে ধরে এনেছে, তা সে তখনও বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছিল, কাপড় ধুয়ে দিতে বিলম্ব হয়েছে, সেজন্য রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ধরে এনেছেন। গোধা তার ধারণা অনুযায়ী কৈফিয়ত দিল,—

১। পিড়িপানের খাকী=যে ব্যক্তির কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে গিয়া বসিবার জন্য একখানা কাঠের পিড়ি ও একটা পান পাইলেই নিজেকে সম্মানিত মনে করে। ২। লড়িত্=লাঠিতে। ৩। গোধা=কাঞ্চনের পিতার নাম ভগমান=রাজার নাম ভগবান। ৫। ফরাস=বড়ো ঢালা বিছানা।

পাঠান্তরঃ —* পরাস—'। ✠ '—ধর্ম্মের—'

"দুইদিন গেল বিষ্টি বাদল ঝড়ে আর তুফানে।
কাপড় না বাতায়[৬] এই দারুণ দুর্দিনে ॥
তে কারণে মহারাজ আমার অবগতি[৭]।
বস্তর + না শুকাইতে আইল দুর্গতি ॥"

রাগের সঙ্গে কয় রাজা হাটকাইলা[৮] গোধারে।
"কোর্ধেত জ্বলিছে অঙ্গ কি কইবাম্ তরে ॥
বয়স হইয়াছে কন্যার না দিস তুই বিয়া।
আমার পুত্র পাগল হইছে কন্যারে দেখিয়া ॥

আইজ যদি না দিস বিয়া রাইত পোষাইলে।
আমার লোক-লস্কর গিয়া ধইরা আনব চুলে ॥
বাগুয়া[৯] যে মালী আমার কাম করে বাগে।*
রাইত পোষাইলে দিবাম বিয়া সেই বাগুয়ার লগে[১০] ॥*"

লড়িতে করিয়া ভর ধুবা বাড়ী যায়।
ধুবা আর ধুবানীর কান্দনে রজনী পোষায় ॥

কই বা গেল রাজপুত্র কই বা কাঞ্চনমালা।
দেশেতে পড়িল ঢোল[১১] গানের পরথম পালা ॥

৬। বাতায়=বাতাসে শুকায়। ৭। অবগতি=আবেদন। ৮। হাটকাইলা=যে হাটে বসিয়া সকলের কাজ করে (ইহা নিন্দনীয়)। ৯। বাগুয়া=মালীর নাম। ১০। লগে=সঙ্গ। ১১। দেশেতে পড়িল ঢোল=রাজা দুইজনকে ধরিবার জন্য ঢোলসহরৎ পুরষ্কার ঘোষণা করিলেন।

পাঠান্তর :—+ 'বচর—'।

* ধোবা—বাগুয়া যে মালী আছে কামলার কাজ করে।
রাইত পোষাইলে আমি বিয়া দিবাম তার লগে ॥
(পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থে এই দুই ছত্র ধোপার উক্তি)

(৫)

রাতের অন্ধকারে বন পথে চলেছেন রাজকুমার আর কাঞ্চন মালা। রাজভবনে প্রতিপালিত রাজকুমার কোনো দিন এমন দুর্গম পথে চলেন নি। তাঁর সেই পথ চলার কষ্ট বেজেছে কাঞ্চনমালার বুকে। সে কষ্ট সইতে না পেরে কাঞ্চন বলল,—

"পরাণ বন্ধু রে,
কোন বনে আইলাম রাইতে আমি !—ধুয়া।+
অইন্ধকারে বনের পথ
না দেখি না চিনি ॥+
নদীর পাড়ে কেওয়া বন
বনে ফুইটা রইছে ফুল।+
হস্ত ধইরা লও রে বন্ধু,
সেই না নদীর কূল ॥+

অইন্ধকারে বনের পথে
লাগে কত বেথা।+
চরণে মিন্নতি[১] করি
বন্ধু, শুন আবাগীর কথা ॥+
রাইত পোষাইয়া আইল
একটু ঘুমাও তুমি।+
আমার কুলে[২] শুইয়া ঘুমাও
জাইগা[৩] রইবাম্ আমি ॥+
আর না চলবাম্ রে বন্ধু,
এইনা রাইতের নিশাকালে।+

১। মিন্নতি=মিনতি। ২। কুলে=কোলে ৩। জাইগা=জাগিয়া

এইখানে রইবাম্ রে বন্ধু,
আমার যা থাকে কপালে ॥"+ **

"শুন পরাণ পিয়া লো,
এই বনে থাকন্ নাইত যায়।+
বাপের জমিদারী এই না
আছে দারুণ ভয় লো পিয়া
এই বনে থাকন্ নাইত যায় ॥+
আর একটু যাও লো কন্যা,
এই না বাপের মুল্লুক ছাড়ি।
বাপের মুল্লুক ছাইড়া আমরা
হইবাম্ দেশান্তরী ॥
চলিতে না পার কন্যা
তোমার যইবন হইল ভারী।+
তোমার লাইগা এই না বনে
রইতে তো না পারি লো কন্যা,
হইবাম দেশান্তরী ॥"+

পাঠান্তর :—* * এই গানটি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' গ্রন্থে যে রূপে আছে—

'(কাঞ্চন) আমি বিরহিনী যে বন্ধু আমি বিরহিনী।
অন্ধকারে বনের পথ না চিনি রে বন্ধু, না দেখি না চিনি ॥
নদীর তীরে কেওয়া বন ভইরা রইছে ফুলে।
হস্ত ধইরা লও এই না নদীর কুলে ॥
চলিতে না পারি রে বন্ধু যৈবন হইল ভারী
রে বন্ধু যইবন হইল ভারী।
এইখানে শুইয়া বন্ধু কাটাইবাম্ নিশি ॥'

"সোনার বন্ধু রে,
আমার লাইগা ভয় তো না বাসি[৪]।+
এইখানে শুইয়া রে বন্ধু,
কাটাইবাম্ নিশি রে বন্ধু,
আমি ভয় ত না বাসি॥+

কি করিব রাজা আমার
কি বলিব বাপে।+
পতির সঙ্গে বনে আইলাম
আমারে না ছুইব পাপে॥+

তুমি স্বীকুরী[৫] যাইলে রে বন্ধু,
না ডরাইবাম্[৬] আমি।+
চান্দ সুরুজ ধরম সাক্ষী
আর সাক্ষী তুমি—রে বন্ধু,
না ডরাইবাম্ আমি॥+

"শুন শুন শুন লো পিয়া,
আমার কথা রইয়া[৭] +
আর না যাইবাম্ লো আমি
তোমারে ছাড়িয়া— লো পিয়া,
শুন কথা রইয়া॥+

আরে—বনে থাকি ছনে[৮] থাকি
আমি থাকবাম্ তোমার সাথে।+

৪। বাসি=মনেকরি। ৫। স্বীকুরী=স্বীকার। ৬। ডরাইবাম্=ভয় করি।
৭। রইয়া=মনস্থির করিয়া। ৮। ছনে=ঘাসের মাঠে।

আশ্রা[৯] যদি নাই সে মিলে
ঘুরবাম্[১০] পথে পথে—লো কন্যা,
থাকবাম্ তোমার সাথে ॥+
রাইত বুঝি পোষায় লো কন্যা,
পূবে হইল কালিয়ারী[১১] ।*
এইনা বন ছাইড়া কন্যা
যাইবাম্ তড়াতড়ি ॥*
আশ্রা যদি পাই লো কন্যা
কোনো ভাগ্যিমানের[১২] বাড়ী ।
তা না হইলে জম্মের[১৩] মত
হইলাম বনচারী ॥
বনে বনে ফিরবাম্ কন্যা লো
আমি তোমারে লইয়া ।
ভোক্[১৪]ঞ্চ লাগ্‌লে বনের ফল
খাইবাম লো পাড়িয়া ॥
'গাছের তলায় বাড়ী ঘর
হইব পাতার বিছানা ।
বনের বাঘ ভাল্লুক তারা
হইব আপন জনা
কন্যা, আর না যাইবাম দেশে ॥"

৯। আশ্রা=আশ্রয়। ১০। ঘুরবাম্=ঘুরিব। ১১। কালিয়ারী=ভোরের অন্ধকারে আলোর প্রকাশ। ১২। ভাগ্যিমানের=ভাগ্যবান সৎ গৃহস্থের। ১৩। জম্মের=জন্মের। ১৪। ভোক্=ক্ষুধা।

পাঠান্তর :—* রাত্রি বুঝি পোষায় রে কন্যা কালিয়ারী হইল।
* এই দেশ ছাড়িয়া কন্যা অন্য দেশে চল ॥
ঞ্চ ভোগ—'।

"সোনার বন্ধু রে
আমি কি কইবাম্ তরে।+
আবাগীর লাইগা রাজার কুমার
ছাড়লা বাড়ী ঘরে॥+
খাট পালঙ্ক রইল পইড়া
ভূমিত্[১৫] পাতার বিছানা।+
দালান কোঠা রইল পইড়া
বিরিক্ষের তলাত্[১৬] আস্তানা॥+
রাইত যে পোযাইল বন্ধু
দেখো চান্দের ঝিলি মিলি।
তোমার বাপের মুল্লুক ছাইড়া
আইলাম বুঝি চলি॥
বাপে ত কান্দিব কুমার
কালুকা বিয়ানে[১৭]।
অভাগিনী মাও রে মাথা
ভাঙ্গিব পাষাণে॥
তুমি ছাড়লা রাজ রাজত্বি*
আমি কুল-মান।
অবলা হইয়া হইলাম
নিদয়া পাষাণ॥
রাইত না পোষাইলে দেখবাম্
আমার খুরাই নদীর ঘাট।

১৫। ভূমিত্=ভূমিতে। ১৬। তলাত্=তলাতে। ১৭। কালুকা বিয়ানে =আগামীকাল প্রভাতে।

পাঠান্তর :—* '—বাড়ীঘর—'।

রাইত না পোষাইলে দেখবাম্
সেইনা শাইলা ধানের মাঠ ॥
রাইত না পোষাইলে দেখবাম্
বন্ধু, তোমার আমার বাড়ী ।
রাইত না পোষাইলে দেখবাম্
আমার পাড়ার নরনারী ॥
রাইত না পোষাইলে শুনবাম্
ঐনা পাখির গান ।
রাইত না পোষাইলে দেখবাম্
সেই ভোরের আশমান ॥
রাইত না পোষাইলে দেখবাম্
সেইনা বাগের ফুল ।
আইজ জন্মের মত ছাইড়া আইলাম
আমার মা ও বাপের কুল
রে বন্ধু, মা ও বাপের কুল ॥"

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা,
আরে কন্যা, চিত্তে দেওলো ক্ষেমা[১৮]
ঘর ছাইড়া বনবাসী হইলাম
আইজ আমরা দুই জনা ॥
না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা,
আরে কন্যা, না কান্দিও আর ।
এক সুতায় গান্থা হইছে
দুই ফুলের হার,
লো কন্যা, না কান্দিও আর ॥"*

১৮। ক্ষেমা = ক্ষমা, প্রবোধ।

পাঠান্তর :—* এক সুতায় গাঁথা রইল ঐনা ফুলের হার ॥

আরে কন্যা, খুরাই নদীর জলে স্নুত[১৯]
দেখো সাওর পানে ধায় ।+
সাওরে মিশিলে স্নুত
আর চিনা নাইত যায় ॥+
তর পরাণে মোর পরাণে
কন্যা, সুখে দুখে মিশা ।+
আর ত না চাইবাম্ কন্যা,
আর নাই লো কোনো আশা
কন্যা, না কান্দিও আর ॥"+

(৬)

পালাতক রাজকুমার ও কাঞ্চনমালার প্রথম রাত্রি প্রভাত হল। তখনও দু'জন চলেছেন বনপথে। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। রাজকুমার চমকে উঠে বললেন,—

"কি শুনি কি শুনি কন্যা ঐনা নদীর ঘাটে।
কোন রাজার মুল্লুকে আইলাম এইনা হেথাকে[১] ॥"

কাঞ্চনমালা শব্দ লক্ষ্য করে বুঝল, ধোপা ঘাটে কাপড় কাচছে। সে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল

"জলের ঘাটে কাপড় কাচে শব্দ শুনা যায় ।+
ভিন্ রাজ্যের ধুবা এইত হয় কি না হয় ॥+
ঐ দেখা যায় জলের ঘাটে ধুবায় কাপড় কাচে ।+
ঐনা ঘাটে যাইবাম্ আমরা ঐনা ধুবার কাছে ॥+

১৯। স্নুত=স্রোত।

১। হেথাকে=এখানে।

দুজনে এগিয়ে গেলেন ধোপার কাছে। ধোপার ধোয়া কাপড় দেখে দুজনে বুঝলেন, এও এক রাজা-জমিদারের ধোপা। রাজকুমার ধোপাকে বললেন,—

"রাজার বাড়ীর ধুবা রে, কাপড় ধুইয়া খাও।
চাকর রাইখা দুই জনারে পরাণে বাঁচাও ॥+[১]
দুঃখে পইড়াছি আমি সঙ্গেত দুঃক্ষিণী।
আশ্রা[২] দিয়া রক্ষা কর এই দুইটি পরাণী ॥
বাপে দিল খেদাড়িয়া[৩] তুমি ধর্মের বাপ।
বিপাকে পইড়া আইলাম দুইজন পাইয়া বড় তাপ ॥"*

চান্দ আর সুরুজে যেন পথে দেখা পাইয়া।
অবাক্যি[৪] ‡ হইয়া ধুবা রইল চাইয়া[৫] ॥
সুরুজের সমান পুরুষ চান্দের সমান নারী।
এহারা হইব কোন বা রাজার ঝিয়ারী ॥
ভাইবা চিন্ত্যা ধুবা সেইনা কুমারেরে কয়।+
"তোমরা না হইবা ধুবার চাকর বুইঝাছি নির্চয়[৬] ॥+
পুত নাই ক্ষেত[৭] নাই আমার ঘরে থাক।
ঘরেতে অর্দুনা[৮] আছে তারে মা বলিয়া ডাক ॥
তোমরা হইলা পুত্তুর কন্যা ঘরের লছমী[৯]।
রাজার বাড়ীর কাপড় ধুইয়া খায়্যা বাঁচি আমি ॥"

ধোপার কথায় খুশী হয়ে রাজকুমার বললেন,

"শুন শুন ধর্মের বাপ কই যে তোমারে।
রাজার বাড়ীর কাপড় ধুইয়া দিবাম তোমারে ॥

২। আশ্রা=আশ্রয়। ৩। খেদাড়িয়া=খেদাইয়া, তাড়াইয়া। ৪। অবাক্যি=অবাক্, বিস্মিত। ৫। চাইয়া=চাহিয়া। ৬। নির্চয়=নিশ্চয়। ৭। ক্ষেত=বিষয় সম্পত্তি। ৮। অদুনা=ধোপার স্ত্রীর নাম। ৯। লছমী=লক্ষ্মী।

পাঠান্তর:—* বিপাকে পড়িয়া আইলাম পাইয়া মনে তাপ ॥
‡ অবাক্ষি—।'

আমিত ধুবার কাম ভালামতে জানি ।*
ঘরের কাজ করব কন্যা হইয়া ধুবানী ॥
তুমিত হইলা বাপ আমরা ছাওয়াল ।
এইখানে থাকিয়া আমরা কাটাইবাম কাল ॥"

রাজকুমার ধোপার কাজ করবেন শুনে এত দুঃখের মধ্যেও কাঞ্চনমালা হেসে ধোপাকে বলল,—

"শুন শুন ধর্মের বাপ আমি কই যে তোমারে ।+
আমার সোয়ামী কাম কিছুই ত না পারে ॥+
আমি যে ধুবার কন্যা কাপড়ের কাম জানি ।+
কইরা দিবাম্ সগ্‌গল[10] কাম দেইখা লইবা তুমি ॥"+

(৭)

রাজার যে এক কন্যা নাম তার রুক্মিনী ।+
বিয়ার বয়েস হইছে তার কন্যা সে যইবনী[1] ॥+
সেইনা কন্যার কাপড় ধোয় নিত্যি কাঞ্চনমালা ।+
ধোয়া কাপড় দেইখা কন্যার মন হইল উতলা ॥+
ধাই-দাসীরে ডাইকা কন্যা কয় তার কাছে ।+
"বাপের বুড়া ধুবা আমার নিত্যি কাপড় কাচে ॥+
এমুন কইরা কাপড় ধোইতে না দেখি কখন ।+
জাইনা আইস এইনা ধুবার সগ্‌গল বিবরণ ॥"+

১০। সগ্‌গল=সকল।
১। যইবনী=যৌবন প্রাপ্তা।
পাঠান্তর :—* আমি যে ধুবার পুত্র কাপড ধইতে জানি।

ধাই আইসা খবর কয় রুক্মিণীর কাছে।
"নয়া এক ধুবা আইছে তোমার কাপড় কাচে॥
চান্দের মতন রূপ তার দেখিতে সুন্দর।
এই ধুবা হইব কোনো রাজার কুমার॥
এক কন্যা আইসাছে সঙ্গে কি কইবাম আর।※
কইতে কন্যার রূপ অতি চমৎকার॥
চামর ঢুলায়া পড়ে মাথার চাচর কেশ।
রূপের জোয়ার কন্যার নবীন বয়েস।*
অতসী ফুলের বন্ন[২] সব্ব শরীল[৩] + তার।
কইতে কন্যার কথা লোকে চমৎকার॥"

এইনা কথা শুইনা কন্যা কি কাম করিল।
ধুবারে আনিতে কন্যা লোক পাঠাইল॥※
বুড়া ধুবা আইসা কন্যার সামনে হইল খাড়া।+
বুড়ার মুখে শুনে নতুন ধুবার দিশারা[৪]॥+
শুইনাত কয় কন্যা—"আরে শুন বুড়ার বেটা।+
বুইঝাছি তোমার কন্যার কুথায় বাইধাছে ল্যাঠা[৫]॥+
আচরিত[৬] কথা ধুবানীর শুনাইল ধাই।
গয়বী[৭] মিলন নাকি তোমার ঝি আর জামাই॥

২। বন্ন=বর্ণ। ৩। শরীল=শরীর। ৪। দিশারা=পরিচয়, খোঁজ। ৫। ল্যাঠা=গোলমাল। ৬। আচরিত=অস্বাভাবিক। ৭। গয়বী=দৈব, দেবতার দয়ায়।

পাঠান্তর :— ※ এক কন্যা আসিয়াছে সঙ্গেতে তাহার।
* কাঞ্চা সোনার বরণ নবীন বয়েস॥
\+ '—সব্ব শইল—' —
※ ধুপানীরে আনতে কন্যা ধাই পাঠাইল॥

আইজ যে কাপড় লয়্যা আইসে তোমার ঝি।
তোমার জামাইরে দেখবাম্ আর কইবাম্ কি ॥ +
তোমার কন্যার সঙ্গে আমি পাতিবাম্ সহেলা[৮]। ✝
সমান বয়েস তার আমি ত একেলা ॥" +

রাজ কন্যা রুক্মিণীর অনুরোধে সেদিন ধোপা রাজবাড়ীর কাপড়ের সঙ্গে পাঠাল রাজকুমার আর কাঞ্চনমালাকে। কাঞ্চনমালাকে পেয়ে রুক্মিণী পরম সমাদরে—

পরাণ সই বইলা কন্যা করে কুলাকুলি।
দুইজনে মনের সুখে হইল মেলামেলি ॥
রুক্মিণীর কথায় কাঞ্চন কুমারেরে লইয়া। +
নিত্যি কাপড় দিয়া যায় দুজনা আসিয়া ॥ +

(৮)

কাঞ্চনমালার সঙ্গে রুক্মিণী সই পাতিয়ে বেশ ভালো ব্যবহার করে। রুক্মিণীর অনুরোধে কাঞ্চনমালা মাঝে মাঝে রাজকুমারকে সঙ্গে আনে। রাজকুমারকে দেখে রুক্মিণী ভাবে,—

"কাঞ্চন পুরুষ[১] এই আইসে আর যায়।
এই নাগর ধুবার যুগ্যি[২] মনে না জোয়ায়[৩] ॥
ধুবার ঘরে না জন্মিল জন্মিয়াছে রাজার ঘরে।
কপালে আছিল তাই এত দুখুঃ করে ॥"

৮। সহেলা=সই, সখী।

১ কাঞ্চন পুরুষ=সুন্দর পুরুষ। ২। যুগ্যি=যোগ্য। ৩। জোয়ায়= বিশ্বাস হ।

পাঠান্তর :—✝ তাহার সহিতে আমি পাতিব সহেলা ॥

আইজ যায় কাইল যায় কুমার করে আনাগুনি[৪] ।
দেখিয়া কুমারের রূপ* পাগল রুক্মিণী ॥
এক মাস দুই মাস তিন মাস যায় ।
একদিন রুক্মিণী তবে কাঞ্চনরে সুধায় ॥
"কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কোথায় পিতামাতা ।
কোথায় তনে আইলা কেনে যাইবা তোমরা কোথা ॥+
মাও ছাড়লা বাপ ছাড়লা এইনা নবীন বয়সে ।
দেশ ছাড়লা ঘর ছাড়লা কোন বা কর্ম দোষে ॥
কাঞ্চন পুরুষ দেখি তোমার নাগর ।
বলেতে কি কইরা চুরি কইরাছে দেশান্তর ॥
অথবা পিরীতে মইজা ছাইড়া আইলা ঘর ।※
আদিগুড়ি[৫] কথা সই কইবা সবিস্তর ॥"+

সরল কাঞ্চন কন্যা কিছু না বুঝিল ।**
আদিগুড়ি কথা কাঞ্চন সইরে কইল ॥※※
শুইনা ত কাঞ্চনের কথা রুক্মিণী মনে পাইল বল ।+
কেমতে[৬] নাগর ভাগাইব[৭] কোন বা কইরা ছল ॥+
সুবুদ্ধি রাজার কন্যার কুবুদ্ধি ঘটিল ।
কাপড়ের ভাঁজে পত্র সঙ্কেতে রাখিল ॥

৪। আনাগুনি=আসা যাওয়া। ৫। আদিগুড়ি=আগাগোড়া। ৬। কেমতে =কি প্রকারে। ৭। ভাগাইব=ছিনাইয়া লইব।

পাঠান্তর :—* দেখিয়া কন্যার রূপ—'।
+ কোথা হইতে কেন আইলা যাইবা বা কোথা ॥
※ অথবা পিরীতে মইজা কইল দেশান্তরী।
+ পূর্বাপর কথা কন্যা কও সবিস্তারী ॥
** সুবুদ্ধি আছিল কন্যার কুবুদ্ধি হইল।
※※ আদ্যন্ত কথা কন্যা রুক্মিণীরে কইল ॥

সেইনা কাপড় লয়্যা যায় রাজার কুমার।+
পড়িয়া বুঝিল লেখন রুক্মিনী কন্যার ॥+
"শুন শুন পরাণের বন্ধু না চিনি না জানি।
তোমার রূপ দেইখ্যা আমি হইলাম পাগলিনী ॥
ভমরা আছিলা তুমি হইলা গোবরিয়া[৮]।
ধুবানী* আইনাছে তোমারে পিরীতে মজাইয়া ॥
কর্মদোষে দুষী তুমি আমারে‡ ভাঁড়াও।
উইড়া উইড়া বনফুলে ফুলের মধু খাও ॥‡
আইল বসন্তকাল এইনা ফাগুন মাসে।
কোকিলার কলরব ফুলে জোয়ার আসে ॥
আবির লয়্যা হুলি খেলব নাগরা নাগরী।
এমন কালে কাপড় লয়্যা আইবা রাজার বাড়ী ॥
এয়ার[৯] থাইকা দুঃক্ষের কথা কি কইবাম্ আর।+
বার বুঝা বইয়া বেড়ায় রাজার কুমার ॥+
একদণ্ড পাইতাম কাছে* কইতাম মনের কথা।
সঙ্কেতে বুঝিয়া লইবা আমার মনের ব্যথা ॥"**

(৯)

পুরুষ ভমরা জাতি ফুলের মধু খায়।
বাসি থইয়া[১] টাট্‌কা ফুলের মধু খাইতে চায় ॥

৮। গোবরিয়া=গুবরে পোকা। ৯। এয়ার=ইহার।
১। থইয়া=থুইয়া, ফেলিয়া।

পাঠান্তর :—* 'ধুবার কন্যা—'।
‡ '— রাজারে —'।
‡ উড়িয়া বনের মধু বন ফুলে খাও।
* '—তোমায —'।
** সঙ্কেতে বুঝিয়া লইবা রুক্মিণীর মনের কথা।

একদিন কাঞ্চন মালারে কুমার কয় ডাক দিয়া।
"তিন মাসে আইব আমি বিদেশ ভর্‌মিয়া[২] ॥
এই তিন মাস রইবা তুমি এইনা ধুবার ঘরে।
দুইজনে দেখা হইব তিন মাস পরে ॥"

অত না বুঝিল কাঞ্চন শত না ভাবিল।
সরল মনে ত কন্যা কুমারে বিদায় দিল ॥
তিন মাসের লাইগা কুমার গেল সে ভরমণে। +
রাইতে নিদ্রা নাইত আসে কন্যার নয়ানে ॥ +
এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
রাজবাড়ীতে বাজে ঢোল শব্দ শুনা যায় ॥
জয় জোকার[৩] উঠে কত ঐনা রাজার বাড়ী।
অতুনারে জিজ্ঞাসা করে ধুবার ঝিয়ারী ॥
"শুন শুন অতুনা মাওগো কই যে তোমারে।
কিসের বাদ্যি কিসের ঢোল শুনি রাজার পুরে ॥"
অতুনা সংবাদ কয় ঝিয়েরে আসিয়া।
কোন বা দেশের রাজার সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়া ॥

শুইনা ত কাঞ্চন কয় "আমার সয়েলার বিয়া। +
আমারে না ডাকিল সয়েলা কিসের লাগিয়া ॥ +
কোন দেশের রাজা সেইনা কিবা নাম তার। +
আমি গিয়া দেখবাম্ সেইনা রাজার কুমার ॥" +

অতুনা মাও কাইন্দা কয় "শুন ধুবার ঝি। +
তুমিত ধুবার কন্যা আর কইবাম্ কি ॥ +

২। ভরমিয়া=ভ্রমণ করিয়া। ৩ জয় জোকার=হুলুধ্বনি

দশ দিন দশ রাইত বিয়ার কারণ। +
রাজার বাড়ীত্ না যাইব ধুবা রাজার বারণ ॥* +

অবাক্যি হইল কাঞ্চন শুইনা অতুনার কথা। +
সয়েলার বিয়া হইব সয়েলা না যাইব তথা ॥ +
কিছু না শুনিল কাঞ্চন কিছু না জানিল। +
রাজার কুমারের সঙ্গে রুক্মিনীর বিয়া হইয়া গেল। +

তিন মাস হইল কুমার হইছে দেশান্তরী।
চাইর মাস গেল কুমার না আইল ফিরি ॥
পাঁচ মাস যায় কন্যার বন্ধু আইব বলিয়া।
ছয় মাস গেল রে কন্যার উপায় না দেখিয়া ॥
সাত মাস যায় কন্যার চউক্ষে নাই রে ঘুম।
আট মাসে আশার বাঁশে ধরিল রে ঘুণ ॥
নয় মাসে না আইল বন্ধু আশায় হইল ফাঁকি।
বচ্ছর গুয়াইতে[৪] কন্যার তিন মাস বাঁকি ॥
দশ মাসে দশে শূন্য কন্যার বুক হইল খালি।
এগার মাসেতে আশার* কাটিল শিকলি ॥
রাইতে জ্বালিয়া বাতি কাঞ্চন কাইন্দা নিবাইল।
এক বচ্ছর গেল রে বন্ধু ফিইরা না আইল ॥

৪। বচ্ছর গুয়াইতে=বৎসর শেষ হইতে।

পাঠান্তর :—* '—কন্যার—'।

(১০)

কাঞ্চনমালার কাছে বিদায় নিয়ে রাজকুমার চলে যাওয়ার পর থেকে কাঞ্চন আর রাজ বাড়ীতে যায় না, পথে ঘাটেও বেরোয় না। এই ভাবে এক বছর কেটে গেলে এক নতুন বিপদ দেখা দিল।—

রাজার বাড়ীর তাগিদদার[১] দুশমন হইয়া।*
একদিন ধুবারে কয় নিরলে[২] ডাকিয়া॥
"তোমার ঘরে আছে কন্যা পরম সুন্দরী।‡
পাঁচশ' ট্যাকা দিবাম তরে আর জমিন্ বাড়ী॥+
আমার পরতাপে[৩] গাভুনী গাভ ছাড়ে[৪]।
আমার কথা না রাখিলে জানে মারবাম্ তরে॥
দেখা করাইবা তারে আমার না লগে[৫]।
না করিলে বাড়ীঘর পুড়াইবাম্ আগে॥"+

তাগিদদারের কথা শুইনা ধুবা পাইয়া ভয়।+
কাম্পিয়া ঝাম্পিয়া ডাইকা ধুবানীরে কয়॥‡
"তাগিদদারে বাড়ীঘর পুইড়া করব ছাই।
পরের কন্যার লাইগা কেনে আমরা দুখুঃ পাই॥"

ধুবার কথা শুইনা অদুনা মনে দুখুঃ পাইল।+
কাঞ্চন কন্যারে ডাইকা কইতে লাগিল॥

১। তাগিদদার=খাজনা আদায়কারী। ২। নিরলে=নির্জনে। ৩। পরতাপে =প্রতাপে। ৪। গাভুনী গাভ ছাড়ে=গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়। ৫। লগে=সঙ্গে।

পাঠান্তর :—* রাজার বাড়ীর তাগীদদার দুরন্ত হইয়া।
‡ তোমার ঘরেতে আছে নবীন কুমারী।
+ পাঁচ শ' টাকা দিবাম তোমায় দিবাম জমি বাড়ী॥
‡ কাঁপিয়া ঝাপিয়া ধুবা কয় ধুবানীর আগে॥

"শুন শুন সুন্দর কন্যা লো আমার কথা ধর ।**
এক বচ্ছর বঞ্চিলা তুমি আমার এইনা ঘর ॥
তুমি লো ধর্মের কন্যা আমি তোমার মাও ।
আইজ রাইতে রাখবা কথা আমার মাথা খাও ॥
দুরন্ত তাগিদদার দুশ্‌মন্‌ হইল ।
কিমত সন্ধানে জানি তোমারে দেখিল ॥
তুমি ঘরে থাকিলে কন্যা মরিব পরাণে ।
বাড়ীঘর পুড়ায়া ছাই করিব দুশমনে ॥
ধর্ম রাইখা সতী কন্যা যাও অন্য ঠাঁই ।
আইজ রাইতের বিপদে রক্ষা কর্‌কাইন্[6] গোসাঁই[7] ॥"

দারুণ আন্ধাইরা রাইত
আশমানে নাই তারা ।+
চইলাছে অভাগী কাঞ্চন
হইয়া দিশা হারা ॥+
চউক্ষের জল ঝইরা কন্যার
বইক্ষ ভাইসা যায় ।+
কোথায় যাইব যইবতী কন্যা
কে দিব আশ্রয় ॥+
আভাগী কন্যার কান্দনে
বিরিক্ষের পাতা ঝরে ।+
পন্থের শিয়াল কুকুর কাইন্দা
কন্যার পন্থ ছাড়ে ।+

৬। কর্‌কাইন=করুন। ৭। গোসাঁই=ভগবান।
পাঠান্তর :—** ধর সুন্দর কন্যা মোর কথা ধর।

কান্দে সুন্দর কন্যা রাইতে নদীর কূলে বইয়া[৮] ।*
ঘর ছাইড়া আইসাছে কন্যা অকূলে ভাসিয়া ॥+
"কোন দেশতনে আইলা রে নদী
আরে নদী, যাইছ দূরের পানে ।
আমার বন্ধু ছাইড়া গেছে
নদী, দেখিবা সন্ধানে ॥+
দেখা যদি পাও রে নদী
কইও বন্ধুর স্থানে ।+
দুষ্কিণীর[৯] দুষ্কের কথা বন্ধুর
কইও কানে কানে ॥
যাইবার কালে কইয়া গেল
বন্ধু আইব তিন না মাসে ।+
বচ্ছর গোয়াইয়া গেল
বন্ধু না আইল দেশে ॥+
আমার লাইগা আনব বন্ধু
হীরা-মোতির ফুল ।
চউক্ষের জলে দিবাম রে আমি
সেই না ফুলের মূল[১০] ॥
গেল গেল রে আমার
সেইনা দিনের আশা ।
আইজ রাইত পোষাইলে কাইল
আমার দিন হইব কুয়াশা[১১]॥

৮। বইয়া=বসিয়া। ৯। দুষ্কিণীর=দুঃখিনীর। ১০। মূল=মূল্য
১১। কুয়াশা=কুয়াশার মত ঝাপ্‌সা।

পাঠান্তর :—* কান্দে বিরহিণী কন্যালো নদীর কূলে বইয়া

কাইল দিন চইলা গেলে
কা'ল হইব কাল।
অপযশী হইলাম রে বন্ধু
আমার ভুক্কের-ই কপাল ॥
দূর থাইকা আইছ রে ডিঙ্গা
আরে ডিঙ্গা, পাল টাঙ্গাইয়া।
এই ডিঙ্গায় নি আইছ রে সাধু
আমার বন্ধের খবর লইয়া ॥"

পীরের কান্দার তমসা গাজী ধানের বেপারী[১২]
পাঁচখানা ডিঙ্গা লয়্যা করে ধানের সওদাগরী ॥
উত্তর সয়াল থাইকা আইসে ধান ভাঙ্গাইয়া।
নদীর পাড়ে দেখে কন্যা কান্দিছে বসিয়া ॥
সঙ্গে ছিল ভাগীদার কোন কাম করিল।
খুরাই নদীর পাড়ে আইসা ডিঙ্গা ভিড়াইল ॥
নদীর কূলেতে বইসা কান্দিছে সুন্দরী।
ভাগীদারের কাছে কথা শুনিল বেপারী ॥
পোলা নাই পুতি নাই সংসারের আশা।
কন্যারে লইয়া সঙ্গে চলিল তমসা ॥

১২। বেপারী=ব্যবসাদার।

(১১)

নিঃসন্তান তমসা গাজী দুঃখিনী কাঞ্চনমালাকে আপন কন্যার মত আদর করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো পরিচয় বা পূর্ববর্তী ঘটনা শুনতে পেলেন না ; সেদিক থেকে কাঞ্চন নির্বাক।

তমসা গাজীর বাড়ীতে কন্যা গীরকাম[১] করে।
ভাত রান্ধিতে কন্যার দুই আঙ্খি ঝুরে।*
উঠান ঝারিতে কন্যার হয় উনমতি[২]।
কন্যার চউক্ষের জলে ভাসেন বসুমতী॥
কলসী লইয়া কাঙ্কে যায় নদীর জলে।
বিনা সূতে গান্থে মালা দুই আঙ্খির জলে॥
দুইয়ে[৩] ত সোহাগ করে পাইয়া কন্যায়।
দুক্ষের কারণ কন্যার খুইজা নাইত পায়॥

কিছুদিন পরে সদাগর তমশা গাজী আবার বাণিজ্যে যাওয়ার সময়ে কাঞ্চনকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন,—

"বাণিজ্যে যাইবাম্ লো কন্যা মোরে দেও কইয়া।
কিবা চিজ[৪] আন্‌বাম্ আমি তোমার লাগিয়া॥
তুমিত ধর্ম্মের ঝি আমরা বাপ মাও।
না পাইয়া পাইয়্যাছি ধন খোদার দোয়ায়॥"

এই না কথা শুইনা কাঞ্চন কান্দিতে লাগিল।
কিবা ধন চাইব কন্যা খুইজা না পাইল॥
যে ধন হারাইছে কন্যার কওন[৫] না যায়।‡
আর কিবা ধনের কথা কইব বাপ মায়।+

১। গীরকাম=গৃহকর্ম। ২। উনমতি=অন্যমনস্কতা। ৩। দুইয়ে=গাজী ও তাহার স্ত্রী। ৪। চিজ=ভালো দ্রব্য। ৫। কওন=বলা।

পাঠান্তর :—* ভাত রাঁধিতে কন্যার দুই আঁখি ঝুরে॥
‡ যে ধন হারাইয়াছে কন্যার সে ধনের কথা কভু কওন না যায়॥

পিঞ্জিরা[৬] ফালাইয়া[৭] পঙ্খী গিয়াছে উড়িয়া।+
বনের পঙ্খী বনে গেল আল্‌গা পাইয়া॥+
সেইনা পঙ্খী ধইরা আনব এমন কেউত নাই।+
কোন বা দেশে গেল রে পঙ্খী কারে বা শুধাই॥+

তমসা গাজী ও তাঁহার স্ত্রী শত চেষ্টা করেও কাঞ্চনের দুঃখের কারণ জানতে পেলেন না, শুধু দেখেন তার চোখে জল। দিন মত গাজী বাণিজ্যযাত্রা করলেন। তারপর—

তিন মাস তের দিন গুঁজুরিয়া[৮] গেল।
নানা দব্ব[৯] লয়্যা গাজী বাড়াতে ফিরিল॥
ঝিনাইয়ের ফুল আইনাছে কটরা[১০] ভরিয়া।
মোতির মালা আইনাছে গাজা কন্যার লাগিয়া॥
আরত আইনাছে কিইনা[১১] অগ্নিপাটের শাড়ী।
আরত আইনাছে কিইনা কোমরের ঘুঙ্গুরি॥
পায়ের বেঁকি বেঁকখাড়ু[১২] নাকের নলক।
খাইবার লাইগ্যা আইনাছে মৌমাছির চাক॥
শুক্‌না মাছ আটির আটি ঝাপায়[১৩] ভরিয়া।
কত কত দব্ব আইনাছে বিদেশ করিয়া[১৪]॥

দূর না দেশের কথা এক এক করি।
ঘরের নারীর[১৫] কাছে গাজী কইছে বিস্তারী॥

৬। পিঞ্জিরা=পিঞ্জর, খাঁচা। ৭। ফালাইয়া=ফেলিয়া। ৮। গুঁজুরিয়া=অতিবাহিত হইয়া। ৯। দব্ব=দ্রব্য। ১০। কটরা=কাঠের রঙীন সুদৃশ্য কৌটা। ১১। কিইনা=কিনিয়া। ১২। বেঁকি বেঁকখাড়ু=বক্রাকৃতি অলঙ্কার বিশেষ ১৩। ঝাপা=হোগলা পাতার ঝুড়ি। ১৪। বিদেশ করিয়া=বিদেশ ভ্রমণ ও ব্যবসা করিয়া। ১৫। ঘরের নারী=বিবাহিতা স্ত্রী।

"এক দেশ দেইখ্যা আইলাম উলু ছনের ছানি[১৬]।
আর এক দেশ দেইখ্যা আইলাম গাছের আগায় পানি[১৭] ॥
মর্দানাতে রান্ধে বাড়ে নারীতে বায় হাল।
হাটবাজারে নারী কত ফিরে পালে পাল ॥
নদীর কিনারে দেখলাম মহিষের বাথান।
ছড়াতে[১৮] নামিয়া হরিণ করে জল পান ॥
পাহাড় পর্বত কত যাই ডিঙ্গাইয়া।
কত কত দূরের দেশ আইলাম দেখিয়া ॥
কত কত নদী দেখলাম তীরে[১৯] ছুটে পানি।
কত কত দেখিলাম সাউদের[২০] তরণী ॥
কত কত রাজার মুল্লুক আইলাম দেখিয়া।"
ঘরণীর কাছে গাজী কয় বিস্তারিয়া ॥
"আর এক দেইখ্যা আইলা আচরিত[২১] বাণী।
এমন আচানক[২২] কথা কভু নাইত শুনি ॥
রাজার মুল্লুক সেই বড়ো বড়ো ঘরে।
এক ধুবা কাপড় ধোয় নদীর কিনারে ॥
বয়সে হইয়াছে বুড়া চক্ষু দুইটি ঘোলা।
আস্তে কথা নাই সে শুনে কানে লাইগাছে তালা ॥
রাজার বাড়ীর ধুবা সেইনা কাপড় ধোইয়া খায়।
এক ভাটি* কাপড় ধোইতে তার সাত দিন যায় ॥

১৬। ছানি=ঘরের ছাউনি। ১৭। গাছের আগায় পানি=নারিকেল। ১৮। ছড়া =বিস্তৃত পার্বত্য নদীর শীতকালীন স্বল্প পরিসর জলস্রোত। ১৯। তীরে=তীরের মত বেগে। ২০। সাউদের=সাধু বণিকদের। ২১। আচরিত=অসম্ভব। ২২। আচানক=চমকিত হইবার মত।

পাঠান্তর :—* একখানা—' ॥

বড়ো দুখুঃ হইল মনে ধুবারে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসা করিলাম তারে আপনা ভাবিয়া ॥
পুত নাই ক্ষেত নাই অভাগ্যা কপাল।
এক কন্যা ছিল তার শুন কই হাল[২৩] ॥
কলঙ্কিনী হইয়া কন্যা কুল ভাঙ্গাইল।
কুলটা হইয়া কন্যা বাপেরে ছাড়িল॥
রাজার ভয়ে সেইনা কন্যা গেল পলাইয়া।+
নিরুদ্দিশ হইল কন্যা না পাইল খুঁজিয়া ॥+
চউক্ষে নাইত দেখে বুড়া কানে নাইত শুনে।
এত দুখুঃ ধুবা তবে ধইরা রাখে প্রাণে ॥
নদীর ঘাটে বইসা কান্দে মা মা বলিয়া।
ধুবার দুগ্‌গতি আইলাম নয়ানে দেখিয়া ॥
পুত নাই ক্ষেত রে নাই নাইরে তাতে দোষ।
হইয়া পুত হারাইলে সে বড়ো আপ্‌শোস ॥"*

এইনা কথা কাঞ্চনমালা যইখনে শুনিল।
বাপের লাইগা ত কন্যা কান্দিয়া উঠিল ॥+
"শুন শুন ধর্মের বাপ কই যে তোমারে।
বাপের কাছে লইয়া যাও শীঘ্র কইরা মোরে ॥
ধুবার ঘরে জন্ম লইলাম হইয়া ধুবার ঝি।
কপালের দুক্ষের কথা আর কইবাম্ কি ॥
কর্মদোষে ধর্ম গেল হইলাম কলঙ্কিনী।
বইক্ষে জ্বইলাছে আমার তোষের[২৪] আগুনি।"‡

২৩। হাল=অবস্থা। ২৪। তোষের=তুষের।
পাঠান্তর :—* অইয়া পুত মইরা গেলে সে বড় আপশোষ
+ বাপের লাগিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥
‡ বুকের মধ্যেতে জ্বলে তোষের আগুনি ॥

ধার্মিক তমসা গাজী কন্যারে লইয়া। +
বাপের দেশে বাপের ঘাটে দিল লামাইয়া॥ +
কন্যারে দেইখাত ধুবা কান্দিয়া উঠিল। +
হাহাকার কইরা কন্যা বইক্ষে টাইনা লইল॥ +

(১২)

"ঝি গো, কি কইবাম্ তরে।
ছুটুকালে[১] পাইল্যাছিলাম কত দুখুঃ কইরে॥—ধুয়া
তর দুঃখে মা তর সেই না
ছাইড়া সগ্‌গল আশা।
জন্মের মত লইয়্যাছে ঐ না
নদীর কূলে বাসা[২]॥
এই ঘাটে আমি কাপড় ধই
আমার চউক্ষে ঝরে পানি।
কন্যা হইয়া হইলারে তুই
নিদয়া পাষাণী।
চক্ষু মোর ঘোলা হইছে
ঘর অইন্ধকার। +
কে জ্বালিব সাঁজের বাতি
কে রান্ধিব আর॥ +

১। ছুটুকালে = শিশুকালে ২। নদীর কূলে বাসা = শ্মশান চিতায় আশ্রয়।

একদিনের রান্ধা ভাত
সাত দিন খাই ।+
আপন মনে কাইন্দা কাইন্দা
রজনী গুঁয়াই ॥+
কারে বা কইবাম্ রে কথা
কোন বা জনা শুনে ।+
আমার বইক্ষের ধন হায় রে
হরিল দুশ্ মনে ॥"+

বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে গলা ধরাধরি ।
কার বা দোষ কেবান্ দেয় মনের আগুনে পুড়ি ॥+
বাপের আগে কাইন্দা কাঞ্চন কয় দুঃখের কথা ।
দেশ বিদেশে ঘুইরা পাইল যত দুখুঃ বেথা ॥
রাজার বাড়ীর খবর কাঞ্চন পাইল বাপের আগে[৩] ।
সগ্ গল হারাইছে কাঞ্চন কর্মের অনুরাগে[৪] ॥
বিয়া কইরা রাজার পুত্তুর সুখে বইসা খায় ।
স্বপনেও একদিন কাঞ্চনের কথা না জিগায়[৫] ॥
শুকাইল চউক্ষের জল কন্যার মুখে শব্দ নাই ।*
পাষাণ পর্ তিমা রইল আকাশ পানে চাই[৬] ॥+

৩। আগে=নিকটে। ৪। অনুরাগে=অতিশয় আসক্তির ফলে। ৫। জিগায় =জিজ্ঞাসা করে বা জানিতে চাহে। ৬। চাই=চাহিয়া।

পাঠান্তর :—* পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ইহার পর নিম্নোক্ত তিন ছত্র আছে,—
কর্ম্মদোষে বিড়ম্বনা কার মুখ চাই ॥
কলঙ্কিনী হইলাম কেমনে দেখাই মুখ ।
এই দেশে থাকিয়া বাপ আছে কিবা সুখ ॥

দেইখা ত কন্যার হাল বাপে কাইন্দা কয় । +
"কি আর কইবাম তরে বিধাতা ঘটায় ॥ +
দুর্মতিয়া হইল কন্যা কি কাম করিলা ।
হইয়া কুলের কন্যা কুলে কালি দিলা ॥
তর লাইগা হইছি আমি জিয়ন্তেতে মরা ।
কর্মদোষে হইলাম রে আমি এমন কপাল পুড়া ॥
বড়োর সাথে ছোটোর পিরীত হয় রে অগঠন[৭] ।
উচা গাছে উঠ্‌লে যেমন পড়িলে মরণ ॥
জমিন ছাড়্যা পাও বাড়ালে শূন্যে না লয় ভর ।
হিয়ার মাংস কাইটা দিলেও আপন না হয় পর ॥
ফুলের সঙ্গে ভমরার পিরীত আগে বুঝন্ দায় ।
এক ফুলের মধু খাইয়া আর ফুলেতে ধায় ॥
মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই[৮] কত কাল বা রয় ।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয় ॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা ঘটে ।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে ॥
না বুইঝা না শুইনা কন্যা আগুনে হাত দিলে ।
কর্মদোষে অভাগিনী আপনি মজিলে ॥
এক প্রেমেতে মারে কন্যা আর প্রেমে জিয়ায় ।
যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেম কেবা চায় ॥
চউক্ষের কাজল লো কন্যা ঠাঁই গুণে হয় কালি ।
শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি ॥"

কিছু না বলিল কাঞ্চন কিছু না কহিল । +
রাজার কুমারে কোনো দোষ নাই ত দিল ॥ +

৭। অগঠন=বেমানান, অশোভন। ৮। ভালাই=মেলামেশা, ভাব

ঘরে বইসা থাকে কাঞ্চন মুখে শব্দ নাই। +
এক মাস গেল কন্যার আশমানেতে চাই ॥ +
দুই মাসে ঘরে কাঞ্চন হাসে আর কান্দে। +
রাইতে না ঘুমায় কাঞ্চন চাইয়া দেখে চান্দে ॥ +
তিন না মাসেতে হইল দুরন্ত অথির। +
চাইর মাসে হইল কাঞ্চন ঘরের বাহির ॥ +

(১৩)

কাঞ্চনমালা বাপের কাছে এসে চার মাস ঘরের বাইরে যায় নি, বা অপর কারও সঙ্গে দেখাও করে নি। সেই চার মাসে দারুণ দুশ্চিন্তা ও আহার-নিদ্রার অনিয়মে তার চেহারা এমন বিকৃত হয়ে গেল যে, সে যখন অর্ধোন্মাদ অবস্থায় পথে বের হল, তখন দেশের কেউ তাকে চিনতে পারল না।

রাইজ্যের লোক নাই সে জানে কাঞ্চা আইল বাড়ী।
পন্থের লোক নাই সে চিনে কন্যা সে বাউড়ী[1] ॥ +
এক পাগলা আইল রাইজ্যে পন্থে পন্থে ঘুরে।
এই সে দেখি এই সে নাই কেউ চিনতে নাই ত পারে ॥
হাওড়ের বাকুণ্ডি[2] যেমন ধূলা নেয় সে উড়ি।
একদণ্ড থির নাই পথে পথে ঘুড়ি ॥
গাছের তলায় নদীর পাড়ে এই আছে এই নাই।
কখন হাসে কখন কান্দে কখন গান গায় ॥

"সোনার বন্ধু রে, তুমি যে বইলাছিলে। +
আমারে না ছাড়িবা বন্ধু
তুমি সে কোনো কালে ॥ +

১। বাউড়ী=অতি চঞ্চল অর্ধোন্মাদিনী। ২। হাওড়ের বাকুণ্ডি=বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ছোটো ঘুর্ণি বায়ু।

এখন সে ছাইড়া গেলে।+
আমার সুখের সূরুয[3] ডুইবা গেল
ফাগুন পরভাত কালে ॥+
আমার আশমানে নাই তারা।+
পন্থ আমার আন্ধাইর রে বন্ধু
আমি যে পন্থ হারা ॥+

"খুরাই নদী রে, কোন বা পন্থে যাও।+
কত দেশ বইয়া তুমি সাওরে[4] মিশাও ॥+
ঘর ছাইড়া চইলাছ নদী, ঐ না সাওর পানে।+
কত না দেশ ঘুরবা নদী, তোমার বন্ধুর সন্ধানে ॥+
তুমি ত পাইবারে খুরাই, তোমার বন্ধুর দেখা।+
আমার বন্ধু ছাইড়া গেছে আমি রইছি একা ॥+
বন্ধুরে খুজিয়া আমি কুথাও ত না পাই।+
বইলা দেও রে খুরাই নদী, আমি কোন বা পন্থে যাই ॥+

"এই ছিল কপালে।+
সোনার বন্ধু ছাইড়া গেল এইনা যইবন কালে ॥—ধুয়া।+
আমি মাও ছাড়লাম বাপ ছাড়লাম
ছাড়লাম বাড়ী ঘর।+
যার লাইগা জাতি কুল ছাড়লাম
সেই হইল পর ॥+
আমি জ্বালায়্যা সাঁঝের বাত্তী
আর না দেখবাম্ চান্দ মুখ।+

৩। সূরুয=সূর্য। ৪। সাওরে=সাগরে।

ফালাইয়া শীতলপাটি
শুইয়া না পাইবাম্ সুখ ॥+
রান্ধিয়া চিকন্নির[৫] ভাত
আর না দিবাম্ বন্ধে সুখে।+
বানাইয়া পানের খিলি
আর না দিবাম্ চান্দমুখে ॥+
গান্থিলাম পুষ্পের মালা
আমার মালা হইল বাসি।+
বন্ধু না আইল ঘরে
মালার ফুল গেল রে খসি ॥+
জ্বালায়্যা ঘিয়ের বাতি
আমি রাইত জাইগা রই।+
রাইত পোষায়্যা[৬] যায় রে আমার
বন্ধু আইসে কই ॥+

"না আইলা না আইলা বন্ধু
আরে বন্ধু সুখে থাইক তুমি।+
একবার না দেইখা যাইতাম
বন্ধুর চান্দ মুখ খানি
রে বন্ধু, সুখে থাইক তুমি ॥+
আমার চান্দের আলো নিইবা গেছে
আন্ধাইর আইছে লাইমা[৭]।+
একবার দেইখা যাইতাম রে চান্দমুখ
দূরে থাইকা চাইয়া ॥+

৫। চিকনীর=সুগন্ধি চিকন চাউলের। ৬। পোষায়্যা=পোহাইয়া।
৭। লাইমা=নামিয়া।

চান্দমুখ দেইখা রে বন্ধু
চইলা যাইবাম্ আমি।+
আর না আইবাম্ রে বন্ধু
সুখে থাইক তুমি॥+
আঁশমানে ত তারা ছুইটা
আশমানে মিলায়।+
নদীর বইক্ষে ঢেউ উইঠা
নদীর বইক্ষে মিইশা যায়॥+
বনের ফুল বনে ত ফুইটা
দুই ডণ্ড[৮] হাসে খেলে।+
ভমরা ত না ফিইরা দেখে
মইলান[৯] হইয়া গেলে॥+
মইলান ফুল ঝইরা যায় রে
রাইতের অইন্ধকারে।+
কুথায় গেল সেইনা ফুল
খুজে না কেউ তারে॥+
মোরে ছাইড়া গেলে রে বন্ধু
তোমার নাই ত দোষ।+
জঙ্গ্লার কেওয়া ফুলে না হয়
ভমরার সন্তোষ॥+
রাজার কন্যা পাইলা রে বন্ধু
তুমি রাজার কুমার।+
আভাগী ধুবার কন্যারে বন্ধু
মনে নাই ত আর॥+

৮। ডণ্ড=দণ্ড, সময়। ৯। মইলান=মলিন

না থাকে না থাকুক মনে

চান্দমুখ একবার দেখতে চাই ।+

নয়ান ভইরা দেইখা একবার

আমি সায়রে[১০] মিশাই ॥+

(১৪)

বইসা আছে রুক্মিণী কন্যা পালঙ্ক উপরে ।+
কাছে বইসা রাজার কুমার হাস তামসা করে ॥+
হেনকালে হইল কিবা বিধির অঘটন ।+
আন্দরে পর্বেশ কৈল[১] পাগলী সে কাঞ্চন ॥+
মেঘের মতন চান্দর কেশ হইয়াছে জটা ।+
খালে পইড়া জ্বলে চউখ বইক্ষ হইয়াছে পাটা[২] ॥+
দেহের মাংস শুকায়া গেছে নিত্যি থাইকা ভোখে[৩] ।+
ছিড়া মৈলান পিন্ধনের বস্তর অঙ্গ নাই সে ঢাকে ॥+
দোয়ারে খাড়াইয়া কাঞ্চন কথা নাহি কয় ।+
এক দিষ্টে রাজার কুমারবে চাইয়া দেখয় ॥+
চউখে মুখে আনন্দ তার না যায় কওন[৪] ।+
শীতের শুক্না গাঙ্গে আইল আকাইলা বান[৫] ॥+

দোয়ারের সামনে কাঞ্চন রইল খাড়াইয়া ।+
দেইখা ত রক্মিণীর বইক্ষ উঠিল কাঁপিয়া ॥+
কুমার না চিনিল তারে চিনিল রুক্মিণী ।+
ভয় পায়্যা জড়ায়্যা ধরে কুমারের হস্তখানি ॥+

১০। সায়রে=গভীর জলে।

১। কৈল=করিল। ২। পাটা=পাটার মত সমতল। ৩। ভোখে=অনাহারে। ৪। কওন=কথন। ৫। আকাইলা বান=অকাল বন্যা।

দাসী আইসা খেদাড়িল[৬] পন্থের পাগলে ।+
হাইসা গইলা পড়ে কাঞ্চন সুখে যায় রে চলে ॥+

চান্দের সমান রাজার পুত্তুর দরবারে বসিয়া ।
লোকে কয় পাগ্‌লী যায় এইনা পন্থ দিয়া ॥
কতক দিন নগর জুইড়া পাগলীর আনাগুনি[৭] ।
আর না দেখিল কেউ সেই সে পাগলিনী ॥

(১৫)

আরে মেঘের মুখে চান্দের আলো
তারার ঝিকি মিকি ।
ক্ষণে ক্ষণে আন্ধাইর পথ
চউক্ষে নাইত দেখি ॥
আষাইঢ্যা ভরা নদী
পানি ভরা কূলে কূলে ।
দৌড্যা আইল ভাবের পাগল
সেইনা নদীর কূলে ॥
দেওয়ায়[১] ডাকে ঘন ঘন
বিষ্টি পড়ে রইয়া[২] ।
নদীর ঘাটে আইল কাঞ্চন
এইবার শেষের লাগিয়া—
রে, শেষের লাগিয়া ॥*

৬। খেদাড়িল=খেদাইয়া দিল। ৭ আনাগুনি=চলাফেরা।
১। দেওয়ায়=মেঘের দেবতায়। ২। রইয়া=থামিয়া থামিয়া
পাঠান্তর :—* 'নদীর ঘাটেতে কন্যা আইল দৌড়িয়া।'—

নদীর ঘাটে এসে কাঞ্চন থেমে গেল। অন্তরে তার পরাণ বন্ধুব চান্দমুখ আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। সে আপন মনে মনকে বুঝিয়ে ও রাজকুমাবের উদ্দেশে বলতে লাগল,—

সোনার বন্ধু রে,
আমি আইজ দেইখাছি চান্দমুখ।+
কতদিন পরে দেখলাম
আমি পাইলাম কত সুখ॥+
মনের দুখুঃ মিইটা গেছে
মিইটাছে মোর আশা।
দেইখা আইলাম বন্ধের মুখ
মনের ছিল আশা॥
সুখে থাইক তুমি রে বন্ধু,
সুন্দর নারী লইয়া।
সুখে কর গিরবাস[৩]
বন্ধু, জনম ভরিয়া॥
ধুবার কন্যা আমি রে বন্ধু,
আমার নদীর কূলে ঠাই।+
পাতার বিছানা আমার
আরত কিছু নাই॥+
রাজার কুমার তুমি রে বন্ধু
সেই না পাতার বিছানায়।+
অভাগীরে বইক্ষে লয়্যা
নিশী ভোর হইয়া যায়॥+
সেইনা আমার সুখের দিন
সদাই মনে পড়ে।+

৩। গিরবাস=গৃহবাস, ঘরসংসার।

সেইনা সুখ বইক্ষ ভইরা[৪]
আইজ যাইবাম ভবপারে ॥"+
"সোনার বন্ধু রে, আইজ চইলা যাইবাম্ ।+
তোমার চরণে বন্ধু, শতেক পর্ণাম[৫] —
রে বন্ধু, আইজ চইলা যাইবাম ॥+
এই না ঘাটে চান্দের জোচ্না
আবার আইব ফিইরা[৬] ।+
ঐ না বনে কেওয়া চম্পা
ফুট্ব রইয়া রইয়া ॥+
সেই না দিনে যদি রে বন্ধু,
তুমি আইস এই না স্থান ।+
না লইও না লইও রে বন্ধু
আভাগী কাঞ্চনমালার নাম ॥
ঐ না বনে পাত্তাম রে আমি
বাঁশ-পাতার বিছানা ।*
সুখেতে রজনী দোয়ে[৭]
কইরাছি বঞ্চনা[৮] ॥
মনে না রাইখ রে বন্ধু,
সেই সে দিনের কথা
আর না রাইখ রে মনে
সেই না মালা গান্থা ॥

৪। ভইরা=ভরিয়া। ৫। পর্ণাম=প্রণাম। ৬। ফিইরা=ফিরিয়া
৭ দোয়ে=দুইজনে। ৮। বঞ্চনা=অতিবাহিত

পাঠান্তর :—* এই না ঘাটে আছে পাতার বিছানা।

রাইতের নিশী আনাগুনি[১]
তোমার বাঁশির গানে।
আভাগী কাঞ্চনের কথা
আর না রাখিও মনে ॥ক
চইলা গেছে সেই সেদিন
এইবার আমিত যাইবাম।+
তোমার চরণে বন্ধু
আমার শতেক পরণাম ॥"+

রাজকুমারের ওপরে কাঞ্চনমালার কোনো আক্রোশ-অভিযোগ নেই। তার এখন চিন্তা, এই মৃত্যু উপলক্ষ্যে তিনি যেন দুঃখ না পান। বর্ষার গভীর রাতে নদীর ঘাটে মানুষ জন নেই; না থাকুক, খুরাই নদী তো আছে, নদীর তীরে বৃক্ষলতা আছে, বৃক্ষের ডালে পাখি আছে, তারা যদি ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেয়। সেজন্য 'ভাবের পাগল' কাঞ্চনমালা সকলকে অনুরোধ করল,—

"খুরাই নদীরে, আইজ শুনবা আমার কথা।+
তুমি সে বুঝিবা খুরাই, আমার মনের বেথা ॥ +
আমি যে মইরাছি খুরাই, তুমি না বলিবা কারে।
টুনিপঙ্খী না জানিব না কইবা বন্ধুরে ॥
নদীর কূলের বিরিক্ষলতা ডালে ঘুমাও পাখি।
বন্ধুরে না কইও খবর আমার কথা রাখি ॥*
আশমানের চান্দ তারা, কই যে তোমরারে।
আমি যে মইরাছি কথা না কইও বন্ধুরে ॥
দেশের লোকে না জানিব আমার মরণ কথা।
কিজানি শুনিলে বন্ধু পাইব মনে বেথা ॥

১। আনাগুনি=আসা যাওয়া।

ক অভাগিনীর কথা বন্ধু না রাখিও মনে।

পাঠান্তর :—* "আমার কথা না কইও বন্ধের নিকটে।"

না কইও না কইও গো বাপ, আমি আইলাম দেশে।
তোমার চরণে পরণাম আইজ জানাই উরদিশে[১০] ॥

"কানে কানে কই রে বাতাস
আমার কানাকানি কথা[১১]।
তোমারে জানায়া যাইবাম
মনের শেষ না বেথা ॥ক
রাইতের কালে সাক্ষী রে বাতাস,
তুমি দিবা কালের সাক্ষী।
কলঙ্কিনীর কথা জানে
সগল দেশের পশু পঙ্খী ॥
তুমি সাক্ষী রইছ রে বাতাস
আমি না জানি আর কারে।+
সবাই কলঙ্কিনী কইব
তুমি না কইবা মোরে ॥ +

"খুরাই নদী রে, আইজ রাখ্‌বা আবাগীর কথা।+
তোমার বইক্ষে জুড়াইবাম আমার বইক্ষের বেথা ॥ +
ছুটকালে খেইলাছি খেলা তোমার কূলে কূলে।+
বয়েস হইলে ধোইয়াছি কাপড় তোমার ঘাটের জলে ॥ +
তোমার ঘাটে পরথম দেখলাম বন্ধের চান্দমুখ।+
জীবন যইবন সোইপ্যা দিলাম পাইলাম কত সুখ ॥ +
আইজ এইনা শেষের দিনে মোরে কুলে[১২] তুইলা লও।
তোমার শীতল বইক্ষে মোরে একটু স্থান দেও ॥"

১০। উরদিশে=উদ্দেশে। ১১। কানাকানি কথা=অতি গোপন কথা
১২। কুলে=কোলে।
পাঠান্তর :—ক "তোমার কাছে কইবাম আমি যত মনের কথা।'

নদীকে এই অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনমালার মনে পড়ল, জলে ডোবা মড়া তো ভেসে ওঠে, লোকে দেখে। তার মড়াও তো ভেসে উঠবে। সে মড়া দেখে চিনে লোকে যদি পরাণ বন্ধুকে বলে, তবে তো সে দুঃখ পাইবে। এই সমস্যার সমাধান করে কাঞ্চন নদীর ঢেউকে (স্রোতকে) অনুরোধ করল,—

"কোন দেশতনে[১৩] আইছ রে ঢেউ
তুমি যাইবা কোথাকারে।
আমারে ভাসায়্যা লও
সেইনা দুস্তর সাওরে[১৪] ॥"

এইনা বইলা কাঞ্চন কন্যা
জলে দিল ঝাঁপ।+
কোথায় রইল রাজার কুমার
কোথায় রইল বাপ ॥+
তারা হইল নিমি ঝিমি
সেইনা রাইতের নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা
খুরাই নদীর জলে ॥
হায় রে, ডুইবা গেল কাঞ্চনমালা
জল হইল থির।+
দেওয়ার ডাকে আকাশ ফাইট্যা
হইল রে চৌচির ॥+

——o——

১৩। তনে=হইতে। ১৪। সাওরে=সাগরে।

কমলা রাণীর পালা

কবি অধর চাঁদ বিরচিত

কমলা রাণী পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'কমলা রাণী' পালায় পালার প্রথম দিকের চারিটি অধ্যায় নাই। এ সম্পর্কে সেন মহাশয় পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—কমলা রাণীর গান সম্পূর্ণ সংগ্রহ হয় নাই। কমলাদেবীর সহিত রাজা জানকীনাথের বিবাহের বিবরণ সম্বলিত প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ পাওয়া যায় নাই।*** এই পালাটি একসময়ে মৈমনসিংহ অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল, সুতরাং পালাটির অপ্রাপ্ত অংশ উদ্ধার করিবার আশা আমি এখনও ছাড়ি নাই।'

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমার শাস্তাপুর গ্রামে মাখনলাল সাহার বাড়ীতে আমি এই পালা সম্পূর্ণরূপে পাই। তারপর আরও অনেকের খাতায় লেখা এই পালা দেখিয়াছি।।

সেন মহাশয় যাহা ছাপাইয়াছেন তাহার ছত্র সংখ্যা ৩৪৫। এই ৩৪৫টি ছত্রের ৩৪১টি ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। সেন মহাশয়ের সপ্তম সর্গে (এই সম্পাদনায় ১০ম অধ্যায়) কমলা রাণী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সেন মহাশয়ের সংগ্রহে রাণীর উক্তি বলিয়া নিম্নলিখিত চারিটি ছত্র আছে। —

'হায় চিত্তির সুখে নিত্তিরে ভালা গভীর সুখে ঘুম।
কোলের সুখে পুত্রু ছাওয়াল সকল সুখের তুন॥
শয্যার সুখ শীতলরে পাটি আন্ধাইরে সুখ বাতী।
মনের সুখ হাসন কান্দন নারীর সুখ পতী॥'

এই চারটি ছত্র সম্পর্কে সেন মহাশয় ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন,—

'(কবি) সপ্তম স্বর্গে ৯-১১ (?) ছত্রে বাক্যপল্লব দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা কতকটা কাব্যরসের হানি করিয়াছে।'

আমি কিন্তু কোনো খাতায় লেখা পালায় ঐ চারিটি ছত্র পাই নাই। তবে ঐ ছত্র চারিটি কিছু উচ্চারণ ভেদে বাংলা দেশের বহু জায়গায় প্রবাদ বাক্য রূপে শুনিয়াছি। উত্তর মৈমনসিংহের ভাষা, উচ্চারণ, বানান ও শব্দার্থের দিক দিয়াও প্রথম ছত্রে ভুল আছে। ছত্রটি হইবে,—'চিত্তের সুখে নিত্ত রে ভাই নাভীর সুখে ঘুম।'—এখানে 'নিত্ত' অর্থে নৃত্য, 'নাভী' অর্থে উদর।

এই সম্পাদনায় পালার ছত্র সংখ্যা ৬৬০। সেন মহাশয়ের ৩৪১ ছত্র বাদে নূতন ৩১৯ ছত্র। প্রথম চারিটি অধ্যায় সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নাই, সেজন্য ছত্রের পাশে নূতন সংগ্রহ বুঝাইবার জন্য '+' চিহ্ন না দিয়া অধ্যায় সংখ্যার পাশে দেওয়া হইল।

সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সম্পাদনায় ৩৮টি ছত্রে তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইল। ছন্দ, শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গী ও শব্দ-বানানের পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

এই পালাটির ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"পালাগানোক্ত চরিত্রগুলিও যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সেইরূপ মূল আখ্যায়িকার বিষয়ভাগও ঐতিহাসিক ঘটনামূলক।** আখ্যায়িকায় বর্ণিত সুষংদুর্গাপুরের জমিদার জানকীনাথ মল্লিক, তদীয় পত্নী কমলাদেবী এবং পুত্র রঘুনাথ সিং, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মৈমনসিংহের অন্তর্গত রামগোপাল পুরের বারেন্দ্র জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল তারিকের পত্রে চন্দ্রকুমারকে ইহাদের সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন।—

'কমলাদেবী জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ সিং উক্ত সম্রাটের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনি সুষং-দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার জানকীনাথ মল্লিকের পুত্র। স্বামী-দৃষ্ট স্বপ্নানুসারে রাণী কমলা দেবী দীঘিটিকে জলপূর্ণ করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপ প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কমলাসাগর নামধেয় দীঘির কিয়দংশ এখনও বর্তমান, অবশিষ্টাংশ সোমেশ্বরী নদী গ্রাস করিয়াছে। রাজা জানকীনাথ আকবরের সমসাময়িক।**

"** প্রিয়তমা রাণীর নামে উৎসর্গ করিবার সংকল্পে রাজা জানকীনাথ কর্তৃক কমলা দীঘি খনিত হয়, কিন্তু তাহার শুকোদ্ধার অর্থাৎ জলাগম হইল না। দীঘিতে জল না আসিলে দীঘিকারকের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত নরকগামী হইতে হয়, এই প্রাচীন সংস্কারের দরুণ রাজা তাঁহার পাত্র মিত্র ও প্রজাবর্গ যখন চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন রাজা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, রাণী পুষ্করিণী গর্ভে অবতরণ করিয়া জলসিঞ্চন এবং অপর কয়েকটি প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্করিণীতে জল আনয়ন করিতেছেন। এই স্বপ্নানুসারে রাণী সাধারণের হিতার্থে এবং স্বামীর পিতৃপুরুষদিগকে নিরয় গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দীঘির জলে জীবন বিসর্জন করেন। কমলা রাণীর এই আত্মোৎসর্গ কল্পনা মূলক নহে। প্রবাদটি দেশময় বহুকাল হইতে প্রচলিত।"

শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় এই ঘটনাটি 'কল্পনা মূলক নহে' বলিয়াই আবার 'প্রবাদ' বলিলেন। সেইসঙ্গে পালার কবি সম্পর্কে বলিতেছেন,—"ভনিতায় অধরচাঁদ পালার রচয়িতা নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পালা রচনার কাল ঘটনার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া মনে হয়।"

পালা রচনার কাল সম্পর্কে সেন মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সমর্থনে আর একটা প্রবল যুক্তি,—এইপ্রকার জনমন আলোড়নকর বা অসাধারণ

সত্য ঘটনা অবলম্বনে পূর্ববঙ্গে এযাবৎ যত পালাগান রচিত হইয়াছে সবগুলিই ঘটনার অব্যবহিত পরের রচনা। এরূপ ক্ষেত্রে কবির পক্ষে মূল ঘটনা বর্ণনায় নিজস্ব কল্পনা যোগ করিবার কোনো সুযোগ থাকে না। কারণ, কবির রচিত পালাগানের শ্রোতাদের মধ্যে ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থাকা সম্ভব। তবে পরবর্তীকালে যদি কেহ কাল্পনিক কিছু পালার মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়, সে পৃথক কথা।

কমলা রাণীর কাহিনী উপন্যাস রূপে বাংলা দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এককালে প্রচলিত ছিল। সে উপন্যাসে স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ ছিল না। প্রাক্স্বাধীন যুগে মৈমনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে সাধারণ হিন্দু গৃহের মহিলারা প্রায় সকলেই কাহিনীটি জানিতেন। অনেকের পালাটি কণ্ঠস্থ ছিল। তথাপি মাননীয় সেন মহাশয় পালাটির প্রথম চারিটি অধ্যায় পাইলেন না কেন, তাহার হেতু আমার মনে হয় বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে যেমন ইতিহাসের পাতায় বিগত সাত শত বৎসরের কোনো কোনো কালো দিক সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ হইয়াছে, সেই প্রকার এই সব সত্যঘটনামূলক পালাগানেরও অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেন মহাশয় প্রকাশিত অনেকগুলি পালায় এই ব্যাপার দেখা যাইবে।

এই পালার প্রথম চারিটি অধ্যায়ের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আমার বলিবার কিছু নাই। কারণ, আমি এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ ও সময় পাই নাই। রংপুর জেলায় গাইবান্ধা মহকুমায় বামনডাঙ্গা নামে একখানা গ্রাম আছে। কমলা রাণীর পিত্রালয় এই বামনডাঙ্গা হইতে পারে। কারণ, উহার উত্তরে কোচবিহার জেলা সে কালেও কোচ রাজাদের রাজত্ব ছিল। রাণীমার কামাক্ষ্যা তীর্থযাত্রায় যে পথের বর্ণনা আছে, উহা এখনও প্রায় ঐপ্রকারই আছে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

নবদ্বীপ
১লা পৌষ
১৩৬২

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ

(১)+

উত্তরে না গারোর দেশ বন-জঙ্গলায় ভরা।
পাহাড় পর্বত আছে কত জঙ্গলায় চরে বরা[১] ॥
হাত্তি চরে পালের পাল মইষ শত শত।
সেই দেশে রতন আইসে রে ভাই নদী নালা যত ॥
চৈতর মাসে যইখন ফুটে পাকড়্ফুল[২]।
পূব আকাশে সূরুজ্ উদয় হইয়্যা যায় রে ভুল ॥
বার্ষ্যাকালে মেঘের খেলা পর্বতের গায়।
ধাক্কা খাইয়্যা ভাইঙ্গ্যা পড়ে জঙ্গলার মাথায় ॥
অঝ্ঝরেতে দেওয়ার পানি ঝরে তিনডা মাস।
রাইত দিনের ভেদ নাই নাই চান্দ সূরুজের পর্কাশ[৩] ॥
আইলে আশ্বিন মাস মাঠ ভইরা উঠে ধান।
সেইনা ধান পাইক্যা উইঠে আইলে আগণ[৪] ॥
আগণ মাইস্যা ধান গিরস্ত বেচা-কিনা করে।
পোষ মাসে সাইল্যার গুছি[৫] ক্ষেতের প্যাঁকে[৬] গাড়ে ॥
বৈহাক মাসে সাইলের ধান টাইল[৭] ভরায়।
ধান্যের সেরা সাইলার ধান চাইল আর চিড়ায় ॥
সেইনা দেশে আকাল[৮] নাই সে পড়ে কোনো কালে।
দেব্তার দয়ায় মানুষ থাকে সবাই সুখের হালে ॥

১। চরে বরা=শুকর বিচরণ করে। ২। পাকড় ফুল=শিমুল ফুল। ৩। পরকাশ =প্রকাশ। ৪। আগণ=অগ্রহায়ণ মাস। ৫। সাইল্যার গুছি=বোরো ধানের চারা। ৬। প্যাঁকে=কাদায়। ৭। টাইল=গোলা। ৮। আকাল=দুর্ভিক্ষ।

লুচ্চা লোকন্দরা[৯] সেই দেশে নাইত রয়।
বেইজ্জতি কাম করলে জাহানে নিকলায়[১০] ॥

সুষঙ্গের দেশ ভালা পাহাড়ের কাছাড়ে[১১]।
সেইনা দেশের ধম্মিত্[১২] রাজা সুখে রাইজ্য করে ॥
হাত্তিশালে হাজার হাত্তি ঘোড়াশালে ঘোড়া।
লোক-লস্কর পাইক-পশ্চান[১৩] আছে রাজ্যি জুড়া ॥
ভাণ্ডার ভরা আছিল রাজার মণি মাণিক্যি ধন।
এক পুনাই[১৪] আছিল তান্[১৫] বংশের জীবন ॥
রাজার আছিল বড়ো শিগারের হাউস[১৬]।
বাঘ মইষের খবর পাইলে হইত রে বেহুস ॥
শিগারে যাইয়া রাজা বিমারে[১৭] পড়িল।
আসামের কাইলা জ্বরে তান্‌রারে ধরিল ॥
এক বচ্ছর ভুইগা রাজা সগ্‌গে গেলাইন্[১৮] চলি।
কুমাররে রাজা কইর্‌ল রাজ্যির পাত্র মিত্র মিলি ॥

ষুল বচ্ছরের কুমার রাজা রাজ রাজত্ব করে।
আন্দরে[১৯] বইস্যা রাণীমাও শিখায়েন পুত্ররে ॥
একে একে গেল আর ছয় না বচ্ছর।
ধম্ম কম্মে মতি রাণীর আন্দরের ভিতর ॥
তিরথ্ করিবার লাইগ্যা রাণীর হইল মন।
কামরূপে যাইয়া করবাইন্[২০] কামাক্ষী মায়ের দরশন ॥

৯। লুচ্চা লোকন্দরা=পরস্ত্রী লোলুপ বদমাশ্। ১০। জাহানে নিকলায়=প্রাণ হরণ করে। ১১। কাছাড়ে=সানুদেশে, নিকটে। ১২। ধম্মিত্=ধার্মিক। ১৩। পশ্চান=অস্ত্রধারী সৈন্য। ১৪। পুনাই=সন্তান। ১৫। তান্=তাঁহার। ১৬। শিগারের হাউস=শিকারের সখ। ১৭। বিমারে=রোগে। ১৮। গেলাইন=গেলেন। ১৯। আন্দরে=অন্তঃপুরে। ২০। করবাইন=করিবেন।

ময়ূরপঙ্খী ডিঙ্গা রাজা ফরমাইস্ করিল।
এক না বচ্ছুরে ডিঙ্গা সিজিল[২১] হইল॥
ময়ূরপঙ্খী ডিঙ্গা সাইজা আইল নদীর ঘাটে।
রাণীমাও উঠলাইন্[২২] ডিঙ্গায় সূরুজ বস্লাইন্[২৩] পাটে॥
সঙ্গে পুত্র জানকীনাথ দাস দাসী কত।
দব্বজাত[২৪] উঠিল ডিঙ্গায় মুনাচিব[২৫] মত॥

সোমাই নদী বাইয়া ডিঙ্গা বরম্‌পুত্র[২৬] পাইয়া।
উত্তরে চলিল ডিঙ্গা পাল উড়াইয়া॥
সাত দিনে গেল ডিঙ্গা ধুবাবুড়ীর পাট*।
নয় দিনে গেল ডিঙ্গা মহামায়ার ঘাট+॥
পাহাড়ের উপরে মন্দির বন জঙ্গলায় ঘিরা।
নিত্যি হয় পাঠা বলি পূজে কোচারেরা[২৭]॥
মইষ বরা বলি দেয় শনি মঙ্গল বারে।
নরবলি হয় আমাবইস্যার অইন্ধকারে॥
মন্দিরের পাছে আছে হাড়ের পাহাড়।
ভূত পেরেত নির্ত্য করে[২৮] খায় মাস্ হাড়॥

২১। সিজিল=প্রস্তুত ও সুসজ্জিত। ২২। উঠলাইন্=উঠিলেন। ২৩। বসলাইন্=বসিলেন। ২৪। দব্বজাত=দ্রব্যাদি। ২৫। মুনাচিব মত=পছন্দ মত ও প্রচুর। ২৬। বরম্‌পুত্র=ব্রহ্মপুত্র নদী। ২৭। কোচারেরা=কোচ জাতির পুজকেরা। ২৮। নির্ত্য করে=নাচে।

* ধুবাবুড়ির পাট=আসামে ধুবড়ি সহরে আদালতের নিকটে একখানা সুবৃহৎ পাথরের পাট কিছুটা হেলান অবস্থায় প্রোথিত আছে। লোক প্রবাদ—'মনসামঙ্গলের নেতা ধোপানী' ঐ পাটে কাপড় কাচিতেন। এবং 'ধোপাবুড়ী' হইতে স্থানটির নাম হইয়াছে—ধুবড়ি।

+ 'মহামায়ার ঘাট' বর্তমানে ধুবড়ি ও বিলাসী পাড়ার রাস্তায় 'বক্‌রিবাড়ী' বাজারের পূবে। এখন ব্রহ্মপুত্র বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। বক্‌রিবাড়ী বাজারের উত্তরে নির্জন পাহাড়ে মহামায়া দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির এখনও আছে।

মানুষের কাটা মুণ্ডু খল্‌খলায়া হাসে।
মানুষ জন না যায় রাইতে পরাণের তড়াসে ॥
লোক লস্কর লইয়্যা রাণী দোলায় চড়িয়া।
পূজা দিয়া আইলেন সেই সে মন্দিরেতে গিয়া ॥
মহামায়ার ঘাট ছাইড়্যা ডিঙ্গা আইল যুগীঘুপা।
সেই না পাহাড়ে আছে কত যুগী সাধুর গুম্ফা[২৯] ॥
গুম্ফায় বসিয়া সাধু যহন[৩০] জটা ছাড়ে।
পাহাড়ের গাও বাইয়া জট লটর পটর করে ॥

যুগীঘুপা ছাইড়া ডিঙ্গা আইল তিরকুটির ঘাটে।
তির্‌কুটেশ্বরী দেবী আছুইন্‌ তিরকুটি পাহাড়ে ॥
বান্দর রাজার পর্‌বত সেই বান্দরে ভেট[৩১] লয়।
রাজারে ভেট না দিয়া যাত্রী মন্দিরে নাইত যায় ॥
পাহাড়ের তলাত্‌ আছে বির্দ্ধ বট বেল।
বান্দর রাজা বইস্যা থাকে সেই না বিরিক্ষের তল ॥
ভাজা চাউল কালাই ভেট রাজারে না দিয়া।
হুকুম লইতে হয় রাজার পর্‌ণাম করিয়া ॥
আনাইলে বান্দরে পিন্ধনের কাপড় কাইড়্যা লয়।
পাহাড় থাইক্যা ধাক্কা মাইরা ফালাইয়া দেয় ॥*

২৯। গুম্ফা=গুহা। ৩০। যহন—যখন। ৩১। ভেট=দেবতা বা রাজার প্রাপ্য ভোগের দ্রব্যাদি।

* আসামে গোয়ালপাড়া সহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারে 'যোগীঘোপা' নামক পাহাড়ে গুহাগুলি এখনও আছে। গোয়ালপাড়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রায় পনরো মাইল দূরে ত্রিকূট পর্বতে ত্রিকুটেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। এখানে কবি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন ঐ প্রকার ব্যাপার ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। জমিদারী প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর বানর রাজার রাজত্বও শেষ হইয়াছে। এখন আর পর্বতের নিম্নে বেলতলায় বসিয়া বানর রাজা ভেট আদায় করেন না।—সম্পাদক

সেই না দেশ ছাইড়্যা ডিঙ্গা চলে উজান বাইয়া।
পন্থে কত পাহাড় পর্বত চলে ত দেখিয়া॥

কতদিনে আইল ডিঙ্গা কামাক্ষী পর্বতে।
পাণ্ডব ঘ্যাটে বাইন্ধা ডিঙ্গা রাখে কতমতে॥
দারুণ বরম্‌পুত্র নদী স্নুতে খরষাণ[৩২]।
পাত্থরে আছাড় খায়্যা ঢেউ ভাইঙ্গ্যা খান্‌ খান্‌॥
পানিত না লামে মানুষ ঘুরণপাকের ডরে।
পাড়ে বইস্যা সিনান করে নোটাত্‌ পানি ভইরে॥

সুষঙ্গের রাজা আইছুন শুইনা পাণ্ডাপাল।
দল বাইন্ধ্যা আইল সবে জ্বালায়্যা মশাল॥
রাইত ভোরে রাণী মাও সিনান করিয়া।
পাণ্ডাপালের সঙ্গে চললাইন পুত্ররে লইয়া॥
দোলায় না উঠলাইন রাণী হাইট্যা চললাইন পথে।
বিরিক্ষের শিকড় লতা ধইরা উঠলাইন পরবতে॥
মায়ের মন্দিরে গিয়া দরশন কইরা মায়।
পুত্ররে লইয়া রাণী পাণ্ডার বাড়ীত্‌ যায়॥

(২)+

পাণ্ডার বাড়ীত্‌ আছিল এক কন্যা সে সুন্দর।
হেন কন্যা নাই সে দেখি পির্‌থিমীর ভিতর॥
অঙ্গের বরণ কন্যার যেমন কাঞ্চা সোনা।
মস্তকের চাচর কেশ ময়ুরের পেখমা॥

৩২। স্নুতে খরষাণ = তীব্র স্রোতে

হাইট্যা যাইতে সেই না কেশ পিষ্টে ঢেউ খেলায়।
নয়ানের দিষ্টি কন্যার বিজলী চমকায়॥
রক্তপদ্ম লাজ পায় হস্তের তলা ত দেখিয়া।
চম্পাকলি লাজ পায় কন্যার আঙ্গুলী চাইয়া॥
সরু সে কাঙ্কালি যেমুন বায়[১] ভাইঙ্গ্যা পড়ে।
উবুত্ কদলীর বোগ[২] দুই পায়ের উপরে॥
পর্থম যইবন কন্যার আবিয়াত কুমারী।
দেইখ্যা কন্যার রূপ চমক লাগে ভারী॥
আবিয়াত কুমার রাজা এক দিষ্টে চায়।
আবিয়াত কুমারী কন্যা থির হইয়া রয়॥
দুনিয়া যে আছে তার না জানে সন্ধান।
পরথম দর্শনে দোয়ের[৩] গইল্যাছে পরাণ॥
কার কন্যা কিবান্ জাতি কিছুই না জানি।
দোয়ের লাইগ্যা দোয়ের হইল বিয়াকুল[৪] পরাণি॥

রাণীমাও দেখ্‌ছুইন[৫] চাইয়া দুই জনার মুখ।
মায়ের বইক্ষে বাইজ্যা উঠে পুনাইয়ের[৬] সুখ দুখ॥
পাণ্ডারে জিগাইলেন রাণী কন্যার পরিচয়।
পাণ্ডা সে কইল যত জানে সমুদয়॥

১। বায়=বায়ুতে, বাতাসে। ২। উবুত কদলীর বোগ=উল্টা করা কলার গাছ। ৩। দোয়ের=দুই জনের। ৪। বিয়াকুল=ব্যাকুল। ৫। দেখ্‌ছুইন=দেখিতেছেন। ৬। পুনাই=সন্তান॥

(৩)+

উত্তর মুল্লুকে আছে বামুনডাঙ্গা গেরাম।
সেই না গেরামে আছিল এক জমিদার পর্‌ধান[১] ॥
দুই পুত্র এক কন্যা জমিদারের ঘরে।
ধন ধান্যের অভাব নাই দেবতার বরে ॥
কন্যার জনম হইলে গণক আসিয়া।
রাজার ঘরত্ বিয়া হইব কহিল গণিয়া ॥

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা পুন্নমাসীর চান্দ।
রূপে গুণে হইল কন্যা লক্ষ্মীর সমান ॥
বাপ মাও রাইখ্যাছে কন্যার নাম সে কমলা।
জলের ঘাটে গেলে কন্যা জল করে উজলা।
পন্থের লোক ফিইরা চায় কন্যারে দেখিলে।
একবার দেখিলে কন্যারে আর নাইত ভুলে ॥

বারো না উত্‌রায়্যা কন্যা তেরত্ দিল পাও।
যইবন জোয়ারের পানি ভইরা উঠ্‌ছে গাও[২] ॥
রূপের কথা শুইনা কন্যার নানান দেশ বিদেশে।
বিয়ার সম্বন্ধ লয়্যা ঘটকেরা আইসে ॥
পছন্দ না করে সম্বন্ধ বাপ আর মায়।
এইত সম্বন্ধ রাজার ঘরত্ না হয় ॥
এক দুই কইরা আর তিন বচ্চর গেল।
বিয়া নাইত হয় কন্যা ঘরত রইল ॥

১। পরধান=প্রধান। ২। গাও=গ্রাম, অঙ্গ।

সেই ত পরগণার মালিক ফিরুজ খাঁ দেওয়ান।
পন্থে যাইতে ঘাটে দেখে পুন্নুমাসীর চান॥
ঘোড়া থামাইয়া দেওয়ান এক দিষ্টে চায়।
তারে দেইখ্যা ঘাটের নারী বাড়ীত্ পলায়॥
সাত গণ্ডা বিবি-বান্দী দেওয়ানের আন্দরে[৩]।
ভালা নারী দেখ্‌লে দেওয়ান তারে নাই ত ছাড়ে॥
ফন্দি ফিকির কইরা তারে ঘরের বাইর করে।
আনইলে ডাকাইতি কইরা কাম হাসিল করে॥
পইড়াছে দেওয়ানের নজর কমলার উপর।
শুইনা ত বাপ মাও ভাবিত অন্তর॥
পরগণার দেওয়ান ফিরুজ কিবান কখন করে।
কন্যারে না রাখন্ যাইব আর আপন ঘরে॥
দেওয়ানের সঙ্গে বিরুধ[৪] কইরা বাঁচন না যায়।
জলে থাইকা কুম্ভীরের সঙ্গে বিরুধ না জুয়ায়॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা কমলার বাপ কি কাম করিল।
কোচারের রাইজ্যে কন্যারে পাঠাইয়া দিল॥
উত্তরে কোচারের রাইজ্য দেওয়ান কাজী নাই।
সেইনা দেশে গেল কন্যা যাকর্ খাইন্[৫] গোসাই[৬]॥

এই না কথা শুইনা দেওয়ান কোর্‌ধে আগুন হইয়া।
জমিদারের বাড়ীঘর লইল লুটিয়া॥
বাজেয়াপ্তি কইরা লইল সোনার জমিদারী।
কাইল আছিল রাজার হালে আইজ পন্থের ভিখারী॥

৩। আন্দরে=অন্দর মহলে। ৪। বিরুধ=বিরোধ, বিবাদ। ৫। যাকর্‌খাইন =যাহা করুন। ৬। গোসাই=ভগবান।

কত দিন পরে এক না সাধুর[৭] ডিঙ্গায় উঠিয়া।
কামাক্ষ্যা আইস্যাছে বাপে পুত্র কন্যারে লইয়া।

পরিচয় পাইয়া কন্যার হরষিত মন।
বিয়ার পরস্তাব[৮] রাণীমাও করলাইন উত্থাপন॥
রাজার রাণী হইব কন্যা গণকে বইল্যাছে।
সেই না রাজার ঘর থাইকা পরস্তাব আইসাছে।
কামাক্ষী মাতার দয়া হইল কমলার উপর।
বিয়ার কথা থির হইল আনন্দ অন্তর॥
দেশে যাইয়া বিয়া হইব আচার বিধান মতে।
কন্যা লয়্যা বাপ মাও যাইব রাণীর সাথে॥

কামাক্ষ্যার পাণ্ডাপাল তারার খুশীত করিয়া
রাণীমাও দিলাইন্ কত ধন বিলাইয়া॥
শুভদিনে শুভক্ষেণে কন্যারে লইয়া।
রাণীমা উঠলাইন্ ডিঙ্গায় ছিরি দুগ্‌গা বলিয়া॥

(৪)+

উজানে গিয়াছে ডিঙ্গা এক মাইস্যা পথ।
ভাইট্যালে চইলাছে ডিঙ্গা উইড়্যা শূন্যে রথ॥
আষাইঢ়্যা নদীর স্নুত টাইন্যা ভাঙ্গে পাড়ি।
বড়ো বড়ো ঢেউ করে আছাড়ি পিছাড়ি॥
ময়ূরপঙ্খী ডিঙ্গা আরে যেমুন রাজার বাড়ী।
ঢেউ ভাইঙ্গ্যা চইল্যাছে ডিঙ্গা বাইছে বাইশ দাঁড়ি॥

৭। সাধু=সওদাগর। ৮। পরস্তাব=প্রস্তাব

সাত দিনে আইল ডিঙ্গা সুষঙ্গের সওরে[১]।
ঘাটেতে ভিড়ায়্যা ডিঙ্গা রাজা চল্‌লাইন ঘরে ॥
রাণীমাওয়ের সঙ্গে কন্যা পরম সুন্দরী।
দেইখ্যা সুষঙ্গের লোক খুশী হইল ভারি ॥
যেমুন রাজা তেমুন রাণী হইব দেবীর বরে।
কামাক্ষীমাও কির্‌পা কইরা মিলাইছুন কন্যারে ॥

আষাঢ় মাসে আইলেন রাণীমাও তিরথ্ করিয়া।
সেই না মাসের শেষে রাণী পুত্রেরে দিলাইন্ বিয়া ॥
আষাইঢ়্যা বিষ্টি না হইল না হইল কালা মেঘ।
দেবতার দয়ায় আকাশ সাতদিন রইয়া গেল সাফ্ ॥
রাজার শিলারী* সেই না বহুত ধন পাইল।
রাইজ্যের পরজারা আইসা আনন্দ কইরা গেল ॥

এক দুই তিন কইরা চাইর বচ্ছর যায়।
কমলা রাণীর পুনাই[২] হইব ধাই[৩] ত জানায় ॥
নাতীর মুখ দেখবাইন্[৪] রাণী মনে বড়ো সুখ।
নিত্যি করেন দেবপূজা ভিখারীর গেল দুখ্ ॥

১। সওরে=সহরে। ২। পুনাই=সন্তান। ৩। ধাই=ধাত্রী। ৪। দেখবাইন্=দেখিবেন।

* পূর্ববঙ্গে একশ্রেণীর মন্ত্রতন্ত্র জানা লোককে 'শিলারী' বলা হইত। ইহারা মন্ত্রতন্ত্র বলে ঝড়বৃষ্টি ও শিল-পড়া বন্ধ করিতে পারিত। ঐ দেশে বোরো ধান—যাহাকে এই গীতিকা গুলিতে 'সাইল্যা' বলা হইয়াছে, উহা চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাকে। সে সময়ে ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়িলে ক্ষেত্রের ধান বিনষ্ট হয়। শিলারী মন্ত্রবলে শিল পড়িতে দিতেন না। এ জন্য কৃষকদের নিকটে নিয়মিত যাহা শিলারী পাইতেন তাহাই ছিল তাঁহাদের জীবিকা।—সম্পাদক।

সাধ দিবার লাইগা রাণীমা উত্তযোগ করে।
পরজা পর্‌ধান[5] আনে দব্ব[6] নানান্ ভারে ভারে ॥
কাত্তিক মাসে কমলা রাণীর সাধ হইয়া গেল।
এক রাইতে রাজা রাণীরে জিগাইল ॥
"সগ্‌গলে ত সাধ দিল তারার ইচ্ছা মতন।
আমি কিবান্ সাধ দিবাম্ কইবা খুইলা মন ॥"

এই না পরস্তাব শুইনা রাণী রাজারে হাইসা কয়।
"আমার মনের সাধ আইজ আপনারে কইবার হয়[7] ॥
মইরা গেলে যানার[8] নাম গায় দেশের লোক।
পির্‌থিমিতে তানার জনম হয় ত সার্থক ॥
এমুন একডা কাম কর্‌বাইন্[9] আমার নামেতে।
আমি মইরা গেলে নাম গাইব সগ্‌গলেতে ॥"

কমলারাণীর কথা শুইনা রাজা ভাইবা কয়।
"এমুন কোন কাম বা আছে তুমি কইবা নির্চয় ॥'
কমলারাণী কয়, "রাজা, শুন্‌খাইন্[10] আমার কথা।
এক দিনে কাটবাম্ আমি এক টাকু সূতা ॥
সেই না সূতা ঘির দিয়া যত জমিন হয়।
সেই জমিনে পুষ্কুন্নি এক কাড্‌বাইন্[11] নির্চয় ॥
সেই না পুষ্কুন্নির নাম হইব কমলা সাগর।
এই ত আমার মনের সাধ কইলাম সুবিস্তর ॥"

৫। পর্‌জা পরধান=প্রধান প্রধান প্রজা। ৬। দব্ব=দ্রব্য। ৭। কইবার হয় =বলা প্রয়োজন। ৮। যানার=যাঁহার। ৯। করবাইন=করিবেন। ১০। শুনখাইন্=শুনুন্। ১১। কাডবাইন=কাটিবেন।

রাণীর এইনা সাধ শুইনা রাজা দিলাইন কথা।
এক দিনে কাড্‌লাইন রাণী একটাকু সূতা॥
সেই না সূতা ঘির দিয়া দীঘি খুদিবারে।
কামলা-জুম্‌লা[১২] লাগাইলেন রাজা হাজারে বিজারে[১৩]॥

মাঘমাসে কমলারাণীর পুত্র জনমিল।
পুত্র দেইখ্যা পুরের নারী জয়-জোকার[১৪] দিল॥
মাঘ ফাগুন দুইমাস গিয়া চৈতর আইল।
দীঘি খুদাই কাম রাজার শেষ না হইল॥
গহীন[১৫] হইল দীঘি জল নাইত উঠে।
রাজার হুকুমে খুদিলকার[১৬] আরও মাটি কাটে॥
চান্দকূয়া[১৭] কাড়িল সেইনা দীঘির মধ্যখানে।
জল নাই সে দিল দেখা পাতাল ভূবনে॥
ভয় পায়্যা খুদিলকার গেল পলাইয়া।
কোন পাপে এমুন হইল না পায় ভাবিয়া॥
শুকুদ্ধার[১৮] না হইলে দীঘি পরতিষ্ঠা[১৯] না হয়।
দীঘি কাইট্যা চউদ্দপুরুষ নরকে পাঠায়॥
দারুণ চিন্তায় রাজার নিদ্রা নাই রে চউখে।
কোন দেবতা কোরধ্‌ কইরা ফালাইল বিপাকে॥

কমলারাণী কান্দে বইসা পুত্র কুলে[২০] লইয়া।
"বিপদ ঘটাইলাম আমি দীঘি খুদিতে বলিয়া॥

১২। কামলা জুমলা=শ্রমিক ও তদ্বিরকারক। ১৩। হাজারে বিজারে=বহু বুঝাইতে গ্রাম্য ভাষা। ১৪। জয়জোকার=হুলুধ্বনি। ১৫। গহীন=গভীর। ১৬। খুদিলকার=দীঘিকাটা সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রধান খননকারী। ১৭। চান্দকূয়া =দীঘির মধ্যে এই কূপ কাটার প্রথা আছে। ১৮। শুকুদ্ধার=ভূগর্ভস্থ জলের উদ্‌গম। ১৯। পরতিষ্ঠা=শাস্ত্রমতে জলাশয় প্রতিষ্ঠা। ২০। কুলে=কোলে।

কোন বা দোষে দুষী আমি কিছু নাই ত জানি।
এমুন দেবতার ঘরে আইজ লাগাইলাম আগুনি॥
পাতালের দেব্‌তা বরুণ আমারে লইয়া।
উদ্ধার কইরা দেও রাজার বংশরে চাইয়া॥"
এইমতে কান্দে কমলা পাইয়া মনে দুখ।
পতির মুখ দেইখ্যা কমলার ফাইট্যা যায় রে বুক॥

(৫০)

শুইয়্যা আছলাইন্ ধম্মিত্[১] রাজা
আরে ভালা বারবাংলার[২] ঘরে।
কি স্বপন দেখ্‌লাইন রে রাজা
সেইনা রাইতের নিশাকালে॥
আরে ভালা,—কুথায় জ্বলে আন্ধাইর মাণিক রে,
ঐ না হীরামনের হার[৩]।
কোন দেশেরতন্ ভাইস্যা আইসে
আরে ভালা লীলুয়ারী বয়ার[৪]॥
কুথায় ডাইক্যা সোনার কুইল[৫] রে
এই না রজনী পোষায়[৬]।
রাইতের নিশা কালে কেবান্
আরে ভালা ডালে বইস্যা গায়॥

১। ধম্মিত=ধার্মিক। ২। বারবাংলার ঘর=প্রাচীন কালের সুসজ্জিত বৃহৎ বিলাসভবন। ৩। হীরামনের হার=হীরা ও মাণিকের মালা। ৪। লীলুয়ারী বয়ার=লীলাচঞ্চল মৃদুমন্দ পবন। ৫। কুইল=কোকিল। ৬। পোষায়=পোহায়, প্রভাত হয়।

সেইনা দেশে যাইছুইন[৭] রাণী
হায় রে রাজারে ছাড়িয়া ।+
স্বপন দেইখ্যা কাইন্দ্যা রাজা
আরে রাজা উঠলাইন জাগিয়া ॥+
আরে ভালা, চান্দের সমান কমলারাণী
সেজে নিদ্রা যায় ।
শিয়রে বইস্যা ডাকছুইন[৮] রাজা গো
রাণীরে উবুরায়[৯] ॥
সেজে[১০] পইড়্যা ঘুমায় রে শিশু
পুন্নুমাসীর চান্[১১] ।
বারবার নেহালে রাজা
শিশু পুত্রের বয়ান ॥
"উঠ উঠ উঠ গো রাণী,
আগো রাণী, নিদ্রা নাই সে যাও ।
শিয়রে বইস্যা ডাকি গো আমি
আগো রাণী, আখি মেইলা চাও ॥
কিবান্ স্বপন দেখ্‌লাম রে আমি ।
স্বপন না যায় পাশরা ।
রাইতের নিশি অইন্ধকারে
আমার ডুব্‌ল চন্দ্র তারা ॥
দীঘি যে কাডাইলাম রাণী,
আগো রাণী, তোমার লাগিয়া ।

৭। যাইছুইন=যাইতেছেন। ৮। ডাকছুইন=ডাকিতেছেন। ৯। উবুরায়=মুখের উপরে ঝুঁকিয়া আকুলকণ্ঠে পুনঃপুন। ১০। সেজ=বিছানা। ১১। চান্=চাঁদ।

শুকুদ্ধার না হইল গো দীঘিত্
আগো রাণী, কিসের লাগিয়া ॥"

আরে ভালা,—ঘুম হইতে জাইগা রাণী
আরে আঙ্খি মেইল্যা চায় ।
জাইগ্যা বইসা আছুইন পতি
শিয়রে দেখা যায় ॥
নিশি রাইতের কাঞ্চা ঘুম রে
রাণীর ঢুলে আঙ্খি রইয়া[১২] ।
ধীরে ধীরে কইল রাণী গো
রাজার মুখ চাইয়া ॥
"শুন শুন পরাণের পতি গো
আগো পতি, জিগাই যে তোমারে ।
কিয়ের লাইগা[১৩] কান্দিছুইন্ রাইতে
আরে ভালা, বইসা মোর শিয়রে ॥"

"আমি যে কান্দি গো রাণী,
আগো রাণী, শুন দিয়া মন ।
আইজ্জ রাইতে দেইখ্যাছি রে আমি
এক অতি কুস্বপন ॥
দীঘি আমার কাল[১৪] হইল
আমি না দেখি উপায় ।+
কেমন কইরা বাঁইচ্যা থাকবাম্
আমি ছাড়িয়া তোমায় ॥+

১২। রইয়া=থাকিয়া থাকিয়া।
১৩। কিয়ের লাইগা=কিসের জন্য।
১৪। কাল=সর্বনাশের হেতু।

পাতালের কন্যা গো রাণী,
তুমি যাইবা পাতালপুরী।+
ভবের খেলা সাঙ্গ কইরা
আগো রাণী, তুমি যাইবা-মোরে ছাড়ি ॥"+

"না কাইন্দ না কাইন্দ পতি গো
তুমি কইবা সত্য করি।+
কোন বা দুখুঃ আইজ তোমার
চউক্ষের নিদ্রা লইল হরি ॥+
শুন শুন শুন গো পতি
আমি কই যে তোমারে।+
কি স্বপন দেইখ্যাছ আইজ
খুইলা কইবা আমারে ॥"
"শুন শুন শুন গো রাণী,
তুমি শুন দিয়া মন।
স্বপন দেইখ্যাছি রাইতে
আমি অতি অলক্ষণ ॥*
দীঘি যে খুদাইলাম রে আমি
কত হাউস[১৫] করিয়া।
পর্‌তিষ্ঠা[১৬] না হইল দীঘি
পাতালের পানি না পাইয়া ॥+

১৫। হাউস=সখ, সাধ। ১৬। পর্‌তিষ্ঠা=প্রতিষ্ঠা।

পাঠান্তর :—* আমি যে কান্দিছি রাণী আরে শুন দিয়া মন
আজি রাত্রে দেখিলাম ভালা এক কুস্বপন ॥
+ পুষ্কুণি কাডাইছি আমি কত সাধে রাণী।
গয়িন হইয়াছে আজু না উঠিল পানি ॥

আরে.তুমি যদি নাব গো রাণী
ঐ না পুষ্কুন্নির তলে।
ভইরা উঠ্‌ব তালাব[১৭] সেই না
পাতালের জলে ॥
এই স্বপন দেইখ্যাছি গো রাণী,
আমার কথা শুনি।
ধীরে ধীরে সেই গহীনে
লাইমা গেলা তুমি ॥
সাত পাঁচ কুস্বপন দেখলাম
আমি আইজ না নিশাকালে।
তোমারে ডুবায়্যা নিল
সেই না পাতালের জলে ॥
পাড় উচ্‌কায়া[১৮] উঠ্‌ল হায় রে
সেই না পাতাল পানির ফেনা।
মহা শব্দে আইল রে পানি
হইয়া বেজানা[১৯] ॥
কিজানি কি হইব গো রাণী,
আমার কাঁপিছে পরাণ।
কোন দৈবে কাডাইল রে দীঘি
আমারে করিতে হয়রাণ[২০] ॥
রাইজ্য নাই সে চাই গো রাণী,
আমি ধন নাই সে চাই।
কি হইব রাইজ্য ধনে
যদি তোমারে হারাই ॥

১৭। তালাব=জলাশয়েরগর্ত (সেন মহাশয়ের অর্থ—'পুকুর, দীঘি')। ১৮। পাড় উচ্‌-কায়া=পাড় ছাপাইয়া। ১৯। বেজানা=পূর্বে অজ্ঞাত। ২০। হয়রাণ=ক্লান্ত, দুঃখী।

কিবান্ ক্ষেণে[21] খুদ্‌লাম রে দীঘি
কিবান্ আকাম[22] হইল ।+
কোন দেবতা কোরধ্ কইরা
আমার সুখ কাইড়া লইল ॥"+

(৬)

আরে ভালা, রাইত তইখন[1] নিমি ঝিমি
আশমান ভরা তারা ।+
ঘুমায়া রইছে পুরীর লোক
দোয়ারে পাহারা ॥+
পোখ্‌পাখালীর রাও[2] নাইরে
জুনাকি না দেয় বাতি ।+
ঘরের কুনায় পর্‌দিম জ্বলে
সেই না নিশুত্ রাতি ॥+
শুইয়া আছ্‌লাইন কমলারাণী
আরে বারবাংলার ঘরে ।+
পুনাই পুত্র[3] ঘুমায়্যা আছে
রাণীর কুলের কাছাড়ে[4] ॥+
নিশুত রাইতে রাজা হায় রে
নিদ্রায় অচেতন ।+
ঘুম থাইক্যা জাগ্‌লাইন্ রাণী
আইজ থির কইরা মন ॥+

২১। কিবান ক্ষেণে=কি প্রকার ক্ষণে। ২২। আকাম=অপকর্ম।
১। তইখন=তখন। ২। রাও=শব্দ, কলরব। ৩। পুনাই পুত্র=শিশু পুত্র। ৪। কুলের কাছাড়ে=কোলের কাছে।

সেজ[৫] ছাইড়া উইঠ্যা রাণী
আরে ভালা, কোন কাম করে।
ধীরে ধীরে যাইন্ গো রাণী
আইজ বারবাংলা ছাইড়ে ॥*
শুইয়াছিল দাসীগণ
রাণী ডাইক্যা জাগায়।
"নদীর ঘাটে যাইবাম্ ছানে
তোরা সঙ্গে যাইবি আয় ॥
কেউ লইল সোনার্ কলসী
আরে ভালা, কেউ বা লইল ঝারি।
কেউ বা লইল মেচের গামছা[৬]
কেউ বা নীলাম্বরী ॥
বাড়ি ভইরা গন্ধ তৈল্
কেউ বা লইল হাতে।
সেইনা গন্ধ ছুইট্যা যায় রে
শতেক যোজন পথে ॥
সঞ্চা[৭] ভইরা কেউ বা লইল
তুইলা নানান্ ফুল।
কেউ বা লইল গাইন্থঘিলা[৮]
সবাই চলে নদীর কূল ॥

৫। সেজ=শয্যা। ৬। মেচের গামছা=আসামে মেচ জাতীয় শিল্পীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট গামছা। ৭। সঞ্চা=পুষ্পপাত্র, (সেন মহাশয়ের অর্থ—সাজি)। ৮। গাইন্থঘিলা=অঙ্গ মার্জনের দ্রব্য। ইহা মুগুর ডাইল, কাঁচা হলুদ, চন্দন চূর্ণ, বেণামূল, কচি ডাবের জলে বাঁটিয়া ননী মিশাইয়া প্রস্তুত করা হইত।

পাঠান্তর :—* ঘুম হইতে উঠিয়া রাণীরে ভালা কোন কাম করে।
ধীরে ধীরে যাইন গো রাণী বারবাংলার ঘরে ॥

কেউ বা লইল ধান্য-দূর্ব্বা
দেবেরে পূজিতে।
ছানের যতেক আয়োজন
কেউবা লইল মাথে ॥

আরে ভালা, কালিহাঙ্গি[১] * রাইতের নিশা
রাণী গেলা রে নদীর কূল।
আশমান জুইড়্যা ফুইট্যা রইছে
তইখন সোনার চম্পা ফুল ॥
আরে, আন্ধাইর পন্থে সুমাই নদী
চইলাছে উজাইয়া।
সেই কালেতে গেলাইন্ রাণী
সেইনা নদীর কূল চাইয়া ॥
চান্দ সূরুজ নাই সে দেখে
কমলারাণীর চান্দমুখ।
নিশির ভোরে ঘুমের ঘোরে
রইল রাইজ্যের যত লোক ॥
রাজা নাই সে জানলাইন কিছু রে
না জানলাইন্ রাণীমাও।+
নদীর ঘাটে আইলেন রাণী
মুখে নাই রে রাও ॥+
গাইষ্টঘিলা অঙ্গে মাইখ্যা রাণীর দিল দাসীগণে।
গন্ধ তৈল দিল কেশেরে ভালা গন্ধের কারণে ॥

১। কালি হাঙ্গি=ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।
পাঠান্তর :—* '—কালীহাঙ্কী—'

ছান করিতে কমলারাণী নাবলাইন্ নদীর জলে।
ধীরে ধীরে করায় ছিনান সখীরা সগলে ॥
ছিনান+ হইল ভারা-সারা[১০] রাইত হইল ভারী[১১]*।
ভিজা কাপড় ছাইড়া পিন্ধ্লাইন্[১২] অগ্নিপাটের শাড়ী ॥
মেচের গামছা দিয়া দাসী অঙ্গ সে মুছায়।
সাইজা গুইজ্যা কমলারাণী বসিল পূজায় ॥
ধান্য লইল দুব্বা লইল আর লইল ফুল।
অঞ্জলি করিয়া পূজে বইসা সোমাই নদীর কূল।
দুই হস্ত জুইড়া রাণী পর্থনা[১৩] যে করে।+
বইক্ষের বস্তর ভিজ্যা রাণীর চউক্ষের জল ঝরে ॥+

"আরে, সাক্ষী থাইক সোমাই নদী
আইজ সাক্ষী হইও তুমি।
প্রভুর[১৪] সত্য রাখবার লাইগা
আইজ চইলা যাইবাম্ আমি ॥
সাক্ষী হইও নদীর পাড়ের
যত গাছ গাছালি।
সাক্ষী হইও আশমানের তারা ‡
তোমরারে আমি বলি ॥
সাক্ষী হইবা দেব ধরম
আমি কারে আর বা মানি।

১০। ভারাসারা=সুসমাপ্ত। ১১। রাইত হইল ভারী=রাত্রি ভোর হইয়া আসিল। ১২। পিন্ধলাইন=পরিধান করিলেন। ১৩। পর্থনা=প্রার্থনা। ১৪। প্রভু=এখানে অর্থ হইবে—স্বামী।

পাঠান্তর :—+ 'সিনান করিয়া শেষ—'। * '—কাম হইল ভারী।
‡ সাক্ষী হইও চন্দ্র সূর্য—'

প্রভুর সত্য রাখ্‌বার লাইগা
আইজ যাইবাম্ আমি ॥
দীঘি যে কাডাইলাম আমি
দীঘিত্ না উঠিল পানি ।*
শুকুন্ধার লাইগ্যা দীঘিত্
আইজ পরাণ দিবাম্ আমি ॥+
পাতাল-গঙ্গা না উঠিলে
দীঘি পর্‌তিষ্ঠা না হয় ।+
দীঘি কাইট্যা চোউদ্দ পুরুষ
হায় রে নরকে পাঠায় ॥+
চোউদ্দ পুরুষ হইব আমার
হায় রে নরকে বসতি ।
রক্ষা কর দেবতা গো
এই না অভাগীর মিনতি ॥
শুন শুন সোমাই-নদী
শুন আমার কথা রইয়া[১৫] ।+
গঙ্গারে কহিবা তুমি
আমার কথা বুঝাইয়া ॥+
আমারে লইয়া গঙ্গা
দীঘিত জল করবাইন্ দান ।+
এই না কইরা রাখবাইন্ গঙ্গা
আইজ সতীকন্যার মান ॥"+

১৫। রইয়া=স্থির হইয়া।

পাঠান্তর :—* পুষ্কুনী শুকাইয়া গেল না উঠিল পানি
 ' —সবার অবগতি।

ফুল বিল্ব দিয়া কমলা পূজে দেবের চরণে।
বর মাগে কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা+ পতির কারণে॥
পূজা-সন্ধি কইরা রাণী কোন কাম করিল।
ভরা কলসী কাঙ্কে তুইলা বাড়ীত মেলা দিল[১৬]॥
রাইজ্যের লোক নাইসে জানে রাণীর
নিশিরাইতের ছান।
এই মতে গেল নিশা রে ভালা হইল বিহান[১৭]॥

(৭)

বাড়ীত্ অইসা কমলা রাণী
আরে ভালা, কোন কাম করিল।
পালঙ্কে আছিল পুত্রু ধন *
তারে কোলে তুইল্যা নিল॥
শতেক চুমু দিল রে মায়
পুত্রের বদন কমলে।
অঝ্‌ঝর নয়ানে কান্দে
হায় রে ছাওয়াল লয়্যা কোলে।

"শুন শুন পুত্রু ধন রে
আরে পুত্রু, আমার অন্ধের লড়ি[১]
আইজ হইতে তোমা ধনে
যাইবাম্ আমি ছাড়ি॥

১৬। মেলা দিল=যাত্রা করিল। ১৭। বিহান=প্রভাত।
১। লড়ি=লাঠি।
পাঠান্তর :—+ '—কমলা রাণী—'
* পালঙ্কে শুইয়া আসিল পুত্রধন—'।

স্তন্য দুগ্ধ আইজ দিলাম রে
তোমার মুখে ত তুলিয়া ।+
আর না দেখবাম্ রে চান্দমুখ
আমি নয়ান মেলিয়া ॥”
আকুল হইয়া কান্দে রাণী ।
মুখে নাই সে অন্য রা[২] ।ঞ্চ
বইক্ষেতে বাইজাছে মায়ের
আইজ শক্তিশেলের ঘা[৩] ॥
কোলের পুত্র বইক্ষে লয় রে
আবার লয় রে কোলে ।+
পুত্ররে করাইছে ছিনান
রাণী আপন চৌক্ষের জলে ॥+
“শুন শুন পুত্রধনরে আমার
আভাগী মায়ের কথা শুন ।+
মা-হারা হইবা রে তুমি
আমার কপালের লিখন ॥+
আর না কোলে লইবাম্ রে আমি
ঐ না পালঙ্কে শুইয়া ।+
আর না খেলিবাম্ খেলা
তোমার হাত পাও নাড়িয়া ॥+
কোন বা দেশে যাইবাম্ রে আমি
কোথায়বান রইবা তুমি ।+

২। রা=কথা। ৩। ঘা=আঘাত।

পাঠান্তর :—+ স্তন্য দুগ্ধ দিলাইন মাও গো মুখেতে তুলিয়া।
ঞ্চ কান্দুইন কমলা রাণী মুখে নাই সে রা।

আমার বুইক্কের দুগ্ধ তোমারে
আর না খাওয়াইবাম্ আমি ॥" +

এইমতে কান্দেন রাণী আকুল হইয়া +
ঘুম থাইকা উইঠা রাজা আইলেন ছুটিয়া ॥+

"শুন শুন পরাণের পতি গো
আগো পতি, আইজ কই যে তোমারে।
আমার বুকের ধন পুত্র
আমি সোইপ্যা[৪] যাই তোমারে ॥
আইজ আমি যাইবাম্ গো পতি,
দীঘিত্ শুকুদ্ধারের লাগি।+
চউক্কের জল না ফালাইবা পতি,
আমি এই ভিক্ষা মাগি ॥+
সঙ্গে না যাইবা আমার গো
রাজা, ঐ না দীঘির পাড়।+
ঘরে থাইক্যা পুত্র ধনে
আগো রাজা, পালিবা আমার ॥+
বাপের বাড়ীর সুয়াদাসী[৫] লো
আলো দাসী, কইয়া বুঝাই তোরে।
আমার এই না বুকের ধন
আইজ সোইপ্যা যাই তোমারে ॥
বাপের বাড়ীর শুকপঙ্খী রে
আরে পঙ্খী, তোমারে যে বলি।
পুত্ররে শিখাইবা আমার
ঐ না মিঠা মা মা বুলি ॥

৪। সোইপ্যা=সমর্পণ করিয়া। ৫। সুয়াদাসী=অতি আপনজন ও প্রিয় দাসী।

খিদা[৬] পাইলে কান্দবো বাছা
মাও মাও ডাকিয়া ।৮
পর্‌বোধ[৭] করিও বাছারে
তোমারা মিঠা বুলি বলিয়া ॥
শুন শুন ধাই ঝি গো
আমি কই যে সগলেরে ।
আমার এই না বুকের ধন
আইজ সোইপ্যা যাই তোমরারে ॥
পইড়্যা রইল রাইজ্য পাট
আমার এই সবে নাই খেদ ।
এই পুত্র রাইখ্যা যাইবাম্
আমার পরাণ হইছে ভেদ ॥”

কান্দিয়া কাটিয়া রাণী কোন কাম করিল ।
আইঞ্চলের[৮] নিধি দেখ সুয়ার কোলে দিল ॥
দাস দাসী শুইনা সবে কাইন্দ্যা জার-জার ।
কিজানি ঘটাইল দৈব বুঝন সাধ্য কার ॥

(৮)

সিন্দুর বরণ মেঘা রে মধ্যে মধ্যে বা[১] ।
শুক্‌না ডালেতে বইস্যা কাগায়[২] করে রা ॥
কাগা বলে, “কাগী লো, মনে বড়ো দুখ্ ।
কাইল নিশি পোবাইলে[৩] আর না দেখবাম্ রাণীর চান্দ মুখ

৬। খিদা=ক্ষুধা। ৭। পরবোধ=প্রবোধ। ৮। আইঞ্চলের=অঞ্চলের।
১। মধ্যে মধ্যে বা=থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাস বহিতেছিল।
২। কাগায়=কাক পাখিতে। ৩। পোবাইলে=পোহাইলে।

রাইজ্য হইব অইন্ধকার রাইজ্যের পাট হইব খালি।
এই দেশনা ছাইড়্যা চল অন্য দেশে চলি ॥"
এই কথা না কইয়া কাগা শূন্যে মাইল[৪] উড়া[৫]।
ভাইঙ্গ্যা পড়্ল শুকনা ডাল গাছ হইল ন্যাড়া ॥+

পরে ত কমলা রাণী কোন কাম করিল।
ভরা সোনার কলসী রাণী কাঙ্কে তুইলা লইল ॥
ধান্য দুব্বা লইল রাণী শাড়ীর গিঙ্টেতে বান্ধিয়া।
পুষ্কুন্নির পাড়ে রাণী দাখিল হইল[৬] গিয়া ॥

পওর[৭] বেলায়* পাটেশ্বরী পুষ্কুন্নিত্ গেলা।
চাইর পাড় ভইরা লোক কইরাছে ত মেলা[৮] ॥
শুকুদ্ধার করবাইন্ রাণী দেশে পইড়াছে সাড়া।+
তাম্সা দেখিছে লোকে পাড়ে থাইক্যা খাড়া ॥
কেউ বা করে হায় হায় কেউবা থাকে চাইয়া।
কেউ বা বলে 'ধম্মিত্[৯] রাজা গেল বাউড়া[১০] হইয়া ॥
স্বপন দেখিয়া দেখ আইজ রাণীরে পাঠায়।
কিজ্ঞানি জম্মের লাইগা রাণীরে হারায় ॥
কিসের দীঘি কিসের স্বপন নাই সে উঠ্ক পানি।
এই গইনে লামিতে যে, নাই সে যাউন রাণী ॥'

ধীরে ধীরে কমলারাণী কোন কাম করিল।
গইন গম্ভীর দীঘির তলাত্ লামিল ॥+

৪। মাইল=মারিল। ৫। উড়া=উড়িয়া চলিল। ৬। দাখিল হইল=উপস্থিত হইল। ৭। পওর=একপ্রহর। ৮। মেলা=গমন, এখানে অর্থ হইবে—জমায়েত। ৯। ধম্মিত্=ধার্মিক। ১০। বাউড়া=অর্ধোন্মাদ।

পাঠান্তর :—* ভোর বিয়ানে—'
+ গয়িন গম্ভীরে রাণী তলায় নামিল।

পাড়ে ত খাড়ায়া লোক করে হায় হায়।
কিজানি রাণীরে দেবতা পাতালে লয়্যা যায় ॥+

সোনার কলসী কাঙ্কে রাণী দীঘির তলাত্ লামিয়া।+
গিষ্টে ছিল ধান্য দুব্বা দিলাইন্ ছিটাইয়া ॥
'যদি আমি সতী হই, যদি দেব-ধরম থাকে।
শুকনা দীঘিত্ জল উঠুক ভইরা পাকে পাকে ॥+
যদি আমি সতী হই ধর্ম্মে থাকে মন।
দীঘি ভইরা উঠুক পানি দেখুক সর্ব্বজন ॥
যদি আমি সতী হই আমার প্রভুর[১১] বাঞ্ছা পুরে।
আমারে ডুবায়্যা দেবতা লও পাতাল পুরে ॥'※
হস্ত উড়াইয়া[১২] রাণী ঢালে কলসীর পানি।
কত জল ধরে কলসীত্ কিছুই না জানি ॥
ঢালিতে ঢালিতে জল ভিজেন বসুমাতা।
ঢালিতে ঢালিতে জল রাণীর ডুবল পায়ের পাতা ॥
আরে ঢালিতে ঢালিতে জল
রাণীর হইল হাটু পানি
কোথার থাইক্যা আইসে জল
না দেখি না শুনি ॥+
ঢালিতে ঢালিতে জল
রাণীর বইক্ষ ডুইব্যা যায়।*
অবাক্যি হইয়া লোক
পাড়ে থাইক্যা চায় ॥+

১১। প্রভুর=স্বামীর। ১২। উড়াইয়া=চালনা করিয়া।
পাঠান্তর :—+ শুকনা পুষ্কুন্নির জল উঠুক পাকে পাকে।
※ আমারে ভাসাইয়া পুরে লও পাতাল পুরে।
* ঢালিতে ঢালিতে জল হইল কোমর পানি।

ঢালিতে ঢালিতে জল রে
রাণীর গলাজল হইল।
পাড়ে খাড়ায়্যা দেশের লোক
কান্দিয়া উঠিল ॥+
রাণীর হস্ত ডুইব্যা গেল
আরে হইল গলা পানি।+
সেই না জলে ধীরে ধীরে
ডুইব্যা যাইছুন কমলা রাণী ॥+
কেশ ছাপাইয়া জল রে,
আরে জল পাড়ে মাইল লাড়া[১৩]।
শিবের জটা বাইয়া বুঝিরে।
আইজ লাইমল[১৪] গঙ্গার ধারা ॥*
হায় রে, পাটের শাড়ীর আইঞ্চল খানি
ঐ না ঢেউয়েতে মিলায়।
ডুইব্যা গেলাইন্ কমলা রাণী
আর নাই সে দেখা যায় ॥+
উচ্‌কাইয়া[১৫] উঠে রে পানি
আরে পানি ফেনা লইয়া মুখে।
হায় হায় কইরা কান্দে দেইখ্যা
দীঘির পাড়ে খাড়ায়া লোকে ॥
আরে দেখিতে দেখিতে হইল
পাড়ে পাড়ে পানি।

১৩। পাড়ে মাইল লাড়া=দীঘির পারে মারিল ধাকা। ১৪। লাইমল =নামিয়া আসিল। ১৫। উচ্‌কাইয়া=উৎলাইয়া, ছাপাইয়া।

পাঠান্তর :—* শিবের জটা বাইয়া ছুটে জাহ্নবীর ধারা।

পাতাল ফাইট্যা আইসে জল
কেমুন কইর‍্যা না জানি ॥
মহা শব্দে আইল রে জল
ও সে জল আতাল পাতাল খাইয়া।
কোন বা দেশে গেলাইন গো রাণী
হায় রে এমুন সোনার সংসার থুইয়া* ॥

(০৯)

হায় হায় কইরা কাইন্দ্যা গো রাজা
আরে রাজা ভূমিতে গড়ায়।
রাজার কান্দনে দেখ
বিরিক্ষের পাতা ঝুইরা যায় ॥
গোয়াইলেতে কান্দে গরু রে
গাছে পউখ-পাখালী।
হাত্তি ঘোড়া কান্দে দেখ
হায় রে সহিস রাখুয়ালী[১] ॥
বনে কান্দে বনেলা[২] রে
আর ঐ গিরেতে[৩] কৈতরা[৪]।
পাত্র মিত্র কান্দে রাজার
সবে হইয়া বাউড়া ॥

১। সহিস রাখুয়ালী=ঘোড়ার সহিস ও গরুর রাখাল। ২। বনেলা=বন্য, বনবাসী। ৩। গিরেতে=গৃহে। ৪। কৈতরা=কবুতর পাখি।

পাঠান্তর :—* '——কেউ না দেখে চাইয়া।

দাসদাসী কান্দন করে
বাড়ীত কানাছে[৫] বসিয়া।
রাণীমাও কানন্দ করে
কোলে ছাওয়াল লইয়া ॥*
সতী কান্দে পতির আগে
নাই সে বান্ধে চুল।
বাগ্-বাগিচায় পুষ্প কান্দে
পুষ্পকলি ফুটনের[৬] হইল ভুল ॥+
কাইন্দ্যা যাও রে সোমাই নদী
আরে নদী কইও বনে বনে।
রাইজ্যের না আছ্‌লাইন্ লক্ষ্মী
লক্ষ্মী ছাড়লাইন্ এত দিনে ॥
কাইন্দ্যা যাও রে নদীর ঢেউ
আরে ঢেউ কইও পারে পারে।
রাণীরে ডুবায়া নিছে
দারুণ পাতাল পানির ধারে[৭] ॥‡

হায় রাইজ্যের যত লোক দেখ কান্দে এহি মতে।
কিয়েরে দশমী[৮] দারুণ আইল দেবীরে লইতে ॥
দেখ শূন্যের[৯] শোভা পউখ্-পাখালী
আরে কেমুন শূন্যে মারে উড়া।

৫। কানাছে=বাড়ীর পিছনে। ৬। ফুটনের=প্রস্ফুটিত হইতে। ৭। ধারে=তীব্র স্রোতে। ৮। কিয়েরে দশমী=কিজন্য বিজয়া দশমী তিথি। ৯। শূন্যের=খোলা আকাশের।

পাঠান্তর :—* মায়ে ত কান্দন করে কোলের ছাওয়াল থৈয়া।
+ আরে দেখ বাগবাগিচায় পুষ্প না কলি মলিন হইল।
‡ রাণীরে ভাসাইয়া নিল দারুণ কালা পাণির সুতে।

আশমানের শোভা হয় রে দেখ
ঐনা রাইতের চন্দ্র তারা ॥*
আরে বাড়ীর শোভা বাগ্-বাগিচা
আর ঐ নদীর† শোভা তরী।
আন্ধাইর ঘরে পর্দীম শোভা
আর ঐ পুরুষের শোভা নারী[১০] ॥
সেইনা নারী হারায়্যা রাজা
আইজ হইল বাউড়া।
সোনার পিঞ্জ্রা খালি কইরা
হায় রে পঙ্খী দিছে উড়া ॥
রাণীরে হারায়্যা রাজা
আরে রাজা হইল বাউল।
হায় কইরা কান্দে রাজা
পইড়া ঐ না দীঘির কূল ॥
"আরে লামরে[১১] ডুবুরিগণ
তোমরা আস্তে ফালাও জাল।
এই না দুশ্মন সায়র[১২] দেখ
আইজ আমার হইল কাল ॥
কোন দৈবে কাড়াইল রে দীঘি
আমি কিছুই ত না জানি।
সেওত্[১৩] লাগায়্যা তোমরা
সিচ্যা[১৪] ফালাও রে পানি ॥

১০। নারী=স্ত্রী। ১১। লামরে=নামিয়া যাও। ১২। সায়র=বৃহৎ জলাশয়। ১৩। সেওত=সেচন যন্ত্র, দোন। ১৪। সিচ্যা=সেচন করিয়া।

পাঠান্তর :—* আস্মানের শোভা দেখ হয় সে চন্দ্র তারা।
† '——জলের——'।

রাজার হুকুম পাইয়া যত কামুলায়।
দীঘির না কালাপানি সিচ্যা ফালায়॥
পাঁচ কাওন[১৫] কামেলায় সিচিতে লাগিল।
সিচিতে সিচিতে জল নয় দিন গেল॥
রাইত নাই সে দিন নাই সে তারা সিচে পানি।
সিচনে না কমে জল গো এক চুল পরিমাণি॥
নদীয়ে না ধরে জল নালায় নাই সে ধরে।
সিঞ্চা পানি উঠল গিয়া সোমাই নদীর চরে॥
মাঠ ঘাট ডুইব্যা গেল পর্জারা[১৬] ভয় পায়।*
তবুও সেই না কালোপানি সিচ্যে না ফুরায়।
ভাটি ছিল সোমাই নদী উজান ধরিল।
পানির ফেনা ভাইস্যা গাছের মাথাত্ উঠিল॥
যেই ছিল ভরা দীঘি সেই সে না আছে।
ডরে ভয়ে কামুলারা পলাইয়া গেছে॥

পাত্র-মিত্র জনে কত রাজারে বুঝায়।
যত না বুঝায় রাজা করে হায় হায়॥
পরদীম ছাড়া রাইতে গির[১৭] সদাই অইন্ধকার +
পুষ্প ছাড়া হইল বুটা[১৮] দেখ মূল[১৯] নাইরে তার॥
পানি ছাড়া পুষ্কুন্নী শূন্য পরাণী ছাড়া দেহ।
নারী ছাড়া সংসার শূন্য ভাইব্যা সেইনা দেখ॥
কৈতরা সে উইড়্যা গেলে খোপ[২০] হয় রে খালি।
নারী ছাড়া পুরুষ শূন্য কিসের গিরস্তালী॥

১৫। কাওন=কাহন, ১২৮০তে এক কাহন হয়। ১৬। পরজা=প্রজা। ১৭। গির=গৃহ। ১৮। বুটা=বোঁটা,বৃন্ত। ১৯। মূল=মূল্য, সার্থকতা। ২০। খোপ=ছোটো কুঠুরি।

পাঠান্তর :—* ঘর বাড়ী হইল তল পরজারা পলায়।
+ পরদীম ছাড়া গির যেমন সদাই নৈরাকার।

রাইত দিন কান্দুইন রাজা হইয়া পাগল।
অন্ন নাই সে খায়েন গো রাজা না পিয়ুন[২১] জল॥
হায় রে মনে মনে কাইন্দ্যা রাজা বনে বনে ঘুরে।
পাঁচ সাত দিন গেল রাণী না আইল ফিরে॥

"কার লাইগ্যা বান্ধিলাম রে আমি
এই না জোড়-মন্দির ঘর।
কার লাইগ্যা সাজাইলাম রে বাগান
এই না আন্দর ভিতর[২২]॥+
হায় জলটুঙ্গী ঘর রে আমার
আইজ খালি সে পড়িল।
একমাস যায় রে আমার
রাণী ফিইরা না আইল।
সাধ কইরা বান্ধিলাম রে আমি
বার-দুয়ারী ঘর।
সেইনা ঘর পইড়্যা রইছে
রাণী নাই সে আর॥+
জোড়ের পঙ্খিনী রে আমার
কেবা শরেতে মারিল।
বইক্ষের মাণিক রে আমার
আইজ কেবা হইরা[২৩] নিল॥
কিসের রাইজ্য কিসের ধন
আইজ শূন্য যেমুন ঘড়া[২৪]।

২১। পিয়ুন=পান করেন। ২২। আন্দর ভিতর=অন্তঃপুরে। ২৩। হইরা=হরণ করিয়া। ২৪। ঘড়া=কলসী।

সাত রাজার ধন মাণিক রে আমার
এই না শূন্য বুক জুড়া ॥
হায় রে দীঘির পানি যেমুন ছিল রে
সেই মতন ত আছে।
ঐনা পানি ছেদিয়া রাণী
হায় রে পাতালপুরে গেছে ॥
আমার গির আন্ধাইর কইরা গো রাণী
আইজ কুথায় গেলা তুমি। +
তোমার দুগ্ধের ছাওয়াল খিদায়[২৫] কান্দে
কাইন্দ্যা ফিরি আমি ॥" +

এই মতে কান্দে রাজা হইয়া পাগল।
অন্ন নাই সে খাইন রাজা না পিয়ুন জল ॥
রাজার কান্দনে দেখ পাষাণ গইলা পানি।
অধর চাঁন্দে গায় গীত গো দুক্কের[২৬] কাহিনী ॥

(১০)

হেনকালে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
আরবার দেখিল রাজা আশ্চর্য্যি স্বপন ॥
বারবাংলার ঘরে রাজা আছিল শুইয়া।
নিশি রাইতে দেখে স্বপন আচরিত[১] হইয়া ॥
আধেক জাগা আধেক ঘুমে রাজা স্বপন দেখিল।
শিয়রে বসিয়া রাণী কহিতে লাগিল ॥

২৫। খিদায়=ক্ষুধায়। ২৬। দুক্কের=দুঃখের।
১। আচরিত=চমৎকৃত, বিস্মিত।

"শুন শুন পরাণের পতি গো
আমি কই যে তোমারে।
বড়ো দুঃখে আছি আমি গো
ঐনা পাতাল পুরে॥
অবুধ পুনাই[২] পুত্র গো
আমি ফেইল্যা চইলা গিছি। +
বুকের দুগ্ধ খাইত রে পুত্তুর
আমি কেম্‌নে সেথায় আছি॥ +
পাতাল পুরে থাইক্যা গো আমি
পুত্রের কান্দন শুনি। +
বইক্ষ ফাইট্যা যায় রে আমার
হয় রে আকুল পরাণি॥ +
তুমি আমার পরাণের পতি গো
পুত্র বুকের ধন। +
তোমরারে[৩] ছাড়িয়া গো আমার
স্থয়াস্তি নাই মন॥ +
পতি-পুত্র হারা হয়্যা গো
আমি হয়্যাছি বাউড়া।
বনেলা পঙ্খিনী যেমুন
পিঞ্জর ভাইঙ্গ্যা উড়া॥
মনে নাই সে পরবোধ মানে গো
নাই সে মানে প্রাণে।
এমুন ছাওয়াল থইয়া রে আমি
থাক্‌বাম্ গো কেমনে॥

২। অবুধ পুনাই = অবোধ শিশু। ৩। তোমরারে = তোমাদের।

শুন শুন পরাণের পতি গো
আমি কই যে তোমারে।
ঘর একখানি বাইন্ধ্যা দেও গো
ঐনা দীঘির পাড়ে॥
বাপের বাড়ীর সুয়াদাসী
ছাওয়াল কোলে লয়্যা।
ঐ ঘরে থাকিব রাইতে
আমার লাগিয়া॥
তিত্‌ফড়িঙ্গে[৪] নাই সে জান্‌ব
রাইজ্যের যত লোক।
নিশি রাইতে আইসা দেখবাম্‌
আমি ছাওয়ালের মুখ॥
মুখে তুইল্যা দিবাম্‌ বাছার গো
স্তন্যের দুগ্ধকুটি[৫]।
এক বচ্ছর তুমি গো পতি
ছাড়্‌বা কান্দনকাটি॥
এক না বচ্ছর পরে গো পতি
হইব দুইজনার মিলন।
এক বচ্ছর থাক্‌বা গো তুমি
থির কইরা মন॥+
তোমার এইনা স্বপনের কথা
কেউ নাই সে জানে।
জানিলে না হইব দেখা
এই সে জনমে॥+

৪। তিত্‌ফড়িঙ্গে=ক্ষুদ্র একটা পতঙ্গেও যেন। ৫। স্তন্যের দুগ্ধ কুটি=স্তনের বৃন্ত।

এক বচ্ছর যদি করি
আমি পুত্ররে দুগ্ধ দান।
তবে ত হইব পুত্র
দেবতা ইন্দ্রের সমান ॥"

আলা নাই ঢিলা নাই[৬] সুবন্ধু তেমন।
সেই মত দেখে রাজা সোনার বরণ ॥
সেইমত পিন্ধনে দেখে অগ্নিপাটের শাড়ী।
সর্ব অলঙ্কার অঙ্গে রাজার পাটেশ্বরী ॥
সেইমত কেশ বেশ বাতাসেতে উড়ে।
মেঘের মধ্যে তারা যেমন দুই আখি জ্বলে ॥
সেই মত মধুর ডাক[৭] গো কোইল[৮] করে রা।
সেইমত মধুর গন্ধ ভইরা রইছে গা ॥ +
ঘুমতনে[১০] উঠিয়া রাজা গো চাইর দিকে চায়।
কুথায় গেল কমলা রাণী দেখ্‌বার নাইত পায় ॥ +
একে ত বাউড়া রাজা গো আরও হইল পাগল।
স্বপনের দেখা শুনা জাইগ্যা না পায় লাগল[১১] ॥

(১১)

পরভাত কালে উইঠ্যা রাজা কোন কাম করিল।
পাত্র মিত্র গণে রাজা কিছু না বলিল ॥ }

৬। আলা-ঢিলা=দেহের পরিবর্তন। ৭। ডাক=কণ্ঠস্বর। ৮। কোইল=কোকিল।
৯। গা=গাত্র। ১০। ঘুমতনে=নিদ্রা হইতে। ১১। লাগল=নাগাল, ধরিতে।

পাঠান্তর :—* { (আরে ভাইবে) প্রভাত কালে উঠ্যা না রাজা কোন কাম নাই সে করে, আরে ভালা কোন কাম সে করে।
পাত্র মিত্র গণে রাজা ডাকে সবাস্থরে ॥

তবে ত ডাকিয়া আনে যত কামুলাগণে[১]।
হুকুম দিল রাইজ্যের রাজা গির[২] বান্ধিবারে ॥
চলিল কামুলাগণ রাজার হুকুমে।
উত্তম করিয়া ঘর বান্ধে এক দিনে ॥
গজারির পালা[৩] দিল উলুখড়ের ছানি[৪] ।*
শীতলপাটির বেড়া দিয়া বান্ধিল বিছানি[৫] ॥
মক্ষি[৬] না যাইতে পারে ঘরের ভিতরে।
সন্ধাইল[৭] পিপিড়া সেও না সান্ধাইতে[৮] পারে ॥+
দিনের আলো নিশার বাতাস কিছুই না পায়।
এইমত নিরুদ্ধ্যা[৯] ঘর গো বান্ধে কামুলায় ॥
ঘরের মধ্যে রাখে রাজা হাত্তি-হাড়ের পালং[১০]।
শীতল পাটি দিয়া দিল শয্যার আবরণ ॥
উত্তম বালিশ দিল আর দিল মশারি।
আবের[১১] পাঙ্খা দিলাইন রাজা জলভরা ঝারি ॥
শয়ন ঘরে যা যা লাগে দিলাইন এইমতে।
ঘির্‌তের পর্‌দীম দিলেন পসর[১২] জ্বালাইতে ॥

পর্‌থম পহরে রাজা কোন কাম করে।
ছাওয়াল কুলে সুয়াদাসীরে পাঠায় সেই ঘরে ॥

১। কামুলাগণে=মজুরদের। ২। গির=গৃহ। ৩। পালা=খুঁটি। ৪। ছানি=ছাউনী। ৫। বিছানি=? ৬। মক্ষি=মাছি। ৭। সন্ধাইল=সন্ধানকারী। ৮। সান্ধাইতে=সন্ধান করিয়া প্রবেশ করিতে। ৯। নিরুদ্ধ্যা=অবরুদ্ধ। ১০ পালং=খাট। ১১। আবের=অভ্র খচিত। ১২। পসর=উজ্জ্বল আলো।

পাঠান্তর :—* গজারির পালা দিল গো নাই সে উলুয়া ছনে ছানি, আরে ভালা উলুয়া ছনে ছানি।

+ পিপড়া সান্ধাইল কিছু প্রবেশ ত না পারে।

সুগন্ধি চন্দন চুয়া বাটা ভরা পান।
পালঙ্কের শয্যা দেইখ্যা দুগ্ধ হয় মৈলান[১৩] ॥
সেই ঘরে থাকে দাসী ছাওয়াল লয়্যা কুলে।+
ঘরে বইস্যা বাউড়া রাজা রাইতের পহর গণে॥+

এক রাইত যায় গো সুয়া আর রাইত যায়।
একদিন বাউড়া রাজা সুয়ারে সমঝায় ॥
"শুন শুন সুয়াদাসী আরে কইয়া বুঝাই তরে।
নিশি রাইতে জাইগ্যা তুমি কিবা দেখ ঘরে ॥'
ধীরে ধীরে কয় দাসী রাইতের বিবরণ।
'নিশি রাইতে আইসা রাণী ছাওয়ালে দেয় তন্[১৪] ॥
আলা নাই সে ঢিলা নাই সে দেখিতে তেমন।
সেইমত দেখি রাণীর সোনার বরণ ॥
সেইমত চাঁচর কেশ গো বাতাসেতে উড়ে।
সেইমত সর্ব অঙ্গ রতনেতে জুড়ে[১৫] ॥
সেইমত পিন্ধনে তার গো অগ্নিপাটের শাড়ী।
সেই মত দেখি রাজা তোমার সে নারী[১৬] ॥
রজনী বঞ্চিয়া যায় শিশু লয়্যা উরে [১৭]*।
পোষাইলে[১৮] রজনী আর না দেখি রাণীরে ॥
ঘর বান্ধা দুয়ার বান্ধা নাই সে দেখা যায়।
কোন পন্থে আইসে রাণী কোন বা পন্থে যায় ॥

১৩। মৈলান=মলিন। ১৪। তন=স্তন। ১৫। জুড়ে=ভরা। ১৬। নারী=এখানে অর্থ হইবে স্ত্রী। ১৭। উরে=বুকে। ১৮। পোষাইলে=পোহাইলে।

পাঠান্তর :—* '—উড়ে।

(১২)

এক দুই তিন কইরা মাস চইলা যায়।+
মাস যাইতে যাইতে রাজা বচ্ছর গুয়ায় ॥+
সুবুদ্ধি আছিল রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সুয়াদাসীরে ধইরা রাজা কইতে লাগিল ॥
'আইজ যাওরে সুয়াদাসী সকাল করিয়া।
সইন্ধ্যাবেলা যাও ঘরে ছাওয়াল কুলে লইয়া ॥
এক বচ্ছর গুয়াইলাম রে আমি আশায় আশায়।+
আইজ আমি দেখবাম্ রাণীরে পর্‌ভাত বেলায় ॥[১] +
এক না বচ্ছরের হায় রে এক দিন ছিল বাকী।
বরাতে আছিল রাজার দৈবে দিল ফাঁকি ॥

সোনার বাটায় পান সুপারি চুয়া চন্দন নিয়া।
ছাওয়াল কুলে সুয়াদাসী দাখিল হইল গিয়া ॥
ঘরে গিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধন করিল।
পালঙ্ক উপরে সুয়া শিশুরে শুয়াইল ॥
নিশি রাইতে কমলা রাণী ঘরে ত আসিয়া।+
আদর কইরা পুত্র ধনে কুলে লইল তুলিয়া।+
আর দিন দেখে সুয়া, রাণীর হাসি বদনখানি।+
আইজ দেখিল সুয়া, রাণীর চউক্ষে ঝরে পানি ॥+

সেই না দিনে মাইঝাল রাইতে[১] হইল কিবা কাম।
শয্যায় না শুইলাইন্ রাজা নয়ানে নাই ঘুম ॥

১। মাইঝাল রাইতে=মধ্যরাত্রে।

পাঠান্তর :—* শুনিয়া আচরিত কথা দাসীর আগে কইল।

বারবাংলা ছাইড়্যা রাজা ঘরের বাহির হইল।
আশমানের চান্দ তারা চাহিয়া রহিল॥
ঘরে ঘুমায় পুরুষ নারী নাই সে জানে তারা।
মাঝে মাঝে পুষ্পের গাছ নাই রে লড়াচড়া॥
সেই না নিশি রাইতে রাজা পন্থে পন্থে ফিরে।+
সারা রাইত ঘুর্‌লাইন্‌ রাজা সেই না দীঘির পাড়ে॥+
রাইত পোষায়্যা আইসে ঐনা কাগায় করে রা।+
ভোরের বাতাস লাইগা রাজার শিউরে উঠে গা॥+
গাছে জাগে সোনার কোইল নাই সে ছাড়ে বাসা।+
হেন কালে বাউড়া রাজা হারাইল দিশা॥+
ধীরে ধীরে যাইন্‌ গো রাজা পুষ্কুন্নীর পাড়ে।
যে পাড়েতে সুয়ার ঘর যাইন্‌ সেই না পাড়ে॥

(১৩)

কোন পাহাড়ে জ্বলে রে মাণিক
এই মত তেজল[১]।
এক মাণিকে চৌদ্দ ভুবন
কইরাছে উজল॥
কোন জনে জ্বালাইল বাত্তি রে
এমুন আন্ধাইর ঘরে।
এক ঘরে জ্বালায়্যা বাত্তি
সকল উজল করে॥

১। তেজল=তেজীয়ান।

পূব সাওরে[২] * লাইম্যা[৩] রে ভানু
ভোরের ছান[৪] করে।
ঐ না রথে উইঠা ভানু
যাইবাইন নিজপুরে ॥
আরে ভালা—দুধের বরণ ঘোড়া গোটা[৫]
তার আগুন বরণ পাখা।
বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া
নাই সে যায় দেখা ॥
আবের বাড়ী আবের ঘর
সে ঘর করে ঝিলিমিলি।
সেই না ঘরে যাইবার লাইগ্যা
ভানু মেঘের মেলামিলি[৬] ॥
ঐ না ঘরে যাইতে ঠাকুর
উইঠ্যা বস্লাইন্ রথে।
উষার সঙ্গে হইব মিলন
পূব পাহাড়ের পথে ॥**

হেন কালে বাউড়া রাজা
আরে রাজা কি কাম করিল।
আউলা ঝাউলা মাথার কেশ
রাজা দুয়ারে দাঁড়াইল ॥

২। সাওরে=সাগরে। ৩। লাইম্যা=নামিয়া। ৪। ছান=স্নান। ৫। গোটা=গুলি। ৬। মেলামিলি=কোলাকুলি।

পাঠান্তর :—* '—সায়রে—'। সায়র অর্থে বড় জলাশয় বা বড় নদী।

এই গানটি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন, '—সূর্যোদয়ের যে বর্ণনাটি আছে, তাহা এত সুন্দর ও সরল কবিত্বময় যে, পড়িলে মনে হয় যেন ঋগ্বেদে উষার স্তোত্র পাঠ করিতেছি।'

'দুয়ার খোলো সুয়াদাসী গো
আগো দাসী, পরাণে বাঁচাও মোরে ।
রজনী হইল ভোর
একবার দেখাও রাণীরে ॥'
হাওট[১] পাইয়া রাণী
আরে রাণী কোন কাম করিল ।
দুয়ার খুলিয়া রাণী
দেখ সামনে খাড়া হইল ॥
হায় হায় কইর‍্যা রাজা গো
ধরে সাপুটিয়া ।
রাজার কান্দনে গলে
পাষাণের হিয়া ॥
রাণীর না চউক্ষের জলে
বইক্ষ ভাইস্যা যায় ।+
বাউড়া রাজার হস্ত ধইরা
কমলা রাণী কয় ॥ +
'ছাইড়্যা দেও পরাণের পতি
আগো পতি. ছাইডা দেও আমারে ।
শাপ ত হইল মোচন
আমি যাইবাম্ দেবপুরে ॥'

এই কথা বলিয়া রাণী শূন্যে গেল উড়ি
রাজার হস্তে ছিড়িয়া রইল অগ্নিপাটের শাড়ী ॥
অধর চান্দে কাইন্দ্যা কয় রাজা, কি করিলে কাম
তা না হইলে হইত পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥

১। হাওট=সাড়া।

রাজকন্যা রূপবতী

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

রাজকন্যা রূপবতী পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত 'রূপবতী' পালার ছত্র সংখ্যা দুই প্রস্থে ৪২৬। এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা এক প্রস্থেই ৬৩৩। সেন মহাশয়ের ২৯৯টি ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, যে ১২৭ ছত্র গ্রহণ করা হইল না তাহার ৯৮ ছত্র এই ভূমিকায় উল্লিখিত হইতেছে, ১৬ ছত্র "ধোপার পাট" বা 'কাঞ্চন কন্যা' হইতে এই পালায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ১১টি ছত্র দুইবার করিয়া আছে। এই সম্পাদনার ৮ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায় সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় নাই। অপর অধ্যায় গুলির মধ্যে নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। এই সংগ্রহে মোট নূতন ছত্র ৩৩৪। সেন মহাশয় প্রকাশিত পালার যে ২৯৯ ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, তাহার ৩২টি ছত্রের তাৎপর্যে পার্থক্য থাকায় সেন মহাশয়ের পাঠ তত্তৎ স্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইল।

এই পালার কাহিনী 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে দুইটি প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার প্রথম প্রকারে রাজা রাজচন্দ্র তাঁহার কন্যা সুন্দরী রূপবতীকে মুর্শিদাবাদ নবাবের হারেমে পাঠানোর আদেশ পাইয়া গৃহে আসিয়া রাণীকে বলিলেন,—

জাতি নাশ ধর্ম নাশ বাইচ্যা কাজ নাই।
রাজত্বি ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই॥

পরতিজ্ঞা করিয়াছি আমি মনেতে ভাবিয়া।
কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া ॥
মালী ডোম আইজঙ্গ না করব বিচার।
কন্যা বিলাইয়া দিবাম্ নাহিক আচার ॥"

* * *

এই কথা শুন্যা রাণী চিন্তিত হইল।
বাড়ীর নফর এক ডাক দিয়া আনিল ॥
আজ রাত্রি যায় যদি অইব সর্বনাশ।
রাত্রি যেন থাকে সূর্য্য না হয় পরকাশ ॥
আছিল বাড়ীর বক্‌সী নামেতে মদন।
দেখিতে সুন্দর রূপ *** নন্দন ॥
হাট বাজার করে ডাকের আগে খাড়া।
সুন্দর কুমার সে যে প্রভাতিয়া তারা ॥
বাহির অন্দরে ছেড়া করে আনাগোনা।
অঙ্গেতে মাখিয়া তার থইছে কাঞ্চা সোনা ॥
ডাক দিয়া আন্যা রাণী মদনের আগে কয়।
"পুত্রের সমান তুমি না করিও ভয় ॥
দারুণ পর্‌তিজ্ঞা রাজা যে মতে করিল।
পূর্ব্বাপর বিবরণ রাণী সকল কহিল ॥
শুন শুন মদন আরে কহিযে তোমারে।
নিশিভোর কালে তুমি যাইও শয়ন মন্দির দ্বারে ॥
হুক্কাতে তামুক লইয়া ছল কইরা যাইও।
মন্দির দুয়ারে তুমি যাইয়া খাড়া হইও ॥"

না ভাবিল উত্তর পশ্চিম না ভাবিল পূব।
কিসের লাগিয়া রাণী কহে এমন অপরূপ ॥

শয়ন মন্দিরে রাণী করিল গমন।
নিশি ভোরে দুয়ারে দাঁড়াইল মদন ॥
আজল কাজল মেঘ আকাশের গায়।
পূর্ব্বদিকে লাল সুরুয উকি দিয়া চায় ॥
নহবত বাগু বাজে হাফরখানা ঘরে।
পালঙ্ক ছাড়িয়া রায় উঠিল সত্বরে ॥
রাণী ত খুলিয়া দিল কপাটের খিল।
মন্দির ছাড়িয়া রাজা হইল বাহির ॥
নেউলিয়া রাজচন্দ্র দেখিল চাহিয়া।
নফর চাহিয়া আছে হুক্কা হাতে লইয়া ॥
জলচৌকি সোনার ঝাড়ি তাতে শীতল পানী।
হাত মুখ ধুইল রাজা শীতল পরাণি ॥
মদনে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা যে করে।
"কি কারণে আইলা তুমি আমার মন্দিরে ॥"
"রাজার নফর আমি হুকুমের চাকর।
আমার যাইতে নাহি মানা বাহির আন্দর ॥
বার বছর ধইরা আমি করি তাবেদারী।
এইখানে আছি আমি হইয়া শিরের পউরী ॥"

কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কেবা বাপ মাও।
পরিচয় জানতে রাজা নফরে জিগায় ॥

* * *

পরিচয় পাইয়া রাজা সানন্দিত মন।
বিবাহের কারণে করে মঙ্গল আয়োজন ॥
শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল।
শুভলগ্ন পাইয়া রাজা কন্যা দান দিল ॥

যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম।
জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দী গ্রাম ॥

মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত পালার প্রথম প্রকারান্তর কাহিনী বর্ণনা এখানেই শেষ। এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট হেতু আছে। সুবে বাংলার সুবাদার যে কন্যা চাহিয়াছিলেন সেই কন্যা বাড়ীর নফরের সঙ্গে বিবাহ দিয়া ক্ষুদ্র জমিদার রাজচন্দ্র কন্যা-জামাতা সহ রক্ষা পাইলেন, ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগত রাজার মুখে নবাবের আদেশ শুনিয়া রাণী সেই রাত্রেই গোপনে মদনকুমারের সঙ্গে রূপবতীর বিবাহ দিয়া নৌকাযোগে দূরদেশে পাঠাইয়া দিলেন। অজ্ঞাত দেশে রূপবতী ও মদনকুমার ধীবর কাঙ্গালীয়ার গৃহে আশ্রয় পাইলেন। এদিকে রাণী এই বিবাহ ও নির্বাসনের কথা রাজার নিকটে প্রকাশ না করায় পরদিন রাজা রূপবতী ও মদনকুমারকে গৃহে না দেখিয়া স্থির করিলেন, নফর মদন রূপবতীকে অপহরণ করিয়াছে। তদনুযায়ী—

'রাজা যে মারিল ডঙ্কা সহরে বাজারে।
যে জন ধরিয়া দিবে তার দুষমনেরে ॥
জাতি নাশ কৈল দুষমন কুলে দিল কালি।
দুষমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি ॥'

ইহার কিছুকাল পরে মদনকুমার পিতা-মাতাকে দেখিবার জন্য দেশে আসিলে রাজা তাহাকে বন্দী করিলেন। মদনকুমারের বন্দী হওয়ার সংবাদ—

'চুটিয়া চুটি গাইল মালাবতীর (?) ঠাঁই।
তোমার সোয়ামীরে ধইর‍্যা নিছে আর রক্ষা নাই।'

'মালাবতী' নামটি ভুল, উহা রূপবতী হইবে

এই সংবাদ পাইয়া রূপবতী বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ধর্ম-মা কাঙ্গালীয়ার স্ত্রী

'প্রভাতে উঠিয়া পুনাই কোন কাম করে।
নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাঙ্গাইলারে ॥
জাঙ্গাইলা আনিল পান্সী ঘাটেতে লাগায়।
কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায়॥
দরবারে বইস্যাছে রায় পাত্রমিত্র লইয়া।
দরবারের ঘরে পুনাই খাড়া হইল গিয়া ॥
কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়া পাছে দুই ভাই।
পরথমে দরবারে দিল ধর্মের দোহাই ॥
রাজার দোহাই দিয়া পুনাই জোড়হাতে কয়।
"এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয় ॥
কোন দোষে জামাই মোর বন্দীখানা ঘরে।
কিসের লাগিয়া তুমি আট্যাছ তাহারে ॥"
পাত্রমিত্রগণ তবে পুনাইরে জিজ্ঞাসে।
"কার জামাই কোথায় ঘর আইল বন্দী বেশে ॥"
পুনাই কান্দিয়া কয় "বড় দুঃখের ঝি।
তাহার দুঃক্ষের কথা কহিবাম্ কি ॥
শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমারে।
পালিয়া পংখিনী কও কেবা মারে তীরে ॥
শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমায়।
ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায় ॥
বাগোয়ান লাগাইয়া বল কেবা গাছ কাটে।
পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার ঘটে ॥
নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান।
সেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান ॥

জামাই কন্যার কহ কিবা দোষ আছে।
স্বামী হারাইয়া কন্যা কি রকমে বাঁচে ॥
পাগলিনী হইয়া কন্যা জলে ডুবতে চায়।
বাউরা কন্যারে তোমার ধইর্য়া রাখন দায় ॥
আমার কথা রাখ্যা যাও বন্দীখানা ঘরে।
আগে কেনে বিয়া দিলা মারবা যদি পরে ॥"

গালি পাড়ে পুনাই শুনে সভাজন।
রাজার হইল মনে কন্যার বদন ॥
সকরুণ মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে।
পাত্র মিত্র জনে রাজা বুঝাইয়া বলে ॥
রাজার আদেশে হইল বিয়ার আয়োজন।
বন্দীখানা হইতে মুক্তি হইল মদন ॥
হাতী ছিল ঘোড়া ছিল আর জমিন বাড়ী।
জামাই কন্যায় লেখ্যা দিল বাড়ীর জমিদারী ॥
বাড়ীতে বান্ধিয়া দিল বারদুয়ারী ঘর।
রূপবতী লইয়া জামাই যায় নিজ ঘর ॥'

এইখানে মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রকার কাহিনী শেষ। এই প্রকারান্তরে রাজা 'ডঙ্কা মারিয়া ঘোষণা করায় প্রথম দিকটা রক্ষা পাইলেও শেষে কন্যা জামাতাকে প্রকাশ্যে জমিদারী দান করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে পারশ্য রাজকুমারী 'লায়লা', দেবগিরির রাণী 'দেবলাদেবী', চিতোরের 'পদ্মিনী', শেরখাঁর পত্নী 'মেহেরুন্নিছা', প্রভৃতি কেহই রক্ষা পান নাই।

রূপবতী পালা পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলায় ধীবর, নমদাস ও মাহিষ্যদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে এককালে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমান শতাব্দীতে পালাটির রূপান্তর ঘটায় উহা জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুপ্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালী যোদ্ধা-জাতি। তবে বাঙ্গালীর একটি বিশেষ স্বভাব আছে, সে নির্বিচারে বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া কাহারও আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হয় না। এই কারণেই বিদেশী শাসকবর্গ তাঁহাদের সামরিক বিভাগে বাঙ্গালীর স্থান দিতেন না। সিরাজদৌলার সামরিক বিভাগে মীরমদন ও মোহনলাল সেনাপতি মিরজাফরের হুকুম অমান্য করিয়া তাঁহাদের অধীনস্থ বাঙ্গালী সৈন্য-বাহিনী সহ পলাশীর যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়া বাঙ্গালীর যোদ্ধ স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের শেষ প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতের ইতিহাসে বাংলা ও বাঙ্গালীর যে বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী ধীবর, মাহিষ্যদাস ও নমদাস সম্প্রদায়ের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্‌বৃটিশ যুগে এই তিনটি জাতি প্রবল হর্মাদ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাঁহাদের পিতৃপুরুষের ভিটায় বাস্তুপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেশের স্বৈর শাসকও সহসা এই তিনটি জাতিকে উত্যক্ত করিতে সাহস করিতেন না, করিলে যে কি হইত তাহারই একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পল্লীকবি বিরচিত রূপবতী পালা।

নবদ্বীপ
৫ই আশ্বিন
১৩৬৩

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ।

(১)

রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সওরে[১]।
বারবাংলার[২] ঘর বাইন্ধ্যাছে ফুলেশ্বরীর পাড়ে॥
গড়-খন্দড়[৩] আছে রাজার লাখের[৪] জমিদারী।
হাত্তী[৫] ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাটুয়ারী[৬]॥
ঢুলী নাগারচী[৭] আছে রাজার রাজ্যে বাস করে।
রসনচকি বাজায় তারা হাফরখানা[৮] ঘরে॥
সেইনা গীত শুইন্যা রাজা জাগে বিয়ানবেলা[৯]॥
দরবার করে রাজচন্দ্র রাজা আর আমলা॥*

রাজার যে এক কন্যা নাম রূপবতী।+
রূপে কন্যা লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী॥+
দশ উতরিয়্যা কন্যা এগারোয় দিছে পাও।+
কন্যার বিয়া লাইগ্যা ভাবিত বাপ মাও॥+

রাজকন্যা রূপবতীর বিবাহের জন্য রাজা দেশে দেশে ঘটক পাঠালেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। রাণীমা কোনো জ্যোতিষী পেলেই রাজকন্যার কোষ্ঠী ও হাত দেখান।—

এক গণক আইল তবে খুঙ্গিপুথি লইয়া।
এই গণক আইয়া[১০] কয় গণিয়া বাছিয়া॥

১। সওরে=সহরে। ২। বারবাংলা=বারদুয়ারী। ৩। গড়খন্দড়=দুর্গ ও পরীখা। ৪। লাখের=লক্ষ টাকা আয়ের। ৫। হাত্তি=হাতি। ৬। পাটুয়ারী=সুদক্ষ কর্মচারী। ৭। নাগারচী=নাগরা বাদক। ৮। হাফরখানা=নহবত-খানা। ৯। বিয়ানবেলা=প্রভাতে। ১০। আইয়া=আসিয়া।

পাঠান্তর :—* 'দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা॥'

"হুরপরী জিনি কন্যা পরম সুন্দরী।
ইহার সুখের কথা কইতে ত না পারি ॥
রাজার ঘরে হইব বিয়া রাজার পাটরাণী।
সুখেতে কাটাইব কাল কইলাম[১১] সে আমি ॥"

আর গণক কইল "কন্যার চাল-চলন বেশ[১২]।
যোগা[১৩] ভুরু আছে কন্যার মাথায় দীঘড়[১৪] কেশ ॥
পাশাল[১৫] কপাল কন্যার মুক্তা দন্তপাট[১৬]।
এই কন্যার বড়ো ভাগ্য আছে রাজার পাট ॥
চরণ ধোয়াইব কন্যার শতেক কিঙ্করে।
দক্ষিণ দেশে হইব বিয়া বড়ো রাজার ঘরে* ॥"

আর গণক বলে কন্যা সর্ব সুলক্ষণ।
পদ্মের মতন দেখি দুইখানি চরণ ॥
হাইট্যা[১৭] যাইতে রাজকন্যার চাইপ্যা পড়ে পারা[১৮]।
উত্তরিয়া রাজার ঘরে করিব পসরা[১৯] ॥
পায়ের দুইখানি গোছ[২০] যেমন চিরুণী।
এইনা লক্ষণ থাক্‌লে কন্যা হয় রাজরাণী ॥"

আর গণক আইসা তবে হস্ত দেইখ্যা কয়।
"ঝটিতে হইব বিয়া নাইত কোনো ভয় ॥
পদ্মের সমান কন্যার সুন্দর মুখখানি।
চক্ষু দুইটি দেখি ভালা নাচয়ে খঞ্জনী ॥

১১। কইলাম=কহিলাম। ১২। বেশ=উত্তম। ১৩। যোগা=যুক্ত, যোড়া।
১৪। দীঘড়=দীঘল। ১৫। পাশাল=প্রশস্ত। ১৬। দন্তপাট=দন্তপংক্তি।
১৭। হাইট্যা=হাঁটিয়া। ১৮। পারা=পদন্যাস। ১৯। পসরা=উজ্জ্বল।
২০। গোছ=গঠন।

* '——ধনী সদাগরে ॥"—মৈঃ গীঃ।

গণ্ডেতে সিন্দূরের ঝালা[২১] চান্দের বরণ।
সর্বাঙ্গ দেখিলাম কন্যা অতি সুলক্ষণ ॥
রাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাই সে থা[২২]।
একে একে হইব কন্যা সাত পুতের মা ॥"

আর গণক কয় "কন্যার কালো চউক্ষের মণি।
ভাগ্যমতী হইব কন্যা বড়ো রাজার রাণী ॥
রিষ্টিতে আছয়ে দোষ কোষ্ঠী ফলে ঝালা[২৩]।
গরদোষ আছে কন্যার কাটো এই বেলা ॥
উত্তম বসন-জোড় আর শব্‌রি কলা[২৪]।
ঘির্‌ত দুগ্ধ তণ্ডুল আন্‌বা সাজাইয়া ডালা ॥
দ্বাদশ বরাহ্মণ[২৫] আইন্যা করাইবা ভোজন।
গরদোষ কাইট্যা যাইব কন্যার ততক্ষণ ॥
তীর্থজলে লইবা কন্যা সিনান করাইয়া।
আইজ যাইব গরদোষ কাইল হইব বিয়া ॥"

এই সব করে রাণী ভক্তিযুত মনে।
দেবপূজা মানত করে বিয়ার কারণে ॥+

(২)

রাজকন্যা রূপবতীর বিবাহের জন্য রাণীমা শান্তিশস্ত্যয়ন দেবপূজা করেন, রাজা খোঁজেন ভাল পাত্র। এইভাবে আরও এক বছর কেটে গেল।

সেকালে সুবাদার-নবাবের নিয়ম ছিল, অধীনস্থ রাজা-জমিদার মাঝে মাঝে রাজধানীতে গিয়ে সুবাদারী দরবারে হাজিরা দিতে হবে। রাজা রাজচন্দ্র অনেকদিন দরবারে যান নি। সেজন্য একদিন—

২১। ঝালা=আভা। ২২। থা=সন্দেহ। ২৩। ঝালা=বাধার আভাস।
২৪। শব্‌রি কলা=মর্তমান কলা। ২৫। বরাহ্মণ=ব্রাহ্মণ।

সভাজনেরে রাজা ডাকদিয়া কয় ।
নবাবের দরবারে যাইতে উচিত যে হয় ॥
গণকে ডাকিয়া রাজা দিন স্থির করে ।
আষ্ট দিন বাকি যাইতে নবাবের সরে[১] ॥
কানা-চৈতা উভুতিয়া তারা দুইটি ভাই ।
পান্‌সী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই[২] ॥
ষুল[৩] দাড় জুইত[৪] করে আরও তুলে পাল ।
পানসীতে ভরিয়া রাজা তুলে মালামাল[৫] ॥
আবের[৬] কাঁকই লইল আবের বিরুণী[৭] ।*
আবেতে রাঙ্গিয়া লইল খাড়ি[৮] আর বিউনি[৯] ॥
হাত্তীর দাঁতের পাটি লইল গজমোতি মালা ।
ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা[১০] ॥
খাজনা উগাইবার[১১] লাইগ্যা তঙ্কা দশ হাজার ।
গাউইয়্যা-বাজুইয়া[১২] সঙ্গে লইল এক ঝাড়[১৩] ॥
দান দক্ষিণা আদি কত পুণ্য কার্য করি ।
রাণীর কাছে সোইপ্যা[১৪] দিল কুলের কুমারী ॥
নগরিয়া যত লোক করিল বিদায় ।
উজান পানি ধইর‍্যা[১৫] রাজা পানসী বাইয়া যায় ॥

১। সরে=সহরে। ২। ফরমাই=ফরমাশ। ৩। ষুল=ষোল। ৪। জুইত=ঠিকমত বন্ধন। ৫। মালামাল=নানা দ্রব্য। ৬। আবেব=অভ্রের ৭। বিরুণী=পোষাক-ঝাড়া বুরুশ। ৮। খাড়ি=দাঁড়াইয়া হাওয়া করার জন্য বড়ো পাখা। ৯। বিউনি=হাত পাখা। ১০। মেলা=যাত্রা, গমন। ১১। উগাইবার=শোধ করিবার। ১২। গাউইয়্যা বাজুইয়া=গাইয়ে বাজিয়ে। ১৩। ঝাড়=দল। ১৪। সোইপ্যা=সমর্পণ করিয়া। ১৫। ধইর‍্যা=ধরিয়া।

পাঠান্তর :— * '—চিরুণী ।'

চাইর দিগে নানান গেরাম নেহালিয়া দেখে।
ফুলেশ্বরী উথারিয়া[১৬] পড়ে নরসুন্দার মুখে[১৭] ॥
সেই নদী ছাইড়্যা যায় ঘোড়াউত্‌রা[১৮] বাইয়া।
মেঘনা সায়রে[১৯] পান্‌সী চলিল ভাসিয়া ॥
ঢেউ করে বাইড়াবাইড়ি[২০] কাছাড়[২১] ভাইঙ্গ্যা পড়ে
এই মতে চলে রাজা কত নদীর উপরে ॥
তিন মাস থাইক্যা রাজা জলের উপর।
চাইর মাসে পাইল রাজা নবাবের সর।

সঙ্গের যতেক দ্রব্য যত লোক জনে।
একে একে ভেট দিলা নবাবের স্থানে ॥
পূবইয়া[২২] আবের কাকই আবের বিরুণী।
চউক্ষে না দেইখ্যাছি শুধুই লোক মুখে শুনি ॥
শীতলপাটি পাইয়্যা নবাবের শীতল হইল মন।
ভেটের দ্রব্য পাইল যত মনের মতন ॥
দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া খুশী হইল মিয়া।
রাজচন্দ্রে দিলা ঘর বাছাই করিয়া ॥
নবাবের সওরে রাজা আছে খুশী মন।
ঘরেতে থাকিয়া* রাণী দেখিলা স্বপন ॥
এক এক কইর‍্যা রাজার দুই বচ্ছর যায়।
ঘরেতে একেলা রাণী করে হায় হায় ॥

১৬। উথারিয়া=উত্তীর্ণ হইয়া। ১৭। নরসুন্দার মুখে=নরসুন্দা নদীর মোহনায়। ১৮। ঘোড়াউতরা=নদীর নাম। ১৯। সায়রে=সাগরে, মেঘনা নদী অতি বিস্তৃত বলিয়া সায়র বলা হইয়াছে। ২০। বাইড়াবাইড়ি=ঘাত প্রতিঘাত। ২১। কাছাড়=নদীর পাড়ি। ২২। পূবইয়া=পূর্বদেশে নির্মিত।

পাঠান্তর :— * কুস্বপন দেখিয়া—' ॥

রাজা ত যাইবার চায় নবাব না ছাড়ে ।+
নবাবের হুকুম নাই রাজার যাইবারে ॥+

(৩)

রাজা রাজচন্দ্র নবাবের দরবারে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। কেন যে নবাব তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দিচ্ছেন না, তাও কিছু বুঝা যাচ্ছে না। এদিকে দেশের বাড়ীতে রাণী মা—

এক দুই মাস কইর‍্যা বচ্ছর গোয়ায়[১] ।
কুস্বপন দেইখ্যা রাণী করে হায় হায় ॥
বচ্ছর গোয়াইল রাণী তবে এই মতে ।
দুই বচ্ছর যায় রাণীর চাইয়া পথে পথে ॥
ঘরে ত কুমারী কন্যা আবিয়াত রইল ।
চোউদ্দ বচ্ছরের কন্যা বিয়ার যুগ্যি হইল ॥
পাড়ার লোকে কানাকানি রাণী সব শুনে ।
কি মতে ধৈরয্[২] ধরে মায়ের পরাণে ॥
যুবাবতী[৩] কন্যা লয়্যা মায় একলা থাকে ঘরে ।
রাইত দিন করে রাণী চিন্তা জারে জারে[৪] ॥
তিন বচ্ছর গেল যদি রাজা না আইল ।+
বিপদ গণিয়া রাণীর বড় চিন্তা হইল ॥+
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী কোন কাম করে ।
লিখনি[৫] পাঠাইল এক রাজার গোচরে ॥*

১। গোয়ায়=অতিবাহিত করে। ২। ধৈরয্=ধৈর্য। ৩। যুবাবতী=যুবতী। ৪। জারে জারে=জর্জরি[illegible]। ৫। লিখনি=পত্র।

পাঠান্তর :—* 'রাজার নিকটে এক লিখনি পাঠাইল ॥

লিখনিতে লেখে রাণী যত সমাচার।
পর্থমে পতির পায়ে জানাইল নমস্কার ॥
রাজ্যের অবস্থা যত লিখিয়া জানায়।
কন্যার কথা লেখে রাণী করিয়া আলায়[৬] ॥
"তিন বুচ্ছর যায় রাজা আছ ত বৈদেশে।
ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন বেশে[৭] ॥
পর্থম্[৮] যইবন কন্যার লোকে কানাকানি।
তা শুইন্যা কেমনে সইব[৯] মায়ের পরাণী ॥
বিয়ার সে কাল যাইতে উচিত না হয়।
এমন কন্যা ঘরে রাখ্‌লে ধর্ম নাশ পায় ॥
পত্র পাইয়া তুমি বিলম্ব না কর।
শীঘ্র চইল্যা আইস রাজা আপনার ঘর ॥"

এই পত্র লেইখ্যা রাণী কোন কাম করে।
লোক দিয়া পাঠায় পত্র মুর্‌শিদাবাদ সরে ॥

(৪)

পত্র পাইয়া রাজা দেশে ফিইর‍্যা আইল।+
পরভাত কালে আইসা পানসী ঘাটে ত ভিড়িল ॥+
কথা নাই সে কয় রাজা না করে ঠাকুরালী[১] ।*
ভাইব্যা চিন্ত্যা রাজার বরণ হইছে কালি।

৬। আলায়=আক্ষেপ। ৭। বেশে=অবস্থায়। ৮। পর্থম=প্রথম।
৯। সইব=সহিবে।

১। ঠাকুরালী=কর্তৃত্ব।

পাঠান্তর :—* 'রাজ্য নাহি করে রাজা নাহিক ঠাকুরালী ॥'

শয়ান করিয়া রাজা কভু না ঘুমায়।
উঠি-বসি করে আর করে হায় হায়।

তাহারে দেখিয়া রাণী ভালা জিগাইল[২] ।ক
কি কারণে পরাণ পতি এমন হইল ॥
তাম্বুল চুয়া পইড়্যা থাকে বাটায় ভরিয়া।
নিদ্রা নাই ত আসে তোমার পালঙ্কে শুইয়া ॥
থালাতে পইড়্যা রইছে চিকনির[৩] ভাত।
অন্ন বেন্নুনে[৪] কেন নাই দেও হাত ॥
পরাণের দোসর কন্যা তারে না দেখিলা।
এতদিন পরে আইস্যা তারে না ডাকিলা ॥ঞ
বিষ হইল ঘর বাড়ী বিষ হইলাম আমি।
কর্ম দোষে বিষ হইল ঘরের নন্দিনী ॥
বিয়ার কাল যায় কন্যার না কর ভাবন।
তোমার ভাব দেইখ্যা আমার নিকট মরণ ॥
তিন বচ্ছর পরে তুমি ফিইর‍্যা আইলা বাড়ী। +
কথা নাই সে কও আমি কেমনে পরাণ ধরি ॥” +
রাণীর কান্দন[৫] দেইখ্যা রাজা উইঠ্যা বসিল। +
রাণীরে চাইয়া[৬] কথা কইতে লাগিল ॥ +
“শুন শুন রাণী আরে কই যে তোমারে
আরে কই যে তোমারে।
কলিজা খাইছে মোর জলের কুম্ভীরে ॥

২। জিগাইল=জিজ্ঞাসা করিল। ৩। চিকনির=সরু চাউলের। ৪ বেন্নুন =ব্যঞ্জন। ৫। কান্দন=ক্রন্দন। ৬। চাইয়া=লক্ষ্য করিয়া।

পাঠান্তর :—ক ‘—জিজ্ঞাসা করিল।’
ঞ ‘একদিন কাছে পাইয়া মা বলিয়া না ডাকিলা ॥’

বনের বাঘে খাইছে মোর সর্বাঙ্গ শরীর।
শেলেতে বিন্ধিয়া বইক্ষ হইছে দুই চির[৭] ॥
কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুমি।
কুক্ষণে আমার কাছে লিখিলা লিখনি ॥
লিখনি পাইয়া গেলাম নবাব দরবারে।
*বিদায় চাইলাম আমি দেশে ফিরিবারে ॥
লিখনির কথা শুইন্যা নবাব দেখিবারে চায়।
লিখনি দেখাইতে হইল না ছিল উপায় ॥+
লিখনি পড়িয়া নবাব খালাস[৮] নাই ত দিল।+
তিন মাস পরে মোরে ডাকিয়া কইল ॥+
'ভর যুবতী[৯] কন্যা তোমার বিয়ার বাকি আছে।
এই কথা তোমার রাণী পত্রেতে লেইখ্যাছে ॥
দেশেতে ফিরিয়া যাইবা চাইছ বিদায়।
মন দিয়া আমার কথা শুন ওহে রায় ॥*
শুইন্যাছি তোমার কন্যা ছুরৎ জামালি[১০]।
আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ কর ঠাকুরালী ॥
খেতাবে[১১] হইবা তুমি মোর ছাহেবান্[১২]।
দরবারে পাইবা তুমি আমার সেলাম ॥

৭। দুই চির=দুইভাগ। ৮। খালাস=বিদায়। ৯। ভর যুবতী=পূর্ণা যুবতী। ১০। ছুরৎ জামালি=শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। ১১। খেতাবে=সম্মানে। ১২। ছাহেবান=পূজনীয়।

পাঠান্তর :—* 'লিখনী দেখিয়া মোরে জিজ্ঞাসা যে করে ॥
যখন দেখিল বেটা পত্রে লেখা আছে।
ভর যুবতী কন্যা বিয়ার বাকী রইছে ॥
দেশে ফিরব বল্যা যখন চাহিলাম বিদায়।
আমারে কহিল বেটা 'শুন ওহে রায় ॥"

ঝটিতি চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
সাদীর যোগাড় আমি করি নিজ পুরে॥
পরগণার দেওয়ানে আমি পাঠাইছি ফরমান্[১৩]।+
কন্যারে পাঠাইব এথায় তোমারে দিব মান॥+
আমার হুকুমে যদি গাফিলতি হয়।+
দুশ্‌মন হইবা তুমি জানিবা নিশ্চয়॥+
ঘর বাড়ী লুইট্যা লইব দেওয়ানী ফৌজে।+
তোমারে ত বাইন্ধ্যা আন্‌ব কন্যার সহিতে॥'+

কি আর কইব রাণী আমি মইর‍্যা[১৪] বাচ্যা আছি।+
ইয়ার চাইতে মইর‍্যা গেলে তবে আমি বাচি॥+
জাতি নাশ ধর্মনাশ বাইচ্যা কাজ নাই।+
রাজত্বি ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই॥+
মুসলমানে কন্যা দিতে না সরে মোর মন।
রাজত্বি হইল আমার কর্ম বিড়ম্বন॥
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মরি।
এই বিষ না ঝাড়িতে পারে ওঝা ধন্বন্তরী॥
আইজ দিন আছে ভালা কাইল কিবা করি।+
নবাবে না দিলে কন্যা না রইব জমিদারী॥
রামপুর সওর দিব দরিয়ায় ভাসাইয়া।
গর্দান লইব আইস্যা পাঠানে বান্ধিয়া॥
কন্যার লাগিয়া মোর ঘটিল জঞ্জাল[১৫]।
এই কন্যা হইল মোর পরাণের ফাল[১৬]॥

১৩। ফরমান=হুকুম পরোয়ানা। ১৪। মইর‍্যা=মরিয়া ১৫। জঞ্জাল=বিপদ। ১৬। ফাল=ফলাকা, বল্লমের ফলা।
পাঠান্তর :—+ 'যাবৎ—।'

জাতি নাশ ধর্মনাশ রাণী উপায় না দেখি।
আখরিয়া[১৭] দিন গেল আর নাই বাকি ॥
এই দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে।
পাঠাইতে হইব কন্যা তাহার অন্দরে ॥
বিষ কি খাওয়াইয়া মারি আগুনে জ্বালাই।
কোন বা দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই ॥
আয়োজন কর বিষ পাঠাও কন্যারে।
কন্যারে বধিয়া* আমি ডুবিব সায়রে[১৮] ॥"
এইনা কথা শুইন্যা রাণীর মস্তকে পড়ে খাঁড়া[১৯] ।+
দিনের বেলা দেখে রাণী চউক্ষে রাইতের তারা ॥+
কান্দিয়া কাটিয়া রাণী কোন কাম করিল।
মনেতে ভাবিয়া রাণী যুক্তি স্থির কৈল[২০] ॥
বাড়ীতে নফর ছিল মদন নাম তার।
দেখিতে সুন্দর যেমন কাত্তিক কুমার ॥**
পূজার ফুল তুইল্যা আনে ডাকের আগে খাড়া[২১] ।
রাজ পণ্ডিতের কাছে পড়ে পড়ুয়ার পড়া ॥✤
গরিবের পুত্র মদন নফরের কাম করে।+
যুল বচ্ছর বয়স কুমার রূপ নাই সে ধরে ॥+
জাতি না ভাবিল রাণী কুল মানের কথা।
এইনা বরে বিয়া দিব কন্যার মমতা ॥❀

১৭। অখরিয়া=ফরমানে লিখিত। ১৮। সায়রে=অথৈ জলে। ১৯। খাঁড়া=খড়গ। ২০। কৈল=করিল। ২১। ডাকের আগে খাড়া=আদেশ পালনে তৎপর।

পাঠান্তর :—* 'গলায় কলসী বাইন্ধ্যা—।'
** 'দেখিতে সুন্দর বড় রূপের কাঠাম ॥'
✤ 'দেখিতে সুন্দর রূপ আসমানের তারা ॥'
❀ 'এই মতে ছাড়ে রাণী কন্যার মমতা ॥'—

বিয়া দিয়া দিব ছোয়ে সাওরে[22] ভাসাইয়া।+
কপালে যা থাকে হইব যাউক পলাইয়া ॥+

(৫)

ঘরে থাইক্যা রূপবতী এতেক না জানে।
নিশি রাইতে গেলা রাণী কন্যা বিদ্যমানে ॥
পালঙ্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান।
দেখিয়া কন্যার মুখ মায়ের কান্দিল পরাণ ॥
সুবর্ণ কপোতী মায়ের হৃদয়ের নলী[1]।
কেমনে আইজ উড়াইয়া দিব খোপ কইর‍্যা খালি[2] ॥

"উঠ উঠ উঠ রে কন্যা
আরে কন্যা আঙ্খি মেইল্যা চাও।
শিয়রে দাড়ায়্যা কান্দি
আমি তোর অভাগিনী মাও
কন্যা আঙ্খি মেইল্যা চাও ॥
উঠ উঠ উঠ রে কন্যা
আরে কন্যা দেখ চক্ষু চাইয়া।
নগরে লাইগ্যাছে আগুন
আইজ তোমার লাগিয়া রে
কন্যা দেখ চক্ষু চাইয়া ॥

২২। সাওরে=সাগরে।

১। নলী=রক্তবাহী নল বা শিরা। (মৈঃ গীঃ মতে বুকের হাড়)। ২। খোপ কইর‍্যা খালি=বাসা শূন্য করিয়া। খোপ=গৃহপালিত পারাবতের বাসা।

তোমার লাগিয়া রে কন্যা
রাজা জলে ডুইব্যা মরে।
তোমার লাগিয়া রে কন্যা
আইজ মোরা যাই বনান্তরে ॥
দেশের নবাব রে কন্যা
আইজ দুশ্‌মন্‌ হইল।+
কে রাখিব কুল মান
কোন বা উপায় বল ॥+
ষুল বচ্ছর পাইল্যাছি রে আমি
বইক্ষেতে করিয়া।+
আইজ সাওরে ভাসাইব রে মাণিক
কলিজা ছিড়িয়া ॥+
উঠ উঠ উঠ রে কন্যা
আরে কন্যা কত নিদ্রা যাও।+
বাপ মায়রে ছাইড়্যা কন্যা
আইজ অকুলে ভাইস্যা যাও ॥”+

স্বপ্ন দেখে রূপবতী মায়ে কাইন্দা জার[৩]।
নগর জুইড়্যা উইঠ্যাছে আইজ কান্দন হাহাকার ॥
স্বপন দেইখ্যা রূপবতী উইঠ্যা বসিল।
শিয়রে দাড়াইয়া মায় কান্দিতে লাগিল ॥

“কি কারণে কান্দ মা গো কও সত্য শুনি।
পরাণে না সয় দেইখ্যা তোমার চউক্ষের পানি ॥
কিবা অপরাধ আমি কইর‍্যাছি তোমার পায়।
শিয়রে দাঁড়াইয়া কেন কর হায় হায় ॥”

৩। জার = জর্জর।

রাণীমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—

"তর দোষ নাই মা গো
আমার কপালেরে দুষী।
বিধাতা কইর‍্যাছে মোরে
আইজ এমন নৈরাশী[৪]॥
শীতল মন্দিরে মোর
আইজ লাইগ্যাছে আগুনি।
আর না দেখিব মা গো
তর চান্দ মুখ খানি॥
আর না শুনিব মা গো
তর মুখে মা মা বুলি।
পোষনিয়া পঙ্খী মোর
আইজ কাটিব শিকলি[৫]॥"

বিয়াকুল[৬] হইয়া কন্যা মায়েরে জিগায়।+
"কি করিতে কি হইল মা গো কইবা সমুদায়॥+
তোমারে ত দেখি মা গো কাইন্দ্যা ভাসাও।+
বাপে না পুছিল[৭] মোরে না ডাকিল মাও॥+
আমার লাগিয়া যদি বিপদ ঘইট্যা থাকে।+
বিষ আইন্যা দেও মাগো বিদায় দেও মোকে॥+
যদি কও আগুনে যাইতে তাই যাইবাম আমি।+
হাসি মুখে আগুনে যাইয়ম্ দৈইখ্যা লইবা তুমি॥+
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলেতে ডুবাও।+
এক কথা না কইবাম্ তুমি আমার মাও॥"+

৪। নৈরাশী=নিরাশ। ৫। শিকলি=শিকল, বন্ধন। ৬। বিয়াকুল=ব্যাকুল।
৭। পুছিল=কথা বলিল

কান্দিয়া কইল রাণী "মা গো শুন মোর কথা।+
নবাব পাইয়্যাছে মাগো তর রূপের বারতা[৮] ॥+
কাইল যে আইব দেওয়ান মাগো তোমারে লইতে ॥+
জাতি যাইব ধর্ম যাইব মাগো পাঠানের হাতে ॥"+

এই না কথা শুইন্যা কন্যা কি কাম করিল।+
বিছান ছাড়িয়া কন্যা উইঠ্যা দাড়াইল ॥+
মায়ের মুখ চাইয়া কন্যা
কইল কঠিন বাণী।+
"তোমার দুখ দেইখ্যা মা গো।
আমার ফাটিছে পরাণি ॥+
রাইত পরভাত না হইব আমি
যাইবাম যমের কোলে।+
কাইল না দেখিব কেউ আর
আমারে সকালে ॥+
মরণে মোর ডাক দিয়াছে
ও সে নবাব পাঠান নয়।+
সতী মায়ের সতী কন্যা
তারে কেবা পায় ॥"+

এইনা কথা শুইন্যা রাণী কান্দিতে লাগিল।+
হাহাকার কইর‍্যা মায় কন্যা বইক্ষে লইল ॥+
"শুন শুন আরে কন্যা তুমি আমার কথা শুন।+
বাড়ীতে আছয়ে নফর নাম সে মদন ॥+
তার সঙ্গে বিয়া দিয়া এইনা নিশাকালে।+
সায়রে ভাসায়্যা দিবাম্ যা থাকে কপালে ॥"+

৮। বারতা=সংবাদ, বিবরণ

আন্ধাইর‍্যা নিঝুম রাইত
আশ্‌মানে জ্বলে তারা।
রাণীর ডাকে আইস্যা মদন
দুয়ারে হইল খাড়া।।*
লাজেতে খইস্যা পড়ে
কন্যার বান্ধা মাথার কেশ
আস্তে ব্যস্তে টাইনা কন্যা
পরে নিজের বেশ।।
না গাইল বিয়ার গীত
না হইল আচার।+
পুরীতে কেউ নাই সে দিল
বিয়ার মঙ্গল জোকার[৯] ।।+
পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ[১০]
আর না মাগিল মায়।+
বিয়ার হলদি না মাখাইল
কেউ সে কন্যার গায়।।+
জল না ভরিল কেউ
না গাইল বিয়ার গান।+
শোকেতে কান্দিয়া মরে
আইজ মায়ের পরাণ।। +
না আইল পুরোহিত
নাই কুল আচরণ।

৯। জোকার=উলুধ্বনি। ১০। সোহাগ=স্বামীগৃহে আদর পাইবার জন্য আশীর্বাদী জল।

পাঠান্তর :—* মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া।

নিঝুম রাইতে করে রাণী
সেইনা কন্যা সমর্পণ ॥
লইয়া কন্যার হস্ত
মায় মদনেরে দিল ।
কেউ না জানিল রাণী
রাইতে কন্যা সমর্পিল ॥
কেউ নাইত দিল
বিয়ার মঙ্গল জোকার ।
বিবাহের গীত হইল
মায়ের কান্দন হাহাকার ॥
চান্দ সূরুয্[১১] সাক্ষী রইল
মায় কাইন্দ্যা মরে ।
হস্তে হস্তে সমর্পণ
রাণী করিল ঝিয়েরে ।
কন্যার হস্ত ধইর্যা মাও
কান্দিতে লাগিল । +
কান্দিতে কান্দিতে রাণী
মদনে কইল ॥ +
"শুন শুন মদন আরে
আমি কই যে তোমারে ।
রাজার দুলালী কন্যা
আইজ দিলাম তোমারে ॥
বংশের পরদীম[১২] আমার
এইনা একমাত্র ঝি ।

১১। সূরুয=সূর্য। ১২। পরদীম=প্রদীপ।

তোমার হস্তে দিলাম তারে*
আমি আর কইবাম কি ॥
ছিঁড়িয়া বুকের নলী
আইজ দিলাম তোমারে।
পোষনিয়া[১৩] পাখি দিলাম
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জরে ॥
বনে থাক ছনে[১৪] থাক
তুমি রাইখ মায়ের কথা।
এই কন্যার মনে তুমি
নাই সে দিও ব্যথা ॥
সুখে রাখ দুঃখে রাখ
তুমি কন্যার পরাণপতি।
তুমি বিনা এই অভাগীর
আর নাই অন্য গতি ॥"
মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে
দোয়ে কাইন্দ্যা জারজার।
বনের পশু পঙ্খী কান্দে
পবন কান্দে আর ॥+
না হইল বাসর শয্যা
নাই সে মালা ফুল। +
কেমনে বিদায় দিব কন্যা
রাণী ভাইব্যা আকুল ॥"

১৩। পোষনিয়া = পোষা, প্রতিপালিত। ১৪। ছনে = তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে।
পাঠান্তর :— * 'তারে সমর্পণ কইলাম আর কইব কি ॥'
+ 'গাছের ডালে বসি কান্দে পবন পক্ষী আর ॥'

(৬)

নিশিরাইতে ডাইক্যা রাণী মাঝিমাল্লা আনে।
নগরীয়া লোক তাহা কিছুই না জানে ॥
রাজার মাঝি কানাচইতা এক চক্ষু কান।
তাহারে করিল রাণী ধন রত্ন দান ॥
কেবা নায়ে চরনদার তাহা না কইল।+
কানাচৈতা মাঝিরে রাণী সাবধান করিল ॥+
ষুল না বচ্ছরের কন্যা ষুল বচ্ছর জামাই।+
নায়ে তুইল্যা দিল রাণী কিছু কইবার নাই ॥+
রূপবতী সোয়ামী লয়্যা চলিল ত্বরিতে।
ঝি-জামাইরে বিদায় রাণী কৈল এইমতে ॥

নিশি রাইতে বাইয়া মাঝি যায় তরীখানি।
পাল টাঙ্গাইয়া চলে তের বাঁক[১] পানি ॥
চৌদ্দ বাঁকের মাথায় গিয়া রাইত ভোর হইল।
সেইখানে গিয়া চৈতা তরী লাগাইল ॥
* ডাকিয়া কইল চৈতা "শুন চরনদার[২]।
রাজার চাকর মোরা রাণীর নফর ॥+
কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কিছুই না জানি।+
বিয়ানবেলা[৩] নাইব্যা[৪] যাইবা এই হুকুম মানি ॥+
রজনী হইয়াছে ভোর না যাইব আর+
এইখানে নাবিয়া যাইব বিদায় আমার ॥"*

১। বাঁক=নদীর বক্রভাব। ২। চরনদার=আরোহী। ৩। বিয়ান বেলা=প্রভাতে। ৪। নাইব্যা=নামিয়া।

পাঠান্তর :—* 'রাণীর হুকুম বলি শুন চরনদার।
রজনী হইল ভোর বিদায় আমার ॥"

রাজ-অন্তঃপুরে প্রতিপালিতা রাজার দুলালী রূপবতী বহির্জগতের অবস্থা কিছুই জানত না। নবাবের চরে ধরে নিয়ে যাবে, এই ভয় এতক্ষণ তার মন অভিভূত করে রেখেছিল। এখন যে জায়গায় তাদের নামিয়ে দিয়ে গেল, সেখানে—

গাঁও নাই গেরাম নাই অলছ্‌ তলছ[৫] পানি।
বনে চরে ঘাঘ ভাল্লুক জলে কুম্ভীরিণী॥
সেইখানেতে দুইজনারে বনবাসে দিয়া।
দেশের ভায়[৬] চলে চৈতা তরীখানি লয়্যা॥

তখনও সূর্যোদয় হয় নি। সেই ভোরের আলোয় রূপবতী তাদের বনবাসের স্থানটি দেখে ব্যাকুল হয়ে—

কান্দিয়া উঠিল কন্যা
হায় রে বিপদ বুঝিয়া।+
চৈতারে ডাকিয়া কয়
কন্যা কান্দিয়া কান্দিয়া॥+
"বাপের বাড়ীর পানসী আরে
কোথায় চইল্যা যাও।
মায়ের আগে খবর কইও
তুমি আমার মাথা খাও॥
বালক সোয়ামী আমার
সে যে কিছুই ত না জানে।+
তাহারে ফেলিয়া গেলে
এই নিরলক্ষ্যার[৭] ময়দানে॥+
মায়ের আগে খবর কইও
এই দুঃখিনী ঝিয়ের কথা।+

৫। অলছ্‌ তলছ্‌=তরঙ্গ সঙ্কুল। ৬। ভায়=দিকে, উদ্দেশে। ৭। নিরলক্ষ্যা =জনমানব শূন্য।

এমন স্থানে বনে দিলা
আইজ মনে পাই যে ব্যথা ॥+
মাঝি মাল্লা দিয়া গেল
এই না বনান্তরে ।+
কেমনে বাচিব পরাণ
এইনা তেপান্তরে ॥+
তেপান্তরে পইড়্যা কেম্‌নে
দোয়ে[৮] জীবন গোঁয়াই[৯] ।
বাপের আগে কইও কথা
আর ত কেউ নাই ॥+
*চইল্যা যাইছ ওরে পান্‌সী
আর না হইব দেখা ।+
কোন বনে বনবাসে আইলাম
এই কপালের লিখা ॥+
বনের হরিণী সে যে
বন চিনে বেড়ায় ।+
অচিন দেশে ফেইল্যা গেলে
কইও আমার মায় ॥*+
শুন শুন পবন আরে
কইও মায়ের আগে ।+
রূপবতী কন্যা তোমার
আইজ খাইব জংলার বাঘে ॥

৮। দোয়ে=দুইজনে। ৯। গোঁয়াই=রক্ষা করি, অতিবাহিত করি।

পাঠান্তর :—* বনেতে পড়িয়া কেমনে জীবন গোঁয়াই।
— 'চলিতে চলিতে পানসী আর দেখা নাই।
বনের হরিণা যেমন বনেতে বেড়াই ॥'—

বাঘে খাউক কুম্ভীরে খাউক
আরে তাইতে ক্ষতি নাই।+
অবুধ[৯] স্বামীরে আমি
বল কেম্‌নে বাচাই॥"+

ঘটনা প্রবাহের আকস্মিকতায় মদনকুমার অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। এপর্যন্ত তিনি কেবল রাণীর নির্দেশ পালন করেছেন, নিজের বুদ্ধি বিবেচনামত কিছু করেন নি। এখন রূপবতীর কান্না দেখে ব্যাকুল হয়ে বললেন,—

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা
আরে কান্দিলে কি হয়।
বিধাতা লিখ্যাছে দুঃখ
বল কোন জনা খণ্ডায়॥
শিরে কইর‍্যাছে সর্পাঘাত
ওঝায় কিবা করে।
কর্মদোষে আমরা দুইজন
আইজ আইলাম বনান্তরে॥
দেবের নৈবেদ্য করে কুক্কুরে ভোজন।
তার লাইগ্যা কন্যা তুমি করিছ ক্রন্দন॥
আমি ত চণ্ডাল[১০] কন্যা তুমি গঙ্গার পানি।
না ধরিব না ছুইব তোমার চরণখানি।
ক্ষিদায়[১১] দিয়াম্‌ বনের ফল কন্যা
তোমার তিয়াষে[১২] দিয়াম্‌ পানি।
গাছের পাতা পাইড়্যা[১৩] কন্যা
কর্‌বাম্‌ তোমার বিছানি[১৪]॥

৯। অবুধ=অবোধ, সরলবুদ্ধি। ১০। চণ্ডাল=হীন দরিদ্র, জাতিতে চণ্ডাল নহে। ১১। ক্ষিদায়=ক্ষুধা লাগিলে। ১২। তিয়াষে=তৃষ্ণা লাগিলে। ১৩। পাইড়্যা=পাড়িয়া। ১৪। বিছানি=শয্যা।

রাজার দুলালী কন্যা
তুমি নাই সে জান কেলেশ[১৫]।
একলা কইর‍্যা কেমনে তুমি
এইনা থাকবা বনবাস ॥
বনবাস দোসর সাথী
আমি তোমার নফর।
রাইত দিন পওরা[১৬] দিবাম্
কন্যা ভয় ত না কর ॥" +

বালকবুদ্ধি মদনকুমার রূপবতীর কান্না দেখে ভেবেছিলেন, নফরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল, তার জন্য এই দুঃখ। রাজকন্যার প্রকৃত মনোভাব তখন পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন নি। সেজন্য রূপবতীকে আশ্বস্ত ক'রতে যা বললেন তাতে—

কথা শুইন্যা কাইন্দ্যা কন্যা পতির হস্ত ধরে। +
মিন্নতি করিয়া কয় পতির গোচরে ॥ +
"শুন শুন পরাণপতি কই যে তোমায়।
তোমার হস্তে সমর্পণ কইর‍্যা দিছে মায় ॥
বনে থাকি জঙ্গলায় থাকি তুমি মোর স্বামী।
তুমি বিনা অন্য কারে আমি নাইত জানি ॥
এতেক করিল বিধি আমার কপালেরে দোষি।
আমার লাইগ্যা রে বন্ধু আইজ তুমি বনবাসী ॥
বনবাসে মরি আমি তাইতে ক্ষতি নাই। +
বালক তোমারে বন্ধু আমি কেমনে বাচাই ॥" +

১৫। কেলেশ = ক্লেশ। ১৬। পওরা = পাহারা।

(৭)

কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া তারা দুইটি ভাই।
জাল বাইয়া মাছ ধরে অন্য কার্য নাই॥
কোমরে বান্ধিয়া ডোলা[১] হাতে লয়্যা জাল।
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল॥
দুই ভাইয়ের তিন বিয়া পুত্র কন্যা নাই।
ঘরের যে বড়ো বউ নাম তার পুনাই॥
*সেই না দিনে দুই ভাই মাছ মারিতে আইল।
রূপবতী মদমকুমাররে দেখিতে পাইল॥*

"কে তুমি সুন্দর মাও নদীর পাড়ে খাড়া[২]।+
সঙ্গেত কুমার দেখি কাত্তিক ময়ুর ছাড়া॥+
নিরলক্ষ্যার চরা এই ডাঙ্গায় গহীন বন।+
এমন পরভাতে কেনে করিছ ভরমণ[৩]॥"+

তখনও সূর্যোদয় হয়নি, মানুষ দেখে রাজকন্যা রূপবতী ভরসা পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল,—

"শুন শুন ধর্ম-বাপ কই যে তোমারে।+
আমারে ধরিয়া লইব দুশ্‌মন নবাব সরে[৪]॥+
সেইনা ভয়ে আমি আমার পতিরে লইয়া।+
রাইতের অইন্ধকারে আইছি দূরে পলাইয়া॥+
না জানি কোন দেশে আইলাম কোথায় গেরাম ঘর।+
নাও থাইক্যা[৫] লাইম্যা[৬] দেখ্‌ছি নিরলক্ষ্যার চর॥+

১। ডোলা=গোলাকৃতি মাছের ঝুড়ি। ২। খাড়া=দণ্ডায়মান। ৩। ভরমণ =ভ্রমণ। ৪। সরে=সহরে। ৫। থাইক্যা=হইতে। ৬। লাইম্যা=নামিয়া।

পাঠান্তর :—*—*'ঘুরিতে ঘুরিতে তারা এইখানে আইল।
রূপবতী কন্যার সঙ্গে বনে দেখা হইল॥"

তুমি আমার ধর্মবাপ আরত কেউ নাই।+
বইল্যা দেও কেম্‌নে মোরা পরাণ বাচাই॥”+

“শুন শুন লক্ষ্মী মাও তুমি আমার ঘরে চল।+
বেটা পুত্তুর নাই আমার ঘর কর্‌বা আলো॥+
নদীর পাড়ে আমার বাড়ী জালুয়ার বসতি।+
দুশ্‌মনের ভয় নাই আমরা ছোটো জাতি॥+
ছনের ছানি[৭] ঘর আছে নল-খাগরের বেড়া।+
শুইবার লাইগ্যা শীতলপাটি বইবার[৮] লাইগ্যা পিড়া॥+
খাইতে দিবাম্‌ ইলসা মাছ রুইমাছের মুড়া।+
বিন্নিধানের খই দিবাম্‌ সাইলা ধানের চিড়া॥+
পিতলা কলসী কিন্যা দিবাম্‌ জল ভরবার তরে।+
আমার কন্যার রূপে আলো হইব আন্ধাইর ঘরে॥+
কির্‌পা[৯] যদি কর মা গো পতির হস্ত ধইর্‌য়া।+
উইঠ্যা বইস নায় মা গো যাই নাও ছাইড়্যা”+

দুইজনারে নায় তুইল্যা নাও ছাইড়্যা দিল।+
নদী পার হয়্যা জালুয়া নাও ভিড়াইল॥+
পুনাই পুনাই কইর্‌য়া কাঙ্গালীয়া ডাকে।
ঘরের বাইর হয়্যা পুনাই চাইয়া তবে দেখে॥
আচানক্‌[১০] পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী।
জিনিয়া চান্দের ছটা যেমন হুরপরী॥
লক্ষ্মীর সমান রূপ সর্ব সুলক্ষণ।
*কাঙ্গালিয়া পুনাইরে কইল সব বিবরণ॥
“সারা রাইত বাইলাম জাল মাছ না পাই জালে।

৭। ছনের ছানি=উলু খড়ের ছাউনী। ৮। বইবার=বসিবার। ৯। কিরপা=কৃপা। ১০। আচানক=আচমকা, আশ্চর্য।

কান্‌পনা[১১] না পাইলাম আইজ মাছ নাই জলে ।
পরভাত কালে পাইলাম লক্ষ্মী টুকাইয়া[১২] আনি ।*
যত্ন কইর‍্যা এই ধন পালবা[১৩] নিয়া তুমি ॥
পোলা[১৪] নাই পুনি[১৫] নাই দুখুঃ যে তোমার ।+
কন্যা জামাই আইন্যা দিলাম পালবা এইবার ।”+

পুত্র কন্যা নাই পুনাইর বড়ো দুঃখে যায় দিন ।
কন্যা জামাই পাইয়্যা হইল আনন্দিত মন ॥
কার কন্যা কেবা বাপ কেন বনে বাসা ।
একে একে যত কথা করয়ে জিজ্ঞাসা ॥
রূপবতী কয় “মা গো শুন মোর কথা ।+
গিরবাস[১৬] ছাইড়্যা আইছি মনে পাইয়্যা ব্যথা ॥+
পরাণা পাঠাইছে নবাব দেওয়ান বরাবর ।+
আমারে ধরিয়া লইব নবাবের সওর ॥+
না পারে বাচাইতে পিতা নাই সোদর ভাই ।+
জলের শেওলা হইয়্যা ভাইস্যা[১৭] বেড়াই ॥
বালক সোয়ামী মোর কিছুই না জানে ।+
দুশমনের হস্তে কেমনে বাচিব পরাণে ॥+
কপালের দোষে দোয়ে হইলাম বনবাসী ।
দুঃখেতে পড়িয়া কাল কাটাই দিবা নিশি ॥

১১। কানপনা=ক্ষুদ্র একটি মাছ। ১২। টুকাইয়া=কুড়াইয়া। ১৩। পালবা=পালন করিবে। ১৪। পোলা=পুত্র। ১৫। পুনি=কন্যা। ১৬। গিরবাস=গৃহবাস। ১৭। ভাইস্যা=ভাসিয়া।

পাঠান্তর :—*—*‘পুনাই বলি কাঙ্গালিয়া ডাকে ঘন ঘন ॥
সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম বিফলে।
কানপনা না পাইলাম আজি নদীর জলে ॥
পন্থে পাইয়া লক্ষ্মী টুকাইয়া আনি ।’—

দৈবে ত হইল দেখা তোমাদের সনে।
আশ্রা[১৮] মাগি ধর্ম-মাও গো তোমার চরণে ॥

পোলা নাই পুনী নাই পুনাইর শূন্য ত্রিসংসার।
কন্যা জামাই পাইল পুনাই আনন্দ অপার ॥*
গাই, মইষ কিন্যা দিল মদন মাঠেতে চরায়।+
রূপবতী রান্ধেবাড়ে মনে সুখ পায় ॥+
জালুয়ার ঘর হইল লক্ষ্মীর সংসার।+
কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়ার দুঃখ নাই আর ॥+

(৮)

(এই অধ্যায় সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নাই)।

এ'দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
কন্যারে বিদায় কইর‍্যা রাণীর কান্দন ॥
সারা নিশি কান্দে রাণী দুঃখের নাই রে পার।
কন্যা বনবাসে দিয়া রাণীর শূন্য ত্রিসংসার।
রাজারে কইল রাণী কন্যা বিদায় কথা।
রাজা রাজচন্দ্র শুইন্যা পাইল মনে বেথা ॥

পরভাতে উঠিয়া রাজা সভাতে বসিল ॥
দেওয়ানের মুন্সী আইস্যা পরাণা ফরমাইল[১] ॥
"তোমার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
নবাবের লাইগ্যা কন্যা পাঠাও তরাতরি[২] ॥"

১৮। আশ্রা = আশ্রয়।
১। ফরমাইল = জারি করিল। ২। তরাতরি = তাড়াতাড়ি।
পাঠান্তর :—* 'পুত্র কন্যা পাইল পুনাই ত্রিজগতের সার ॥'

রাজা কয়."কন্যা নাই আমার এই না ঘরে।
পলাইয়া গেছে কন্যা রাইতের অইন্ধকারে ॥
বাড়ীতে নফর ছিল মদন কুমার।
তার সঙ্গে গেছে কন্যা অতি দুরাচার ॥
কোন বা দেশে গেল দোয়ে কিছুই না জানি।
দেশে আইস্যা না পাইয়া এতেক হয়রাণি[৩] ॥"

রাজার এই কথা দেওয়ান পর্‌তীত[৪] না করিল।
রাজার বাড়ী তল্লাশীর লাইগ্যা ফৌজ পাঠাইল ॥
রাজারে বাইন্ধ্যা পাঠাইল নবাব দরবারে।
খবর পাইয়া রাণী আগুনে পরবেশ[৫] করে ॥
পাঠান ফৌজ লুইট্যা লইল রাজার ঘরবাড়ী।
রামপুরের লোক পলায় কইর‍্যা দৌড়াদৌড়ি ॥
হাজত খানায় রাজা মইল[৬] থাইক্যা অনাহারে।
শ্মশান হইয়া গেল রামপুর সওরে ॥

রূপবতী কন্যা খবর কিছুই না জানে।
বাপের দেশের খবর কন্যার না উঠিল কানে ॥
রূপবতী মদনকুমার জালুয়ার ঘরে।
কিছুই না জাইনা শুইন্যা সুখে বাস করে ॥

(৯)

এক দুই তিন কইর‍্যা মাস চইল্যা যায়।+
বচ্ছর চইল্যা গেল মদন দেশের খবর না পায় ॥+

৩। হয়রাণি=পণ্ডশ্রম। ৪। পরতীত=বিশ্বাস, প্রতীতি। ৫। পরবেশ= প্রবেশ। ৬। মইল=মরিল।

ঘরে আছে মাও বাপ কি করিছে তারা ।+
কেম্‌নে কাটাইছে দিন হইয়্যা পুত্রহারা ॥+
ভাবিতে ভাবিতে মদন বিয়াকুল হইল ।+
রূপবতী কন্যারে তবে কইতে লাগিল ॥
"শুন শুন পরাণের পিয়া[1] কই যে তোমারে ।
পক্ষকালের জন্য বিদায় দেও যে আমারে ॥
এক বচ্ছর কাইট্যা গেল জালুয়া বাপের কাছে ।*
আমার মাও বাপ কেম্‌নে পরাণে বাইচ্যা আছে ॥
একবার দেইখ্যা আইয়াম্‌ তাদের মুখ খানি ।
কিছুকালের লাইগ্যা কন্যা দেও লো মেলানি[2] ॥"

সোয়ামীর কথা শুইন্যা কন্যার কাঁইপ্যা উঠে বুক ।
কিছু না কইতে পারে দেইখ্যা সোয়ামীর মুখ ॥
দিনক্ষণ দেইখ্যা মদন বিদায় লইল ।
পন্থে খাড়াইয়া কন্যা চাইয়া রইল ॥
অদেখা হইল মদন নদীর কিনারে[3] ।
পন্থে রূপবতী কন্যার দুই আঙ্খি ঝরে ॥

দেশে আইল মদনকুমার দেখে বাপ মায় ।+
হারাধন পাইয়্যা মায়ের কথা না জুয়ায় ॥+
পুত্র কোলে লইল মাও আনন্দিত মনে ।+
পড়াপর্‌তিবাসী আইল দেখিতে মদনে ॥+
গেরামে আছিল এক দুশমন দুর্জনে ।+
চুটিয়া[4] চুটি[5] গাইল গিয়া দেওয়ানের কানে ॥+

১। পিয়া=প্রিয়া। ২। মেলানি=বিদায়। ৩। কিনারে=তীরে।
৪। চুটিয়া=অনিষ্ট সাধনের জন্য গুপ্ত কথা প্রকাশক। ৫। চুটি=গুপ্তকথা।
পাঠান্তর :—*'ছয় বচ্ছর কাটাইলাম তোমার বাপের কাছে।'

পাইক পাঠাইয়া দেওয়ান মদনে বান্ধিল ।+
দরবারে হাজির কইর‍্যা তারে জিগাইল ॥+
"কোথায় আছে রাজার কন্যা কও সত্য করি ।+
না কইলে হাজত খানায় থাক শিকল পরি ॥+
বুকে ত পাথর দিব পিষ্ঠে মারব কোড়া[৬] ।+
যতদিন না কইবা তুমি কন্যার দিশারা[৭] ॥+

কিছু না কইল মদন দেওয়ানের গোচরে ।+
শিকল বান্ধা পইড়্যা রইল হাজতখানা ঘরে ॥+
পন্থে কান্দে বুড়া বাপ ঘরে কান্দে মায় ।+
পাড়া পরতিবাসী লোক করে হায় হায় ॥+

(১০)

মদনকুমার দেশে গেলে রূপবতী শঙ্কাকুল চিত্তে স্বামীর ফেরার আশায় পথ চেয়ে আছে। একপক্ষ পনরো দিন চলে গেল, রূপবতী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল। মাস অতিক্রান্ত হলে সে আর অন্তরের কান্না চেপে রাখতে পারল না।—

"ভমর[১] রে নিশা যায় বইয়া[২] ।—(দিশা)
কাজল বরণ ভমর রে
তর[৩] রূপার বরণ আঁখি ।
কোন বিধাতা গইড়্যাছে[৪] তরে
কইর‍্যা বনের পাখি ॥
শুন শুন আরে ভমর
আমার মাথা খাও ।

৬। কোড়া=চামড়ার চাবুক। ৭। দিশারা=অবস্থিতি
১। ভমর=ভ্রমর। ২। বইয়া=উত্তীর্ণ হইয়া। ৩। তর=তোর।
৪। গইড়্যাছে=গড়িয়াছে।

উদ্দেশ[৫] করিয়্যা দেখ
আমার বন্ধুরে নি পাও ॥
ভমর, নিশা যায় বইয়া ॥
এক পক্ষ চইল্যা গেলে
এইনা মরা চান্দ[৬] জীয়ে[৭] ।
কেন না আইল বন্ধু
কিসের লাগিয়া রে
আমার নিশা যায় বইয়া ॥
আর পক্ষ যায় রে বন্ধু
তোমার পথ পানে চাইয়া ।
অভাগীর কথা বন্ধু
গেলে কি ভুলিয়া রে
আমার নিশা যায় বইয়া ॥
পন্থের পানে চাইয়া থাকি
আমি বন্ধুর লাগিয়া ।
চউক্ষে ঝুরে মাকৃড়াসা জাল
দিনে আন্ধার লাগিয়া রে
আমার দিন যায় কান্দিয়া ।
ফুল তুইল্যা গাঁথলাম মালা
সেইনা মালা হইল বাসি ।
অভাগীরে ভুইল্যা বন্ধু*
তুমি হইলা বৈদেশীরে
আমার দিন যায় কান্দিয়া ॥

---

৫ । উদ্দেশ = অনুসন্ধান । ৬ । মরা চান্দ = কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ । ৭ । জীয়ে : বাঁচিয়া উঠে ।

পাঠান্তর :—* 'এমন যৈবনকালে—।"

রাইত যায় রে আশায় আশায়
বন্ধু দিনে আইবা বলি।
পন্থের পানে চাইয়া থাকতে
আমার চউক্ষে পড়ে বালি রে
বন্ধু দিন যায় বইয়া ॥
কোন বা দেশে রইলা বন্ধু
এই না আমারে ভুলিয়া। +
বনের পাখি বইল্যা যাও
বন্ধুর উদ্দেশ করিয়ারে +
ভমরা, নিশা যায় বইয়া ॥"
এইমতে কান্দে কন্যা সকরুণ মন।
হেন কালে আইল খবর অতি নিদারুণ ॥
"শুন শুন রূপবতী কই তোমার ঠাই।*
তোমার সোয়ামী ধইর‍্যা নিছে আর রক্ষা নাই।
দেওয়ান রাইখ্যাছে তারে হাজতখানা ঘরে। +
বুকে পাথর চাপাইয়া পিষ্ঠে কোড়া মারে ॥" +

শিরেতে পড়িল বাজ বুকে পড়ে হানা[৮]।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে রূপবতী কন্যা ॥
"আমি বন্ধুর কাছে যাইব গো
মাও আমায় ছাইড়্যা দে।—(ধুয়া)
শুন শুন ধর্মের মাও
আমায় ছাইড়্যা দে।—(চিতান)

৮। হানা=শেলের আঘাত।
পাঠান্তর :—* 'চুটিয়া চুটি গাইল মালাবতীর ঠাই।'-

কি শুনিলাম কানে মা গো
আমি কি শুনিলাম কানে।
আমার সোয়ামীরে দেওয়ান
বধিব পরাণে।+
মাও গো আমায় ছাইড়্যা দে
রাজার ঘরে জন্ম লইয়্যা
আমি হইলাম বনবাসী।
আর কারে বা দিব দোষ
আমার কপালেরে দুষি॥
নিশি রাইতে বন্ধুর হাতে
সোঁইপ্যা দিল মাও।
ভাইব্যা চিন্ত্যা আন্ধাইর রাইতে
পন্থে বাড়াইলাম পাও॥
পইড়্যা রইল দালান কোঠা
কতনা দাস দাসী।
বন্ধুরে লইয়্যা আমি
হইলাম বনবাসী॥
দৈবযোগে ধর্মবাপের
সঙ্গে হইল দেখা।
অভাগিনীর ভাগ্যে আবার
সুখের পাইলাম দেখা॥
মা ভুললাম বাপ ভুললাম
আমি ভুললাম বাড়ীঘর।
এই ছিল কপালের লেখা
আমার আপন হইল পর॥

অবুধ সোয়ামী আমার
কিছুই ত না জানে ।+
দুশমনের হস্তে পইড়্যা
কেমনে বাচিব পরাণে ॥+
মাও গো আমায় ছাইড়্যা দে ।”

* *—'

পর্‌বোধ[৯] না মানে কন্যা পুনাই বুঝায় ।
যতই বুঝায় কন্যা করে হায় হায় ॥
রূপবতী বলে 'মাও ধরি তোমার দুই পাও
আমারে লইয়া চল যাই ।
যেখানেতে আছে পতি হইবাম্ মরণের সাথী
জীবনে আমার কার্য নাই ॥
বিষ খাইয়্যা মরবাম গো আমি
যদি না দেখাও সোয়ামী
গলেতে তুলিয়া দিবাম কাতি[১০] ।”
ঝাইয়া কয় এ বড়ো বিষম হয়
বইল্যা কইয়্যা পোহাইল রাতি ॥

৯। পর্‌বোধ=প্রবোধ। ১০। কাতি=দড়ি, ছোটো কাটারি দা।

* *—'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে এই স্থানে আর যে সাতটি ছত্র আছে উহা 'কাঞ্চনমালা—ধোপার পাট' পালায় পাওয়া যাইবে। এখানে উহা তাৎপর্যে অসঙ্গত ।—সম্পাদক।

(১১)

এই অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত নূতন সংগ্রহ। সেজন্য (+) চিহ্ন দেওয়া হইল না।

পরভাতে উঠিয়া পুনাই কোন কাম করে।
কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়ারে ডাকে আপন গোচরে ॥
"শুন শুন পতি তুমি কিবা কাম কর।
জাল বাইয়া ভাত খাও সুখে নিদ্রা পাড় ॥
দেশ গেল ছাড়ে খাড়ে ধর্ম্ম হইল নাশ।
দারুণ দেওয়ান করে নারীর সর্বনাশ ॥
কুলের[১] ছেইল্যা[২] মাইর্যা ফেইল্যা মায়েরে টাইন্যা লয়।
সিথার সিন্দুর মুইছ্যা তারে কস্‌বি[৩] বানায় ॥
আমার কন্যার রূপ যইবনের লাগিয়া।
জামাইরে রাইখ্যাছে দেওয়ান হাজতে বান্ধিয়া ॥
আর ত না পরাণে সয় এত অত্যাচার।
মরদ হইলে করবা তুমি এহার পরতিকার[৪] ॥"

কাঙ্গালিয়া ডাইক্যা কয় "জাঙ্গালিয়া ভাই।
পরতিকার লাইগ্যা চল গেরামে গেরামে যাই ॥
কি হইব ভাই বাড়ী ঘরে কি হইব জমি জমা।
ঘরের নারীর মান বাচে না ধর্মে পড়ে হানা ॥
মাত্‌বরদের[৫] কাছে যাইয়াম্ কি কয় তারা শুনি।
দেশের লোকে কি কয় একবার ভালা কইর্যা জানি ॥
পরতিকার না হইলে রে ভাই না থাকবাম এই দেশে।
পাহাড় মুল্লুকে যাইবাম আমি কইছি অবশেষে ॥"

১। কুলের=কোলের। ২। ছেইল্যা=সন্তান। ৩। কসবি=বেশ্যা
৪। পরতিকার=প্রতিকার। ৫। মাত্‌বর=সমাজপতি।

কাঙ্গালিয়া' জাঙ্গালিয়া গেরামে গেরামে ঘুরে।
দেশের সকল লোক এক জোট করে ॥
নমো দাস হালুয়া দাস জালুয়া যত ছিল।
দেশের সকল পর্জা[৬] এক জোট হইল ॥
নমো দাস লড়াইয়ে জাতি ভালা লড়াই করে।
জলের উপরে জালুয়া তুলনা নাই তারে ॥
হালুয়া দাসের জাতি জোট বড়ো ভারী।
এক হালুয়ায় ডাক দিলে আইসে হাজার দুই চারি ॥
জালুয়া হালুয়া নমো এক হইয়্যা গেল।
লড়াই করিবার লাইগ্যা জাঙ্গীরপুর চলিল ॥

বাজে রণ ডঙ্কা।—(ধুয়া)
ঢাক বাজে ঢুল বাজে
আর নাই কোনো শঙ্কা ॥—(চিতান)
মায় বলে 'পুত তুমি খাইছ
আমার বুকের দুধ।
জাতির মান রাইখ্যা আইবা
রাখবা আমার মুখ ॥'
বুড়া বাপ উইঠ্যা কয়
'বুড়া হইছি আমি।
আমার মুখ উজ্জ্বল কইর‍্যা
ফিইর‍্যা আইবা তুমি ॥'
বইন বলে 'ভাই তুমি
লড়াই জানো ভালা।

৬। পরজা = প্রজা।

এইবারে ত দেইখ্যা লইবাম্
তোমার লাঠিয়ালা ॥’
ঘরের নারী আইস্যা কয়
‘সিন্দূর রাখলাম তুইলে।
কামরাঙ্গা সিন্দূর পর্‌বাম
তুমি ফিইর‍্যা আইলে ॥’

জলে চলে জালুয়া জুয়ান হাজার নাও বাইয়া।
মনপবনের নাও[৭] চলে পঙ্খীর আগে উইড়্যা ॥
ডাঙ্গায় চলে হালুয়া জুয়ান হস্তে ধনুক তীর।
জুতি[৮] ট্যাটা[৯] ঢাল সড়কি মস্ত মস্ত বীর ॥
নমো দাস ভারী জুয়ান লাঠ্যাল সর্দ্দার।
হস্তে লাঠি রামদাও[১০] মুখে মার মার ॥
ডাকভাইঙ্গ্যা[১১] চলে জুয়ান কইর‍্যা রে-রে রা-রা।
জাঙ্গীরপুর সওরে তইখন[১২] পইড়্যা গেল সাড়া ॥
পাইক-মিরদা[১৩] পলাইল রইল পাঠান দল।
কামান বন্দুক হাত্তি ঘোড়া দেওয়ানের সম্বল ॥
শেরপুর হইতে আইল ফৌজ আর ফৌজদার।
ঘোড়সওয়ার আইল কত সিপাই লস্কর ॥
সঙ্গে আইল কামান বন্দুক হাত্তি আর ঘোড়া।
জাঙ্গীরপুর ময়দানে আইস্যা রণে হইল খাড়া ॥

৭। মনপবনের নাও=বাইচের নৌকা। ৮। জুতি=বহু ফলা যুক্ত ক্ষেপনাস্ত্র। ৯। ট্যাটা=তিন বা পাঁচ ফলাযুক্ত ক্ষেপনাস্ত্র। ১০। রামদাও=বড়ো দা। ১১। ডাকভাইঙ্গ্যা=রণহুঙ্কার করিয়া। ১২। তইখন=তখন। ১৩। পাইক মিরদা=দেশী সিপাই ও তাহাদের নায়ক।

লড়াই হইল দারুণ জাঙ্গীরপুর ময়দানে।
কত যে মইর‍্যাছে মানুষ কে বল তা জানে ॥
কেমন লড়াই হইল সেথায় কেমনে আমি জানি।
লড়াই ফতে কইর‍্যাছিল এই কাইনী[১৪] শুনি ॥
ফোজদার সাব[১৫] পলাইল ছুটাইয়া ঘোড়া।
হাত্তি ঘোড়া পলাইল হয়্যা দিশা হারা ॥

ফুলেশ্বরী নদী আর জালিয়ার হাওড়ে[১৬]।
বিষম লড়াই হইল জলের উপরে।
দেওয়ানের কামানের নাও সব ডুইব্যা গেল।
পাঠান সিপাই সব ছুট্যা পলাইল ॥
দেওয়ান সাব পলাইয়া গেল দেশ ছাইড়ে।
জালুয়া হালুয়া নমো লড়াই ফতে করে ॥

(১২)

জলে ভালা মাছ রে ভাই গাছে ভালা পাখি।
বনে ভালা বনের পশু ঘুরে স্বাধীন থাকি ॥
মানুষ ভালা থাকে রে ভাই যদি স্বাধীন হয়।
বৈদেশী রাজত্বে পরজা[১] সোয়াস্তি না পায় ॥
দেয়ানসাব পলাইল ফোজদার হইল উড়া[২]।
দেশে না আইল ফির‍্যা পরজা বেয়াড়া[৩] ॥
পরজা যদি নাই সে মানে রাজার রাজত্বি না চলে
রাইজ্য ছাইড়্যা রাজা পলায় বনে আর জঙ্গলে ॥

১৪। কাইনী=কাহিনী। ১৫। সাব=সাহেব। ১৬। হাওড়=বড়ো বিল
১। পরজা—প্রজা। ২। উড়া=নিখোঁজ। ৩। বেয়াড়া=বিদ্রোহী।

দেশের পরধান যত একজোট হইয়া।
মদনকুমাররে রাজা কইল রামপুর গিয়া॥
দেশে আইল সুখ শান্তি বৈদেশীর নাই ভয়।
ধর্মকর্ম সকলের পরতিষ্টা[৪] হয়।

কাঙ্গালীয়া মইর‍্যাছিল যুদ্ধে কেনার হাওড়ে।
সেই থাইক্যা কেনার হাওড় জালিয়া নাম ধরে॥
কাঙ্গালীয়ার ছরাদ্ধ[৫] হইলে দিন দশ পরে।
পুনাইর মড়া ভাইস্যা ছিল নদীর আওরে[৬]॥
রাইতে ছিল ঝড় বিষ্টি দেখে নাইত কেউ।
আন্ধার রাইতে গইছ্যাছে[৭] তারে ফুলেশ্বরীর ঢেউ॥
চইল্যা গেছে পুনাই সেই সে কাঙ্গালীয়ার পাশে।
খবর শুইন্যা রূপবতী চউক্ষের জলে ভাসে॥

এইখানে হইল শেষ রূপবতী পালা।
দেশে আইর সুখ শান্তি যাইব রোগ জ্বালা॥
এই গাহান গাইলাম রে ভাই ভাগ্যিমানের বাড়ী।
এক জোড়া ধুতি চাই আর একখান শাড়ী॥
খাইবার লাইগ্যা পাইবাম রে ভাই বড়ো কাত্‌লা মাছ।
তার সঙ্গে পাইবাম ইলসা হালি[৮] চারপাঁচ॥
ইলসা মাছ ভাজা রে ভাই কাতল পেটার ঝোল।
কর্তার বাড়ী খাইবাম্ আমরা হরি হরি বোল॥

৪। পরতিষ্ঠা=প্রতিষ্ঠা। ৫। ছরাদ্ধ=শ্রাদ্ধ। ৬। আওড়ে=যে স্থানে নদীর স্রোত উজান বহিয়া ঘোরে। ৭। গইছ্যাছে=গ্রহণ করিয়াছে। ৮। হালি=চারটিতে এক হালি।

পীর-বাতাসী কন্যার পালা

কবি রজনী গোলাপ রচিত

পীর-বাতাসীর পালা

ভূমিকা

পীর-বাতাসী পালার ছত্র সংখ্যা ৬১৯। ইহার মধ্যে ৫০৫টি ছত্র মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পাদনায় নূতন ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। সেন মহাশয়ের সংগ্রহ ও গ্রন্থনার সঙ্গে বহু পাঠান্তর ও ছত্রের পূর্বাপর ঘটিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তরে সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইল। চতুর্থ অধ্যায়ে একটি গানের সঙ্গে এই সম্পাদনার বিশেষ অমিল হওয়ায় সেন মহাশয়ের সংগ্রহ ১২টি ছত্র পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

এই পালার ঘটনাস্থল ও কাল সম্পর্কে কবির রচনা হইতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। কংস নদীর তীরে বনভূমিতে ছিল সুমাই ওঝার বাস। সেখান হইতে তিন-চার দিনের পথ 'গাবর' পল্লীর নিকটে বড়ো নদীর তীরে বনভূমিতে বাসা বাঁধিয়াছিলেন বিনাথ ও বাতাসী. এই স্থানটি সম্ভবত আসাম ও বাংলার সীমান্তবর্তী মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। মুসলমান সমাজে সাধনোপদেষ্টা সাধু ব্যক্তিদের 'পীর' বলা হয়। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও 'পীর' বলার প্রথা সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস ও সাহিত্যে দেখা যায়। উহার পূর্বে বা পরে 'পীর' আখ্যার এই প্রকার ব্যবহার দেখা যায় না। সুমাই ওঝা তাঁহার অলৌকিক মন্ত্র ও ঔষধের গুণে জন সমাজে 'পীর' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

মাননীয় সেন মহাশয়ের সংগ্রহে দেখা যায়, বাতাসীর সঙ্গে বিনাথের প্রথম বিচ্ছেদের পর বাতাসীর বিবাহ হইয়াছিল। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এই পালাটি আমি বহুবার শুনিয়াছি, কোনো গায়কই বাতাসীর বিবাহের কথা বলেন নাই। সাধারণত দেখা যায় এই শ্রেণীর নায়িকা প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করা অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেন। সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় ভ্রষ্টা সুজন্তী ও বাতাসীকে একই শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন, এবং হিন্দু সমাজের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতার সমালোচনা করিয়া উভয় নায়িকার প্রেম-মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ভূমিকায় পালা সম্পর্কে অন্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য নাই। আমিও কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

বন্দনা

পীর বন্দুম্[১] বন্দুম্ মুঁই ছায়েব গাজী রে।
বল, হায় মুরলী হায় রে
পীর বন্দুম্ ছায়েব গাজী রে ॥—ধুয়া
পর্‌থমে বন্দনা করি গো আল্লা নিরঞ্জন।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
দ্বিতীয়ে বন্দনা কর্‌লাম গো মা বাপের চরণ ॥
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
তির্‌তীয়ে বন্দনা গো করলাম ওস্তাদ বড়ো পীর।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
চাইর কুণা পিরথিমী বইন্দ্যা মন করলাম থির ॥
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
সভাজনে বন্দুম রে ভাই হেন্দু মোছলমান।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
মক্কা মদিনা বন্দুলাম মুঁই কাশী গয়া থান[২] ॥
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
আর বন্দুলাম পার বন্দুলাম সমুদ্দুর সায়র[৩]।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
জিন্দা স্থানে বন্দি আইলাম ছায়েব আলীর কবর ॥

১। বন্দুম=বন্দনা করি। ২। থান=স্থান। ৩। সায়র=বড়ো নদী।

বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
হিমালী পর্‌বত[৪] বন্দি গাই বেবাকের বড়ো।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজীরে।
আসর বন্দিয়া মুঁই মন করলাম দড়[৫] ॥
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
আসন থুইকা জিন্দাগাজী মোরে দেউখাইন[৬] বর।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
তাল মান নাই সে জানি মনে বড়ো ডর ॥
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
আরবার বন্দিয়া গাই সবার চরণ।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
বন্দনা করিয়া ইতি[৭] করি পালা আরম্ভন ॥
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে
বল, হায় মুরলী হায় রে ॥

৪। হিমালী পরবত=হিমালয় পর্বত। ৫। দড=দৃঢ়। ৬। দেউখাইন্=প্রদান করুন। ৭। ইতি=সমাপ্ত।

* এই বন্দনা পালা রচয়িতা কবির রচনা নহে। কোনো গয়েনের খাতায় এ বন্দনা আমি পাই নাই। ইহা সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশ করিয়াছেন। বন্দনাটি ধর্মান্ধতা শূন্য হিন্দু মুসলমান মিলন দ্যোতক।

ইতি—সম্পাদক

পালা আরম্ভ

(১)

আন্ধের কাহিনী-কথা শুন মন দিয়া।
জন্নম লইল বিনাথ[১] জন্মদুঃখী হইয়া॥
একমাস দুইমাস কইরা তিন মাস যায়।
মায়ের কোলেতে বিনাথ শুইয়া নিদ্রা যায়॥
চাইর পাঁচ ছয়রে মাস এহিরূপে গেল।
সাত না মাসেতে বিনাথ বাপে হারাইল॥
শাইল[২] ক্ষেতের দাম[৩] ছাড়াতে বাপে খাইল সাপে।
অভাগিনী মাও কান্দে পড়িয়া বিপাকে॥
বেবান[৪] * সংসার মাঝে আর বন্ধু নাই।
কোলের কাঞ্চন ছাওয়ালে কেম্‌নে বাঁচাই॥
বাইরে রুজগারী নাই রে পেটে নাই রে অন্ন।
অঙ্গের বসনখানি সেহ হইল ছিন্ন॥
চিড়া[৫] তেনা দিয়া মায় বিনাথে ঢাকিল॥
মায়ের চৌক্ষের পানিত্[৬] দরিয়া ভাসিল॥
পাঁচ খণ্ড জমিন হায় রে খাজনার দায়ে।+
বাজে-আপ্তি হইয়া গেল কাইন্দ্যা মরে মায়ে॥+

১। বিনাথ=কাহিনীর নায়কের নাম। ২। শাইল=শালিধান বা বোরো ধান। ৩। দাম=জলজ উদ্ভিদ। ৪। বেবান=কূলকিনারা হীন। ৫। চিড়া=ছেঁড়া ছিন্ন। তেনা=কাপড়ের টুক্‌রা। ৬। পানিত্=পানিতে।

পাঠান্তর :—* বেমান—'। (শব্দটির অর্থ সেন মহাশয় করেন নাই)।

হায় রে, ভাইবা-চিন্ত্যা মাও সেই না কোন কাম করে +
গাও-গেরামে চান্দ মড়ল[৭] গেল তার ঘরে ॥
বড়ো ধনী চান্দ মড়ল ক্ষেমতা অপার।
ছাওয়াল কোলে লয়্যা মাও গেল বাড়ী তার ॥
বায়া কুটি রাইন্ধ্যা[৮] তার বিনাথে পালিল।
এহিমতে বিনাথ তবে ছয় বচ্ছরের হইল ॥
দুঃখের কপাল বিনাথ সুখ কোথায় পায়।
সাত না বচ্ছরের কালে হারাইল মায় ॥
মাটিত্ লুইট্যা কান্দে বিনাথ মায়ের লাগিয়া।
"এমন দরদী মাও গেল রে ছাড়িয়া ॥
গায়ে লাইগ্লে কুটা-বালি মাও ঝাইড়া লইত কোলে।
এমুন মাও অভাগারে ছাইড়া কুথায় গেলে ॥
চৌদিকে চাইয়া দেখি আপন কেউ ত নাই।
সংসারে কে সুহৃদ্ আছে কই গিয়া দাঁড়াই ॥"

(২)

চান্দের বাড়ীত্ বিনাথ করে গরুর রাখালী।
কিছু কিছু কইরা বিনাথ দুখুঃ যায় রে ভুলি ॥
কাইট্যা না মড়াল-বাঁশ বিনাথ বাঁশি বানাইল
দেখিতে শুনিতে তার কুড়ি বচ্ছর হইল ॥

৭। মড়ল=মাতব্বর। ৮। বায়া কুটি রাইন্ধ্যা=ঢেঁকীতে ধান ভানিয়া ও রন্ধন কার্য করিয়া। (সেন মহাশয় কোনো অর্থ না করিয়া '(?)' চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন।

পাঠান্তর:—+ হায় ভাবিয়া চিন্তিয়া মায় কোন কাম করে।

ওস্তাদ ধরিয়া বিনাথ বাঁশির গান শিখে।
চান্দের নারীরে[১] * বিনাথ মা বলিয়া ডাকে ॥
সুজন্তী তাদের কন্যা চান্দের সমান।
এহিমত সুন্দর কন্যা নাই তিরভুবন ॥
পুষ্প যেমন হেইলা পড়ে পবনার বায়[২]।
হাসিয়া খেলিয়া কন্যার বারো বচ্ছর যায় ॥
ঢলুম্ ঢলুম[৩] মুখ কন্যার চিরল[৪] দাঁতের হাসি।
এরে দেইখ্যা বাইজ্যা উঠে বিনাথের বাঁশি ॥

এমুন সময় হইল কিবা শুন বিবরণ।
চান্দ বেপারি বৈদেশে যাইব বাণিজ্য কারণ ॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা চান্দ বেপারি কোন কাম করিল।
একেলা বিনাথরে তবে সঙ্গেতে লইল ॥
বারো নাও তের পান্সি[৫] ধানে বুঝাইয়া[৬]।
দক্ষিণ ময়ালে[৭] ** যায় ডিঙ্গা ভাসাইয়া ॥

গাঙ্গের পাড়ে ✠ কেওয়ার ফুল রইয়া রইয়া[৮] ফুটে।
কত নারী ছান করে গাঙ্গের✠ ঘাটে ঘাটে ॥
কত নাইয়া নাও বাইয়া যায় রে দূরের পানে।
এমুন সুন্দর দেশ বিনাথ না দেইখ্যাছে নয়ানে ॥

১। নারীরে=স্ত্রীকে। ২। পবনার বায়=পবন বাতাসে। ৩। ঢলুম্ ঢলুম=ঢলঢলে। ৪। চিরল=চিকণ। ৫। পান্সি=ছই ঢাকা ছোটো নৌকা। ৬। বুঝাইয়া=বোঝাই করিয়া। ৭। ময়ালে=মহলে, দেশে। ৮। রইয়া রইয়া=এখানে-ওখানে, ধীরে ধীরে, থাকিয়া থাকিয়া।

পাঠান্তর :—* '—জননীরে—'। ** উত্তর ময়ালে—'।
✠'—গাঙ্গির—'।

দেইখ্যা শুইন্যা বিনাথ তবে বাঁশিতে মাইল টান[৯]।
ভাইট্যাল[১০] ছিল চিলা গাঙ্গ[১১]রে ধরিল উজান ॥
কাঙ্কের না ভরা কলসী রে নামায়্যা জমিনে।
ভিজা বসনে ঘাটের নারী বাঁশির গান শুনে ॥
কেবা যাও বাজায়্যা বাঁশি মোরে যাও রে কইয়া
এইখানে লাগাও রে ডিঙ্গা খানিক দাঁড়াইয়া ॥
বাঁশির গানে মন টাইনা লয় যেমুন উদম হাওয়া।+
কোন বা দেশে যাও রে তুমি কোন বা দেশের নাইয়া ॥+

পাইয়া নবীন পাল উত্তরাল বাতাসে।
ছুইট্যাছে চান্দের নাও বাণিজ্যির আশে ॥
ছয় মাসের পথ সাধু ছয় দিনে যায়।
চিলা যেমুন আশমানেতে উইড়্যা পলায় ॥
তের বাঁক পানি বাইয়া কংস নদী ধরে।
এইখানে গিয়া সাধু ডিঙ্গা কাছি করে[১২] ॥
আর সাত দিনের পথ বাইয়া নারই মুল্লুক।
সেইখানে পৌছিলে পাইব বাণিজ্যিতে সুখ ॥+
হেন কালে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
রাইতের নিশাকালে শুনে দেওয়ার[১৩] গর্জন ॥
মেঘে ত আশমান ছাইল তুফান[১৪] হইল ভারি।
যতেক পান্সির দেখ কাছি গেল রে ছিঁড়ি ॥

৯। মাইল টান=মারিল টান, গান ধরিল। ১০। ভাইট্যাল=ভ্যাটি। ১১। চিলা গাঙ=খর স্রোতা নদী, চিলা=চিল পাখি। ১২। কাছি করে=কাছি দিয়া ঘাটে ডিঙা বাঁধে। ১৩। দেওয়ার=মেঘের। ১৪। তুফান=দমকা ঝড়, বড়ো নদীর বড়ো ঢেউ।

পাঠান্তর :—*কেবা যাওরে বাঁশের বাঁশী মোরে যাওরে কৈয়া।
+ এইখানে পৌছিল নাও সাধু পাইবে সুখ।

সুতের[১৫] মুখেঁতে যেমুন জলুয়ের কুটা[১৬] ভাসে।
বিনাথরে ভাস্যায়্যা লইল কংস নদীর পাকে॥
রাইতের নিশি অইন্ধকার তাতে বিষম ঢেউ॥
কোন জনা কোথায় গেল না জানিল কেউ॥+
মাও নাই রে বাপ নাই রে কেবান্ খোঁজ করে।+
মরিলে কান্দিবার নাইরে বিনাথের সংসারে॥+

বিনাথের কথা ভালা এইখানে থইয়া[১৭]।
সুমাই উঝার কথা শুন মন দিয়া॥

(৩)

ভেউর[১] জঙ্গলা বন কংস নদীর পাড়ে।
সেইখানে সুমাই ওঝা বসতি যে করে॥
মানুষের গতাগম্ব সদাকালে[২] নাই।
আবশ্যক পড়িলে লোকে ওঝারে বিচ্‌ড়াই[৩]॥
নানা মন্তর জানে বেটা জ্ঞানে বিরস্পতি।
ওষুধ মন্তরের জোরে বনেতে বসতি॥
মন্তরপড়া পঞ্চকড়ি আছে তার থানে।*
জঙ্গলার যত সপ্প থইরা থইরা আনে॥
কেউটা গোখা[৪] বহ্মজাল[৫] নোয়ায় দেইখ্যা মাথা।
বনের বিরিক্ষ ওঝার দেখ মাথায় ধরে ছাতা॥

১৫। সুতের=স্রোতের। ১৬। জলুয়ের কুটা=বড়ো নদীর চরে উৎপন্ন জলুই ঘাসের শুক্‌না খণ্ড। ১৭। থইয়া=থুইয়া।

১। ভেউর=গভীর। ২। গতাগম্ব সদাকালে=গতাগতি সর্বদা। ৩। বিচ্‌ড়াই=খোঁজে। ৪। গোখা=গোখ্‌রা সাপ। ৫। বহ্মজাল=ব্রহ্ম জাল, শঙ্খচুড় সাপ (?)।

পাঠান্তর :—*'—খানে।'

খড়ম পায়ে হাঁটে ওঝা নদীর জল গাকে।
রাজা বাদ্‌শা নাগাল না পায় গুণিন্ ওঝাকে ॥+
কড়ি চালনা কইরা দেখ সপ্প ধইরা আনে।
ছয় মাসের মরা জীয়ায় ওষুধ-মন্তর গুণে ॥
শিশু কন্যা পাইছিল ওঝা মাও বাপ নাই।+
ঘরে আইনাছিল কন্যা মনে দুঃখ পাই ॥+
বাতাসী ওঝার কন্যা পাইল্যা কইরাছে বড়ো।
ওঝার সঙ্গেতে থাকে বনের ভিতর ॥
দেখিতে সুন্দর কন্যা বনের হরিণী।
সপ্পের মাথায় যেমন জ্বলে দিব্যমণি।
সিন্দুর মাখা ঠোট কন্যার কাজল মাখা আঁখি।
এহিমত সুন্দর কন্যা কভু নাই সে দেখি ॥

রাইতে হইল ঝড় জল পরভাতে ফরসা।+
গাঙ্গের ঘাটে গেল কন্যা জল আনিবার আশা ॥+
দৈবের নিবন্ধ কথা শুন সভাজন।
সুতেতে ভাসিয়া বিনাথ কইরাছে গমন ॥
আছে কি না আছে পরাণ বিধাতা যে জানে।
দেখিয়া দৈচ্ছত্[৬] কন্যা পাইল পরাণে ॥
চান্দ যেমুন ভাইস্যা যায় কংস নদীর পাকে।
কাহার কোলের যাদু হায় রে পইড়াছে বিপাকে ॥
ঝম্প দিয়া পড়্‌ল কন্যা নদীর সুত জলে।+
টাইনা আনিল বিনাথরে ঘাটের সেই না কূলে ॥+

৬। দৈচ্ছত্ = বেদনা।

পাঠান্তর :— + রাজা বাদসা নাগাল নাইসে পায়রে তাহাকে

ঘাটেতে আনিয়া কন্যা ঠাহর কইরা[৭] দেখে।+
কিছু কিছু সুয়াস আছে বুঝা যাইছে নাকে ॥+
সুন্দর কুমারের আছে জীবনের আশ ।*
ছুইট্টা গেল সুন্দর কন্যা সুমাই ওঝার পাশ।+
উবু[৮] হইয়া আউলা কেশ মাটিতে লুটায়।
ওঝার পিছনে কন্যা পাগলিনী প্রায় ॥
বাপের আগে কয়ত খবর ঘন পড়ে সুয়াস[৯]।
এখনও রইছে অভাগ্যার জীবনের আশ ॥+

তবেত সুমাই ওঝা কোন কাম করিল।
মরার মতন বিনাথরে টাইনা আনিল ॥+
দুইজনে ধরাধরি বিনাথরে লইয়া।
জঙ্গলার ঘরে গেল বড়ো দুখুঃ পাইয়া ॥
শেজেতে[১০] শুয়াইয়া ওঝা কোন কাম করিল।
ভেউর জঙ্গলার মধ্যে পরবেশ করিল ॥
কইয়া গেল "কন্যা, তুমি বইস লো শিয়রে।
যতক্ষণ ওষুধ লয়্যা নাই সে ফিরি ঘরে ॥"

শিয়রে না বইস্যা কন্যা এক দিষ্টে চায়।
আছে কি, না আছে পরাণ বুঝা নাই সে যায় ॥
কার কোলের পুত্তুর হায় রে কেবা পিতামাতা।
আইঞ্চল ধরিয়া কন্যা মুছে চৌক্ষের পাতা ॥

৭। ঠাহর কইরা=পরীক্ষা করিয়া। ৮। উবু=উপুর, নীচে ঝুলিয়া।
৯। সুয়াস=শ্বাস। ১০। শেজেতে=শয্যায়।
পাঠান্তর :— * সুন্দর কুমারের নাই সে জীবনের আশা ॥
+ '—ধরিল।

ডাকিতে ডুকুরে[১১] কন্যা নাম নাইসে জানে।
ক্ষেণে ক্ষেণে চায় কন্যা ওঝার পথের পানে ॥+
ঘর আন্ধাইর বাড়ী আন্ধাইর এমুন কইরা হায়।
এহারে বৈদেশে দিয়া* কেম্‌নে আছে মায় ॥
ঝর্ ঝর্ বাতাসীর দুই চক্ষু ঝরে।
পরের লাইগ্যা এমুন কন্যা কাইন্দ্যা কেন বা মরে ॥
পথের পানে চায় বাতাসী মন উচাটন[১২]।+
হেন কানে আইল ওঝা তার বির্দ্ধমান ॥
"শুন শুন বাতাসী কন্যা কই যে তোমারে।
ওষুধ বাটিয়া শীঘ্র খাওয়াইবা এহারে+ ॥"
ধুইয়া মুছিয়া বাতাসী শিল-পাটা লইল।
ওঝার দেওয়া ওষুধখানি নিপেশ[১৩] বাটিল ॥
মন্তর পইড়্যা সুমাই ওঝা ওষুধ খাওয়ায়।
কিছু কিছু আছে পরাণ যেন বুঝা যায়।
কিছু কিছু পড়ে শ্বয়াস আশার মতন।
তবে ওঝা স্মরণ করে ওস্তাদের চরণ ॥

নয়ান মেলিয়া বিনাথ চাইরদিকে চায়।
আপনার জন কেউ দেখা নাই সে পায় ॥
একৃতে একৃতে মনে পড়ে মাও বাপের কথা।
বনেতে আসিবার আগে বসত ছিল কোথা ॥
একৃতে একতে মনে পড়ে সুজন্তী কন্যায়।
সকল ভুলিল বিনাথ বাতাসীর দায় ॥

১১। ডুকুরে=উচ্চৈঃস্বরে। ১২। উচাটন=উৎকণ্ঠিত। ১৩। নিপেশ=নির্মল, ছিব্‌ড়া হীণ।

পাঠান্তর :— * এহারে ভাসাইয়া—'। + ঔষধ বাটিয়া শীঘ্র আনহ ত্বরিতে।

ডাগল-ডোগল[১৪] কাজল আঁখি পিরীত জলে ভরা ।+
মুখের পানে চাইয়া আছে যেমুন পর্‌ভাত তারা ॥+
বাতাসী কন্যার পানে চক্ষু মেইলা চায় ।
চিনিতে না পারে বিনাথ হইল বিষুম দায় ॥+
"কে তুমি সুন্দর কন্যা মোরে বাঁচাইলে ।+
কোন বা দেশে আইলাম আমি ডুইবা ঝড় জলে ॥[১১]+
লাজে রাঙ্গা রক্ত জবা কন্যা নোয়াইল মাথা ।
এমুন সরম কন্যার আগে ছিল কোথা ॥

(৪)

এক দুই কইরা দেখ যায় তিন মাস ।
তবেত হইল বিনাথের জীবনের আশ ॥
মাও নাই রে বাপ নাই রে নাই গর্ভসোদর ভাই ।+
দরদী বান্ধব নাই রে কোন বা দেশে যাই ॥
রাইন্ধ্যা বাইড়্যা বাতাসী বিনাথরে খাওয়ায় ।+
বিনাথ জিগাইলে কন্যা কথা নাই সে কয় ।+
"কোন বিধি সিরজিল পুষ্প তরে ।—ধুয়া
কেন বা জনম দিল তর বনানী পাতার ঘরে—
কোন বিধি সিরজিল পুষ্প তরে ॥
বনে থাক বনের ফুল রে
তোমার মুখে মিষ্টি হাসি ।
কোন বিধাতা করল লো কন্যা
আলো কন্যা, তোমায় বনবাসী ॥
বনে থাক সুন্দর কন্যা লো
আলো কন্যা, তুমি বনেলা হরিণী ।

১৪ । ডাগল ডোগল=বড়ো ও সুন্দর ।
পাঠান্তর :— + সেই দেশেতে মাও নাই গর্ভসোদর ভাই ।

একলা বনে ভরমণ[১] কর লো
হইয়া সুন্দর কামিনী
ভমরা না পাইছে লাগাল[২] লো
আলো কন্যা, ফুল মধু ভরা ভরা
একটি কথা শুন লো কন্যা
একটু সামনে থাইক্যা খাড়া ॥
কেবা তোমার পিতা মাতা
আলো কন্যা, তোমার কোথায় বাড়ী ঘর।
কেন বা দেখি বনে বাস
কন্যা, দেহ মোরে উত্তর ॥
দহিনালী[৩] বাতাসে উড়ায় লো কন্যা
আলো কন্যা, তোমার অঙ্গের বসন খানি।
এইখানে খাড়ায়্যা কন্যা
তোমার মুখের কথা শুনি ॥
কোন বিধি সিরজিল পুষ্প তরে।"—

১। ভরমণ…ভ্রমণ। ২। লাগাল=নাগাল। ৩। দহিনালী=দক্ষিণা।

* এই গান মাননীয় সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নিম্ন রূপে আছে :—

(দিশা) পুষ্প তোরে কোন বিধি সিরজিল।
বনানী পাতার ঘরে কেন বা জন্ম দিলরে…
পুষ্প তোরে… ॥
বনে থাক বনের ফুলরে মুখে মিষ্ট হাসি…
কোন বিধাতা করলো লো কন্যা তোরে বনবাসী রে
পুষ্প তোরে… ॥
বনে থাক সুন্দর কন্যা বনেলা হরিণী।
একেলা ভরমণা করলো সুন্দর কামিনীরে
পুষ্প তোরে… ॥
ভমরে না পাইছে লাগাম মধু ভরা ভরা।
একটি কথা শুন্ন কন্যা সামনে থাক্যা খাড়ালো
পুষ্প তোরে… ॥

"নাই রে আমার মাতা পিতা থাকি ভেউর বনে।
ছেউড়া শৈশব[৪] হইতে মোরে পালে অন্য জনে॥
পাইল্যা পাইল্যা পরে মোরে কইর্‌ল এত বড়ো।
সেইনা আমার বাপ মাও আমি আছি তার ঘর॥
তোমার কেবা পিতা মাতা কেবা তোমার ভাই।
কোন দেশ থাইক্যা আইলা তুমি খবর জিগাই॥" +

"তোমার মতন কন্যা, আমার আর ত কেউ নাই।
মরারে বাঁচাইলা তুমি আর কিবান্ কই॥ +
জনমি না দেখলাম আমি জন্মদাতা বাপে।
অবুঝ শৈশব কালে খাইল তারে সাপে॥
এমন করিয়া মাও গেল ত ফেলিয়া।
কাল বিধাতা দিল মোরে সাওরে[৫] ভাসায়্যা॥
সুতের শেওলা যেমুন আমি ভাইস্যা বেড়াই।
তোমার কারণে কন্যা পরাণ বাঁচাই॥"

কেবা তোমার মাতা পিতা কোথায় বাড়ীঘর।
কিবা দেখি বনবাসী দেহত উত্তর লো
পুষ্প তোরে……॥
বাতাসে উড়াইয়া নিছে অঙ্গের বসনখানি।
এইখানে খাড়াইয়া কন্যা মুখের কথা শুনি লো
পুষ্প তোরে……॥

৪। ছেউড়া শৈশব = অতি শিশুকাল। ৫। সাওরে = সাগরে

(৫)

নলি বাঁশ কাইট্যা বিনাথ বাঁশি বানাইয়া । +
বনে বনে বাজায় বাঁশি কন্যারে শুনায়্যা ॥ +
বাপ মরিল সপ্পের বিষে সদাই পড়ে মনে * ॥
মন্তর, শিখিব বিনাথ ওস্তাদের চরণে ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনাথ মন করল থির ।
সুমাইরে মানিয়া লইল গুরু মন্ত্রের পীর ॥

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন ।
কন্যার সঙ্গে হইল বিনাথের পরাণে মিলন ॥ ✝
তিল দণ্ড না দেখিলে বাহিরায় পরাণী ।
বনেলা কৈতরী যেন পাইল জোড়ণী[১] ॥
গাঙ্গের কূলে বাজে বাঁশি মনের কথা কয় । +
ভরা কলসী ঢাইলা কন্যা জল আনিতে যায় ॥ +
ভেউর বনে বাজে বাঁশি রাইতের নিশাকালে । +
ঘরের কেবার[২] খুইলা কন্যা আন্ধাইর পন্থে চলে ॥ +

নগর থাইক্যা[৩] বিজন ভালা আপন থাইক্যা পর ।
ঘর থাইক্যা বাহির ভালা আশায় করলে ভর ॥
পিরীতে মজিলে মনে না থাকে ডর ভয় । +
যমেরে না ডরায় পিরীত রজনী গোপাল কয় ॥ +

১। জোড়নী = জুড়ি। ২। কেবার = বাঁশে প্রস্তুত দরজা। ৩। থাইক্যা = অপেক্ষা।

পাঠান্তর :—* '—তাও পড়িল মনে ।

✝ '—দুই জনে হইল দেখ পরাণে মিলন ।

(৬)

তবে ত বিনাথ দেখ কোন কাম করে
পীরের নিকটে বিনাথ মন্তর শিক্ষা করে ॥
পরথমে শিখিল মন্তর নামে ফুলকড়ি।
জঙ্গলার যত সপ্প আনে তারে ধরি ॥
দ্বিতীয়ে শিখিল মন্তর ওস্তাদরে বাখানি।
থাবার চোডেতে[১] দেখ বিষ করে পানি ॥*
তিতীয়ে শিখিল মন্তর বরম্মজাল নামে।
চালুনি[২] ভরিয়া জল আনে যার গুণে ॥
চতুর্থে শিখিল মন্তর কাল বিষ নামে+।
কালসপ্প ডংশিলে মন্তর লাগে বড়ো কামে ॥+
পঞ্চমে শিখিল মন্তর উতর-পাতর।
বাসুকী নোয়ায় মাথা শুইনা** সে মন্তর ॥
ষষ্ঠেতে শিখিল মন্তর নাম তার খইয়া।
কালীদয়ের কালীনাগ যায় পলাইয়া ॥
সপ্তমে শিখিল যত ধূলাপড়া আছে।
কেওটা সপ্পের ফণায় বিনাথ দাঁড়াইয়া নাচে ॥
অষ্টমে শিখিল মন্তর বড়ো সে গাডুরী।
মরা বাঁচাইয়া নাম পাইল ধন্বন্তরী ॥#

১। থাবার চোডেতে=হাতের থাপ্পড়ের চোটে। ২। চালুনী=চালন, ছাঁকনি।

পাঠান্তর :— * (ইহার পর সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় একটি ছত্র আছে)—
'বাপেত দিয়াছেরে বিয়া থাকি পরের ঘরে।'
+ '— নালে নামে বিষ।
** '— ঝারি —' ॥
ধন্বন্তরী নাম হইল মরা বাঁচাইয়া।

জীয়ন মন্তর শিখে বিনাথ ওস্তাদের চরণে।
ছয় মাসের মরা জিয়ে যে মন্তরের গুণে।।

শিক্ষা ত দিয়া না সুমাই হিংসা হইল মনে।
শিষ্যি হইয়া বিনাথ নিজের গুরু জিনে।।
দেশে দেশে হইল খ্যাতি বিনাথের গুণ।
এরে দেইখ্যা সুমাই ওঝা হিংসাতে আগুন।।
বিনাথ রে বধিতে যুক্তি করিল গোপনে*।
এই কথা শুনিল বিনাথ বাতাসীর থানে[৩]।।
চউক্ষে দর দর ধারা কন্যা কাইন্দ্যা বুঝায়।
বিমনা হইল বিনাথ ঘটল বিষম দায়।।

তবে ত বিনাথ ওঝা কোন কাম করে।
গোপনে কহিল কথা বাতাসী কন্যারে।।
"শুন শুন পরাণের কন্যা আমার কথা ধর।
এই দেশ ছাইড়া আমি যাইবাম্ দেশান্তর।।
গুরু হইয়া বৈরী হইল এদেশে থাকন্ দায়।
নিজ মনে ভাবি কন্যা নিজের উপায়।।
পুষ্প যদি হইতা লো কন্যা ফুইট্যা থাক্‌তা ডালে।
না হইত না পাইতা কন্যা, এইমত জঞ্জালে।।
পঙ্খী যদি হইতা লো কন্যা পিঞ্জরা[৪] ভরিয়া।
সঙ্গে কইরা লয়্যা যাইতাম যতন করিয়া।।
নানান্ মন্তর জানে পীর ভয় লো মনে।
এ দেশ ছাইড়া যাইবাম্ রে আমি সেইনা কারণে।।"

৩। থানে=স্থানে, নিকটে। ৪। পিঞ্জরা=খাঁচা।
পাঠান্তর :— * '— করে মনে।

এইনা কথা শুইনা কন্যা মুছে চৌক্ষের পানি ।+
"কেমনে বিদায় করি রে বন্ধু, না ধরে পরাণি ॥*
বিরিক্ষ হয়্যা থাক রে বন্ধু, জঙ্গলার মাঝে ।
ছায়া হয়্যা থাকবাম্ রে বন্ধু, আমি তোমার কাছে ।
ভমরা হয়্যা রে বন্ধু, তুমি পাতাতে লুকাও ।
এই বনে থাইক্যা রে বন্ধু, ফুলের মধু খাও ॥
সারস হইয়া রে বন্ধু, তুমি থাক জলে স্থলে ।
তোমার আমার হইব দেখা রাইতের নিশা কালে ।
দারুণ গুণিন ওঝা আমি ভয় বাসি মনে ।+
যাইতে না মানা করি সেই সে কারণে ॥"+

(৭)

সন্ধ্যা গুঞ্জরিয়া গেল লীলুয়ারী বয়ারে[১] ।
ছোটু ছোটু নদীর ঢেউ তোলাপাড়া করে ।
গাঙ্গের ঘাটে যাইতে কন্যা মুছে চৌক্ষের পানি ।
কেম্নে বিদায় দিব বন্ধে[২] না ধরে পরাণী ॥
ঘাটে বান্ধা পান্সি নাও বিনাথ নায়ে পাও দিল[৩] ।+
আস্তে বেস্তে পান্সি নাও ঘাটের বান্ধন খুলিল ॥+
পানিতে মারিল বাড়ি[৪] পবন বৈঠা[৫] দিয়া ।
চলিল বিনাথের নৌকা এদেশ ছাড়িয়া ॥

১। লিলুয়ারী বয়ারে=মৃদুমন্দ পবনে। ২। বন্ধে=বন্ধুকে। ৩। পাও দিল=উঠিল। ৪। মারিল বাড়ি=আঘাত করিল। ৫। পবন বৈঠা=দ্রুত চালাইবার দাঁড়।

পাঠান্তর :—* কেমুনে বিদায় করি না ধরে পরাণী।
+ ঘাটে বান্ধা পানসী নাও বিনাথ বান্ধন খুলিল।
আস্তে ব্যস্তে বিনাথ দেখ নায়ে পাও দিল ॥

ডাক দিয়া বলে বিনাথ—"কন্যা ঘরে ফিইরা যাও।
আমারে ভুলিয়া যাইও কন্যা, আমার মাথা খাও॥
এই দেখা শেষ দেখা লো কন্যা,
আমি আইব না আর ফিরি।
তোমারে ভুলিলে কন্যা,
যেন জলে ডুইব্যা মরি।"
সন্ধ্যা গুঞ্জরিয়া গেছে আন্ধার হইল বন।
শূন্য ঘরে যাইতে কন্যার নাইসে চলে মন॥
আপন দেশে গেল বিনাথ আপন মন লইয়া।
ঘাটে খাড়ায়্যা রইল কন্যা অইন্ধকারে চাইয়া॥

(৮)**

নয়া গাঙ্গের পাড়ে রে দেখি
ফুইট্‌ল চম্পার ফুল।
কে তুমি সুন্দর কন্যা
শুখাও ভিজা চুল লো কন্যা—
ফুইট্যাছে চম্পার ফুল॥
নয়া গাঙ্গের পাড়ে বিরিক্ষ
বিরিক্ষে চিরল[১] চিরল পাতা।
কে তুমি সুন্দর কন্যা
তোমার মুখে নাই কেন কথা॥

১। চিরল=চিকণ, উজ্জ্বল।

** মাননীয় সেন মহাশয়ের সংগ্রহে দুই অধ্যায়ের গান একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার একটি এই অধ্যায়ে এবং অপরটি ১১শ' অধ্যায়ে দেওয়া হইল।

বাতাসে কাঁপিছে কন্যা
তোমার নতুন বসন খানি।
দূরের পানে চাইয়া লো কন্যা
কেনে তুই চৌক্ষে ঝরে পানি॥

"কোন দেশেরথন্[২] আইলারে নৌকা
আরে নৌকা, উজান বাঁইয়া যাও।
ভিন্‌দেশী বন্ধুরে কোথাও
লাগাল নাই কি পাও॥
আমি কান্দি কইও বন্ধে
এইনা নদীর কূলে বইয়া[৩]।
আমারে লইতে বন্ধু
আইব পানসি নাও সে বাইয়া॥"

রাইত দিন কান্দে কন্যা নাখায় দানা পানি।+
দিনে দিনে শুখায় কন্যার সোনার অঙ্গখানি॥+
"আমি আর ত পারি না রে বন্ধু আর ত পারি না।
যইবন হইল বিষের জ্বালা সইতে পারি না॥
উজান বাঁকে থাকরে বন্ধু
তোমার ভাইটাল বাঁকে থানা[৪]।
মুখের হাসি চৌক্ষের দেখা
বন্ধু, তরে কে করিল মানা
রে বন্ধু, কে করিল মানা॥
ভাটার কালে শুখ্‌না নদী
জোয়ার পাইলে ভাসে।*

২। দেশেরথন্=দেশ হইতে। ৩। বইয়া=বসিয়া। ৪। থানা=অবস্থিতি।
পাঠান্তর :—* ভাটিয়ালা শুকনা নদী জোয়ার পানে ভাসে।

নারীর যইবন ভাট্যাইলে
আর না ফিইরা আসে
রে বন্ধু, আর না ফিইরা আসে ॥
আমি যে অবুলা নারী
আমি কইতে নারি কথা।
তুমি কি বুঝ না বন্ধু
আমার মনের বেথা
রে বন্ধু, আমি কইতে নারি কথা ॥
সপ্প যেমুন হারায়্যা পাগল
নিজের মাথার মণি।
তোমার লাইগ্যা হইছি আইজ
আমি সে পাগলিনী
রে বন্ধু, তুমি মাথার মণি ॥
বাগিচা কইরা রে বন্ধু
রোপণ কইর‍্লাম লতা।
না ফুটিতে আশার কলি
আমার সগল হইল বৃথা
রে বন্ধু, শুকায়্যা যায় যে লতা ॥
আইল[৫] বান্ধিলাম পাইল[৫] বান্ধিলাম
সিঞ্চি নয়ান জলে পানি।
সিঞ্চিয়া না পাইলাম ফল
শুখায় সোনার বাগান খানি।
রে বন্ধু, শুখায় আমার প্রাণী ॥*

৫। আইল—পাইল=আইল অর্থে ক্ষেতের আইল, পাইল শব্দ 'হাত টাত' শব্দের টাত' এর মত নিরর্থক।

* ঢালিয়া না পাইলাম ফল শুকাইয়া মরে প্রাণী।

পুষ্প যেমুন তিলে দণ্ডে
দিনে দিনে ফুটে।
দিন মাটানে[৬] * বাসি হইয়া
যইবন যায় সে টুটে
রে বন্ধু, যইবন যায় টুটে ॥
বান্ধিলাম ছান্ধিলাম ঘর
আমি আশা নদীর পাড়ে।
আশাপন্থে চাইয়া চাইয়া
আমার দুই আঙ্খি ঝুরে
রে বন্ধু, আমার অন্ধ আঙ্খি ঝুরে ॥
আগে ত জানি না পিরীত,
তুইরে গরল জ্বালা
জাইনলে না করতাম তরে
আমি আপন গলার মালা
রে পিরীত, তুই সে গরল জ্বালা ॥
আগে ত জানিনা পিরীত
তুই সে তোষের[৭] আগুনি।
ঘুষিয়া ঘুষিয়া[৮] পুড়ে
এমুন অবলার পরা
রে পিরীত, তুই তোষের আগুনি ॥
আগে ত জানিনা পিরীত
তুমি এমুন করবা মোরে।

৬। দিন মাটানে=দিনের শেষে। ৭। তোষের=ধানের তুষের। ৮। ঘুষিয়া ঘুষিয়া=ধিকি ধিকি।

পাঠান্তর :—* দিন মাটানে—'।

জাইন্‌লে তরে ছাইড়া গিয়া
আমি দাণ্ডাইতাম দূরে
রে পিরীত, কি করিলা মোরে ॥
আগে ত জানিনা পিরীত
তুমি এমুন দিবা ফাঁকি।
জাইন্‌লে অন্ধ কইরা রাখতাম
আমার দুইডা আঁখি
রে পিরীত, আমারে দিলা ফাঁকি ॥*"
রজনী গোপাল কয়, কন্যা পিরীত নয় ত সাজা।+
পিরীতি অজপা মন্তর পিরীতরে কর পূজা ॥**
মিলন হইতে বিচ্ছেদ ভালা মহাজনে বলে।
গদ[৯] হইতে ভুখা[১০] ভালা জানতে পারবা কালে ॥
কাছে হইতে দূরে ভালা যদি থাকে পরাণের টান।
বিরহ মিলনঞ্চ দুই পিরীতের পরাণ ॥
বহুত পিয়াসে যেমুন পান করিলে পানি।
বিরহ বিচ্ছেদের পরে মিলে দুই পরাণী ॥
দুঃখ ভুঞ্জিলে কন্যা সুখ লাগিব মিঠা।
জাইন্যা শুইন্যা সেইনা বিধি পুষ্পে দিল কাঁটা ॥

৯। গদ=অতি ভোজনে অজীর্ণ। ১০। ভুখা=ক্ষুধার্ত।
পাঠান্তর :—* অন্ধ যে করিয়া রাখতাম না চাহিতাম আঁখি।
+ পিরীত কর গলার মালা পীরিতে কর পূজা।
** পিরীতি অজপা মন্তর পিরীত নহে সাজা।

(৯)

দেশে ত আসিয়া বিনাথ কোন যুক্তি করে।
একেবারে চইলা গেল চান্দ মড়লের ঘরে॥
দেশে ত জাহির হইল[১] বিনাথের জহুরা[২]।
কেউ চায় তাবিজ কবজ কেউ জল-পড়া॥
সপ্পের ভয় দূরে গেল জানে সর্বজনে।
জীয়াইল সাপে কাটা জীয়ন মন্তর গুণে॥
চান্দের না এক পুত্র কুশাই নাম ধরে।
সেহ পুত্র বাঁইচ্যা গেল সাঁপের কামড়ে॥

তবে ত চান্দ মড়ল কোন কাম করিল।
সুজন্তী কন্যার সঙ্গে বিভা তার দিল॥
বচ্ছর গোয়াইল বিনাথ চান্দ মড়লের ঘরে।
অতঃপর কিবান্ হইল জানাই সভার গোচরে॥

বিনাথ সুজন্তী হায় রে না হইল মিলন।
বিনাথরে ভাবিল কন্যা আপন দুশ্‌মন॥
লুকায়্যা পিরীত করে পাড়ার নাগরে।
এই কথা জানিল বিনাথ সগল সুবিস্তারে॥+
রইয়া রইয়া পড়ে মনে বাতাসী কন্যার কথা।
বাতাসে আসিয়া কয় কন্যার মনের বেথা॥
স্বপন ত দেখায় কন্যা নদীর কুলে খাড়া।
ছিন্ন ভিন্ন মলিন বেশ চৌক্ষে বহে ধারা॥

১। জাহির হইল=প্রচার হইল। ২। জহুরা=অলৌকিক ক্ষমতা।
পাঠান্তর :—+ এই কথা বিনাথ যে জানিল সুস্তরে॥

(১০)

এখানে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
খুঁইজ্জা পাইত্যা সুমাই ওঝা দিল দরশন ॥*
বিনাথের গুরু বইলা পরিচয় দিল।+
বড়ো ওস্তাদ বইলা সুমাই সন্মান পাইল ॥+
নানান্ মন্তর জানে বেটা বড়ো কুজ্ঞেয়ানী।
শিষ্যি-সেবক কত হইল মন্তরে ডাকুরাণী[১] ॥
ছল কইরা সুমাই ওঝা কোন কাম করিল।
বিনাথের মন্তর-গুণ হরণ করিল ॥+
কিমতে হরিল মন্তর শুন দিয়া মন।
লুকাইয়া লইল সুমাই সুজন্তীর শরণ ॥
যুক্তি করিল যতেক‡ বিনাথ না জানে।
মিষ্ট বুলি সুজন্তী কহিল সোয়ামীর স্থানে ॥
"জীয়ন মন্তর জানো তুমি মোরে শিক্ষা দেও
আমি ত তোমার শিষ্যি নহে অন্য কেও ॥"
বিনাথ ভাঙ্গিয়া[২] বলে "তুমি নারী জাতি।
ওস্তাদের হুকুম নাই নারীরে শিখাইতে ॥"
সুজন্তী যতেক বলে বিনাথ নাই সে মানে।
ঠেকিল বিনাথ শেষে সুজন্তীর স্থানে ॥
দুষ্টু সুজন্তী তবে কান্দন জুড়িল।+
সুবুদ্ধি আছিল বিনাথ কুবুদ্ধি হইল ॥+

১। ডাকুরাণী—ডাকিনীর মত ক্ষমতা বিশিষ্ট। ২। ভাঙ্গিয়া=বুঝাইয়া।

পাঠান্তর :—* দেশে আস্যা সুমাই ওঝা দিল দরশন।
+ জিয়ন মন্ত্র ছিল তার হরণ করিল।
‡ করিল যতেক তত—'।

জীয়ন মন্তর কইল তারে আঢ়াই অক্ষর।
নিজ মন্তর পণ্ড হইল ওস্তাদের বর॥
মন্তর না পাইয়া সুজন্তী হরিষ অন্তর।+
সগল কহিল গিয়া সুমাইর গোচর॥+
তবে ত হইল বিনাথ দেশে হতচ্ছাড়া।
যত গুণ গেরাম ছিল সগল হইয়া হারা॥
নিজ কার্য সাইরা সুমাই গেল নিজ বাড়ী।
দেশের লোক হইল যত বিনাথের বৈরী॥
বিষ ছাড়া সপ্প যেমুন সগল হারাইয়া।
আবার চলিল বিনাথ দেশছাড়া হইয়া॥

(১১)

জল ভর সুন্দর কন্যা, তোমার চৌক্ষে কেনে পানি।+
কোন জনা জ্বালায়্যা গেল তোমার মনের আগুনি॥+
জল ভর সুন্দর কন্যা, তোমার কলসী ভাইস্যা যায়।+
কোন জনা হইরাছে মন ঠেক্‌লা বিষম দায়॥+
জল ভর সুন্দর কন্যা, তোমার কাঙ্কে ত কলসী।*
কার পিরীতে মইজা হইলা তুমি এমুন উদাসী॥
জল ভর সুন্দর কন্যা, জলে না দেও পাও।+
দূর আকাশে চাইয়া দেখ রঙ্গীলা পালের নাও॥+
জল ভর সুন্দর কন্যা, তোমার জলের নাইত ঠেকা[১] +
সইন্ধ্যা কালে জলের ঘাটে কেনে আইস একা॥+

১। ঠেকা=প্রয়োজন।
পাঠান্তর :—* একেলা সুন্দর লো কন্যা কাঁখেতে কলসী।

"জলের দায়ে নয় রে ঘাটে আমি হইয়াছি উদাসী।
কাইল নিশীথে শুইনাছি কানে আমি পুরাণা বন্ধুর বাঁশি॥
ঘরে নাই সে থাকে মন বাহির হইতে চায়।
বনেলা পঙ্খিনী যেমুন পিঞ্জরা ভাইঙ্গ্যা যায়॥
কাটিয়া চাঁচর কেশ আমি পাথারে ভাসাই।
কাজলী মাখিয়া চৌক্ষে আমার কোনো কার্য নাই॥
আমার মরণ নাই
রে বন্ধু, আমার মরণ নাই।—(ধুয়া)।
মন যে বলে পঙ্খী হইয়া উইড়া পলাই
রে বন্ধু, আমার মরণ নাই॥
আমার পিরীত নদীর পাড়ে বাস
পিরীতি বিরিক্ষের তল।
পিরীত গাছের ফল খায়্যা রে
আমি গায় কইরাছি বল
রে বন্ধু, আমার মরণ নাই॥
জলেতে ডুবিলে বন্ধু
দরিয়া শুখনা হয়।
আগুনে ঝাঁপ দিলে হায় রে
আগুন নিব্যা যায়
রে বন্ধু, আমার মরণ নাই॥
বিরিক্ষ ডালে বুড়ালতায়[২]
গলায় টান্‌লাম ফাঁসি।
ফাঁসি হইল গলার মালা
হায় রে আমি কর্মদোষী
রে বন্ধু, আমার মরণ নাই॥

২। বুড়ালতা=বহুদিনের লতা, শক্ত লতা।

দড়ি লইলাম কলসী লইলাম
আন্ধাইর রাইতের নিশি।
নদীর পাড়ে গিয়া শুনলাম
তোমার পুরাণা বাঁশি।
রে বন্ধু, তোমার বাঁশি করে মানা॥
কলসী কহে কানে কানে
'কন্যা, না ডুবিও জলে।
পরাণ থাক্‌লে হইব দেখা
ঐ না নদীর কূলে,'
রে বন্ধু, কলসী করে মানা॥
দড়ি কয় 'পাগলী কন্যা,
তুমি না ঝুলাইবা ফাঁসি*।
এক বিয়ানে[৩] শুনতে পাইবা
তোমার বন্ধের বাঁশি
লো কন্যা, আশায় কাট নিশি'॥
কাটারি[৪] কয় 'কন্যা লো তুমি
আমার কথা ধর।
আমারে মারিয়া+ গলায়
কোন বা দোষে মর'
লো কন্যা, তুমি কোন বা দোষে দোষী'॥
কাল গরল কয় লো কন্যা,
তুমি না হইও ভুঁখা[৫]।

৩। এক বিয়ানে=কোনো একদিন প্রভাতে। । কাটারি=ধারালো ছোটো দা। ৫। ভুঁখা=অতি ব্যস্ত, ক্ষুধার্ত।

পাঠান্তর :—* '—আমি হই যে ফাঁসি।
+ '—বাঁধিয়া—'।

পরাণ থাকিলে দেহে
একদিন হইব দেখা
লো কন্যা, আশায় আশায় থাক ॥
বনের পঙ্খী ডাইক্যা কয়
'কন্যা থাক আশার আশে।
আইজ গেল মন্দে মন্দে
কাইল বা সুদিন আসে
লো কন্যা, থাক আশার আশে' ॥
পোষা পঙ্খী কয় 'লো কন্যা,
রাখ নিজ পরাণ।
কাইল নিশিতে শুইনাছি আমি
তোমার বন্ধের বাঁশির গান
লো কন্যা, রাখ নিজ পরাণ ॥
যদি আইসে তোমার বন্ধু
কন্যা, তোমার লাগিয়া
এই ময়ালে[৬] না পায় যদি
কেম্‌নে ধরব হিয়া
লো কন্যা, বন্ধু মরব তোমার লাগিয়া'
রে বন্ধু, আমার মরণ নাই ॥

(১২)

বারো নদী তের হাওড়[১] বিনাথ গেল পার হইয়া।+
কোন বা দেশে যাইব বিনাথ না পায় ভাবিয়া ॥

৬। ময়ালে = মহলে, অঞ্চলে।
১। হাওড় = জল-জঙ্গলে ভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

দুঃখীর কপালের দুঃখ লিখ্যাছে বিধাতা।
রইয়া রইয়া মনে পড়ে বনের কন্যার কথা॥
নদী হাওড় পার হইয়া বিনাথ কোন কাম করিল।+
বাতাসী কন্যার উর্দিশে[২] পন্থে মেলা দিল॥+
সাত রাইত সাত দিন পন্থে কাইট্টা যায়।+
কংস নদীর পাড়ে বিনাথ সেইনা বন পায়॥+
দিনের শেষে ঘাটে বইসে বিনাথ বাঁশি বাজাইল।+
জলের কলসী কাঙ্কে লয়্যা রে বাতাসী আইল॥+
দুইজনা দেখাদেখি মেলামিলি হয়।+
কান্দিয়া বাতাসী কন্যা মনের কথা কয়॥+

"তোমার বাঁশি শুইনা রে বন্ধু আইলাম জলের ঘাটে।
কে জানি কোথায় থাইক্যা তোমারে বা দেখে॥
দারুণ কুগিয়ানী ওঝা নানান্ মন্তর জানে॥+
তোমারে দেখিলে দুশ্মন বধিব পরাণে॥+
আমারে ত দিব রে বিয়া দেইখ্যা বড়ো ঘরে।*
তোমারে ছাড়িয়া কেম্নে যাইব পরের ঘরে॥
খাট পালঙ্কে আমার কোনো কাজ ত নাই।
তোমারে পাইলে বিরিক্ষ তলে থাক্বাম্ আইঞ্চল বিছাই॥
আমি ত অবলা নারী কইতে না পারি কথা।
তুমি বিনা এই অভাগীর জীবন যইবন বৃথা,
রে বন্ধু, আমার সব হইল বৃথা॥"

২। উর্দিশে=উদ্দেশে।

পাঠান্তর:—* বাপে ত দিয়াছে বিয়া দেইখ্যা বড়ো ঘরে

"শুন শুন সুন্দর কন্যা, আমার দুঃখের কাইনী[৩] ।+
একদিন না ভুইল্‌তে পারলাম লো তোমার মুখ খানি ॥+
দেশে ত গেলাম লো কন্যা, পরাণ বাঁচনের আশে ।+
দারুণ সুমাই ওঝা গেল সেই না দেশে ॥+
আমার যত মন্তরগুণ ওঝা হরণ করিল ।+
দেশের যত লোক সব মোর বৈরী হইল ॥+
ভাইবা চিন্ত্যা দেখলাম কন্যা দেশে নাই মোর ঠাঁই ।+
তুমি বিনা এই অভাগ্যার অন্য গতি নাই ॥"+

এইনা কথা শুইনা কন্যা ভাবিত হইল ।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা সুন্দর কন্যা কইতে লাগিল ॥+
"জন্মিয়া না দেইখ্যাছি আমি বাপ মায়ের মুখ ।+
ছোটু কালে পাইল্যাছে ওঝা পাইয়া কত দুখ ॥+
লাইল্যাপাইলা বড় কইরা দুশ্‌মন হইল শেষে ।+
এই দেশে না থাকবাম্‌ রে বন্ধু যাইবাম্‌ ভিন্‌ দেশে ॥+
বনের পঙ্খিনীরে বন্ধু পিঞ্জরায় ভরিয়া ।
আমারে রাইখ্যাছে বন্ধু শিকলে বান্ধিয়া ॥
ঘরে নাই সে থাকে মন তোমার লাগিয়া ।
আমি ধুমার ছলনে কান্দি চৌক্ষে আইঞ্চল দিয়া ॥
খাট-পালঙ্ক ছাইড়া আমার জমিনে বিছান[৪] ।
জিগাইলে কই কথা আমার পুইড়া গেছে প্রাণ ॥
আমার যে দুঃখের কথা কি জানিব পরে ।+
যত বিষ খাই আমি জানে সে অন্তরে ॥
অন্তরের লোহার কবাট সেও খাইল ঘুণে ।
নিশিদিন তোমার মুখ দেখি যে স্বপনে ॥

৩। কাইনী=কাহিনী। ৪। বিছান=বিছানা।

আর না থাকিতে পারি ঘরে চইলা যাই।
দুশ্‌মনে দেখিলে লজ্জা রাখবার স্থান নাই ॥
তোমারে ছাইড়া রে বন্ধু যাই এইক্ষণ ঘরে।
চরণ অবশ গতি মনে নাই সে ধরে ॥
ভমরা হইয়া রে বন্ধু লুকাও বনফুলে।
আইজ নিশিতে হইব দেখা এই না নদীর কূলে ॥"

(১৩)

নিশি রাইতে বাজল বনে মন-পাগেলা বাঁশি।
শিরে হাত দিয়া কন্যা ভাবে অইন্ধকারে বসি ॥
পচ্চিম দুয়ার কন্যা ত্বরিতে খুলিল।
আস্তেবেস্তে সুন্দর কন্যা পৈটায়[১] পাও দিল ॥
হস্তের জলের ঝারি ভুঁইয়ে নামাইয়া।
গলার রতন হার দূরে ফালাইয়া ॥
গায়ের যত অলঙ্কার একে একে খুলে।
উঠান হইয়া পার আস্তে ব্যস্তে চলে ॥
অইন্ধকারে হস্তের তালা[২] দেখা নাহি যায়।
একেলা ঘরের কন্যা ঘর ছাইড়্যা যায় ॥*
একবার না ভাবিল কন্যা চলে একেশ্বর।
আইজ ঘর হইল বাহির কন্যার আপন হইল পর ॥
কলঙ্ক কাজল হইল কুলের নাই সে ভয়।
বাইন্ধ্যা না রাখিতে পারে পিরীতি যারে লয় ॥

১। পৈটা=ঘরের বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ি। ২। তালা=তালু।
পাঠান্তর :—* একেলা ঘরের নারী সেইনা পন্থে যায়।

গম্ভীরা রাইতের নিশি নাই পোখ্-পাখালির রাও[৩]।
কুল ছাইড়্যা কুলের কন্যা অকূলে দিল পাও ॥
দুই জনা পরামিশ[৪] আর না থাকিব দেশে।+
এমুন দেশে যাইব তারা কেউ না পায় উর্‌দিশে[৫] ॥+
গইন্[৬] জঙ্গলার মধ্যে পরবেশ করিল।
তিন দিনের পন্থ তারা একদিনে গেল ॥
মানুষের নাই গতাগম্য জঙ্গলা যে বড়।
সেইখানে গিয়া বিনাথ বান্ধিলেক ঘর ॥
লতায় বান্ধিয়া ঘর পাতায় দিল ছানি[৭]।
সেই ঘরে বসত করে তারা দুইটি প্রাণী ॥
কাছে আছে মিঠা জল বিরিক্ষে নানান্ ফল।+
বড়ো বড়ো বিরিক্ষ আছে ছায়ায় শীতল ॥+
বন ছাইড়া পওরের[৮] পথ আছে গাবরের[৯] গেরাম।+
হাট বাজার বন্দর আছে হয় নানান্ কাম ॥+
নানান্ জিনিস বানায় কন্যা লতা পাতা দিয়া।+
সেইনা দব্ব[১০] বেচে বিনাথ গাবরের হাটে নিয়া ॥+
কইতরা কইতরী যেমুন মুখে মুখ দিয়া।
বড়ো সুখ পাইল কন্যা কাননে আসিয়া ॥
মস্তক না রইল যদি কি করিব চুলে।
বন্ধু যদি না মিলিল কি করিব কুলে ॥
মনের মতন বন্ধু পায়্যা কন্যা সে বাতাসী।+
জঙ্গলায় পাতার ঘরে থাইক্যা বড়ো খুশী ॥+

৩। রাও=শব্দ, ডাক, কথা। ৪। পরামিশ=পরামর্শ। ৫। উরদিশে=খোঁজ করিয়া। ৬। গইন=গহীন। ৭। ছানি=ছাউনি। ৮। পওয়ের=এক প্রহরের। ৯। গাবরের=পার্বত্য জাতিদের। ১০। দব্ব=দ্রব্য।

(১৪)

পরভাতে সুমাই ওঝা কি কাম করিল। +
বাতাসী কন্যারে ওঝা খুঁইজ্যা না পাইল ॥ +
ঘাঠ খুঁজে জঙ্গলা রে খুঁজে কুথাও না পায়। +
হিক্ পাড়িয়া[১] ডাকে ওঝা করে হায় হায় ॥ +
তিন দিন গেল ওঝার খাওন দাওন নাই। +
চাইর দিন গেল ওঝার কন্যারে বিচ্‌ড়াই[২] ॥ +
দেশ ছাইড়া গেল রে ওঝা বাতাসীর সন্ধানে। +
কত লোকরে জিগায় ওঝা কেউ নাই ত জানে ॥ +
এক না বচ্ছর পরে ওঝা আইল গাবরের দেশে। +
বিনাথরে দেখিল হাটে পসরা[৩] লয়্যা বইসে ॥ +
দেইখ্যা ত সুমাই ওঝা গোস্বায়[৪] আগুনি।
দুষ্কর্ম কইরাছে বিনাথ মনে অনুমানি ॥
পদ্মনাল সপ্প সুমাই ডাইক্যা আনিল।
মন্তর পড়িয়া সপ্প চালনা করিল ॥
"মা মনসার নাগ তুমি শীঘ্র কইরা যাও।
যথায় পাইবা দুশ্‌মনরে শীঘ্র কইরা খাও ॥"
বিষ তেজে পদ্মনাল চলিল ধাইয়া।
বেউর জঙ্গলার মধ্যে পরবেশ করিল গিয়া ॥
সুখে নিদ্রা যায় বিনাথ নারী বুকে লইয়া।
সুখনিদ্রা ভাঙ্গিল হায় রে চরণে ডংশিয়া ॥

"উঠ উঠ উঠ লো কন্যা, তুমি কত নিদ্রা যাও।
জীয়ন মন্তর হারাইছি আমি আইজ সপ্পে খাইল পাও ॥

১। হিক্ পাড়িয়া = চিৎকার করিয়া। ২। বিচ্‌ড়াই = খুঁজিয়া পসরা = বিক্রয়ের দ্রব্যাদি, দোকান। ৪। গোস্বায় = ক্রোধে।

কাল নাগে খাইল মোরে বিষে ছাইল অঙ্গ ।
সংসারের সুখের খেলা আইজ হইল ভঙ্গ ॥”

জাগিয়া উঠিল কন্যা দিশা নাই ত পায় । +
কি হইল কি হইল করি করে হায় হায় ॥ +
মাথার না কেশ ছিঁইড়্যা পায় বান্ধিল ডোর ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা শোকেতে বিউর[৫] ॥
উর্দ্ধনালে সর্প বিষ উজাইয়া চলে ।
মস্তকে উঠিল বিষ সেই উর্দ্ধনালে ॥
বিষে কালি হইল রে অঙ্গ ঘন বহে শ্বাস ।
ততক্ষণে ছাড়িল বিনাথ জীবনের আশ ॥
ঢলিয়া পড়িল বিনাথ বাতাসীর কোলে ।
চৌক্ষু দুইটি বুইজ্যা আইল কথা নাইত বলে ॥ +

মাথা থাপাইয়া কন্যা কান্দে পাগলিনী ।
“আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কোথা যাও তুমি ॥
চান্দের সমান বন্ধু, তোমার মুখের হাসি ।
আর না দেখিব হায় রে পোহাইয়া নিশি ॥
ভেউর জঙ্গলা হায় রে নাই সঙ্গী সাথী ।
একেলা রাখিয়া বিধি নিলা পরাণের পতি ॥
শুন রে দারুণ বিধি আমার মাথা খাও ।
অভাগীর পরমাই[৬] দিয়া বন্ধেরে বাঁচাও ॥
মনুষ্য যে দিব গালি আইলাম বনে ।
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু চলিলা আপনে ॥

৫। বিউর=বিধুর। ৬। পরমাই=পরমায়ু

আমার কারণে বন্ধু বনে বান্ধিলা বাসা।+
আইজ কেনে ছাড়িয়া যাইবা করিয়া নৈরাশা॥+
উঠ উঠ পরাণের বন্ধু অভাগীর পানে চাও।+
তোমার ঐনা চাঁন্দমুখে হাইস্যা কথা কও॥"+

হেন কালে সুমাই ওঝা জঙ্গলায় আসিল।
ওঝারে দেখিয়া কন্যা কান্দিয়া পড়িল॥
কন্যার কান্দন দেখি পাষাণ গলিল॥
মন্তর পড়িয়া সুমাই দিল জল ঝাড়া।
নাকেত শুয়াস নাই পরাণে নাই সাড়া॥
জীয়ন মন্তরে ঝাড়ে ওঝা না হইল পত্যয়[৭]।
মহাজ্ঞান মন্তর ওঝার আইজ হইল ব্যত্যয়[৮]॥
কোর্‌ধেতে পড়িয়া ওঝা সপ্প চালান দিল।*
সেইনা দোষে জ্ঞান মন্তর তাহারে ছাড়িল।†
কন্যার কান্দনে হায় রে কঠিন পাষাণ গলে।
বনে কান্দে বনের পশু পঙ্খী কান্দে ডালে॥

(১৫)

মহাস্থুতে[১] চলে ধারা সন্তরিয়া[২] নদী।
থল নাই রে কূল নাই রে চলে নিরবধি॥
অভাগী বাতাসী কন্যা কোন কাম করে।
বন্ধুরে লইয়া কোলে গেল সেইনা নদীর পাড়ে।

৭। পত্যয়=প্রত্যয়, ফল। ৮। ব্যত্যয়=ব্যর্থ।
১। মহাস্থুতে=মহাস্রোতে। ২। সন্তরিয়া=সাঁতার, অথই
পাঠান্তর:—* লোভেতে পড়িয়া ওঝা লইল টঙ্কা কড়ি।
† জিয়ন মন্তরের গুণ ওঝার গেল ছাড়ি॥

সাক্ষী রইল সুমাই ওঝা আর বনের তরুলতা।
কি দোষ পাইয়া বিধি কন্যারে দিল এমুন বেথা ॥
চান্দ সুরুজ সাক্ষী কইরা কন্যা কোন কাম করিল
বন্ধেরে ভাসায়্যা সুতে আপনে ভাসাইল ॥
সাওরিয়া[৩] পাগলা নদী ঢেউয়ে ভাঙ্গে পাড়।
থল নাই রে কূল নাই রে অকূল পাথার ॥
কুল কলঙ্কিনী কন্যা সকলেতে দোষে।
কুল ছাইড়া কুলের কন্যা আইজ অকূলেতে ভাসে
আশমানেতে কালা মেঘ দেওয়া ডাকে রইয়া। +
কইবা গেল বাতাসী কন্যা বন্ধুরে লইয়া ॥ +

পালা সমাপ্ত

কবির নিজ পরিচয়ঃ

পিরীতি অজপা মন্তর পিরীত কর সার।
পিরীতি নৌকায় হবে ভব নদী পার ॥
মানুষ পিরীত কইরা দেবতারে বান্ধি।
রজনী গোপালে কয় ঐ পিরীতের সন্ধি ॥
ভাটীলা ময়ালে ঘর জগন্নাথের পুত্র।
মাও হইল সোনামণি মধুকুল্য গোত্র ॥
পরিচয় দিয়া আমি পালা করি ইতি।
সভার চরণে জানাই পন্নাম মিন্নতি ॥

৩। সাওরিয়া = সাগরের মত।

সদাগর কন্যা বগুলা

(বগুলার বারোমাসী)

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে এই পালাটির ছত্র সংখ্যা ৪২৫ ; এই সঙ্কলনে ছত্র সংখ্যা ৬২৭ ; অতিরিক্ত ছত্র ২০২। সেন মহাশয় প্রকাশিত সবগুলি ছত্রই এই সঙ্কলনে আছে, ৪৮টি ছত্রে তাৎপর্যে পার্থক্য থাকায় সেনমহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য এই সম্পাদনায় সেনমহাশয় সম্পাদিত ছত্রের অনেক স্থলে অগ্রপশ্চাৎ হইয়া গিয়াছে, এজন্য দুইটি সম্পাদনা মিলাইতে হইলে সতর্ক হইতে হইবে।

এই পালার রচয়িতা কবির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই, ঘটনাটি যে, কোথায় কোন কালে ঘটিয়াছিল তাহাও বলিবার উপায় নাই। তবে ঘটনা পড়িয়া মনে হয়, ইহা প্রাক্ মুস্‌লিম যুগের কাহিনী, আর ভাষা দৃষ্টে মনে হয় ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কবির ভাষা। সেন মহাশয় সংঙ্কলিত পালার ভাষা আরও অর্বাচীন।

ইহাতে মনে হয় পালার কাহিনীটি সুপ্রাচীন কাল হইতে জনসমাজে প্রচলিত ছিল, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনো পল্লীকবি আসরে গাহিবার উপযোগী করিয়া পালাটি রচনা করিয়াছেন।

এই পালার কাহিনীকে অলীক উপন্যাস বলা সঙ্গত নহে। পূর্ববঙ্গে বহু প্রাচীন উপন্যাস প্রচলিত আছে। সেই উপন্যাসগুলিও সঙ্গীত-সমৃদ্ধ। কিন্তু সেগুলিকে 'বারোমাসী পালাগান' বলা হয় না। যে পালাগানের মূল কাহিনী অবিসংবাদিত সত্য ও যাহাতে বাংলাদেশের

ষড় ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণিত হইয়াছে তাহাকেই 'বারোমাসী পালা গান' বলা হয়। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা থাকিলে তাহাকে 'বারোমাসী গান' বা 'বারো মাইস্যা' বলাই পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য-রীতি। এই পালাটি 'বারোমাইস্যা পালা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালাটির ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "সকল কথা কবি খুলিয়া লিখেন নাই, অনেক ঘটনা ও অবস্থা পাঠককে বুদ্ধিবলে আবিষ্কার করিয়া সমস্ত পালাটির অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে।"

কিন্তু যে কালে এই সব পালা রচিত হইয়াছিল এবং যাঁহারা এইসব পালাগান শুনিতেন, তাহাতে বুদ্ধিবলে অর্থ আবিষ্কার করিয়া পালাগান শ্রবণের জন্য সামঞ্জস্যহীন অসম্পূর্ণ পালা রচনা তৎকালের কবির পক্ষে সম্ভব কিনা তাহা চিন্তনীয়। আমার মনে হয়, যাঁহারা পালাগুলি সংগ্রহ করিয়া সেন মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কোনো এক ব্যক্তির নিকটে একটি পালা পাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ পালার আরও কিছু কাহারও নিকটে আছে কিনা তাহা আর খোঁজ করিয়া দেখা হয় নাই। সেন মহাশয় যাহা পাইয়াছেন তাহাই যথাবৎ ছাপাইয়াছেন।

এই পালাটির কবিত্ব, ভাবার শালীনতা ও বর্ণনাশৈলী অতি উচ্চাঙ্গের। বাঙ্গালী বণিকের বাণিজ্য যাত্রা, কূলবধূর মনসা পূজা, স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীর আকুলতা প্রভৃতির বর্ণনা প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের ঐতিহ্য জ্ঞাপক। সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা যে লেখাপড়া শিখিতেন, ইহা যে বর্তমান সভ্যতার দান নহে তাহার বহু প্রমাণ এই পালাগান গুলির মধ্যে আছে। প্রাক্‌মুসলিম যুগে বয়স্থা কন্যা যুবক পুরুষের সঙ্গে একত্রে গুরুমহাশয়ের গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিত তাহার একটি প্রমাণ এই পালায় যুবক বণিকপুত্রের সঙ্গে একত্রে বসিয়া সন্ধ্যারাত্রে বগুলার অধ্যয়ন।

পূর্ববঙ্গে মহিলাদের মধ্যে বগুলা পালার মত অনেকগুলি উপকথা প্রচলিত আছে। এই পালার কয়েকটি গান পল্লী অঞ্চলে বিবাহোপলক্ষে গাহিতে শোনা যায়, তবে সে গান 'হাঁওলা' সুরে গাওয়া হয়। এই পালার রচনার বাঁধুনী দেখিয়া মনে হয় ইহার শেষের দিকে আরও কিছু আছে, তাহা আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

নবদ্বীপ
শ্রাবণ, ১৩৬১

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ।

এক সদাগর। সদাগরের রাজ অট্টালিকা বাড়ী, ভাণ্ডারভরা ধনরত্ন মণিমাণিক্য, ডিঙ্গাভরা বাণিজ্য বেসাতি, ঘাটে বাঁধা সপ্তডিঙ্গা মধুকর ময়ূরপঙ্খী নাও, দেশে দেশে তার ব্যবসা বাণিজ্য।

সদাগরের এক কন্যা, নাম তার বগুলা। বগুলা পরমা সুন্দরী। সুন্দরী বগুলা গ্রামের পণ্ডিত মশাইর কাছে লেখাপড়া করে। তার সঙ্গে পড়ে আর এক সদাগরের পরম সুন্দর এক পুত্র। দুজনের মধ্যে খুব ভাব।

বগুলা বড়ো হয়ে উঠেছে। যৌবন তার সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিয়েছে বগুলার দেহে। তাকে দেখে দেশের রাজপুত্র বিয়ে করার জন্য পাগল। রাজপুত্রের শ্বশুর হওয়ার লোভে সদাগর এ প্রস্তাবে সম্মত হতেন, কিন্তু কন্যার প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয় নি।

সুন্দরী বগুলা নিজের মনের কথা কাউকে বলে না। সে প্রত্যহ দু'বেলা পণ্ডিত মশাইর কাছে বসে পড়াশুনা করে। তার কাছে বসে সদাগর পুত্রও লেখাপড়া করেন।

এই ভাবে কিছুকাল যায়। একদিন ঘরে বসে বগুলা ও সদাগর পুত্র লেখাপড়া করছে, এমন সময় বগুলার হাতের কলম পড়ে গেল। কলমটা খুঁজে না পেয়ে বগুলা সদাগর পুত্রকে বলল,—

"আরে কিবা লিখি কিবান্ পড়ি
আমার নাই সে থাকে মনে।
কলম খুইজ্যা দেও রে বন্ধু
আমার লিখনের কারণে॥"

সদাগর পুত্র কলম খুঁজে বগুলার হাতে দিলেন। এর কিছুদিন পরে বগুলার হাতের কলম আবার পড়ল গিয়ে সদাগর পুত্রের আসনের তলায়। বগুলা একটু হেসে বলল,—

"পোখ নয় পাখালী[১] নয়
আমার হস্তের কলমখানি ।+
পইড়্যা গেল তোমার কাছে
দেওনা তুইলা আনি ॥+
মন হইল ছন্‌ভন্[২] রে বন্ধু
আমার হাতে নাই রে বল ।
খিন্ন[৩] সাগরে আইছে[৪]
কাল জোয়ারের জল রে বন্ধু
কাল জোয়ারের জল ॥"

সেদিনও সদাগর-পুত্র হাসি মুখে কলমটা তুলে সুন্দরী বগুলার হাতে দিলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যারাত্রে।

আশ্‌মানে ত চান্দ রে তারা
সেইনা ঝিলিমিলি জ্বলে ।
দূরের বাতাস ভাইস্যা আইসে
ঐনা উদাম[৫] নদীর কূলে ॥
গইন বনে পঙ্খী গাইছে
পাখালি[৬] তার ভিজা *
দূরে বাজায় বাঁশের বাঁশী
রাখালিয়া রাজা ॥
দখিনাল[৭] বাতাসে কন্যার
কেশে দোলন দিল ।+

১। পোখ-পাখালী=পোখ, যে পক্ষী উড়িতে পারে না; পাখালী, যাহারা উড়িতে পারে। ২। ছন্‌ভন্=ছিন্নভিন্ন, চঞ্চল। ৩। খিন্ন=ক্ষীণ, ভাটাপড়া। ৪। আইছে=আসিয়াছে। ৫। উদাম=উদ্দাম। ৬। পাখালি=উড়িবার পাখ্‌না। ৭। দখিনাল=দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত।

পাঠান্তর :—* 'গয়িন বনের পঙ্খীরে কন্যা পাখালী তার ভিজা।'

হাতের কলম ছুইট্যা কন্যার
আবার পড়িল ॥+
আস্তেব্যস্তে কয় কন্যা
মনে বাইস্যা[৮] লাজ ।+
"আমার কলম তুইল্যা বন্ধু
দেওনা তুমি আজ ॥+
ঘর আন্ধাইর হইছে রে বন্ধু
এইনা ঝিমি ঝিমি রাতি ।
কলম তুইল্যা দেও রে বন্ধু
আইজ রাখ রে মিন্নতি ॥"

এবার সদাগর পুত্র কলমটা তুলে হাতে নিয়ে বললেন,—

আরে একবার দুইনা বার
আইজ তিন বারের বেলা ।
এ নয় এ নয় লো কন্যা
তোমার কলম ফেলা ॥
সত্য[৯] যদি কর লো কন্যা
আইজ সত্য[১০] কইবা তুমি ।
তবে ত লিখনীর কলম
তোমারে তুইলা দিবাম আমি ॥"

"কিবান্ সত্য কর্বাম্ রে কুমার
আমি কিছুই ত না জানি ।
আমার বিয়ার কথা লোকে
কইছে কানাকানি ॥

৮। বাইস্যা = বাসিয়া, পাইয়া। ৯। সত্য = প্রতিজ্ঞা। ১০। সত্য = যথার্থ।

বনে থাকি বনেলা পঙ্খী
খুলা আশমানে যাই উড়ি।
আইজ কোন পন্থে যাইবাম্ রে বন্ধু
আমি বুঝিতে না পারি ॥"

"বয়স হয়্যাছে লো কন্যা
তোমার যইবন হইল ভারী।+
এইনা কালে পন্থের কথা
আমি কইতে তো না পারি ॥+
তুমি যদি কও লো কন্যা
আশমানের চান্[১১] তারা চাইয়া।
তবে ত লিখনীর কলম
আমি দিবাম্ লো তুলিয়া ॥"+

"শুন শুন শুন রে বন্ধু
আইজ কই যে তোমারে।+
বাপে বিয়া দিতে রে চায়
দুশ্‌মন্ রাজার কুমারে ॥
রাজার ঘরে যাইতে রে বন্ধু
আমার মন নাই সে মানে।
আমার পরাণ বাইন্ধ্যা রাখছে
আমার বন্ধু এক জনে ॥+
দুশ্‌মন্ সেই রাজার পুত্র
আমার যইবন মাগিল।

১১। চান্=চন্দ্র।
পাঠান্তর :—* 'সত্য যদি কর লো কন্যা সত্য কর তুমি।'

এতদিনে জীবন যইবন
আমার কাল যে হইল ॥
না পারি কইবারে[১২] কথা
আমার কইবার কেউ ত নাই।+
সারা নিশি জাইগা[১৩] রে বন্ধু
আমি কাইন্দ্যা[১৪] কাটাই ॥"+

"সত্য কইর‍্যা কও লো কন্যা
আইজ্ঞ তোমার মনের কথা।+
আমি নি ঘুচাইতে পারবাম্
কন্যা তোমার মনের ব্যথা লো কন্যা
আইজ্ঞ কইবা সত্যকথা ॥"+

"শুন শুন সাধুর কুমার
শুন আমার মিন্নতি।
কলম তুইলা দেও রে বন্ধু
তুমি আমার পরাণ পতি ॥
আইজের নিশির চন্দ্র রে তারা
সাক্ষী করলাম আমি।
জীবনে মরণে বন্ধু
তুমি আমার সোয়ামী ॥
না চাই না চাই রে বন্ধু
আমি রাজার রাজ্যপাট।

১২। কইবারে=কহিবারে। ১৩। জাইগ্যা=জাগিয়া। ১৪। কাইন্দ্যা=কান্দিয়া।

বিরিক্ষের তলায় শুইবাম্ রে আমি
শিথানে[১৫] দিয়া কাঠ ॥*
না চাই না চাই রে বন্ধু
আমি রত্ন অলঙ্কার ।
বনে ফুটে বনের ফুল
তুমি তুইলা দিও মোরে ॥
খাট পালঙ্ক না চাই রে বন্ধু
তাইতে কিবান্ আমার কাম ।†
যোগল[১৬] চরণে তোমার
যদি পাই রে আমি স্থান ॥
আইজ রাইতের সত্য রে বন্ধু
সত্য হেলা নয় রে ফেলা ।
এই না সত্য রাখ্‌বাম্ রে আমি
আমার জীবন সইন্ধ্যা বেলা ॥+
কলা বনের পঙ্খীরে তোমরা
আইজ আমার বিয়ার গান গাও ।
রজনী পোষাইলে[১৭] পঙ্খী
তোমরা কোন্ বা দেশে যাও ॥
নদীর কূলে থাক রে পবন
তোমার নদীর কূলে বাসা ।
সাক্ষী হইলা তোমরা সবে
বন্ধুরে কইলাম মনের আশা ॥‡

১৫। শিথানে=শিয়রে। ১৬। যোগল=যুগল। ১৭। পোষাইলে=পোহাইলে।
পাঠান্তর :—* 'বিরিক্ষ তলায় শুইব তোমায় লইয়া বুকে ॥'
† 'খাট পালঙ্গেরে বন্ধু কোন বা আমার কাম।'
‡ 'সাক্ষী হইও তোমরা সবে আমার মনের আশা ॥'

আমার মনের আশা রে বন্ধু
আমার এই না পুষ্পের মালা।
তোমার গলায় দিবাম্ রে বন্ধু
গাইন্থ্যা[18] মন-পরাণের মালা ॥*
বাপে নাই সে জানে রে বন্ধু
নাই সে জানে মায়।
এক জাইন্‌লা[19] চন্দ্র তারা
আর সে জাইন্‌লা বায়[20] ॥
আর না রাখবাম্ রে বন্ধু
সত্য গোপন করিয়া।
বাপেরে কইব কথা
আইজ সত্যের লাগিয়া ॥
বাপ ছাড়বাম্ মাও ছাড়বাম্
আমি ছাড়্‌বাম বাড়ীঘর।+
তোমারে লয়্যা রে বন্ধু
আমি যাইবাম্ দেশান্তর ॥"+

(২)

বগুলা তার মা-বাপের কাছে মনের কথা খুলে বলল। সদাগরের একমাত্র কন্যা। কন্যার আব্‌দার রক্ষা করে বিয়ের আয়োজন করলেন সদাগর।—

ঢোল ডুম্বুর সানাই বাজে রইয়া রইয়া।
সাধুর পুত্রের সঙ্গে হইল সুন্দর কন্যার বিয়া ॥

১৮। গাইন্থ্যা=গাঁথিয়া। ১৯। জাইন্‌লা=জানিল। ২০। বায়=বায়ু, পবনদেব।
পাঠান্তর :—* 'তোমার গলায় বন্ধু দিলাম এহি মালা।'

বিয়া কইরা সাধুর পুত্র গেল আপন ঘরে।+
ছুশ্‌মন্‌ রাজার পুত্র আপ্‌ছুস[১] কইরা মরে॥+

পুত্র বিয়া দিয়া সাধু বাণিজ্যেতে গেল।+
এক বচ্ছর চইলা যায় সাধু ফিইরা না আইল॥+
দক্ষিণে বিস্তার নদী উথাল পাথাল পানি।+
সাধুর ডিঙ্গা ডুইবা গেছে শুনি কানাকানি॥+
ঘরে কান্দে শাউড়ী ননদ বাইরে কান্দে পতি।+
এমন সংসারের আইজ হইব কোন বা গতি॥+
গিরেতে[২] পতিরে আর ত রাখন না যায়।+
ঘরে বইসা সদাগর পুত্র কি করব উপায়॥+

ভাইব্যা চিন্ত্যা কয় বগুলা পরাণ পতির স্থানে।+
"বৈদেশেতে[৩] যাও রে বন্ধু বাণিজ্য কারণে॥+
দেশে দেশে খুঁইজ্যা দেখবা বাপের সন্ধান নি পাও।+
ঘরেতে রইবাম্‌ রে আমি ননদী আর মাও॥+
ছুশ্‌মন রাজার পুত্র খেইল্যাছে কোন বা খেলা।+
সেইনা খেলায় পইড়া শ্বশুর নিখুজি হইলা॥+
তোমারে বৈদেশে দিতে আমার পরাণ নাইত ধরে।+
ধইরা রাখিলে বন্ধু নিন্দা ঘরে আর বাইরে॥"+

"কিবান্‌ কথা কও লো কন্যা কিবান্‌ কথা কও।+
কোথায় পাইবাম্‌ বেসাতির[৪] ধন কোথায় পাইবাম নাও॥"+

"না ভাইব না ভাইব রে বন্ধু আছে আষ্ট অলঙ্কার।+
অলঙ্কার বেচিয়া করবাম্‌ বেসাতির যোগাড়॥"+

১। আপ্‌ছুস=আপসোস্‌। ২। গিরেতে=গৃহে। ৩। বৈদেশেতে=বিদেশে। ৪। বেসাতি=বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য।

"তোমার অঙ্গ খালি কইর‍্যা লইব অলঙ্কার ।+
মন ত না সরে কন্যা আমার এমন বেভার[৫] ॥"+
"তুমি আমার অলঙ্কার রে বন্ধু মণিমাণিক্যি ধন ।+
তোমার লাইগ্যা দিতে রে পারি আমার এ জীবন ॥+
আর কথা না কও রে বন্ধু হইল বিয়ান বেলা[৬] ।+
বাণিজ্যির যোগড়ের লাইগ্যা না ভাইব একেলা ॥"+

পরামর্শ স্থির হয়ে গেল। সদাগর পুত্র বগুলার গহনা বিক্রয় করে বাণিজ্যের মূলধন সংগ্রহ করলেন। বাণিজ্য বেসাতি বোঝাই নতুন ডিঙ্গা এসে সদাগরের ঘাটে ভিড়ল। যাত্রার সময় স্বামীর হাত ধবে বগুলা বলল,—

"শুন শুন পরাণ পতি গো তুমি আমার কথা লইও।
ঝড় তুফান দেখিলে ডিঙ্গা কিনারায় ভিড়াইও ॥
শুন শুন পরাণের বন্ধু তুমি আমার মাথা খাও।
দক্ষিণা সায়রের[৭] বানে[৮] নাই সে ধর নাও[৯] ॥
উত্তর ময়ালে[১০] রে বন্ধু বেশী দূরে না যাইও।
পাহাড়িয়া নদীর বাঁকে ডিঙ্গা না বান্ধিও ॥
উত্তর ময়ালে আছে ডাইনী কন্যার গাঁও।+
রাইতের বেলা ডিঙ্গা ছাইড়া না বাড়াইবা পাও ॥+
পূর্ব সায়রের রে বন্ধু নাই কূল কিনারা।
দূরে ত রাক্ষসের দেশ পরাণে যাইবা মারা ॥
পশ্চিমে ত পদ্মা গঙ্গা জল টল মল করে।+
বড়ো বড়ো সওর[১১] বন্দর সেইনা নদীর কিনারে ॥+
সেই দেশেতে যাইও রে বন্ধু তুমি বাণিজ্য কারণে।+
অল্প লাভ হইব তুমি বাঁচিবা পরাণে ॥

৫। বেভার=ব্যবহার। ৬। বিয়ান বেলা=প্রভাত কাল। ৭। সায়র=বড়ো নদী। ৮। বানে=জোয়ার আসিবার সময়। ৯। নাও=নৌকা। ১০। ময়ালে=মহলে, প্রদেশে। ১১। সওর=সহর।

বিপদে পড়িলে বন্ধু দুর্গা মায়ের নাম লইও।
বচ্ছরের মধ্যে বন্ধু তুমি গিরেতে ফিরিও॥
তুফানে পড়িলে ডিঙ্গা কইর মা-মনসা স্মরণ।
অগতির গতি রে বন্ধু প্রভু দেব নারায়ণ॥
সগল দেবতারে তুমি করিবা পূজন।*
দেবতার বরে হইব তোমার বিপদ মোচন॥"+

কইতে কইতে কন্যার দুই আখি ঝরে।+
শাওনিয়া ধারা যেমন আশ্‌মান্‌ ভাইঙ্গ্যা পড়ে॥+
মাথায় তুইলা লইল কন্যা যাত্রা কালের বাতি।
বিদায় করিতে কন্যা যায় পরাণ পতি॥
দুই আখি ঝরে কন্যার শাউনীয়ার ধারা।
সপ্প[12] যেমুন নিজ মণি করিল পাশুরা[13]॥
ধান্য দুর্বা রাখে কন্যা গলুইয়ের উপরে।
জুড়িয়া দুইখানি হস্ত পূজে মনসারে॥
তারপরে পূজে কন্যা লক্ষ্মী নারায়ণ।+
ধূপ দীপ দিয়া করে ডিঙ্গার সাজন॥
আগে চলে সুন্দরী কন্যা লয়্যা লক্ষ্মীর ঝাঁপি।+
পাছে চলে সদাগর লয়্যা ঘিয়ের বাতি॥+
ডিঙ্গায় তুলিয়া ভরা পূজে গঙ্গা মাতারে।+
বাণিজ্য করিতে সাধু যাইব সায়রে॥+

১২। সপ্প=সর্প। ১৩। পাশুরা=ভুলিয়া গেল,—এখানে অর্থ হইবে হারাইয়া ফেলা।

পাঠান্তর :—* 'দেবতা সগলে বন্ধু রাখুন তোমারে।'
+ 'কহিতে কান্দয়ে কন্যার দুই আঁখি ঝরে॥'

"রক্ষা কইর গঙ্গা মাও গো অবলার ধন।"+
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কয় কন্যা পতির কারণ ॥ +
এক বচ্ছর লাইগ্যা পতিরে করিব বিদায়।
ধুয়াইয়া পতির চরণ কেশেতে মুছায় ॥
বিদায়ের কালে চউক্ষের জল সে বারণ।+
জোকার[১৪] করিল কন্যা মঙ্গল কারণ ॥
ভাটি গাঙ্গের উজান বাতাসে তুইলা দিল পাল*।
ছাইড়্যা গেল সাধুর ডিঙ্গা কন্যার বইক্ষে দিয়া শাল[১৫]॥+

(৩)

শয়ন মন্দিরে বগুলা থাকে একেশ্বরী।
ঘরে আছে শাশুড়ী আর ননদিনী রাঁড়ী ॥ +
কথা নাই ত কয় তারা অলক্ষইণা বউ।+
ঘরে আইসা শ্বশুরে খাইল দুঃখের আইল ঢেউ ॥ +
কিবান্ দিয়া বুঝায় মন কন্যা একেশ্বরী। +
উঠি পড়ি করে মন চিন্তা হইল ভারি ॥
খাট আছে পালঙ্ক আছে পুষ্পের বিছানি[১]।
বাছিযা লইল কন্যা ভূমি শয্যা খানি ॥
অঙ্গের যত সোনাদানা কন্যা খুইলা ফালায়।
শূন্য মন্দিরে নিশি কন্যা কেমনে পোবায[২] ॥

। জোকাব=উলুধ্বনি। ১৫। শাল=শেল।
১। বিছানি=শয্যা। ২। পোবায়=পোহায়, কাটায়।
পাঠান্তর :—* '—উড়াইল পাল।'
+ 'বিদায় হইল সাধুর ডিঙ্গ হৃদয়ে দিয়া শাল।'

পুষ্পে না আদরে[৩] কন্যা সোহাগেতে মানা[৪]।
বেগরে[৫] ছাড়িল কন্যা আরাম খানাপিনা[৬] ॥
কোইল[৭] ডাকে বনে বনে কাঁপে গাছের পাতা।
পুষ্পভারে আইল্যা[৮] পড়ে মালতীর লতা ॥
চম্পা গাছেতে দেখে পুষ্প সারি সারি।
যইবন হইল বাসি কান্দে সাধুর নারী ॥

"রতন মন্দির আমার শূন্য যে করিয়া।
এমুন কালেতে বন্ধু গেল রে ছাড়িয়া ॥*
আর কতদিন ধইরা রাখবাম্ নারীর যইবন।
আর কতদিন বাইন্ধ্যা রাখবাম্ অবলার মন ॥
পঙ্খী যদি হইতাম রে বন্ধু আমি যাইতাম উড়িয়া।
কোন সায়রের বুকে ডিঙ্গা যায় রে ভাসিয়া ॥
কালো বরণ ভোম্‌রা রে তোমার রূপার বরণ আঁখি।
বন্ধুর কথা কইয়া যাও কন্ন ভইরা[৯] শুইনা দেখি ॥†
উইড়া যাওরে আশ্‌মানের পঙ্খী তোমার নজর বহু দূরে।
বন্ধুরে নি দেখা পাইলা কোনো গইন[১০] সায়রে ॥
শুনরে পবনা তুমি আমার মাথা খাও।
সংসার ঘুরিয়া তুমি ভর্‌মিয়া বেড়াও ॥
কোন বা সায়রে বন্ধু পাল উড়াইয়া।+
বইলা যাও চইল্যাছে বন্ধু আমারে ভুলিয়া ॥+

৩। আদরে=আদর করে। ৪। মানা=নিষেধ,—এখানে অর্থ হইবে অনাদর। ৫। বেগর=অভাবে। ৬। আরাম খানাপিনা=সুখাদ্য-পানীয়। ৭। কোইল=কোকিল। ৮। আইল্যা=এলাইয়া। ৯। কন্নভইরা=কর্ণ ভরিয়া। ১০। গইন=গহীন।

পাঠান্তর :—* 'এনকালে বন্ধু মোর গেল যে ছাড়িয়া।'
† 'কও কও বন্ধুর কথা কন্ন ভইরা শুনি ॥'

আশমানের চান্ সুরুয্ তুই আঞ্খি জ্বলে।
কোন দেশে চইল্যাছে বন্ধু এইনা নিশির কালে॥
কইও কইও কইও তোমারা আমার দুঃখের কথা।+
ঘরে আমার কেউ নাই বুঝে মনের বেথা॥" +

(৪)

ভোর হইল কাল নিশা কুঞ্জে ফুটে ফুল।
লিখন হাতে আইল দূতী হাইস্যা আকুল॥
কার লিখন কেবা পাঠায় নাই সে কয় কথা।+
হাইস্যা বগুলার হস্তে দেয় সোনার লিখন পাতা॥+
কার লিখন কে পাঠাইল ত্বরিত হইয়া।
সারা নিশির অঙ্গের ধূলা কন্যা লইল ঝাড়িয়া॥
বন্ধু বুঝি এতদিনে পাঠাইলা লিখন।
লিখন পড়িল কন্যা করিয়া যতন॥

রাজার পুত্র লিখ্যাছে লিখন গায়ে দিল কাঁটা।
যইবন মাগিছে কন্যার দুশ্ মন রাজার বেটা॥
আস্তে বেস্তে কয় দূতী "কন্যা মোর কথা ধর।
আইজ নিশি যাইবা নি তুমি জোড়বাংলা[১] ঘর॥
সোনার যইবন রে তোমার অঙ্গে ধূলা মাটি।
পালঙ্কে বিছায়্যা দিব চিকণ শীতল পাটি॥

১। জোড়বাংলা ঘর=প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গে নির্মিত সুদৃশ্য বিলাস গৃহ।
পাঠান্তর :—+ 'হেনকালে আইল দূতী লিখন লইয়া হাতে॥'

সোনার যইবন লো কন্যা তোমার নাই সে আভরণ।
সোনায় জড়ায়্যা দিব তোমার চিক্কনী[২] যইবন ॥
বাগে[৩] আছে চম্পার কলি গন্ধে আমোদিয়া।
দাসী সবে তুইলা ফুল দিব মালা যে গন্থিয়া ॥
সোনার বাটা ভইরা দিব সুবাস পানে আর চূণে।
রাজার রাণী হয়্যা কন্যা তুমি রইবা যতনে ॥
গন্ধ তৈল সারি সারি কন্যা তোমার লাগিয়া।
সেই না তৈল দাসী দিব অঙ্গেতে মাখিয়া ॥
চাঁচর চিক্কণ কেশ লো তোমার বাইন্ধ্যা দিব বেণী।
যতনে থাকিবা কন্যা হইবা রাজার রাণী ॥
আইজ ফুইট্যাছে সোনার ফুল কাইল হইব বাসি।
তোমার সুবন্ন[৪] অধরে কন্যা না থাক্‌ব মোহন হাসি ॥
নারীর যইবন লো কন্যা বার্ষ্যা[৫] জোয়ারের পানি।
একবার লাগিলে ভাটা আর বেরথা[৬] টানাটানি ॥"

এই না কথা শুইনা কন্যা ভাবে মনে মনে।
"কেমনে ভাড়াইবাম্ এই দুরন্ত দুশ্‌মনে ॥
একেলা কেমনে থাক্‌বাম্ আমি এই শূন্য ঘরে।
দারুণ দুর্জন দুশ্‌মন কি জানি কি করে ॥
নিরাশা করিলে না জানি করে কোন বা কাম।
পতির উপরে বুঝি বিধি হইলা বাম ॥
দুরন্ত বনের বাঘা আইজ শীকারেতে আশা।
কি জানি ভাঙ্গিয়া দেয় আমার সুখের বাসা ॥

২। চিক্কনী=মনোহর। ৩। বাগে=বাগানে। ৪। সুবন্ন=সুবর্ণ, সুন্দর।
৫। বার্ষ্যা=বর্ষাকালের। ৬। বেরথা=বৃথা।

মরণে না করি ভয় ভয় সে কুল মানে।+
আর ভয়বাসি আমার পতির কারণে ॥+
নিরাশ হইয়া যদি পতি রে ঘাটায়[৭]।+
কি করিতে কি হইব না দেখি উপায় ॥+
ছল কইরা ভাড়াইব এই না কয় মাস।+
দারুণ দুশ্‌মনে এইক্ষণ না কইরা নৈরাশ[৮] ॥+

এইনা ভাইব্যা সুন্দর কন্যা কয় ধীরে ধীরে।+
মুখে আইনা মধুর হাসি অতি সুবিস্তরে ॥+
"শুন শুন আলো দূতী কইয়া বুঝাই তরে।
আমার পরাণপতি নাই সে আছে দেখ এই না ঘরে ॥
বুঝাইয়া কইবা তারে আমার যত কথা।
ভালা কইরা শুনাইবা আমার দুঃখের বারতা[৯] ॥
বড়ো দুঃখু দেয় মোরে শাশুড়ী ননদী।
তাদের দুঃখের দায়ে নিরালায় কান্দি ॥
ধরিতে না পারি যইবন হইল বিষম কাল।
শাশুড়ী ননদী ঘরে হইল জঞ্জাল ॥
দুঃখে পইড়া বর্‌ত[১০] করি শুন দিয়া মন।
রাজার পুত্ররে কইও তুমি বর্‌তের বিবরণ ॥
খাট পালঙ্ক ছাইড়্যা করি জমিনে বিছানা।
সম্ভোগ বিভোগ দব্ব[১১] কইর‍্যাছি বর্‌জনা[১২] ॥
এক বচ্ছর বর্‌ত মোর ভূমিতে শয়ন।
পরপুরুষের মুখ নাই সে হইব দরশন ॥

৭। ঘাটায়=অনিষ্ট করে। ৮। নৈরাশ=নিরাশ। ৯। বারতা=বিবরণ। ১০। বর্‌ত=ব্রত। ১১। সম্ভোগ বিভোগ দব্ব=ভোগ বিলাসের দ্রব্য। ১২। বর্‌জনা=বর্জন।

পুষ্প তুলিতে মানা এক বচ্ছর কাল ।
রাজার পুত্রে কইও দূতী আমার এইনা হাল[১৩] ॥
সিনান করিতে মানা অঙ্গে ধূলা বালি ।
বর্‌ত শেষ হইলে ফুট্‌ব যইবনের কলি ॥
বর্‌ত কালে যে পুরুষ দেখিব আমারে ।+
অকালে সেই ত পুরুষ যাইব যমের ঘরে ॥+
চিত্তে ক্ষেমা দিয়ারে দূতী বচ্ছর গুয়ায়[১৪] ।
এইনা কথা বুঝায়্যা কইও রাজার ছাইল্যায়[১৫] ॥
বচ্ছর পরেত যাইবাম আমি তাহার মন্দিরে ।
আমার লিখন লয়্যা তুমি যাও নিজ ঘরে ॥"

(৫)

লিখন লইয়া দূতী হইল বিদায় ।
খালি ঘরে থাইকা কন্যা করে হায় হায় ॥
সোয়ামী রইল কোন বা দূর দেশান্তর ।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা সুন্দর কন্যার গায় আইল জ্বর ॥+
একনা বচ্ছরের লাইগ্যা* পতি পাঠাইল বৈদেশে ।
আলুক্কা[১] আচানক্[২] দব্ব মিলব কোন বা দেশে ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কন্যা ডাকে দেবতারে ।+
"সোয়ামীরে ফিরায়্যা আইনো মাসের ভিতরে ॥+

১৩। হাল=অবস্থা। ১৪। গুয়ায়=কাটায়। ১৫। ছাইল্যায়=ছেলেকে
১। আলুক্কা=দুষ্প্রাপ্য। ২। আচানক্=হঠাৎ।
পাঠান্তর :—* 'বার বচ্ছরের লাইগা—।'

বিধি যদি সদয় হও রে পতি আইব এই না মাসে।
বিধি নিরদয়[৩] হইলে না আইব বারো মাসে ।।+
কেনে বা পাঠাইলাম রে আমি বাণিজ্য কারণে।+
এইনা বিপদে কেবা বাঁচাইব পরাণে ।।+
বিধি যদি নিরদয় আর না হইব দেখা।
গলায় তুইলা দিবাম্ রে আমি কাটারির লেখা[৪] ।।"

এইমত কাইন্দ্যা কন্যার এক মাস যায়।
সুমুখে আগন মাস আইল নয়া বায়[৫] ।।
"এই ত না আগন মাস রে শীতে হিস্‌ফিস্।
বায়েতে হালিয়া পড়ে পাকা+ ধানের শীষ ।।
ঘরে আইসে নয়া ধান জয়াদি জোকারে।
অর্ঘ্য দেয় কুলের নারী ঘরের লক্ষ্মী রে ।।
আমি অভাগী দুঃখী নারী চিত্তে হাহাকার।
কণ্ঠে নাই সে ফুটে আমার জয়ের জোকার ।।
দয়া কর লক্ষ্মী মাও গো দয়া কর তুমি।
কাইল বিয়ানে উইঠ্যা দেখি ঘরে আইছে সুয়ামী ।।"

মন্দিরে আইতে দূতীর কন্যা করে মানা[৬]।
কবুতরে আইনাছে লিখন শূন্যে আনাগনা ।।
"শুন শুন সাধুর[৭] কন্যা কই যে তোমারে।
প্রাণের কথা লিখ্যা‡ দিও এইনা কইতরারে ।।"

৩। নিরদয়=নির্দয়। ৪। কাটারির লেখা=ছোটো দা'-এর তীক্ষ্ণ ধার। ৫। নয়া বায়=নূতন শীতের বাতাসে। ৬। মানা=নিষেধ। ৭। সাধুর=বণিকের।

পাঠান্তর :—* —'বিধি যদি সদয় হওয়ে আসে ছয় মাসে।'
+ '—নয়া—।।'
‡ '—বল্যা—।।'

বগুলা উত্তর দিল,—

"শুন শুন রাজার পুত্র শুন মন দিয়া।
এইনা মাস থাইক তুমি চিত্তে ক্ষেমা দিয়া॥"

কইতরা উড়িয়া গেল লইয়া লিখনী।+
ঘরে বইস্যা কন্যা পোষায় দুঃখের আগুনি॥+
"হায় রে, আইল দারুণ্যা[৮] পৌষ পৌষা অইন্ধকার।
উত্তুইর‍্যা বাতাসে আমার গায়ে আইসে জ্বর॥
ঘরে নাই রে পরাণের পতি আমার ঘর অইন্ধকার।
শূন্য বুক ফাইট্যা'উঠ্‌ছে দুঃখের হাহাকার॥
কোন বা দেশে রইলা বন্ধু, মোর কথা নি মনে পড়ে।+
তোমার লাইগ্যা কাইন্দ্যা রাইত পোষাই শূন্য ঘরে॥+
কুয়ায়[৯] ছাইল দেশ আমার অন্ধ হইল আখি।
কাইল বিয়ানে উইঠ্যা বন্ধু, যদি তোমার মুখ দেখি॥
পূজা দিবাম্ দেবতারে আমি বুকের রক্ত দিয়া।+
আর ত না রইতে পারি বন্ধু, তোমারে না দেখিয়া॥"+

লম্পট রাজপুত্র একমাস পরে আবার পত্র পাঠাল। পত্রে লেখা আছে—

শুন শুন সুন্দর কন্যা কই যে তোমারে।
আর কতদিন আর কতকাল ভাড়াইবা মোরে॥
বরত পূজা কর তুমি মনে পায়্যা বেথা।+
কত দিনে বরত শেষ কইবা সত্য কথা॥"+

পত্র পেয়ে বগুলা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—

"শুন্যে আইসে শূন্যে যায় রে তোমার কৈতরা।
এই কয়মাস থাইক কুমার চিত্তে ক্ষেমা দিয়া॥

৮। দারুণ্যা=নিদারুণ। ৯। কুয়ায়=কুয়াশায়।

মন হইছে ছন্নভন্ন[10] * প্রাণ হইল খালি।
শাশুড়ী ননদী দেয় তুরক্ষর গালি ॥
বর্‌ত না ভাঙ্গিতে পারি হইব অমঙ্গল।+
এইনা কথা জাইন তুমি কইলাম সগল।"+

"এই ত না সেই মাঘ মাস শীতে কাঁপে হাড়।
ভূমিতে পাতিয়া শয্যা আমি কান্দি জারে জার ॥
ছিঁইড়া[11] গেল মইলান হইল পিন্ধনের[12] শাড়ী।৹
বৈদেশী হইলা রে বন্ধু অভাগীরে ছাড়ি ॥
খাট আছে পালঙ্ক আছে লেপ তুলা ভরা।
একতিলা[13] মুখখানি বন্ধুর না যায় পাশুরা ॥
বন্ধু যদি থাকৃত রে গিরে পালঙ্কে শুইয়া।
পোষাইতাম দীঘল নিশি তারে বুকে লইয়া ॥
মাটি হওরে মাটির দেহ তোমার কিবা কাম।
সোয়ামীর সোহাইগ্যা[14] ছিলাম সোয়ামীর পরাণ ॥
এমন সোয়ামী যদি ছাইড়া গেল মোরে।
মুছায়্যা দুই আখির জল কেবান লইব উরে[15]॥"

একমাস পরে আবার পত্র এল—

"শুন শুন সাধুর কন্যা শুন দিয়া মন।
তিন মাস গত হইল আমার চিত্ত উচাটন ॥

১০। ছন্নভন্ন=ছিন্নভিন্ন, অস্থির। ১১। ছিঁইড়্যা=ছিন্ন হইয়া। ১২। পিন্ধনের=পরিধানের। ১৩। এক তিলা=এক মুহূর্ত। ১৪। সোহাইগ্যা=সোহাগিনী। ১৫। উরে=ক্রোড়ে।

পাঠান্তর :—* "মন হইল ভারা সারা—'। (এই পাঠ অসঙ্গত। কারণ, 'ভারাসারা' শব্দের অর্থ—সুসম্পন্ন। ইতি সম্পাদক।)
৹ '—অগ্নিপাটের শাড়ী।' (এই পাঠও অসঙ্গত)।

আর কতকাল ভাড়াইবা বর্তের দোয়াই দিয়া।+
বাউড়া[১৬] হইয়্যাছি আমি তোমার লাগিয়া॥"+

বগুলার উত্তর

"শুন শুন রাজার পুত্র কই যে তোমারে।
একদিন না যাইবাম্ আমি তোমার মন্দিরে॥
যইবন হইল বাসি আমার মন উচাটন।
এই দুখুঃ সইছি[১৭] কেবল বর্তের কারণ॥"

"এইত না ফাগুন মাস রে সকল মাসের রাজা।*
রূপে ভইরা গন্ধে ভইরা বনে পুষ্পকলি তাজা॥
নয়া বসন নয়া রে ভূষণ পইরাছে বিরিক্ষলতা।
তারা কি বুঝিব হায় রে অভাগীর বেথা॥
মদন বসন্ত কালে যেই দিগে চাই।
পরাণ বন্ধুরে আমার দেখিবারে পাই॥
ফুলে বন্ধু কলিতে বন্ধু ভমরার বোলে।[১৮]
ধরিতে ছুইতে না পাই ভাসি আঙ্খির জলে॥
নাসিকায় পাই গন্ধ কানে আইসে কথা।
এই না দুঃখ দিলা মোরে দারুণ বিধাতা॥
আর কতকাল সইব রে দুঃখ তোমার পন্থ চাইয়া।+
অভাগীরে বুঝিবা বন্ধু গিয়াছ ভুলিয়া॥"+

রাজকুমারের পত্র—

"শুন শুন সাধুর কন্যা শুন দিয়া মন।
চাইর মাস হইল গত আর না ধরে পরাণ॥"

১৬। বাউড়া=অর্ধোন্মাদ। ১৭। সইছি=সহিতেছি। ১৮। বোলে=শব্দে, গানে
পাঠান্তর :—* এহিত্ না ফাগুন সকল মাসের রাজা।

বগুলার উত্তর—

"শুন শুন রাজার পুত্র শুন মন দিয়া।
এই না মাস থাইক তুমি চিত্তে ক্ষেমা দিয়া।।"

"আইল চৈত্তরের[১৯] হাওয়া মন হইল পাগলা।
অঙ্গ জ্বইলা যায় রে এই না বসন্তের জ্বালা।।
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি ক্ষণে ঘোম পারি।
ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন দেখি বন্ধু আইল বাড়ী।।
পালঙ্কে বইসা রে বন্ধু কোলে নিল মোরে।
মুখেতে রাখিয়া মুখ চুম্বিল আমারে।।
দ্বিতীয় পত্তরে[২০] বন্ধু দিল আলিঙ্গন
তিরতীয় পত্তরে আমি ঘামে অচেতন।।
অলস অবশ অঙ্গ আমার দেহে বল নাই।
চতুর্থ পত্তরে জাইগা বন্ধুরে না পাই।।
দারুণ কোইলার ডাকে নিদ্রা যে ভাঙ্গিল।
স্বপনে আইসা রে বন্ধু কোথায় লুকাইল।।
শাড়ীর আইঞ্চল খুঁজি খুঁজি মাথার কেশে।
বুকে রইছে আমার বন্ধু সুমুখে নাই ত আইসে।।
হায় রে পরাণের বন্ধু কি কইবাম্ তরে।[২১] +
তোমার বিরয়ে[২২] তোমার পিয়া কাইন্দ্যা মরে।।" +

আবার রাজকুমারের পত্র—

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কই যে তোমারে।
পঞ্চমাস গত হইল কত ভাড়াইবা মোরে।।

১৯। চৈত্তরের=চৈত্রের। ২০। পত্তরে=প্রহরে। ২১। তরে=তোমারে।
২২। বিরয়ে=বিরহে।

তোমার লাইগ্যা সাজাই কন্যা জোড় মন্দির ঘর।+
অগ্নিপাটের সাড়ী কত রত্ন অলঙ্কার ॥"+

বগুলার উত্তর—

"বচ্ছরের আধেক[২৩] গত তুমি মন কর থির[২৪]।
বরত না ভাঙ্গবাম্ রে আমি হইয়া অথির ॥+
বচ্ছর শেষে যাইয়াম্[২৫] আমি তোমার মন্দিরে।*
আর ছয়মাস রইবা তুমি না দেখিয়া মোরে ॥"+

"পর্‌থম বৈশাখ মাস রে নয়া বচ্ছর পড়ে।
অদিষ্টে বিধাতা জানি কি লিখ্যাছে মোরে ॥
লীলুয়ারী[২৬] বাতাসে অঙ্গ না হয় রে শীতল।
গইটার[২৭]† আগুনি যেমন রইয়া রইয়া জ্বলে ॥
কাল যইবন আর রাখিতে না পারি।
ভূমিতে পাতিয়া শুই অগ্নিপাটের শাড়ী ॥
বন্ধু যদি আইতা[২৮] রে দেশে কিসের বর্‌ত পালি[২৯]।
যতনে গান্থিতাম্ রে মালা নয়া পুষ্প তুলি ॥
পুষ্প বনে আর্ন্‌তাম্ রে আমি ভম্‌রারে বান্ধিয়া।
এমন নিশি যায় রে মোর কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
হায় রে দারুণ্যা বিধি কি করিলা মোরে।+
এমন বৈশাখের নিশি বন্ধু নাই রে ঘরে ॥"+

২৩। অধেক=অর্ধেক। ২৪। থির=স্থির। ২৫। যাইয়াম=যাইব।
২৬। লীলুয়ারী=লীলা চঞ্চল। ২৭। গইটা=ঘুটা। ২৮। আইতা=আসিতে.
২৯। পালি=পালন করি।

পাঠান্তর :—* 'নয়া বচ্ছরে যাইম তোমার মন্দির ॥'
† 'ঘুসির—।' ('ঘুসি' শব্দ বাংলাদেশে কোথাও প্রচলিত নাই, 'ঘসি' শব্দ প্রচলিত আছে।)

রাজকুমারের পত্র—

"শুন শুন সুন্দর কন্যা লিখন লিখি তরে।
ছয় না মাস গত হইল কত ভাড়াও মোরে ॥
রূপের এ ভরা নদী আইজ বইছে উজানী।*
দিনে দিনে ভাটি ধইর্‌ব নাই সে থাক্‌ব পানি ॥"

বগুলার উত্তর—

"এও মাস যায় রে কুমার, আরে কুমার শান্ত কর মন।
আর কিছু কাল যাইলে হইব অবশ্য মিলন ॥"

এই ত না জেঠ্‌[৩০] মাস যায় রে গাছে পাক্‌না[৩১] ফল।+
জীবন যইবন রে আমার আইজ সগ্‌গলি বিফল ॥
জলটুঙ্গি ঘর[৩২] মোর পইড়া রইছে খালি।
কোন বা দুশ্‌মনে মোরে দিল এমন গালি ॥‡
যদি ঘরে থাক্‌ত রে বন্ধু কোলেতে লইয়া।
জলটুঙ্গী ঘরে নিদ্রা যাইতাম রে শুইয়া ॥
হায় রে পরাণের বন্ধু তুমি রইলা কোন বা দেশে।+
জেঠ মাসের ছোট্ট রাইত কাইন্দ্যা পোষাই শেষে ॥"+

রাজকুমারের পত্র—

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কই যে তোমারে।
এও মাস গত হইল কত ভাডাও মোরে ॥"

৩০। জেঠ্‌=জ্যৈষ্ঠ। ৩১। পাক্‌না=সুপক্ক। ৩২। জলটুঙ্গীঘর=জলাশয়ের মধ্যে সুউচ্চ বিলাস ভবন।

পাঠান্তর :—* 'পের যমুনা নদী আজিকে উজানী।'
+ 'এহিতনা জৈষ্ঠ মাসারে গাছে নানা ফল।'
‡ 'কেমুন দুষ্মনে মোরে দিল এমুন গালি।"

বগুলার উত্তর—

"কাল পূর্ণ হইতে বে কুমার আর পঞ্চমাস বাকি
সবুরে ফলিব মেওয়া আশার আশে থাকি ॥"

"আষাঢ় মাসে ত গাঙ্গ রে ধইরাছে উজানী।
শুকনা নদীতে আইল জোয়ারের পানি ॥
দেওয়ায়[৩৩] ডাকে ঘন ঘন মেঘে শীতল পানি।
পিয়াসে তাতিয়া[৩৪] মরি আমি অবলা দুঃখিনী ॥
এইত মেঘে নাই রে পানি আমার লাগিয়া।
অক্ষির পাতা ঢইলা পড়ে মেঘেরে* চাইয়া ॥
বিধি নিদারুণ হইল তাই অত দুখুঃ পাই†।
আষাঢ়ের ভরা নদী এমনে শুকায় ॥
শুন শুন বিঘুর দেওয়া[৩৫] তোমার ডাকে কাঁপে মাটি।
দিনে দিনে যইবন গঙ্গা ধইরা গেল ভাটি ॥
কইও কইও আমার কথা পরাণ বন্ধুর কানে।
মরিব দুখিনী কন্যা না বাঁচিব প্রাণে ॥"‡

রাজকুমারের পত্র—

"শুন শুন সুন্দর কন্যা আর নাই সে ভাড়াও;
ত্বরিতে উত্তর দিও আমার মাথা খাও ॥"

৩৩। দেওয়ায়=মেঘের দেবতায়। ৩৪। তাতিয়া=তপ্ত হইয়া। ৩৫। বিঘুর দেওয়া=বেঘোর দেবতা, ভয়ঙ্কর দেবতা, অবুঝ দেবতা।

পাঠান্তর :—* '—আসমানে—।'
† '—যত দুঃখু যায়।'
‡ 'মরিল দুক্ষিনী কন্যা মরিল পরাণে ॥'—

বগুলার উত্তর—

"শান্ত কর কুমার আরে শান্ত কর মন।
অল্প কালে হইবে কুমার অবশ্যি মিলন॥"

শাওন বাওনা[৩৬] মাস আথাল পাথাল[৩৭] পানি।
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উত্‌যোগিনী॥
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বসাইল ঘট আপন মন্দিরে।
পরাণ পতি ঘরে আইব মনসার বরে॥
চাঁচর চিক্কণ কেশে গিরখানি মাঞ্জিল[৩৮]।
নূতন পিটালি দিয়া আলিপনা দিল॥
মনসা দেবীরে আঁকে অতি ভক্তি ভরে।
পঞ্চ নাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে॥
শির নোয়াইয়া করে শতেক পন্নতি[৩৯]।
'বর দেও মা-মনসা ঘরে আউক্ পতি[৪০]॥*
এক বচ্ছর হইল মাও গো খবর নাই ত পাই।+
দুশ্‌মন রাজার পুত্ররে আর কেম্‌নে ভাড়াই॥+
তিন মাস কাটাইবাম্ মাও গো ধরিয়া পরাণ।+
না আইলে পতি মাও গো আমার নির্চ্চয়[৪১] মরণ॥
শতেক পন্নতি মাও গো ধরি তোমার পাও।+
পতি ঘরে আইনা দিয়া আমার পরাণে বাচাও॥"+

৩৬। বাওনা=উন্মত্ত। ৩৭। আথাল পাথাল=উত্তাল তরঙ্গ শঙ্কুল। ৩৮। গিরখানি মাঞ্জিল=গৃহখানি মার্জন করিল। ৩৯। পন্নতি=প্রণতি। ৪০। আউক=আসুক। ৪১। নির্চ্চয়=নিশ্চয়।

পাঠান্তর:—* 'বর দেও মনসাগো ঘরে আইওক পতি॥'

রাজকুমারের পত্র—

"শুন শুন সুন্দর কন্যা শুন দিয়া মন।
বিফল হইল তোমার অঙ্গের সাজন ॥
সাধুর নন্দন কন্যা আর না আইব দেশে।
ডুইব্যাছে সাধুর ডিঙ্গা আবঙ্গের দেশে ॥"

লিখনি পড়িয়া কন্যার বিয়াকুল অন্তর। +
দরপণ লইয়া দেখে সিঁথার সিন্দূর ॥ +
কামরাঙ্গা সিন্দুর সিঁথায় ডগমগ করে। +
হস্তের শঙ্খেতে দেখে ফাটল নাই ত ধরে ॥ +
ঘরেতে ঘির্তের পর্দীম[৪২] জ্বলিছে উজলা। +
দেখিয়া বুঝিল কন্যা দুশ্মনের ছলাকলা ॥ +

বগুলা উত্তর দিল—

"শুন শুন রাজার পুত্র আরে শুন দিয়া মন।
অকূলে ডুবুক ডিঙ্গা লয়্যা যতেক ধন ॥
সোয়ামী সে ডুইব্যা মরুক কোনো দুঃখ নাই।
তোমার মতন রাজার পুত্র বন্ধু যদি পাই ॥*
এই ত না বর্ত আমার ঘটাইল জঞ্জাল। +
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া তুমি রইবা কিছুকাল ॥ +
"ভাদ্রমাসের চান্নি[৪৩] দেখ গাঙ্গের তলা দেখে।
ঠেকিয়া রইল ডিঙ্গা কোন বা নদীর বাঁকে[৪৪] ॥†

৪২। পর্দীম=প্রদীপ। ৪৩। চান্নি=চাঁদিনী, জ্যোৎস্না। ৪৪। বাঁকে= নদীর বক্রগতি পথে সম্মুখে বেশী দূর দেখা যায় না।

পাঠান্তর :—* 'তোমার মত রাজা সুয়ামী যদি পাই ॥'
† '—নদীর পাকে ॥'

আমারে দেখিতে বন্ধু তোমার নাই কি লয় মনে।
এমন নিদয়া বন্ধু তুমি হইলা কেমনে॥
পাল উড়ায়া আইসে ডিঙ্গা ঐ না দূর গাঙ্গের বুকে।*
এই বুঝি আইল বন্ধু স্মরিয়া আমাকে॥"

অগ্নিপাটের সাড়ী কন্যা খুলিয়া পিন্ধিল[৪৫]।
ভরা ডিঙ্গা লয়্যা বুঝি বন্ধু দেশেতে আইল॥
ধান্য দুর্বা বাইছা লয়্যা কন্যা যায় ঘাটে।
হেন কালে আইল কৈতরা কন্যার নিকটে॥

রাজকুমার পত্রে লিখেছে—

"শুন শুন আরে কন্যা শুন দিয়া মন।+
আমারে ভাড়ায়্যা কন্যা তোমার বিফল যইবন॥+
সাধুর ডিঙ্গা ডুইব্যা গেছে আবঙ্গের দেশে।+
সাধুরে ত ধইর‍্যা খাইছে পাহাইড়া রাক্ষসে॥+
গোপনে পাঠাইবাম্ লো কন্যা সোনার চৌদোলা।
তোমার তরে রাইখ্যাছি কন্যা মাণিক্যির মালা॥
শুন শুন সুন্দর কন্যা আর নাই সে ভাড়াও।+
ত্বরিতে উত্তর দিবা আমার মাথা খাও॥"+

লিখন পড়িয়া কন্যার কোর্‌ধিত[৪৬] অন্তর।
কইতে না পারে কিছু পতির লাইগ্যা ডর[৪৭]॥+
"হায় রে দুশ্‌মন কুমার কি কথা কহিলা।
তোমার দেওয়া মণি-মুক্তা আমার পায়ের ধূলা॥"†

৪৫। পিন্ধিল=পরিধান করিল। ৪৬। কোর্‌ধিত=ক্রোধিত। ৪৭। ডর=ভয়।

পাঠান্তর:—* 'পাল উড়ে পাল পড়ে দূর গাঙ্গের বুকে।'
† 'তোমার দেওয়া মণি-মুক্তা বন্ধুর পায়ের ধূলা॥'

লিখনি লিখিল কন্যা থির কইরা মন।+
"শান্ত হও রে রাজার কুমার শান্ত কর মন ॥*
অল্পকালে পাই বা তুমি তোমার ইষ্টি ধন[৪৮] ।+

"আশ্বিন মাসেতে হায় রে দুগ্‌গা পূজা দেশে ॥
অবিশ্যি আইব পতি এই না পূজার আন্দেশে[৪৯] ।+
তুইল্যা রাখি পদ্মের ফুল তুলি বেল পাতা ॥
আইস্যা পূজিব বন্ধু জগতের মাতা ।‡
ফুইট্যাছে সিঙ্গারা ফুল[৫০] গন্ধে দিগ্‌ ভরা ॥
এও ফুল হইল বাসি শুকায় নদীর ধারা ॥
এও মাসে পতি মোর না আইল ফিরে।
কাত্তিক হইলে গত্ত কে রাখিব মোরে ॥"

রাজকুমারের কবুতর এল পত্র নিয়ে.—

"শুন শুন সুন্দর কন্যা নাই সে দেও ফাঁকি।
বচ্ছর গোয়াইতে দেখ এক মাস বাঁকি ॥
আর কতদিন তোমার আশায় বইসা রইব।
আগন মাসেতে কন্যা বিয়া যে করিব ॥
মণি-মুক্তা দিয়া লো কন্যা করবাম্‌ সাজন।
হিরায় গড়ায়া দিবাম যত আভরণ ॥
তোমার যে রূপ যইবন সব বেরথা[৫১] যাইব।+
রূপ যইবন না থাকিলে কেউ না পুছিব ॥"+

৪৮। ইষ্টিধন=কাম্যধন। ৪৯। আন্দেশে=আমোদে, উৎসবে। ৫০। সিঙ্গারা ফুল=শেফালী ফুল, পানিফলকেও সিঙ্গারা বলে। ৫১। বেরথা=বৃথা।

পাঠান্তর :—* 'শান্ত কর কুমার আরে শান্ত কর মন।'
+ 'অবশ্যি আইব পতি দুগ্‌গারে পূজিতে।'
‡ 'কি দিয়া পূজিব বন্ধু জগতের মাতা ॥'

বগুলা উত্তর দিল,—

শুন শুন রাজার কুম্যর কইয়া বুঝাই তরে।
হীরামতির আভরণ নাই সে লাগে মোরে ॥+
বর্‌ত কইরাছি আঁমি বর্‌ত না ভাঙ্গিব।+
বর্‌ত কালে পরপুরুষ কভু না দেখিব ॥+
নিত্যি আমি পূজা করি মনসার ঘটে।+
পর্‌তিষ্ঠার[৫২] কাল পূন্ন[৫৩] হইল নিকটে ॥"

(৬)

লম্পট রাজকুমার এবারের পত্রে লিখ্‌ল,—

"শুন শুন সাধুর কন্যা কইয়া বুঝাই তরে।+
সাধুরে বাইন্ধ্যা রাখ্‌ছি আমি বন্দীখানা ঘরে ॥+
বুকে পাষাণ চাপা হস্ত পদে ত ছিকলি।+
অমাবশ্যার রাইতে তারে দিবাম্‌ দেবীর বলি ॥+
শুন শুন সাধুর কন্যা কইয়া জানাই তরে।
সিপাই লস্কর যাইব আনিতে তোমারে ॥
আইসা দেখ্‌বা তোমার আগে সাধুরে দিবাম্‌ বলি।+
তোমার যে বর্‌ত ফাঁকি বুইঝাছি সগ্‌গলি ॥"+

বগুলা সুন্দরী কান্দে হইয়া হারা-দিশ্‌[১]।
কেশেতে ছাপায়্যা বান্ধে কাল জহর বিষ ॥
চউক্ষের জল মুইছা কন্যা মন কর্‌ল দড়[২]।+
লিখন লিখিল কন্যা আঢাই অক্ষর[৩] ॥+

৫২। পর্‌তিষ্ঠা=প্রতিষ্ঠা। ৫৩। পূন্ন=পূর্ণ।
১। হারাদিশ্‌=দিশাহারা। ২। দড়=দৃঢ়। ৩। আঢাই অক্ষর=সংক্ষিপ্ত।

* * *

"কাত্তিক মাসে ত কুমার মন উচাটন।
বৈদেশে সাধু পুত্রের হইয়াছে মরণ॥
চৌদোলা পাঠাইবা কুমার নিশি তুই পওরে।
কালুকা[৪] যাইবাম্ আমি তোমার মন্দিরে॥"

লিখন লইয়া কইতর শূন্যে দিল উড়া।
জালে ত হইল বন্দী ননদিনী খাড়া॥
কইতারার পায়ে লিখন পড়িয়া দেখিল।+
পিঞ্জিরাতে কইতরারে বন্দী সে করিল॥+
শাশুড়ী ননদী গেল বগুলার ঘরে।+
"নিলাজ অসতী নারী কি কইবাম তরে॥
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলের ঘাটে যাও।
তুষের আগুনি জ্বাইলা নিজেরে পুড়াও॥
এমন কলঙ্কী মুখ না দেখাও জগতে।
সাধু ঘরে আইলে সাজা দিবাম বিধি মতে॥" +
ঘরের ছিকল বন্ধ বন্দী হইল নারী।
পিঞ্জিরায় বন্দী রইল উড়ন্ত কৈতরী॥

হেনকালে সাধুর ডিঙ্গা ঘাটেতে আইল।
দেশেতে পড়িল সাড়া বাছ্যিভাণ্ড বাজিল॥

৪। কালুকা=আগামীকাল।

পূর্ববঙ্গ গীতিকাগ্রন্থে এই স্থলে নিম্নলিখিত চারটি ছত্র আছে—

বর্‌তের যত আয়োজন করে রাজার বেটা।
লাগিবেক একশত কালা ধলা পাটা॥
মেষ মহিষ আর জোড়া কবুতর।
কত যে লাগিব তার লেখা জোখা নাই॥

মাও আইল বইন আইল ডিঙ্গা করিতে বরণ।
বগুলারে না দেইখা সাধুর উচাটিত মন ॥
মায়ে না কইল কথা বইন নাইত কয়।
পরাণ পিয়ার লাইগা সাধুর সবুর[৫] নাইত সয় ॥
ভরা ডিঙ্গা ছাইড়্যা চলে সাধুর নন্দন।
শীতল মন্দিরে[৬] যায় ত্বরিত গমন ॥
বন্ধ রইছে ঘরের দোয়ার নাই মানুষের সাড়া।
ভাইব্যা না পাইল সাধু বাইরে থাইক্যা খাড়া ॥

"শুন লো পরাণের পিয়া বগুলা সুন্দরী।
এক বচ্ছর হইল গত দেশে দেশে ফিরি ॥*
আইজ আমি ঘরে আইলাম না দেখি তোমারে।+
আইসা দেখ খাড়া রইলাম তোমার দোয়ারে ॥+
কেমনে পরাণ ধরি বৈদেশেতে বাসা।
দারুণ রাজার পুত্রে কইরাছে নিরাশা ॥
ভাড়াইয়া ভাড়াইয়া মোরে পাঠায় দেশে দেশে।
আর না থাক্‌বাম্ কন্যা এমন রাজার দেশে ॥
তোমারে লইয়া কন্যা হইবাম দেশান্তরী।+
দোয়ার খুইলা কথা কও আমার বগুলা সুন্দরী ॥+
বৈদেশ করিয়া আইলাম এক বচ্ছর পরে।+
দোয়ার খোল লো কন্যা আমি আইসাছি ঘরে ॥"

ননদী আসিয়া কয় সাধুর নন্দনে।
"আর কিবা কইব কথা না ধরে পরাণে ॥

৫। সবুর=বিলম্ব, ধৈর্য। ৬। শীতল মন্দির=সাধুর শয়ন গৃহের নাম (?)
পাঠান্তর :—* 'এক বচ্ছর গত হইল তোমারে না দেখি ॥'

কলঙ্কে ছাইল দেশ না দেখি উপায়।
তোমার ঘরের নারী তোমারে ভাড়ায় ॥"
পিঞ্জিরা খুলিয়া পত্র ভাইয়েরে দেখাইল।
দেইখ্যা ত না সাধুর পুত্র আগুন জ্বলিল ॥
দিন গেল হেরে ফেরে রাইতের অইন্ধকারে।+
উঠাইল সুন্দর কন্যা ডিঙ্গির উপরে ॥+
না শুনিল কোনো কথা না করিল বিশ্বাস।*
ডিঙ্গায় উঠায়া কন্যা দিল বনবাস ॥+

বগুলারে ভাসায়্যা দিয়া সাধু আইল ঘরে।+
ঘরে দেখে দব্বজাত[৭] রইছে থরে থরে ॥+
তার মধ্যে রইছে রাজার পুত্রের লিখন।+
বারো মাসের বারো পত্র সগল ঘটন ॥+
পড়িয়া না সেই পত্র সাধু করে হায় হায়।+
যত না ঘটনা সাধু বুঝিল সমুদায় ॥+

(৭)

দুই পওর রাইতের রে নিশি
আরে আশমানে জ্বলে তারা।+
ডিঙ্গির উপরে চইল্যাছে হায় রে
আইজ কন্যা দিশাহারা ॥+

৭। দব্বজাত=দ্রব্যসমূহ।

পাঠান্তর :—* ভরা ডিঙ্গায় উঠায়্যা কন্যারে দিল বনবাসে
+ কান্দে বগুলা কন্যা না পুরিল আশ ॥

খালি ডিঙ্গায় উঠায়্যা কন্যারে
সোয়ামী পাঠায় বনবাস ।+
নায়ে বইসা কান্দে রে কন্যা
কন্যার না পুরিল আশ ॥+
কোন বা দেশে যাইব রে কন্যা
কন্যার নাই ত কোনো জানা ।+
কুলের কুল বধূ রে কন্যা
আইজ হইল দেওয়ানা[1] ॥+

পরভাত কালে আইল ডিঙ্গি নিরলক্ষ্যার[2] চরে ।+
কন্যা রে লামায়্যা দিয়া নাইয়া[3] গেল ফিরে ॥+
নাই সে আছে মানুষ জন না আছে ঘর বাড়ী ।+
বালুর চরে পইড়া কন্যা কান্দে গড়াগড়ি ॥+

হায় রে দরুণ্যা বিধি
ওরে বিধি কি কইবাম্ তরে ।+
আমি নিজের দোষে ভাস্লাম্ রে আইজ
অকুল পান্থারে ॥—(দিশা) ।+
বিনা দোষে ছাড়িল পতি
আপনার নারী ।
পতির কোনো দোষ নাই রে
দোষ দিতে নাইত পারি ॥*

১। দেওয়ানা=অসহায়, অধোন্মাদিনী। ২। নিরলক্ষ্যার চর=জনমানব শূন্য নদীর চর। ৩। নাইয়া=মাঝি।

পাঠান্তর :—* 'পতির কোনো দোষ নাই রে যত দোষী আমি।'

বান্ধিয়া রাখিলাম বিষ
সে বিষ না খাইলাম আমি ।
মনে ত ভাইবাছিলাম সগ্‌গল
কইবাম্‌ আইলে স্বামী ॥
রাজার পুত্র তুশ্‌মন হইল
তুশ্‌মন্‌ মারিব পতিরে ।
সেই না ভয়ে সত্য করলাম
আমি তুশ্‌মনের গোচরে ॥
আরে মর্‌তাম যদি খাইয়া বিষ
তুশ্‌মন্‌ কি করিত মোরে ।
দেশ ছাইড়া পরাণ পতি
আমার যাইত বহু দূরে ॥
আমি যে মরিতাম হায় রে
তাইতে কোনো তুঃখ নাই ।
পরাণে বাঁচিত রে বন্ধু
দারুণ তুশমনের ঠাঁই ॥
সাক্ষী রইছ চান্দ সূরুয
তোমরা আশ্‌মানের তারা ।
বগুলা কন্যার মনের গান
বারো মাইসা তুখুঃ ভরা ॥*
না বইল না বইল তোমরা
আমি মিন্নতি যে করি । +
শুনিলে সগ্‌গল কথা
বন্ধু তুঃখ পাইব ভারি ॥

পাঠান্তর :—* 'বগুলা কন্যার গান যত তুঃখু ভরা ॥

পূবাইল[৪] পবন রে তুমি
ঐ না দেশে যাও।+
আমার মনের সত্য কথা
তুমি বন্ধুরে না কও ॥+
বনে আছ বনের বাঘা
আইজ খাইবা আমার মাথা।
না কইও না কইও বন্ধুরে
আমার মনের যত কথা ॥"

(৮০)

নিরলক্ষ্যার চরে বইস্যা কান্দিছে সুন্দরী।+
ময়ূরপঙ্খী নাও আইল গাঙ্গ দিয়া পারি ॥+
নায়ে ত আছিল এক দেশের রাজকুমার।+
শূনা[১] চরে সুন্দরী কান্দে দেইখ্যা চমৎকার ॥+
দুশ্‌মনের দেশ ছাইড়া কন্যা আর দেশে যায়।+
আর এক রাজার পুত্র পন্থে পাইল তায় ॥
জোরেতে ধরিয়া তারে লইল নিজ দেশে।
এমত সুন্দর কন্যা বিয়া করবার আশে ॥+

কন্যা কয় "আমার যে এক বর্‌ত আছে।
পর্‌তিষ্টা না হইলে বর্‌ত না আইবা আমার কাছে ॥+
বর্‌তের যতেক বেশ দেখ অঙ্গে বিদ্যমান।
রাজার পুত্র তুমি রাখ্‌বা আমার মান ॥*

৪। পূবাইল=পূর্বদিক হইতে আগত।
১। শূনা=শূন্য, নির্জন।
পাঠান্তর :—* কন্যা কয় "রাজার পুত্র রাখ আমার মান ॥'

বারো মাস হইলে বর্‌ত পর্‌তিষ্টার কাল।
নাই সে ভাইঙ্গ বর্‌ত মোর না ঘটাও জঞ্জাল ॥"
বর্‌তের কথা শুইনা রাজা জিগায়[২] কন্যার আগে।
"বর্‌ত পর্‌তিষ্ঠাতে কন্যা কোন কোন দব্ব লাগে ॥"

বগুলা বলিল,—

"মেষ লাগে মৈষ লাগে আর লাগে কৈতরা।
কালা ধলা পাঁঠা লাগে বস্ত্র জোড়া জোড়া ॥
সোনার চম্পা ফুল লাগে আর শব্‌রি কলা।
একলক্ষ সোনার চম্পায় গাইন্থ্যা দিবাম্‌ মালা ॥
আর লাগে সুলক্ষণ এক সাধুর নন্দন।
তাহারে আনিয়া দিবা বর্‌তের কারণ ॥"

দেইখ্যা ত কন্যার রূপ রাজা উদাম্‌ পাগলা।
যত কিছু কয় কন্যা রাজা নাই সে করে হেলা ॥
বর্‌তের যত আয়োজন করে রাজার বেটা।*
হাজারে বেজারে আনে কালা ধলা পাঁঠা ॥*
মেষ মইষ আনিল আর জোড়া কবুতর।*
গাছ ভাইঙ্গা সোনার চম্পা আনিল বিস্তর ॥+
কত যে লাগিব তার লেখা জোখা নাই।*
সুলক্ষণ সাধুর পুত্র কোথায় এখন পাই ॥"
কত কত সাধুর পুত্র ডিঙ্গা বাইয়া যায়।
যারে দেখে ধইরা আনে রাজার কুটালা[৩] ॥

২। জিগায়=জিজ্ঞাসা করিল। ৩। কুটালায়=কোতোয়ালে।

পাঠান্তর :— * * * * এই চিহ্ন দেওয়া চারিটি ছত্র পূর্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ের শেষের দিকে কিছু পাঠান্তর অবস্থায় আছে। উক্ত পাঠান্তরগুলি এই সম্পাদনায় ৬ অধ্যায়ের পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

যেই না সাধু ধইরা আনে দেইখ্যা কন্যা কয় ।+
এই সাধুতে আমার বর্‌তের কাম নাইত হয় ॥”
কত শত সাধুর পুত্রে বন্দী যে হইল ।*
কন্যার মনের মতন সাধু নাই সে মিলিল ॥” +

কান্দিয়া কাটিয়া বগুলার দুঃখে দিন যায় ।+
পাগলা রাজপুত্রের সঙ্গে কথা নাই সে কয় ॥+
একদিন কন্যার তবে আশা যে পুরিল ।
আপন সোয়ামীরে বগুলা বন্দী করিল ॥
কন্যারে হারাইয়া সাধু হইল পাগেলা ।
নানান্ দেশে ঘুইরা ফিরে যেমন জোয়াইরা চিলা[৪] ॥
উজান পানি বাইয়া সাধু ঘুরে নানান্ দেশে ।
জানিয়া শুনিয়া সাধু কন্যার উর্‌দিশে[৫] ॥
ঘুরিতে ফিরিতে আইল এই না রাজার দেশ ।
কুটালে করিল বন্দী রাজার আদেশ ॥
দেইখাত সাধুরে কন্যা কয় রাজার স্থানে ।
“এই সাধুতে হইব কাম মুক্তি দেও অন্য জনে ।”+
যত যত সাধুর পুত্রে দিল মুক্তিদান ।
বিদায় করিল সবে করিয়া সম্মান ॥

আইল বর্‌তের দিন সেই না কার্ত্তিক মাস যায় ।
লিখনে লিখিয়া কন্যা সোয়ামীরে জানায় ॥

৪। জোয়াইরা চিলা=এক শ্রেণীর চিল জাতীয় যাযাবর পাখি, ইহারা নদীর জোয়ার ভাটার সঙ্গে চলাফেরা করে। ৫। উর্‌দিশে=উদ্দেশে, খোঁজে।

পাঠান্তর :—* ‘লক্ষ লক্ষ সাউধের পুত্র বন্দী হইয়া রয়।’
+ ‘কন্যা কয় অন্য জনে আর নাই সে কাম।’

নিশি দুইপওর কালে কন্যা কোন কাম করে।
সোয়ামীরে লইয়া কন্যা ডিঙ্গার কাছি ছাড়ে॥
পশ্চিমাল[৬] বাতাসে কন্যা উড়াইল পাল।
পতি লয়্যা চইলা গেল উত্তর ময়াল[৭]॥

ঘুমতনে[৮] উইঠা দেখে রাজা কন্যা নাই সে ঘরে।*
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বাউরা[৯] রাজা পন্থে পন্থে ফিরে॥*

সমাপ্ত

৬। পশ্চিমাল=পশ্চিমদিক হইতে আগত। ৭। ময়াল=মহল, দেশ।
৮। ঘুমতনে=ঘুম হইতে। ৯। বাউরা=অর্ধোন্মাদ॥

পাঠান্তর :—*-* 'ঘুমতনে উঠ্যা দেখে রাজার রাজ্যবাসী লোকে।
পলাইয়া গেছে কন্যা আপনার দেশে॥"

দেওয়ানা মদিনা

বা

আলাল দুলালের পালা

কবি মনসুর বয়াতী প্রণীত

.দেওয়ানা মদিনা পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট্. মহাশয় সম্পাদিত দেওয়ানা মদিনা পালাটির ছত্র সংখ্যা ৮২০। এই সঙ্কলনে ছত্র সংখ্যা ১০১৪। সেন মহাশয় অপেক্ষা ১৯৪ ছত্র অধিক।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত ৮২০ ছত্রের মধ্যে ৩২টি ছত্রের সঙ্গে এই সঙ্কলনে তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটিয়াছে। মৈমনসিংহ গীতিকার পাঠ তৎ তৎ স্থলে পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে প্রকাশিত এই পালাটির অধ্যায় সংখ্যা এই সঙ্কলনে অধ্যায় সংখ্যা ১৩। উক্ত গ্রন্থের সহিত এই সঙ্কলন মিলাইতে হইলে সতর্ক হইতে হইবে; কারণ, বহুস্থলে ঘটনার পারম্পর্যের জন্য ছত্র অগ্রপশ্চাৎ করিয়া সাজানো হইয়াছে। নূতন সংগৃহীত ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

এই পালাটির রচয়িতা কবি মনসুর বয়াতী। কবি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃঃ ১৸৵০) লিখিয়াছেন, 'ইহার লেখক মনসুর বাইতি সম্বন্ধে নাম ছাড়া আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কবি যে নিরক্ষর ছিলেন, তাহা যেমন তাঁহার কাব্যপাঠে বোঝা যায়, তিনি যে প্রকৃত কবিত্বশালী, করুণরস সৃষ্টিতে সুপটু ছিলেন, তাহাও তেমনি অবধারণ করা যায়।'

মনসুর বয়াতী রচিত এই কাব্য পাঠ করিয়া কবি যে নিরক্ষর ছিলেন তাহা কি করিয়া অবধারণ করা সম্ভব, তাহা আমার বোধগম্য নহে।

এতবড়ো একটা পালাগান মুখে মুখে রচনা করিয়া তাহা মনে রাখিয়া আসরে গান করা ও অপরকে শিখানো বর্তমান কালে যদি কাহারও পক্ষে সম্ভব হয়, তবে তিনি নিঃসন্দেহে অতিমানুষ।

এই পালার ঘটনা ও রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে বাইন্সাচঙ্গের দেওয়ান পরিবার দেওয়ানী করিতেন। এই দিক হইতে এই কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গ-সাহিত্য ও ভাষার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কারণ, মুসলমান কবি মনসুর বয়াতী নিশ্চয়ই 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' প্রভাবান্বিত 'পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া' তাঁহার 'মাথা ঘোলাইয়া' ফেলেন নাই; অথবা 'অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃত শব্দ সংশোধন পূর্ব্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাংলা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতে' চেষ্টা করেন নাই। তিনি তৎকালের প্রচলিত ভাষায়ই এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালক্রমে ইহার ভাষা ও শব্দের যে বেশী কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বলা চলে না। কারণ, এই পালাটি মুসলমান কৃষক সমাজে সুপ্রচলিত, এবং ইহার গায়ক বোধ হয় সকলেই মুসলমান। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত একমাত্র রাঢ়দেশ ও গঙ্গাপাড় অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র মুসলমান কবিগণ তাঁহাদের আঞ্চলিক ভাষা ও সুর অনুযায়ী গান ও পালা রচনা করিতেন। তাঁহাদের সেই রচনার ভাষা ও শব্দের কোনো পরিবর্তন করিলে উহা ঠিকমত সুর ও তালে পড়ে না। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্কলনে এই অসুবিধা বহুস্থানে প্রকট। এই সুর ও তালের খাতিরেই কবির রচনা খুব বেশী বিকৃত হইতে পারে নাই। আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গী বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দীর পল্লীকবি মনসুর বয়াতীর ভাষা ও বিংশ শতাব্দীতে লিখিত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকার ভাষার মধ্যে চমৎকার মিল দেখা যায়। এবং সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয়, ভারতে প্রচলিত

সমস্ত ভাষার মধ্যে পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষা সর্বাপেক্ষা বেশী সংস্কৃত ভাষার অনুগত।

মুসলিম শাসনকালে দেওয়ান ছিলেন পরগণার মালিক ও সেই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি। দেওয়ান গোষ্ঠী পুরুষানুক্রমে এই দেওয়ানী ভোগ দখল করিতেন। এক পরগণার দেওয়ান আর এক পরগণার দেওয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাঁহার সহর ধ্বংস করিয়া দেওয়ানী দখল করিতে পারিতেন। এসব ব্যাপারে সুবাদার ও দিল্লীর বাদশাহ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই প্রশাসন তথ্যের জন্য এই পালাটি ও ভেলুয়া ২নং পালা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম ধর্মানুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদে তালাক দিবার অধিকার একমাত্র পুরুষের। এ বিষয়ে স্ত্রীকে কোনো অধিকার বা মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হয় নাই। এই আইন যে কি প্রকার মর্মান্তিক, তাহা মরমী কবি এই পালায় জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই নৃশংসতা যে, সম্পত্তির একটা ক্ষুদ্র অংশের মালিকানা ও 'দেন মোহরের প্রতিশ্রুতি' দিয়া চাপা দেওয়া যায় না, তাহা এই কাব্য পড়িলে বুঝা যাইবে।

এই পালার ১১ অধ্যায়ে বাংলা দেশের কৃষক পরিবারের যে চিত্র কবি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় তাহার তুলনা নাই। কবি নিজে কৃষক ছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পতি পরিত্যক্তা মদিনার সেই সুখের দিনগুলির স্মৃতি মরমী কবির বর্ণনায় স্বর্গীয় সুষমা বিস্তার করিয়া সুখ-আনন্দ-রস কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে। সেইসঙ্গে বুঝাইয়াছে প্রেমের স্বরূপ কি। এই একটি অধ্যায়ের জন্যই কবি মনসুর বয়াতী সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

নবদ্বীপ
শ্রাবণ, ১৩৫৮

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ

(১)

বানিয়াচঙ্গ সহরে দেওয়ান ছিলেন সোনাফর সাহেব। দেওয়ান সাহেব ধনী হলেও তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন একটি মাত্র বিবি। বহুদিন রোগে শয্যাগত থেকে বিবিসাহেবা যখন বুঝলেন জীবনের আশা আর নেই, তখন তিনি তাঁর ছুটি বালকপুত্র আলাল ও ছুলালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে স্বামী সোনাফর সাহেবকে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করে বললেন,—

সত্যকর[১] পরাণের পতি
আইজ সত্য কর রইয়া[২]।
আমি নারী মইর‍্যা[৩] গেলে
তুমি আর নাই সে করবা বিয়া॥
আমি অভাগীরে পিয়া[৪]
আইজ কই[৫] যে তোমার কাছে।
আমার শিয়রে খাড়াইয়া যম
আর বাঁকি কয়দিন আছে॥
শরীল মাটি হইল রে বন্ধু
আমার মুখে কালা ধরে।
ছুই দিন পরে শুইবাম[৬] রে আমি
ঐ না কূয়ার কয়ব্বরে[৭]॥

১। সত্যকর=প্রতিজ্ঞাকর। ২। রইয়া=স্থির হইয়া। ৩। মইর‍্যা=মরিয়া। ৪। পিয়া—প্রিয়তম। ৫। কই=কহি। ৬। শুইবাম=শয়ন করিব। ৭। কূয়ার কয়ব্বরে=অন্ধকার গভীর কবরে।

ঘরে রইল আলাল দুলাল
তারা দুইটি ভাই।
অভাগী মায়ের আর যে
কোনি[৮] লক্ষ্য নাই ॥
শুন শুন ওহে গো পতি
আরে পতি বলি যে তোমারে।
কুলের[৯] ছাওয়াল আলাল দুলাল
আমি রাইখ্যা যাইবাম্ ঘরে ॥
শুন শুন ওহে গো দেওয়ান
আইজ কইয়া বুঝাই আমি।
দুধের বাচ্চা দুইনা পুতে
তোমারে সোপ্‌লাম[১০] অভাগিনী ॥
সাক্ষী থাইক্য চান্দ সূরুয্[১১]
আর দুই নয়নের আখি[১২]
পতির হস্তে সোইপ্যা গেলাম
আরে আমার পোষা পাখী ॥
সাক্ষী থাইক্য কিতাব কুরাণ
আরে সাক্ষী যে তোমরা।
আলাল দুলালের লক্ষ্য[১৩] নাই
এক সে তুমি ছাড়া ॥
সাক্ষী হইও নদী নালা
বন জঙ্গলা পাহাড়ি[১৪]।

৮। কোনি=কোনোই। ৯। কুলের=কোলের। ১০। সোপলাম=সমর্পণ করিলাম। ১১। সুরুয=সূর্য। ১২। আখি=আঁখির মণি। ১৩। লক্ষ্য =আশ্রয়, সহায়। ১৪। পাহাড়ি=ছোটো পাহাড়।

বনের যত পোইখ্‌পাখালি[১৫]
আমি তারে সাক্ষী করি ॥
আমি ত অভাগী মাও রে
আইজ যাইবাম ছাড়িয়া।
কুলের ছাওয়াল শিশুরে পতি
নেও কুলেতে তুলিয়া ॥"

কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চউক্ষে পড়ে কালি।
টান দিয়া বুকে লইল পুত্র পুত্র বলি ॥
আরবার কয় বিবি দেওয়ানে ডাকিয়া।+
"সোনার কলি আলাল দুলাল
তারার[১৬] মুখ চাইয়া।
আমার মাথা খাও রে পিয়া
আর নাই সে কইর বিয়া ॥
সতীন বালাই কিবান্[১৭] কইবাম্
আমি তোমার কাছে।
এতিম[১৮] ধনেরা আমার
দুক্ষু[১৯] পাইব পাছে ॥
সতীনের ছাওয়াল সে কাঁটা
ঐনা সতাই মায়ের লাগে।
সেইনা কাঁটা তুইল্যা ফালায়
সতাই সগ্‌গলের আগে ॥

১৫। পোইখ্‌পাখালি=পশুপক্ষী। ১৬। তারার=তাহাদের। ১৭। কিবান্ =কি আর। ১৮। এতিম=অনাথ। ১৯। দুক্ষু=দুঃখ।

শুন শুন পরাণের পতি
আরে পতি শুন কথা রইয়া।
সতাইর কথা কইছি[২০] এক
তুমি শুন মন দিয়া ॥
দীঘির দক্ষিণ পাড়ে দারাক গাছের[২১] ডালে
কইতরা কইতরী দুই থাকে তার খোরলে[২২] ॥
চিত্তিসুখে[২৩] নিত্যি তারা থাকে প্রেম আলাপনে।
সুখে দিন যায় তারার দুক্ষু নাই সে জানে ॥
এইনা মতে কত দিন যায় রে চলিয়া।
দুই ডিম রাইখ্যা কইতরী গেল রে মরিয়া ॥
ডিম লয়্যা কইতরা পড়িল ফাঁপরে।
খালি বাসা থুইয়া নাই সে নড়িবারে পারে ॥
অন্-আধারে[২৪] কইতরা আরে বইস্যা দেয় উম[২৫]।
সারা রাইত পওরা[২৬] দেয় নাই সে চউক্ষে ঘুম ॥
কত কষ্টে উম দিয়া কত যতন করিয়া।
দুই ডিমে দুই বাচ্চা লইল খুটিয়া[২৭] ॥
একেলা কইতরার আর অখন[২৮] নাইত চলে।
কেবা আধার[২৯] আনে আর কে থাকে খোরলে ॥
নিরুপায় ভাইব্যা কইতরা আরে কোন কাম করে।
একনা কইতরী আইন্যা তার জোড়ী[৩০] করে ॥

২০। কইছি=কহিতেছি। ২১। দারাক গাছ=এক জাতি বড়ো গাছ। ২২। খোরল=কোটর। ২৩। চিত্তিসুখে=চিত্তের সুখে। ২৪। আধার=পাখির খাদ্য, অন-আধারে=অনাহারে। ২৫। উম=তাপ দেওয়া। ২৬। পওরা=পাহারা। ২৭। খুটিয়া=বাহির করিয়া। ২৮। অখন=এখন। ২৯। আধার=শাবকের খাদ্য। ৩০। জোড়ী=সাথী।

কইতরা কয় 'শুন আলো তুমি সে কইতরী।
আমি যাই আধার আনতাম্[৩১] তুমি থাইক বাড়ী ॥
বাচ্চারে উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাকিয়া।
বাচ্চারা মোর হইল ওরে বড়ো দুক্ষু পাইয়া ॥
দিনে আধার না খাইতাম আমি রাইতে নাই ঘুম।
রাইত দিন বইস্যা আমি ডিমে দিতাম উম ॥
মাও মরা বাচ্চা আমার দুই নয়ানের তারা।
আমি আধার আন্তাম্ যাই তুমি দেও পওরা ॥[৩২]
যতন কইর‍্যা রাইখ্য বাচ্চা যাইতে[৩৩] না হয় দুখ্।
বড় হইলে তারা পরে তুমি পাইবা সুখ ॥
চারা গাছ পানি দিয়া আগে বড়ো কইরে।
বড়ো হইলে মিডা[৩৪] ফল সুখে খাইবা পরে ॥'

এইনা কথা বুঝায়্যা কইতরা গেল রে চলিয়া।
কইতরী ভাবয়ে মনে বাসাতে বসিয়া ॥
সতীন বালাই গেছে মইর‍্যা রাইখ্যা দুই কাঁটা।
বড়ো হইলে আমার নসিবে[৩৫] আইব মুড়া ঝাঁটা ॥
সতীনের বাচ্চায় কবে বুঝে সতাইয়ের সুখ।
আখেরে[৩৬] আমার নসিবে আছে বড়ো দুখ ॥
আমার বাচ্চার এরা হইব দুশমন।
সেই না কারণে সদা হইব কেবল দন্[৩৭] ॥
এমন বালাইরে আমি উম দেই বইয়া[৩৮]।
দুগ্ধ দিয়া অজগর রাখ্তাম[৩৯] পালিয়া ॥

৩১। আনতাম=আনিতাম। ৩২। পওরা=পাহারা। ৩৩। যাইতে=যাহাতে।
৩৪। মিডা=মিঠা। ৩৫। নসিবে=ভাগ্যে। ৩৬। আখেরে=ভবিষ্যতে।
৩৭। দন=দ্বন্দ্ব, কলহ। ৩৮। বইয়া=বসিয়া। ৩৯। রাখতাম=রাখিতেছি।

দুখুংরে ডাকিয়া আমি না আনবাম্ আর ঘরে।
বালাই দূর করবাম আমি মারিয়া এয়ারে[৪০] ॥
কইতরা ত গেছে অখন আধার লাগিয়া।
আধার আনিলে খাইবাম্ দুইজনা মিলিয়া ॥
উইড়্যা[৪১] আইছে দুশমন আরে পইড়্যা করিতে[৪২]।
আমার মুখের গরাস[৪৩] কাড়িয়া লইতে ॥
এমন বালাইয়ের গলা ঠোটে ত চিড়িয়া।
দুশমন কাঁটারে দেই দূরে ফালাইয়া ॥'

এই না মত্‌লব কইর‍্যা কইতরী কোন কাম করে।
গলাতে ধরিয়া বাচ্চা আছ্‌ড়াইয়্যা মারে ॥
মারিয়া ত দুই বাচ্চা পরে জঙ্গলায় ফালায়।
আধার লইয়া কইতরা বাসার পানে যায় ॥
কইতরারে দেইখ্যা কইতরী জুড়িল কান্দন।
কইতরা জিগায়[৪৪] 'কইতরী কান্দ কি কারণ' ॥
কইতরী কয় 'শুন আরে খসম[৪৫] আমার।
আধার আনিতে গেলা মোরে দিয়া বাচ্চার ভার ॥
এমন সময়ে এক গির্‌ধিনী[৪৬] আসিয়া।
আমার বুক থাইক্যা বাচ্চা নিল রে কাড়িয়া।
গির্‌ধিনীর মুখে বাচ্চারা হারাইল পরাণী।
সেই না কারণে আমি কান্দি অভাগিনী ॥
আহারে সোনার বাচ্চা তোমরা গেলা কই[৪৭]।
তোমরারে হারায়্যা আইজ আমি মইর‍্যা যাই ॥'

৪০। এয়ারে=ইহারে। ৪১। উইড়্যা=উড়িয়া। ৪২। পইড়্যা করিতে=বাদ সাধিতে। ৪৩। গরাস=গ্রাস। ৪৪। জিগায়=জিজ্ঞাসা করে। ৪৫। খসম=স্বামী। ৪৬। গির্‌ধিনী=গৃধিনী, শকুন। ৪৭। কই=কোথায়।

পাঠান্তর :—* 'আমার বুক অইতে নিল জোরে সে কাড়িয়া ॥'

এইনা কথা শুইন্যা কইতরা কাইন্দ্যা জার জার[৪৮]।
মোরে থুইয়্যা কোথায় গেলা ছেউড়া[৪৯] বাচ্চারা আমার ॥
কত কষ্ট পাইলাম হায় রে ছেউড়ার লাগিয়া।
কোন বা পন্থে গেল তারা বুকে ছেল[৫০] দিয়া ॥
আগুনি জ্বইল্যাছে হায় রে আমার অন্তরে।
হায় রে দারুণ বেথা চিত্তে নাই সে ধরে ॥
এই মতে কইতরা আরে কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে কইতরী হাসে ভাইব্যা বালাই করলাম দূর ॥
সতাই না বুঝে সাহেব, সতীন পুতের বেথা ।*
অন্তৃমকালে সোয়ামী গো রাখবাইন্[৫১] মোর কথা ॥
রাইখ মোর কথা পিয়া আমার মাথা খাও।
ছেউড়া পুতেরার[৫২] পানে আখি মেইল্যা চাও ॥"

এই না কথা কইয়া পরে সেই ত দেয়ানের নারী[৫৩]।
মায়ার সংসার ছাইড়্যা তবে গেলা নিজের বাড়ী ॥

(২)

আওরতের[১] লাইগ্যা কান্দে দেয়ান সোনাফর।
আলাল তুলাল দোনো[২] ভাই কাইন্দ্যা জার্ জার্ ।।†
কান্দিয়া কান্দিয়া তারা ভূমিতে লুটায়।
দানা পানি ছাইড়্যা কেবল করে হায় হায় ॥

৪৮। জার জার=জর্জর। ৪৯। ছেউড়া=ছেঁড়া, মাতৃহীন শিশু। ৫০। ছেল=শেল। ৫১। রাখবাইন=রাখিবেন। ৫২। পুতেরার=পুত্রদের। ৫৩। নারী=পত্নী।
১। অওরতের=পত্নীর। ২। দোনো=তুইটি।
পাঠান্তর :—* 'সতীন বুঝয়ে নাহি সতীপুত্রের ব্যথা।'
† 'আলাল তুলাল কাইন্দ্যা অইল জর্ জর ॥"

মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জান্‌ব[৩] কি।
মায়ের বুকের লউ[৪] সে যে পুত্র আর ঝি ॥
দুইনা ছেউড়া ছাওয়ালেরে বুকে ত করিয়া।
সোনাফর মিয়া কান্দে মাথা থাপাইয়া[৫] ॥

"দুধের ছাওয়ালে আমি কেম্‌নে বাঁচাই পরাণে।
অন্‌-আধারে[৬] মরে কেম্‌নে দেখ্‌বাম্‌ নয়ানে ॥
মা মা কইর‍্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে।
বুকেতে আমার হায় রে ছেল যেমন বিন্ধে ॥
কি দিয়া বুঝায়্যা রাখি ছেঁউড়া পুতরারে।
কেবা খাওন[৭] দেয় তারার[৮] পইড়্যা গেলাম ফেরে ॥*
মইর‍্যা ত না গেছে আওরত্‌ গিয়াছে মারিয়া।
তিন-লা[৯] প্রাণী মাইর‍্যা রাইখ্যা গেছে পলাইয়া ॥
কি দুশমনি কইর‍্যাছিলাম আর জন্মে আমি।
তার পর্‌তিশোধ[১০] লইলা বিবি এইনা জন্মে তুমি ॥
বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাই আমার সমান।
অতুন্ত্যাই[১১] ধনদৌলত আমার গোলা ভরা ধান ॥
পন্থের ফকির হইল আরে আমার থাইক্যা[১২] সুখী।
দুনিয়াতে নাই রে আইজ আমার মতন দুঃখী ॥
কি হইব ধন দৌলতে কি ছার দেওয়ানী।
দিলের[১৩ক] দুঃখেতে যদি চউক্ষে ঝরে পানি ॥

৩। জান্‌ব=জানিবে। ৪। লউ=রক্ত। ৫। থাপাইয়া=করাঘাত করিয়া। ৬। অন্‌-আধারে=বিনা খাদ্যে। ৭। খাওন=খাইতে। ৮। তারার=তাহাদের। ৯। তিন-লা=তিনটি। ১০। পরতিশোধ=প্রতিশোধ। ১১। অতুন্ত্যাই=অফুরন্ত। ১২। থাইক্যা=থাকিয়া, হইতে। ১৩ক। দিলের=হৃদয়ের মনের।

পাঠান্তর :—* 'কেবা খাওন দেয় আরে পড়িলাম ফেরে ॥'

কেবান্ খাইব আমার যে এই অতুন্যাই দৌলত[১৩খ] ।
খালি হইল ঘর আমার মরিয়া আওরত ॥
বুকে ছেল দিয়া গেলা তুমি কোন পরাণে ।
দুনিয়ারে দেখি যে আমি আন্ধাইর নয়ানে ॥
তুমি যে আছিলা আমার আন্ধাইর ঘরের বাতি ।
তুমি যে আছিলা আমার হৃদ্ পিঞ্জিরার পাখি ॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি বাচবাম্ কোন পরাণে ।
তেজিতাম্ পরাণি আমি তোমার কারণে ॥
তোমার পিছ লইতাম আমি এই আছিল মনে ।
দুধের বাচ্চা রাইখ্যা গিয়া ফালাইলা বে-নালে[১৪] ॥'

এই না কান্দন কান্দে দেওয়ান আরে বুকনা কুটিয়া[১৫] ।
পাড়াপড়শী পরাব[১৬ক] পাইল তারে না বুঝাইয়া ॥
ঘর খালি হইল আর গুজ্রান্[১৬খ] না চলে ।
সোনার সংসার বেরথা[১৭] যায় রে বিফলে ॥
ঘরের লক্ষ্মী জানানা[১৮] আরে তার যে লাগিয়া ।
বান্ধা সংসার মিয়ার যায় রে ভাসিয়া ॥
দিবানিশি চিন্তে মিয়ার দুখুঃ হইল দিলে ।
দরবার বিচার আর কিছু নাইত চলে ॥
কিসের সংসার কিসের বাস কেমনে সুখ মিলে ।
মনসুর বয়াতী কয় সুখ না থাক্লে দিলে ॥

১৩খ। অতুন্যাই দৌলত=অফুরন্ত ধনসম্পদ। ১৪। বে-নালে=বেকায়দায়, বিপথে, অসুবিধায়। ১৫। কুটিয়া=আঘাতকরিয়া। ১৬ক। পরাব=পরাস্ত। ১৬খ। গুজরান=সংসারযাত্রা। ১৭। বেরথা=বৃথা। ১৮। জনানা= জেনানা, স্ত্রী, নারী।

উজির নাজির সবে এই না দেখিয়া।
মিয়ার নিকটে কয় দরশন দিয়া॥
"শুন্‌খাইন্[১৯] দেয়ানসাব শুন্‌খাইন্ মোদের কথা
সোনার সংসার আপনার নষ্ট হইছে বির্‌থা॥
আর এক সংসার কইর‍্যা[২০] রাখুয়াইন[২১] সংসার বজায়।
একজনার লাইগ্যা কেনে সগ্‌গল জলে যায়॥"

কান্দিয়া দেওয়ান কয় উজিরে নাজিরে।
"দুধের বাচ্চা আলাল দুলাল আছে মোর ঘরে॥
তারার দুঃখু দেইখ্যা আমার ফাইট্যা যায় বুক।
সাদী করলে হইব আর দুঃখের উপর দুঃখ॥
সতাই না বুঝে সতীন-পুতের বেদন।
সতীন পুতরারে দেখে সতাই কাঁটার মতন॥
সেই কাঁটা তুইল্যা সতাই দূরে ত ফালায়।
এরে দেইখ্যা দিলে নাইত সাদী করতে চায়॥
কলিজার লৌ মোর আলাল দুলাল।
দুঃখের উপর দুখুঃ দিয়া না বাড়াই জঞ্জাল॥
আলাল দুলালে বিবি আমায় সোপ্যা দিয়া।
সাদী করিতে মানা[২২] কইরা গেল যে চলিয়া॥
বিয়া নাই সে করবাম্ আমি সংসার লাগিয়া।
কিসের সংসার আমার আলাল দুলালে মারিয়া॥
তারার মুখ দেইখ্যা আরে আমি জীবমানে[২৩]।*
রাক্ষসের হাতে নাই সে দিবাম্ ধরিয়া পরাণে॥

১৯। শুন্‌খাইন্=শুনুন, শ্রবণ করুন। ২০। সংসার কইর‍্যা=বিবাহ করিয়া। ২১। রাখুয়াইন=রাখুন। ২২। মানা=নিষেধ। ২৩। জীবমানে=জীবিত থাকিতে।

পাঠান্তর :—* '—বাঁচিয়া পরাণে।'

এই কথা শুইন্যা উজির কয় মিয়ার কাছে।
"কান্দিয়া কাটিয়া সাব[২৪] ফয়দা[২৫] কিবান্ আছে॥
সগ্গল সতাই সাব, আরে না হয় সমান।
সতীন পুতের লাইগ্যা কেউ দেয় জান॥
চার বিবি ফরজ[২৬] হয় খোদার দরবারে।+
নবাব বাদশা দেখ্যুয়াইন অনেক বিবি করে॥+
হুজুর দেশের দেওয়ান এক বিবি ঘর।+
খোদায় না সইল[২৭] সেও শুতিলা[২৮] কয়ব্বর॥+
মরদের ঘরে বিবি বেইমানি না করে।+
দশ বিবি লয়্যা মরদ রাখে এক ঘরে॥+
তুমি যদি থাকো সাহেব শক্ত হইয়া।+
কি করিব সতাই আরে বেইমানি করিয়া॥+
আলাল দুলালে যতন করবাম সগ্গলে।
দুঃখ নাই সে পাইব কিছু সতাই বাদী হইলে॥
দিলের দুখুঃ দূর কইর‍্যা কর্খাইন্[২৯] এক বিয়া।
সোনার সংসার পাল্খাইন্[৩০] যতন করিয়া॥"

এই কথা না শুইন্যা মিয়া চিন্তে মনে মনে।
কিছু ফয়দা নাই মোর সংসার ছাড়নে॥
সোনার কলি আলাল দুলাল রইলে বাচিয়া।
সংসার না থাক্লে তারা খাইব কি করিয়া॥
সংসার নষ্ট হইলে পরে হইব তারার দুখ্।
চিরদিন দুঃখে হায় রে ফাটিব যে বুক॥

২৪। সাব=সাহেব। ২৫। ফয়দা=লাভ। ২৬। ফরজ=আদেশ, ব্যবস্থা সম্মত। ২৭। সইল=সহিল। ২৮। শুতিলা=শয়ন করিল। ২৯। করখাইন=করুন। ৩০। পালখাইন=পালন করুন।

আমার বুকের ধন রাখবাম্ যতন করিয়া।
কি সাধ্যি সতাই নেয় তারারে কাড়িয়া॥

এই মতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে।
উজির নাজির পাছেলাগা[৩১] বিয়ার কারণে॥
মন থির[৩২] কইর‍্যা দেওয়ান হইলা সম্মত।
সাদী হইয়া গেল মিয়ার যেমন বিহিত॥

(৩)

সাদী না করিয়া সাহেব আরে নিজ পুত্রধনে।
নিজের নিকটে রাখে পরম যতনে॥
সতাইয়ের কাছে তারারে না দেয় যাইতে।
আল্গা[১] রাখিয়া পুত্র পালে সুবিহিতে॥
বাইর ময়ালে[২] আছিল বারবাংলা ঘর।+
বাবুর্চি খানসামা দেয়ান রাখে সুবিস্তর॥+
পাইক পশ্চান[৩] রাখে পওরা[৪] দেয় তারা।+
দুই ভাই বাইর আইলে ডাকের আগে খাড়া॥+
আন্দরে না দেখে তারা সতাইয়ের মুখ।+
বারবাংলা ঘরে থাকে লয়্যা নানান্ সুখ॥+
সোনাফর দেয়ান আরে ফুরসুৎ[৬] পাইলে।+
বারবাংলা ঘরে আইস্যা দুই পুতে মিলে॥+

৩১। পাছেলাগা=সর্বদা লাগিয়া আছে। ৩২। থির=স্থির।

১। আলগা=পৃথক। ২। বাইর ময়ালে=বাহির মহলে। ৩। পশ্চান=সশস্ত্র পাইক। ৪। পওরা=পাহারা। ৫। ডাকের আগে খাড়া=আদেশ পালনে সর্বদা প্রস্তুত। ৬। ফুরসুৎ=অবকাশ।

আলাল ডুলালে মিয়া করয়ে সোহাগ।
এরে দেইখ্যা সতাইয়ের মনে হইল রাগ॥
মনে মনে চিন্তে[৭] বিবি "সতীনপুত্র থাকিতে।+
মোরে না চাহিব দেওয়ান একদিন ভাল মতে॥+
সতীনপুত্রের করে কত না আদর।
ফিইর‍্যা না চায় মোর পানে খসম এক নজর॥
আমার যদি ছাওয়াল হয় থাক্‌ব অনাদরে।
বুকের লউ দেখব কেবল সতীন পুতরারে॥
এরে দেইখ্যা আর পরাণে সহন না যায়।
মনে মনে চিন্তি কেবল কি করি উপায়॥
সতীনের পুত আমার হইল গলার কাঁটা।
খাওন না সুজে[৮] মোর হইল বিষুম লেঠা॥
যত দিন না পারি এই কাঁটা খসাইতে।
ততদিন সুখ নাই মোর নসিবেতে॥
দেওয়ানেরে জানাই যদি দিলের দুখুঃ মোর॥
ঝাঁটা মাইর‍্যা মোরে দেয়ান কইর‍্যা দিব দূর্॥
এক হেতু[৯] আছে আরে ছল না করিয়া।
আন্‌তাম্[১০] যদি পার্‌তাম কাছে বাপে ভুলাইয়া॥+
কাছে পাইলে দেখতাম্ কিবান্ করিবারে পারি।+
যুদি দিতাম্ পারি[১১] দিবাম্ কাঁটা দূর করি॥"

৭। চিন্তে=চিন্তা করিয়া। ৮। না সুজে=ইচ্ছা করে না, ভালো লাগে না। ৯। হেতু=উপায়। ১০। আন্‌তাম্=আনিতে। ১১। দিতাম পারি=দিতে পারি।

*চিন্তা না করিয়া বিবি ফন্দি[১২] কইল থির।
দেওয়ানেরে ডাইক্যা আন্‌ল আন্দর ভিতর ॥*
দেওয়ান আইলে বিবি আরে জুড়িল[১৩] কান্দন।
দেওয়ান জিগায় কেনে কান্দে বিবিজান'॥
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বিবি আরে কয় খসমেরে।
"কোন্‌বা দোষে দুষী হইলাম তোমার গোচরে ॥
আলাল দুলাল মোর সতীনপুত বলিয়া।
আমার নজর ছাড়া রাইখ্যাছ করিয়া ॥
আলাল দুলাল কেবল তোমার বুকের ধন।
আমি হইলাম বৈরী তোমার তারার কারণ ॥
সতাই বলিয়া মোরে বিশ্বাস না কর।
সগ্‌গল সতাইরে তুমি এক মতন ধর[১৪] ॥
দুঃখে অঙ্গ জ্বইল্যা যায় এই না কারণে।
বদ্‌নাম রটাইল আমার পাড়াপশ্শী জনে ॥
সতাই যন্তর্না[১৫] দেয় বলিব সকলে।
আমার কাছেতে আলাল দুলাল না আসিলে ॥
*বেটা পুত্তুর নাই আমার তুমি বিচার কর।
আলাল দুলাল দিয়া আমার দুঃখ দূর কর ॥*
এইত না সাধে বাদ সাধ কি কারণ।
দিলের দুঃখেতে আসে সদাই কান্দন ॥

১২। ফন্দি=কৌশল। ১৩। জুড়িল=আরম্ভ করিল। ১৪। ধর=মনে কর
১৫। যন্তর্না=যন্ত্রণা।

পাঠান্তর :—*-* 'চিন্তা না করিয়া বিবি আরে মন করল স্থির।'
একদিন তো না ডাকে দেওয়ানেরে অন্দর ভিতর ॥'
- 'আমার সন্তান নাই আগে তুমি বিচার কর।
সতিপুত্তের মুখ দেখে দুঃখ করি দূর ॥'

কলিজার লৌ[১৬] আমার আলাল তুলাল।
কি খায় না খায় কিবা থাকয়ে কু-হাল[১৭] ॥
কত বস্তু আনো তুমি আন্দর ময়ালে [১৮]।
মনের তুঃখেতে সেই সব মুখে নাইত চলে ॥
তারার[১৯] আশায় রাখি ছিক্কাতে তুলিয়া।
পইচ্যা গেলে নিরাশ হইয়া দেই ফালাইয়া ॥
দিলের তুঃখুঃ দূর হইব তারারে দেখিলে।
আন্দরে আইন্যা দেও আইজ বিয়ালে[২০] ॥
যদি মোর এই বাক্যি আর কর লঙ্ঘন।
তা হইলে জাইন্যা রাইখ আমার নিচ্চয় মরণ ॥
অপমান্যা হইয়্যা না চাই বাচিতে সংসারে।
বিনা দোষে কেবা তুঃখে সদা জ্বইল্যা মরে ॥"

এই কথা না কইয়া বিবি লাগিল কান্দিতে।
দয়াতে ভইর‍্যা গেল দেয়ানসাবের চিতে ॥
"তোমার কথায় বিবি দিলে পাইলাম সুখ।
বিনা কারণে তুমি চিত্তে পাও তুখ ॥
আগের যে বিবি মোর হস্তেতে ধরিয়া।
আলাল তুলালে আমায় দিয়াছে সোপিয়া ॥
রাখ্তাম্[২১] তারারে ধইর‍্যা আমার বুকেতে।
কিছুর লাইগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে ॥
সেইনা কথা মনে জাগে তারার মুখ দেখিলে।
এক ডণ্ড না থাক্তাম্[২২] পারি কাছ ছাড়া হইলে ॥

১৬। কলিজার লৌ=বুকের বা হৃদয়ের রক্ত। ১৭। কুহালে=দুরবস্থায়। ১৮। ময়ালে=মহলে। ১৯। তারার=তাহাদের। ২০। বিয়ালে=বিকালে। ২১। রাখতাম্=রাখিতাম। ২২। থাকতাম্=থাকিতে।

সেইনা কারণে রাখি সদা সাথে সাথে।
একেলা না দেই আমি বাইর হইতে পথে ॥
সংসারের কামে তুমি ব্যস্ত অতিশয়।
সেইনা কারণে বিবি আমার নাই সে মনে লয় ॥
তারা যদি মোর কাছে থাকয়ে সর্বদা।
সুখেতে থাকিব কিছু না পাইব ব্যথা ॥
তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া।
তোমার কাছেতে আমি না দেই পাঠাইয়া ॥"

এই না কথা শুইন্যা বিবি দেওয়ান গোচরে।
মিডাবুলি[২৩] কয় বিবি অতি ধীরে ধীরে ॥
"আমার গর্ভের পুত্র হইলে আলাল দুলাল।
তারে যত্ন করিলে কি মোর হইত জঞ্জাল ॥
ছাওয়ালে যতন করে মায় সগল কাম থইয়া[২৪]।
কাম নাই সে সুজে[২৫] ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া ॥
সংসারের কাম লাইগ্যা না হইব তিরুডি[২৬]।
ইতে আন [২৭] না হইব তোমার ধরি পাও দুটি ॥"
এই মত কইয়া বিবি জুড়িল কান্দন।
পাথর গইল্যা যায় দেইখ্যা বিবির বেদন ॥
চউখের পানি মুইছ্যা দেয়ান পর্‌তিজ্ঞা[২৮] করিল।
দুই ছাওয়ালে আইন্যা দিবাম কালুকা[২৯] সকালে ॥
মিডাবুলি রসে দেওয়ান বিবিরে বুঝাইয়া।
পান খাইয়া গেল দেয়ান আন্দর ছাড়িয়া ॥

২৩। মিডাবুলি=মিষ্ট কথা। ২৪। থইয়া=থুইয়া। ২৫। সুজে=সম্ভব, ভাললাগে। ২৬। তিরুডি=ত্রুটি। ২৭। ইতে আন=ইহাতে অন্যথা। ২৮। পর্‌তিজ্ঞা=প্রতিজ্ঞা। ২৯। কালুকা=আগামী কল্য।

আধাকাম হাসিল হইল আনন্দ অপার।+
খুশীতে দিল ভইর‍্যা গেল বিবির দুঃখ নাই ত আর ॥+
হাইস্যা হাইস্যা কয় বিবি মনে মনে ধীরে।
"মিডা বুলি দিয়া কাম নিবাম্[৩০] হাসিল কইরে ॥
সতীনের কাঁটা আমি নিচ্চয় ভাঙ্গবাম্।
একবার কাছে পাইলে আর না ছাড়বাম্ ॥*
বইল্যা গেছে দেয়ান আরে কালুকা সকালে।
পাঠাইবাম্ আলাল দুলাল আন্দর মহালে ॥
তাই সে পর্‌কাশ[৩১] করবাম মোর আদর কেবল।
নানান মতে সাজাই আমি আন্দর ময়াল ॥
এমন কইর‍্যা আদর করবাম্‌‡ যাইতে[৩২] সর্বলোকে বলে।
জান দিয়া ভালবাসি সতীনপুত সগলে ॥
নিজের হাতে ছিঁড়ি মুণ্ডু যুদি অগোচরে।
তেও[৩২] যেন মোর কাম কেউ বিশ্বাস না করে ॥"

এতেক চিন্তিয়া বিবি আন্দর সাজায়।
যত মতে পারে নাই সে তিরুডি তাহায় ॥
কত কত মিডাই[৩৩] বিবি যোগাড় করিয়া।
থরে থরে রাখে বিবি আন্দরে সাজাইয়া ॥
আর যত খানার জিনিস নিজে পকাইল।
রাইত থকিতে বিবি পাকন্[৩৪] শেষ করিল

৩০। নিবাম=লইব। ৩১। পরকাশ=প্রকাশ। ৩২। যাইতে=যাহাতে।
৩২। তেও=তথাপিও। ৩৩। মিডাই=মিঠাই। ৩৪। পাকন=রন্ধন।

পাঠান্তর :—* 'ছল কিম্বা জোরে পারি না ছাড়বাম ॥"
‡ 'এমন করিবাম—।'

এই মত নানান্ ইতি[৩৫] দ্রব্য সাজাইয়া ।
সতীন পুতেরার লাইগ্যা বিবি রইল বসিয়া ॥
বগা[৩৬] যেমন চউখ বুইজ্যা পাগারের[৩৭] ধারে ।
সাধু হয়্যা বইস্যা থাইক্যা পুডী মাছ ধরে ॥
মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া ।[৩৮]
দেয়ানের বিবি রইল যেমন খাপ্ ধরিয়া[৩৯] ॥

(৪)

পরভাতে উঠিয়া দেওয়ান পুত্র লয়্যা সাথে ।+
সুখেতে চলিল তারা বিবির আন্দর পথে ॥+
তারার বারচাইয়া[১] বিবি থাকিতে থাকিতে ।
বান্দী আইস্যা খবর কইল দেয়ান আইসে পথে ॥
আগে যায় দেয়ান মিয়া পাছে আলাল দুলাল ।
তার পাছে পাইক পউরী[২] তামেস্গীর্[৩] সকল ॥
নানান্ ইতি সাজন করে[৪] দেওয়ান পুত্রগণ ।
এমুন সাজন হইল দেইখ্যা জুড়ায় নয়ান ॥
রূপ দেইখ্যা পরিগণ চউখ ফিরায়্যা চায় ।
এমন সুন্দর নাগর পাইলে পায়েতে লুডায়[৫] ॥
দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আসিল ।
দুই হাতে বিবি দুই কুমারে ধরিল ॥

৩৫। ইতি=প্রকার। ৩৬। বগা=বকপাখি। ৩৭। পাগারের=ক্ষুদ্র জলাশয়ের। ৩৮। রইয়া=স্থির হইয়া। ৩৯। খাপ ধরিয়া=শিকার ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া।

১। বারচাইয়া=বাহিরে তাকাইয়া। তারার বার চাইয়া=তাহাদের অপেক্ষায়। ২। পউরী=প্রহরী। ৩। তামেসগীর=মজা দেখার লোক। ৪। সাজন করে=সজ্জা করে। ৫। লুডায়=লুটায়।

দুই পুত্রে সতাইরে সেলাম জানায়।
বুকেতে ধরিয়া সতাই পুত্রে চুমো খায় ॥
আয়োজন কইর‍্যা যত রাইখ্যাছিল সাজাইয়া
সগল সামনে দিল হাজির করিয়া ॥
খাইয়া আলাল দুলাল খুশী হইল মনে।
কত সুখ সতাইয়ের পরম যতনে ॥
আলুফা[৬] জিনিস কত বাছিয়া গুছিয়া।
সতাই সে আইনা দেয় সতীন পুতের লাগিয়া ॥*
নিজ হাতে বিবি খাওয়ায় সামনে খাড়াইয়া।
এক ডণ্ড দুই পুতে না থাকে পাসরিয়া ॥
সতাইয়ের আদরে তারা আন্দর না ছাড়ে।
বাপের আঙ্গুল ধইর‍্যা আর নাই সে ফিরে ॥
সতাইয়ের আদরে ভুলে মা হারান দুখ্।
আন্দরে থাকিয়া পায় কত রকম সুখ ॥

এই মত সুখে আলাল দুলালের দিন যায়।
দেয়ান সাব দেইখ্যা মনে বড়ো সুখ পায় ॥+
বিবির যতনে দেওয়ান মোহিত হইল।
আলাল দুলালে রাখে আন্দর মহল ॥
বিবির হাতে সোইপ্যা দিয়া আলাল দুলালে।
দেয়ানগিরি সোনাফর করে খুশী দিলে ॥
লোকে বলাবলি করে একি অচরিত[৭]।
সতাইরে না দেইখ্যাছি আর অত করতে হিত ॥

৬। আলুফা=দুষ্প্রাপ্য। ৭। অচরিত=অসম্ভব।
পাঠান্তর :—* 'সতাই রাখিয়া দেয় তারার লাগিয়া ॥'

সতাই পারিলে দেখি গলা টিপ্যা মারে ।
সতীনপুতরার লাইগ্যা কেবা অত করে ॥
মুখের গরাস[৮] সতাই দেয় যতনে তুলিয়া ।
আলুফা জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া ॥
পাড়া পশ্শি কয় "বিবি বড়ো ভালা ভালা । +
সতীন পুতরার লাইগ্যা বিবি সাজায় সুখের ডালা" ॥ +
মনসুর বয়াতী কয় অত নয় যে ভালা । +
ইদের লাইগ্যা[৯] ছাগলে খাওয়ায় বড়ই পাতা জালা[১০] ॥ +

এই মত কইর‍্যা বিবি কিছুদিন যায় । +
গোপন করিয়া বিবি চিন্তয়ে উপায় ॥ +
দুশ্‌মন সতীনপুতে খেদায় কেমনে ।
দিবা নিশি তার কেবল এই চিন্তা মনে ॥
মনের গুমর ভাব[১১] কেউরে না কয় ।
মিডা কথা দিয়া সগল কইর‍্যাছে সে জয় ॥
দেওয়ান না সন্দে[১২] করে বিবির আদরে । +
উজির নাজির সব ভালা ভালা করে ॥ +
এই না মতে দিন যায় বিবি ভাবে রইয়া ।
কেম্‌নে সতীন কাঁটারে দিব সাঙ্গ দিয়া ॥
শাওনিয়া বার্ষ্যার[১৩] পানি টলমল করে ।
এরে দেইখ্যা বিবির মনে ফন্দি এক ধরে ॥

৮। গরাস=গ্রাস। ৯। ইদের লাইগ্যা=ইদ উপলক্ষে কোরবানির জন্য
১০। বড়ই পাতা জালা=কুলের কচি পাতা। ১১। গুমর ভাব=গোপন কথা
১২। সন্দে=সন্দেহ। ১৩। বার্ষ্যার=বর্ষার।

নয়া পানিতে আরে নাও সাজাইয়া।
আরং[১৪] জমিব কত দেশ ভাসাইয়া[১৫] ॥
এই না আরঙ্গের কথা বুঝাইলে দুশমনে।
যাইতে চাইব তারা আনন্দিত মনে ॥
এই না আরঙ্গে দেই তারারে পাঠাইয়া।
মারিবাম জলেতে দুশ্‌মন্ চর পাঠাইয়া ॥

(৫)

এই মতন মনে মনে কইর‍্যা বিবেচনা।
জল্লাদেরে ডাইক্যা বিবি করয়ে মন্ত্রণা ॥
নিরালায় ডাইক্যা কয় জল্লাদের ঠাই।
"তোমার মতন সুহৃদ্ আমার দুনিয়াতে নাই ॥
এক কাম তুমি মোর কর যদি ভালা।
বিশ পুরা[১] জমি দিবাম করিয়া কাওলা[২] ॥
সত্য কর[৩] জল্লাদ রে, রাখ্‌বা আমার কথা।
গোপন মতন কর্‌বা কাম না হইব অন্যথা ॥"

সত্য কইর‍্যা জল্লাদ যে কয় বিবির কাছে।
"জল্‌দি কইর‍্যা কউখাইন্[৪] মোর কিবা কাম আছে ॥
বিশ পুরা জমিন পাইলে জান্‌বাইন্[৫] বিবি মনে।
না পারি মুই[৬] এমন কাম নাই তির্‌ভুবনে ॥"

১৪। আরং=মেলা। ১৫। দেশ ভসাইয়া=দেশের জনসাধারণকে আকর্ষণ করিয়া।

১। পুরা=তিন বিঘায় এক পুরা (?)। ২। কাওলা=কবলা, স্থায়ী সত্বের দলিল। ৩। সত্য কর=প্রতিজ্ঞা কর। ৪। কউখাইন=কহুন, বলুন। ৫। জানবাইন=জানিবেন। ৬। মুই=আমি।

এই না কথা শুইন্যা বিবি কি কাম করিল।
জল্লাদের কানে কানে সগ্‌গল কইল ॥
বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি।
খুশী হইয়া ফিইর‍্যা গেল নিজের যে বাড়ী ॥
যুল আনা কামের বার আনা হাসিল করিয়া।+
মনের অনেন্দে ছুতার বিবি আনিল ডাকিয়া ॥+
ছুতার ডাকিয়া বিবি ফরমাইশ্‌ করিল।
"ময়ূরপঙ্খী নাও এক করিবা সিজিল[৭] ॥
সেইনা নায়ে আলাল্‌ দুলাল আরঙ্গে যাইব।
কিম্মত[৮] লাগিব যাহা আমি তাই দিব ॥

নাও সিজিল হইলে বিবি আলাল দুলালে কয়।+
"বড়ো আরং হইব গাঙ্গে সাজন কত যায় ॥+
বাজি হইব বাজনা হইব হাত্তি ঘোড়া কত।+
সাজন কইর‍্যা দৌড়ের নাও[৯] আইব কত শত ॥+
হিন্দুর ঠাকুর দুগ্‌গা আইব তার ছাওয়ালের মাথা হাতি।+
রাইতের বেলা রোশ্‌নাই হইব জ্বাইল্যা ঝার বাতি ॥+
সিঙ্গীর পিষ্ঠে দুগ্‌গা মাইয়া[১০] মরদ ধইর‍্যা মারে।+
তার কাছে আর এক মাইয়া পদ্ম ফুল নাড়ে ॥+
আর এক মাইয়া আছে তার হস্তেতে দোতারা।+
তার কাছে আছে ভাই ময়রের[১১] পিষ্ঠে খাড়া ॥+
দৌড়ের নাও বাইচ দিব সারি গাহান[১২] গাইয়া।+
ঝামুর ঝুমুর ঘুঙ্‌রা বাজ্‌ব বৈডার[১৩] তাল ধইরা ॥+

৭। সিজিল=সজ্জা, প্রস্তুত। ৮। কিম্মত=মজুরি। ৯। দৌড়ের নাও=বাইচের নৌকা। ১০। মাইয়া=মেয়ে, নারী। ১১। ময়র=ময়ুর। ১২। গাহান=গান। ১৩। বৈডার=বৈঠার।

ঢাক ঢুল বাজ্‌ব কত সানাই নাকাড়া[১৪]।+
আশমানেতে ছুট্‌ব হাউই তুম্‌রি ফুলঝুরা॥+
তুই ভাই যাইবা যদি বাপের হুকুম চাও।+
এই না তাম্‌সা দেখবা যদি বাপের হুকুম পাও॥"+

ছাওয়ালের আবদারে দেওয়ান সম্মত হইল।+
বিবিজানের বেভারে[১৫] দেওয়ান সন্দে না করিল॥+
ময়ূরপঙ্খী নাও পরে ঘাটে ত আইল।
নানান্ রূপ আভরণে কুমাররারে সাজাইল॥
খানার বস্তু যত কিছু নায় সাজাইয়া।
তুইল্যা দিল পিড়ার-বান্দী[১৬] কথা বুঝাইয়া॥
সাজাইয়া কুমাররারে নায় দিল তুলি।
জল্লাদ হইল সেই নায়ের কাড়ালী[১৭]॥
আইশ্‌নার[১৮] ভরা গাঙ্গ অলছ্‌ তলছ্‌[১৯] পানি।+
মাও-মরা ধনরারে লয়্যা চইল্যাছে নাওখানি॥+
বাইতে বাইতে নাও আরে পড়ল দরিয়ায়[২০]।
গেরাম নগর কূল কিনার[২১] দেখা নাই সে যায়॥
জন নাই মনিষ্যি নাই না দেখে এক নাও।+
নিরলক্ষ্যার চরে[২২] আইস্যা জল্লাদ বাড়ায় দাও[২৩]॥+
দাও হস্তে জল্লাদ কয় তুই কুমারের আগে।*
"ইয়াদ[২৪] কর আল্লার নাম মরণকালের আগে॥

১৪। নাকাড়া=ডগর শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। ১৫। বেভারে=ব্যবহারে। ১৬। পিড়ার বান্দী=বাহিরের কর্মরত বান্দী বা অন্দরের নারী প্রহরী। ১৭। কাড়ালী=হালের মাঝি। ১৮। আইশ্‌নার=আশ্বিন মাসের। ১৯। অলছ্‌ তলছ্‌=মারাত্মক তরঙ্গ সঙ্কুল। ২০। দরিয়া=বড়ো নদী। ২১। কিনার=তীর। ২২। নিরলক্ষ্যার চর=জনশূন্য নদীর চর। ২৩। বাড়ায় দাও=দা বাহির করে। ২৪। ইয়াদ=স্মরণ।

পাঠান্তর :—* 'পরেত জল্লাদ কয় কুমার দুইয়ের আগে।'

তোমরার যম আসি আইছি দোয়ারেতে খাড়া।
আমার হস্তেতে দুইজন আইজ যাইবা মারা॥
অখনই মারবাম্ পরে ডুবাইবাম্ দরিয়াতে।
মরবার আগে শুইন্যা যাও নিজের কানেতে॥
সতাইয়ের বজ্জাতি কিছু না পার্লা[২৫] বুঝিতে।
তেই আইজ জানে মর্লা আমার হস্তেতে॥+
বিবিছাহেবানীর হুকুম জাইন মনে সার।
বিশ পুরা জমিন্ পাইবাম্ নাই তোমরার উদ্ধার॥

আন্চুক্[২৬] এই কথা শুইন্যা মাঝির যে মুখে।
আলাল দুলাল কান্দে থাপাইয়া বুকে॥
"জল্লাদ জল্লাদ রে—
সতাইয়ের ছল কথা
হায় রে আগে জানি নাই।
বেনালে পড়িয়া হায় রে
আইজ পরাণ হারাই॥
আগে যদি জানতাম রে সতাই
এই ছিল তোমার মনে।
পলাইয়া যাইতাম রে দুই ভাই
থাকতাম বনে বনে॥
কয়ব্বরে* রইলা মা জননী
কোথায় রইলা বাপ্জান্।
বে-নালে পড়িয়া দুই ভাই
আইজ হারাই যে পরাণ॥

২৫। পারলা=পারিলে। ২৬। আনচুক=হঠাৎ।
পাঠান্তর :—* 'কোথায়—।'—

জল্লাদ জল্লাদ রে—
তুমি ত মায়নার চাকর জল্লাদ
তোমার দোষ নাই।
যেই না কামে স্বার্থ হইব
তোমরা কর্‌বা তাই॥
জনম হইতে আরে জল্লাদ
আমরা কত না পাইলাম দুখ্।
আইজ এক কাম কর জল্লাদ
তুমি চাইয়া আমরার মুখ॥
বাপের ভিডাত্[২৭] বাতি দিতাম
জল্লাদ আমরা দুই ভাই।
দুঃখের দিনে বাপের দোসর
আর যে কেউ নাই॥
আলাল ত কাইন্দ্যা কয়
জল্লাদের পায় ধইর্‌য়্যা।
"আমারে মাইর‌্যা ফেল তুমি
দেও দুলালেরে ছাইড়্যা॥"
দুলাল উঠিয়া কয় "জল্লাদ
তুমি শুনবা আমার কথা
ভাইরে না রাইখ্যা আমারে
তুমি মার দিয়া ব্যথা॥"

জল্লাদ ত কুইচ্ছ্যা[২৮] কয় "এই আর এক যন্তর্ণা
দুই জনারে মারবাম্ আমি না শুনবাম্ মন্ত্রণা॥"

২৭। ভিডাত্=ভিটাতে। ২৮। কুইচ্ছ্যা=গর্জন করিয়া।

সতাই বলিয়া কিনা কইর‍্যাছে দুশমনি।
মনসুর বয়াতী কয় সতাইয়ের গুণ সে বাখানি॥
যুদি[২৯] মায়ের বইন মাসী হইত।
পরাণ দিয়া বইন-পুতরারে সে পাইল্যা রাখিত॥
যুদি বাপের বইন ফুফু হইত।
টান দিয়া ছেউড়া[৩০] ভাইপুতরারে কুলে[৩১] তুইল্যা লইত॥
যুদি মায়ের জাও চাচী হইত।
আদর কইর‍্যা ঘরের বাইর হইতে নাই সে দিত॥
সতাই দিয়াছে জল্লাদের হাতে।+
বিশ পুরা জমিন দিব এই না কামের কিস্মতে॥+

দুই ভাই জল্লাদের ধইর‍্যা দুই পায়।
পাথর গলয়ে এমন কাইন্দ্যা ভাসায়॥
কান্দন না দেইখ্যা জল্লাদ চিন্তে মনে মনে।
"এইখানে ত রাইখ্যা গেলে বাচিব পরাণে॥
বাপের রাজ্যিতে নাই সে পারিব যাইতে।
বিনা দোষে মাইর‍্যা কেনে যাই দোজখেতে[৩২]॥
বজ্জাত বিবির কামে বেইমানি না হয়।+
দূর দেশে রাইখ্যা গেলে না জানিব নিচ্চয়॥+
সতাইয়ের ভয়ে বাচ্চারা দেশে না যাইব।+
বিশ পুরা জমিন মুই নিচ্চয় পাইব॥"+
এই কথা না ভাইব্যা জল্লাদ কোন কাম করে।+
ভাটিয়ালে নাও বাইয়া যায় দেশান্তরে॥+

২৯। যুদি=যদি ৩০। ছেউড়া=মাতৃহারা বালক। ৩১। কুলে=কোলে।
৩২। দোজখ=নরক।

বারো ডিঙ্গা[৩৩] বাইয়া যায় সাধু সদাগর।
উজান বাইয়া যায় সাধু ধান কিনিবার ॥
জল্লাদ ডাকিয়া তারে কয় সে গোপনে।
কুমাররারে ডিঙ্গায় সাধু তুলিলা যতনে ॥
আলাল দুলালে সাধু তুইল্যা ভাসায় নাও।
জল্লাদ ফিরিয়া পরে দেশে চইল্যা যায় ॥

দেওয়ানের কাছে জল্লাদ এতেলা[৩৪] করিল।+
"নাও ডুইব্যা কুমাররারে ভাসাইয়া নিল ॥+
রাইতে ডুইব্যাছে নাও অলছ তলছ পানি।+
কুথায় কি ভাইস্যা গেল কিছু নাই সে জানি ॥+
তিন রোজ[৩৫] খুইজ্যা দেখলাম গাঙ্গের কিনারে।+
কুথায় না পাইলাম মুই দুই কুমাররারে ॥"+

এই না কথা শুইন্যা দেয়ানের ঠাডা[৩৬] পড়ল মাথে।+
মাথা থাপায়্যা কান্দে দেয়ান বাইন্যাচঙ্গের পথে ॥+
আন্দরে বসিয়া বিবি মুচকি মুচকি হাসে।+
মানুষ জন দেখিলে বিবি চউক্ষের জলে ভাসে ॥+

(৬)

ধনুয়া নদীর পাড়ে কাজলকান্দা বাড়ী।
সেই না গেরামে বসত করে হীরাধর বেপারি ॥
গিরস্থি[১] করিয়া বেচে একশ' পড়া[২] ধান।
এমন গিরস্থ[৩] নাই তাহার সমান ॥

৩৩। ডিঙ্গা=পণ্যবাহী বড়ো নৌকা। ৩৪। এতেলা=সংবাদ। ৩৫। রোজ =দিন। ৩৬। ঠাডা=বজ্র।
১। গিরস্থি=কৃষিকার্য। ২। পড়া=২০ মণে এক পড়া। ৩। গিরস্থ=কৃষক।

হীরাধরের বাড়ীত্ সাধু ধান না কিনিয়া।
আলাল দুলালে কিস্মত্[৪] দিল দাম সে ধরিয়া॥
আলাল দুলাল রইল সেই গিরস্থ বাড়ীতে।
দেওয়ানের পুত্র হইয়া কত কষ্ট কপালেতে॥
সারাদিন গরু রাখে দুই বেলা খাইয়া।
মনের দুঃখেতে আলাল গেল পলাইয়া॥

ভাই পলাইয়া গেল
দুলালের দুঃখের নাই রে পার।+
সেই না দুঃখের দিনে দুলাল
দেখে এক কন্যার॥+
ছয় না বচ্ছরের কন্যা
হাইট্যা বেড়ায় পাড়া।+
দুলালে দেইখ্যা ছুইট্যা আইসে
যেমন পঙ্খী উড়া[৫]॥+
দুলালের মুখ মইলান[৬] দেখ্‌লে
কন্যা কাইন্দ্যা ফেলে।+
গায়ের ঘাম মুছায় কন্যা
শাড়ীর আইঞ্চলে॥+
ভালা কিছু খাওনের পাইলে
কন্যা দুলালেরে খাওয়ায়।+
দুলালের লাইগ্যা কন্যা
সেই না পন্থে খাড়া রয়॥+

৪। কিস্মত=মজুরি। ৫। পঙ্খী উড়া=উড়ন্ত পাখি। ৬। মইলান=মলিন।

রূপে ত সুন্দর কন্যা
বয়সে জোয়ার আইসে ।+
নাম সে মদিনা কন্যার
সর্বজনা ভালবাসে ॥+
এক দুই তিন কইর‍্যা কন্যার
আরে আষ্ট বচ্ছর গেল ।+
সেইনা কন্যার সাদী
কুথায় না হইল ॥+
সুন্দর কন্যার কথা
নানান্ দেশে ত শুনিয়া ।+
সাদীর পরস্তাব[৭] আইসে
কত জাঁক সে করিয়া ॥+
মদিনা মায়েরে কয়
সাদী কবুল না করিব ।+
দুলালেরে ছাইড়্যা কন্যা
কুথায় না যাইব ॥+

মদিনার মনের কথা মায় কইল বাপের ঠাই ।+
দুলালেরে ছাইড়্যা মদিনার অন্য গতি নাই ॥+
শুইন্যা ত মদিনার বাপ ভাবিত হইল ।+
বেপারির কেনা বান্দা[৮] সেই ত দুলাল ॥+
ভাইব্যা চিন্ত্যা মদিনার বাপ কোন কাম করে ।+
পর্ভাতে উঠিয়া গেলা হীরাধরের ঘরে ॥+
হীরাধর বেপারি সেই আছিলা ধর্মে মতি ।+
মদিনার বাপের কথা শুনিলা কান পাতি ॥+

৭। পরস্তাব=প্রস্তাব ৮। কেনা বান্দা=ক্রীতদাস।

শুইন্যা বেপারি কয় "এই বা কোন কাম ।+
গেরাম সম্পর্কে ভাই তুমি রাখ্‌বাম্‌ তোমার মান ॥+
তিন পুরা[৯] জমিন আমি দিবাম্‌ দুলালেরে ।+
বিয়া কইর‍্যা বউ লয়্যা সুখে থাকিবারে ॥+
ঘরে গিয়া সাদীর যোগাড় কর ভাই তুমি ।+
দুলালের গিরস্থি ঘর বাইন্ধ্যা দিবাম্‌ আমি ॥"+

মনসুর বয়াতী কয় "ভাই রে, হিন্দু মোছলমান ।+
এক দেশেতে বসত করি এক মায়ের সন্তান ॥+
একের মান বাচাইলে আরের মান বাড়ে ।+
একের ঘরে আগুন লাইগ্যা আরের ঘর পোড়ে ॥"+

(৭)

বার জঙ্গল তের ভুঁই[১] ধুনুক দইরার[২] পার ।
তাহাতে বসতি করে দেয়ান সেকেন্দার ॥
সেকেন্দার দেওয়ানের বড়ো শিগারে[৩] হাউশ[৪] ।
পঙ্খী শিগার করবার যায় হইয়া বেহুশ[৫] ॥
বনে বনে ঘুইর‍্যা মিয়া কত পঙ্খী মারে ।
বিরিক্ষের তলাতে দেখে এক ছেলিয়ারে[৬] ॥
সুন্দর ছেইল্যা দেইখ্যা দেওয়ান সঙ্গেতে লইল ।
নিজের বাড়ীতে মিয়া ফিরিয়া যে গেল ॥

কত কাম করে ছেইল্যা মায়না নাই সে নেয় ।
অসম্মত হয় যুদি দেয়ান যাইচ্যা দেয় ॥

৯। তিন পুরা=নয় বিঘা।

১। ভুঁই=ভূমি, গ্রাম। ২। দইরা=দরিয়া, নদী। ৩। শিগার=শিকার। ৪। হাউশ=সখ। ৫। বেহুশ=অজ্ঞান। ৬। ছেলিয়ারে=বালককে।

দেওয়ান ভাবিলা মনে কোনো ভালা বাপের বেটা[৭]।
চিনা[৮] নাই সে দেয় এই হইল বড়ো লেঠা ॥
মায়নার কথা যখন দেয়ান কয় ছেলিয়ারে।
ছেইল্যা কয় "নিবাম মায়না আমি একবারে ॥
এক দিন চাইবাম্ মায়না রাখ্‌বাইন মনেতে।
সেই দিন পাই যেন মায়না আমার হস্ততে ॥"

জান দিয়া করে আলাল দেওয়ানের কাম।
তাহার কারণে হইল চৌদিকে খুশ্‌নাম[৯] ॥
দেওয়ান দেখয়ে ভালা পুত্রের সমান।
খোশালা[১০] করিতে তার মনে হইল টান[১১] ॥
দুই কন্যা আছে তার রূপে গুণে দড়[১২]।
মমিনা আমিনা নাম আছে বুদ্ধি বড় ॥
দেওয়ান ভাবয়ে এক কন্যা দিবাম তারে।
না জানিয়া বাপ মায় দেয়ান পইড়্যাছে ত ফেরে ॥
আলালে জিগায় যদি মুখ বুইজ্যা* রয়।
গিরস্থের পুত্র আলাল নিজের মুখে কয় ॥
এমন বেটা হইল কোন গিরস্থের ঘরে।
বিশ্বাস না করে দেওয়ান কেবল চিন্তা করে ॥
বারো না বচ্ছর চইল্যা এই মতে যায়।
মায়নার লাইগ্যা আলাল দেয়ানেরে চায় ॥

৭। ভালা বাপের বেটা=সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ৮। চিনা=পরিচয়। ৯। খুশ্‌নাম=সুনাম, প্রশংসা। ১০। খোশালা=আত্মীয়তা। ১১। টান=আগ্রহ। ১২। দড=দৃঢ়, এখানে অর্থ হইবে চমৎকার।

পাঠান্তর :—* '— পুইছ্যা—।' (পুছ্যা=জিজ্ঞাসা করিয়া)।

দেয়ান পুইধ্[১৩]* করে "আলাল কিবা মায়না নিবা
দিবাম তোমারে তুমি যেমন চাহিবা ॥"
আলাল কয় "সাহেব আরে শুন্‌খাইন্ দিয়া মন।
সওর[১৪] যে আছে এক বাইন্যাচঙ্গ নাম ॥
সেই না সওরের লাগা[১৫] সুন্দর কানলে[১৬]।
বাড়ী না বান্ধিতে আমার লইয়াছে দিলে[১৭] ॥
পাচ শ' মানুষ দিবাইন্[১৮] কাম করিবার।
আর দিবাইন্ ফৌজ দুই শ' লগে[১৯] কইরা তার ॥
সেই না পরগণার মালিক ✠ সোনাফর দেয়ান।
জঙ্গে[২০] লইড়্যা যেমনে বাড়ী করি যে নির্মাণ ॥"
এহাতে দেয়ান সাহেব হইয়া সম্মত।
আলালের মনের বাঞ্ছা করিল পূর্ণিত।

সতাইয়ের কথা আলাল ভুইল্যা নাই ত গেছে ॥ +
মনের দুঃখ মনে তার লাইগ্যা রইছে ॥ +
আরে বাড়ী নয় ঘর নয় জঙ্গ চাইছে মনে। +
দুই শ' ফৌজ লয়্যা যায় সেই না কারণে ॥ +
সতাই কইর‍্যাছে তারারে যতেক ফইজত্[২১]। +
তার পর্‌তিশোধ লইব বাড়ীকরা অছিলত[২২] ॥ +

১৩। পুইধ=প্রশ্ন। ১৪। সওর=সহর। ১৫। লাগা=সংলগ্ন।
১৬। কানলে=কাননে। ১৭। দিলে=মনে। ১৮। দিবাইন=দিবেন।
১৯। লগে=সঙ্গে। ২০। জঙ্গে=যুদ্ধে। ২১। ফইজত্=লাঞ্ছনা।
২২। অছিলত্=অছিলা, ছল।

পাঠান্তর ঃ—* '—ফুইদ—।' (এই শব্দটির অর্থ 'প্রকাশ করা'। মৈমনসিংহ গীতিকায় এখানে ভুলক্রমে শব্দটি আসিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে ৮০ পৃষ্ঠায় 'ফুইদ' শব্দের ঠিক প্রয়োগ আছে।
✠ 'সেই না ঘরের মালিক—।'—।

(৮)

বাইন্যাচঙ্গ সরের[১] কিছু শুনখাইন্[২] বিবরণ।
পুত্রশোকে সোনাফর করিল কান্দন ॥
আলাল দুলাল আছিল কলিজা তাহার।
"কোন বা উছিলায়[৩] তারা ছাড়িল সংসার ॥
পরাণের ধনেরা আমার অকালে মরিল।
মেহেরার[৪] চিহ্ন হায় রে কিছু না রইল ॥"
কান্দিয়া কান্দিয়া মিয়ার অস্থি চর্ম সার।
শেষ কাভালে[৫] বিবির হাতে কষ্ট পাইল অপার ॥
এক পুত্র হইল পরে সেই না'বিবির ঘরে[৬]।
তারে রাইখ্যা সোনাফর গেল নিজের গিরে[৭] ॥
তারপর হইল দেওয়ান সেই না ছেলিয়া।
চাড়াভাঙ্গা[৮] হইল সংসার দেখাশুনার লাগিয়া ।।*
নয়া উজির নয়া নাজির পুরাণা যত থইয়া[৯]।
বিবির মনের মতন লোক লইল বহাল কইর‍্যা ॥
নয়া যত উজির নাজির মুচ[১০] তাওয়াইয়া ফিরে।
গইন্যা বাইছ্যা মায়না নেয় কাম নাই সে করে ॥
যাই বা কিছু করে তারা সগল অকাম।+
অতিষ্ঠ হইল সব পরজা পর্‌ধান[১১] ॥+
আচার বিচার নাই খেয়াল খুশি চলে।+
"কিবা ফেরে ফেইল্যাছে খোদা" পর্‌জারা সব বলে ॥+

১। সরের=সহরের। ২। শুন্‌খাইন্=শুনুন। ৩। উছিলায়=ত্রুটি পাইয়া। ৪। মেহেরা=দেওয়ানের প্রথমা স্ত্রীর নাম। ৫। শেষ কাভালে=শেষ জীবনে, বার্দ্ধক্যে। ৬। ঘরে=গর্ভে। ৭। নিজের গিরে=নিজ গৃহে, অর্থাৎ মৃত্যু হইল। ৮। চাড়াভাঙ্গা=ভাঙ্গা মেটে চাড়ির মত। ৯। থইয়া=থুইয়া, বাদ দিয়া। ১০। মুচ=মোচ, গুম্ফ। ১১। পর্‌জা পর্‌ধান=প্রজা প্রধান।

পাঠান্তর :—* 'চাড়াভাঙ্গা অইল সংসার দেখাশুনের লাগিয়া।'—

সেই না সময়ে আলাল বাইন্যাচঙ্গ, আইল।
পাচ শ' মানুষ কামে লাগাইয়া দিল ॥
দুই শ' ফৌজে রাখে কানল[১২] ঘিরিয়া।
নিরাবিলি হয় কাম বাধা না পাইয়া ॥
পুরাণা জল্লাদেরে আইন্যা কাছে ত রাখিল।+
পরিচয় জিগাইলে জল্লাদ সাক্ষি দিল ॥+
এই না খবর গেল বান্যাচঙ্গ সহর।
উজির নাজির যত রাগিল বিস্তর ॥
চর পাঠাইল পরে খিরাজ[১৩] সে চাইয়া।
আলাল করিল বিদায় এক কথা বলিয়া ॥
"বাপের জাগাতে আরে আমি বাড়ী করি।
খিরাজের আমি কিবা ধার নাই সে ধারি ॥"

বইন্যাচঙ্গের ফৌজ যত এই কথা শুনিয়া।
আলালেরে বাইন্ধ্যা লইতে আইল ধাইয়া ॥
দুই দলে হইল পরে আরে রণ সেই না ভারী।
বাইন্যাচঙ্গের সওর সেইনা হইল ছারখারি ॥
সতাই কুথায় গেল কেউত না জানে।+
নয়া উজির নাজির যত মরিল পরাণে ॥+
দেশের যতেক পর্‌জার মনে রাগ ছিল।+
উজির নাজিরের বাড়ী লুইট্যা লইল ॥+
দখল করিয়া পরে সেই না সহর।
আলাল হইল দেওয়ান বাড়ীতে বাপের ॥
সেকেন্দার সায়েবের যত লোক লস্কর।
ইনাম বক্‌শিস্ লয়্যা গেল নিজ ঘর ॥

১২। কানল=কানন, বন। ১৩। খিরাজ=প্রাথমিক নজর সেলামি টাকা।

সেকেন্দর সাহেব না এই কথা শুনিয়া।
এক কন্যা তার কাছে দিতে চায় বিয়া।
তারপরে সেকেন্দর মিয়া আইল বাইন্যাচঙ্গ্ সরে[১৪]।
সাদীর কারণে কত কইল বিস্তরে॥
বিয়ার কথা শুইন্যা আলাল কয় দেয়ানের কাছে।
"আমার যে আর এক ভাই দুনিয়াতে আছে॥
তার লাইগ্যা দিলে আমি বড়ো দুঃখু পাই।
বিয়া আমি করবাম্ পরে যদি তারে পাই॥
দুই ভাইয়ে সাদী করবাম্ দুই কন্যা তোমার।
দেইখ্যা শুইন্যা রাখ্বাইন্ এই না দেওয়ানী আমার॥
আমি সে যাইবাম্ আমার ভায়ের তালাশে[১৫]।
ভাই রে আনিয়া দুই ভাই সাদী করবাম্ শেষে॥"

এই না বইল্যা আলাল আরে ছাইড়্যা বাড়ী ঘর।+
ফকির সাজিয়া চলে দূর দেশান্তর॥+
একেলা আলাল যায় ভাইয়ের তালাশে।
দরিদ্রের বেশে মিয়া চলিল বৈদেশে[১৬]॥
নদী নালা কত বন জঙ্গল দিয়া পাড়ি[১৭]।
ভাইয়েরে না পায় মিঞা অত দুঃখু করি॥
এক না হাওড়ে[১৮] বটগাছের তলাতে।
বিছ্রাম[১৯] করয়ে আলাল তাহার ছাওয়াতে[২০]॥
সেইনা গাছের তলাত্ যত রাখুয়ালগণ।
মাঠে গরু ছাইড়্যা করে সেইখানে খেলন॥

১৪। সরে=সহরে। ১৫। তালাশে=খোঁজে। ১৬। বৈদেশে=বিদেশে। ১৭। পাড়ি=অতিক্রম করিয়া। ১৮। হাওড়ে=জলাশয় বিল সমন্বিত বিস্তীর্ণ মাঠ। ১৯। বিছ্রাম=বিশ্রাম। ২০। ছাওয়া=ছায়া।

এইনা খেলে এইনা তারা বইস্যা করে গান।
শুইন্যা তারার গান মানুষের জুড়ায় পরাণ॥
পরে ত রাখুয়াল সগঙ্গে গাহান জুড়িল।
সেই না গাহান শুইন্যা আলালের চমক লাগিল॥+

গান ঃ—

এক না দেওয়ানের আরে
দেখ দুই বেটা ছিল।
*বাচ্চা বেটা রাইখ্যা রে ভাই
দেওয়ানের বিবি মইর্যা গেল॥
বিবি মইর্যা গেলে দেওয়ান
আরে পড়িল ফাপরে।
ভাইব্যা চিন্ত্যা দেওয়ানসাব
আর এক সাদী করে॥*
সেই না দুষ্টু বিবি আইস্যা
আরে কোন কাম করে।
বাইল দিয়া[২১] জলে পাঠায়
দুই সতীন পুতরারে॥
জল্লাদ পাঠাইল বিবি
বাচ্চা মারিবার কারণ।+
আল্লার ফজলে[২২] তারার
আরে বাচিল জীবন॥

২১। বাইল দিয়া=ছলনা করিয়া। ২২। ফজলে=দয়ায়।

পাঠান্তর ৷—*—* 'দুই বেটা রাখ্যা তার বিবি যায় মরিয়া।
বিবি মরিলে সাদি করল সেই মিঞা॥'

+ 'জলেতে পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ

আশ্রা[২৩] পাইল দুই ভাই
এক না গিরস্থের ঘরে।
বড়ো ভাই পলায়্যা গেল
কোন বা দেশের সরে ॥
না পাইল ছুটু ভাই
বড়ো ভাইরে বিচরাইয়া[২৪]।
রাইত দিন যায় তার
আরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
বাপ নাই রে মাও নাই রে
আছিল সুদর[২৫] ভাই।+
সেও ভাই নিখুজি হইল
আমার আর ত কেউ নাই ॥+
কোন বা দেশে গেলা ভাই রে
ছুটু ভাইয়েরে ফেলিয়া।+
কোন বা দোষে রইলা ভাইরে
এমন নিখুজি হইয়া ॥+
সুখে থাক দুঃখে থাক
তুমি মায়ের গর্ভসোদর ভাই।+
একবার আইস্যা দেইখ্যা যাও রে
আমি তোমার ছুটু ভাই ॥+

এই না গাহান আলাল আরে যখন শুনিল।
নয়ান হইতে দর্‌দর্ পানি ঝরিতে লাগিল ॥

২৩। আশ্রা=আশ্রয়। ২৪। বিচ্‌রাইয়া=খুঁজিয়া। ২৫। সুদুর ভাই=সহোদর ভাই।

তারপরে ত জিগায় মিয়া সেই রাখুয়াল গণে।
"এই গান শিখাইল কইবা[২৬] তোমরারে কোন জনে ॥"

"এই না গাহান শিখাইল আমরারে যেইজনে।
গরু রাখিবারে আইজ না আইল সেই জনে।
সেই জনা ত থাকে এক গিরস্থ বাড়ীতে।
তার কাছে যাইতে তুমি যাও এই না পথে ॥"

গিরস্থের বাড়ীতে আলাল দুলালে পাইল।
সাম্‌নাসাম্‌নি পইড়্যা তারার পরিচয় হইল।

(৯)

আলাল কয় দুলালেরে "শুন পরাণের ভাই।
দেওয়ানগিরি করি গিয়া চল বাড়ী যাই ॥
তোমার আমার সাদীর দুলাইন[১] কইর‍্যাছি থির।
ফিইর‍্যা দেশেতে চল আপনার ঘর ॥"
দুলাল কয় আলালেরে এই কথা শুনিয়া।
"গিরস্থের কন্যারে আমি কইর‍্যাছি যে বিয়া ॥
কন্যার যে ঘরে[২] হইল এক সে ছাওয়াল।
নাম রাইখ্যাছি তার সুরুজ্ জামাল ॥
গিরস্থের জমিন কিছু দিয়া গেছে মোরে।
তারারে ছাইড়্যা যাইবাম্ কও কেমন কইরে ॥
মদিনা পরাণের স্তিরী[৩] তাহারে ছাড়িয়া।
কেম্‌নে যাইবাম্ আমি অধর্ম করিয়া ॥"

২৬। কইবা = কহিবা।
১। দুলাইন = পাত্রী। ২। ঘরে = গর্ভে। ৩। স্তিরী = স্ত্রী।

শুইন্যা ত আলাল কয় "শুন তুলাল ভাই।
তালাকনামা লেখ্যা দিলে অধর্ম কিছু নাই॥
জাতি নাই সে থাকে আর এইখানে থাকিলে।
কিসের সংসার কও জাতি না থাকিলে॥
দেয়ানের ছেইলা মোরা গিরস্থি না সুজে[৪]।+
বেনালে পড়িয়া আমরার এই না কাম বাজে[৫]॥+
গিরস্থের[৬] ঘরের কন্যা বেগম নাই সে হয়।+
বান্দী কইর‍্যা রাখবার পার যুদি মনে লয়॥+
সেই না কাম ভালা হইব তালাকনামা দিলে।+
বেইমানি না হইব খুশী হইব সগলে॥"+

এই না কথা শুইন্যা তুলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মদিনার ভাইয়েরে সেইনা আনে ডাক দিয়া॥
তার কাছে তুই ভাই সগ্‌গল কইল।
তালাকনামা একখান লেইখ্যা যে দিল॥
ভাই কিছু না কইতে পারে আলালের ডরে[৭]।+
মনের কান্দন মনে চাইপ্যা[৮] সাক্ষী সই করে॥+
মদিনার সাথে আর দেখা না করিয়া।
আলালের সঙ্গে তুলাল গেল রে চলিয়া॥

হরষিত হইয়া তুই ভাই পন্থেতে চলিল।
বানিয়াচঙ্গের সওরে যাইয়া দাখিল[৯] হইল॥
সেকেন্দার দেয়ান পরে এই কথা শুনিয়া।
বানিয়াচঙ্গের সরে আইল সাদীর দিনের লাগিয়া॥

৪। সুজে=সাজে, শোভা পায়। ৫। বাজে=করিতে হয়। ৬। গিরস্থের=চাষীর। ৭। ডরে=ভয়ে। ৮। চাইপ্যা=চাপিয়া। ৯। দাখিল=উপস্থিত।

আলাল দুলাল সাইজ্যা নানা আভরণে।*
মিছিল কইর‍্যা চলে আর যত লোক জনে॥
হাত্তি চলে ঘোড়া চলে চলে উট্ আর।
তীরন্দাজ বরকন্দাজ লাঠ্যাল[১০] চলে পাছে তার॥
তার মধ্যে চলে জামাই আলাল দুলাল।
সকলের পাছে ঢুলী বাজাইয়্যা ঢোল॥
এই না মতে আলাল দুলাল গিয়া শ্বশুর বাড়ী।
মমিনা আমিনারে দুই ভাই লইল সাদী করি॥
মমিনারে আলাল আর দুলাল আমিনারে।
সরামতে[১১] বিয়া কইর‍্যা আইল নিজ ঘরে॥
দেওয়ানগিরি কইর‍্যা তারার সুখে দিন যায়।
দিন ফিইর‍্যাছে আল্লা কইর‍্যাছে উপায়॥
মনসুর বয়াতী কয় আরে মানুষ বেকুব হইয়া।+
সরাব খাইয়্যা পইড়্যা থাকে দুগ্ধ থইয়া[১২]॥+

(১০)

তালাকনামা পাইল যখন মদিনা সুন্দরী।
হাইস্যা উড়াইয়া দিল বিশ্বাস না করি॥
"আমারে না ছাড়িব খসম পরাণ থাকিতে।
চালাকি[১] কইর‍্যাছে মোরে পরখ[২] করিতে॥

১০। লাঠ্যাল=লাঠিয়াল। ১১। সরামতে=মুসলমানী শাস্ত্র মতে। ১২। থইয়া =ত্যাগ করিয়া।

১। চালাকি=চতুরতা, কৌতুক। ২। পরখ্=পরীক্ষা।

পাঠান্তর :—*. 'আলাল দুলালে সাজায় নানা আভরণে।'—

দুলাল তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জানে পরাণে ॥
তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতক দিনি পরে খসম নিচ্চয় আইব ॥"

আইজ আইসে কাইল আইসে এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গুয়াইয়া[৩] ॥
আইজ বানায় তালের পিডা[৪] কাইল ভাজে খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বান্ধা দই[৫] ॥
সাইল ধানের চিড়া কুইট্যা কত যতন করিয়া।
হাড়িতে ভরিয়া রাখে কত ছিক্কাতে তুলিয়া ॥
এই মতন কত জিনিস মদিনা বানায়।
হায় রে পরাণের খসম আইস্যা নাই ত খায়* ॥
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন[৬]।
আইজ আইব বইল্যা[৭] রাখে খসমের কারণ ॥
তেও[৮] তো না পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল।
আভাগীর কোন্ দোষ কেম্নে ভুলিল ॥
এই মতে গেল ছয় মাস ভাবিয়া চিন্তিয়া।
উপায় না দেখে বিবি ঘরেতে বসিয়া ॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা মদিনা সে কোন কাম করিল।+
পুত্ররে পাঠাইব বইল্যা মন থির কইল ॥+

৩। গুয়াইয়া=অতিবাহিত করিয়া। ৪। পিডা=পিঠা। ৫। গামছা বান্ধা দই=পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এক প্রকার উৎকৃষ্ট দধি যাহা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায়। ৬। ছালুন=ব্যঞ্জন। ৭। বইল্যা=মনে করিয়া। ৮। তেও=তথাপিও।

পাঠান্তর :—* '— ফির্যা নাহি চায় ॥

"শিশুপুত্র সুরুজ্ জামাল বাপের পরাণি।
তারে পাঠাইবাম্ যথায় করয়ে দেওয়ানী ॥
সুখে থাকুক দুঃখে থাকুক মোরে না ভুলিব।
সময় পাইলে মোরে নিচ্চয় কাছে নিব ॥"

এই না ভাবিয়া মদিনা কোন কাম করে।
ভাইয়েরে ডাকিয়া পরে আনে নিজ ঘরে ॥
ভাইয়েরে বুঝায়্যা কয় "তুমি সোদর ভাই।
তোমার কাছেতে মোর কিছু গোপন নাই ॥
তুমি যাও পরাণের পুত্তুর সুরুজরে লইয়া।
খসমের খবর একবার আইস জানিয়া ॥
আমার সগল কথা তাহারে কইবা।
তার মনের কথা যত সগল শুনিবা ॥
জমিন পাথাল গেল[৯] সগল কির্ষ্যি[১০] নাই ত চলে। +
কেমন কইর‍্যা দেখি বইল আমি এই সগলে ॥" +

এই না বলিয়া মদিনা পাঠায় তারারে।
যাইতে যাইতে গেল তারা বাইন্যাচঙ্গ সরে ॥
বাইন্যাচঙ্গের সরে সেই না বারবাঙ্গলার পথে[১১]।
দেখা হইল তারার দুলালের সাথে ॥
দুলাল দেখিয়া পরে তারারে চিনিল।
কানে কানে এই কথা তারারে বলিল।
"নাই সে থাক এইখানে আর যাও ফিরিয়া।
অসর্ম্মানি[১২] হইবাম আমি তোমরারে লইয়া ॥

৯। পাথাল গেল=আবাদ হইল না। ১০। কির্ষ্যি=চাষের কাজ। ১১। বারবাঙ্গালার পথে=প্রমোদ গৃহের পথে, বারবাঙ্গলা অর্থে বারো দুয়ারী সুসজ্জিত গৃহ। ১২। অসর্ম্মানি=অপমানিত।

ক্ষেতখলা আছে তোমরা সেই সগল কর।
আর না আইবা ফির‍্যা বাইন্যাচঙ্গের সর॥
সেইখানে থাকলে তোমরার সুখে যাইব দিন।
এইখানে আইস্যা আমরারে[১৩] নাই সে কর হীন॥
দেওয়ানের পুত্র আমি কপালের ফেরে।+
সাদী কইর‍্যাছিলাম সেই না গিরস্থের ঘরে॥+
এই না কথা পরকাশ[১৪] হইলে জাতি সে যাইব।+
তোমরার লাইগ্যা আমি ফ্যাসাদে[১৫] পড়িব॥+
গিরস্থের ঘরের কন্যা দেওয়ানের না সুজে[১৬]।+
বান্দী কইর‍্যা রাখতাম্[১৭] পারি মন নাই সে বুঝে॥+
জল্‌দি[১৮] চইল্যা যাও তোমরা মোর পানে চাইয়া।
সরম[১৯] পাইবাম্ লোকে ফালাইলে জানিয়া॥"

দুলালের মুখে এই কথা না শুনিয়া।
দুঃখিত হইয়া তারা গেল রে চলিয়া॥
তারপরে দুইজনে পন্থে মেলা দিল[২০]।
কান্দিতে কান্দিতে সুরুজ রাড়ীতে ফিরিল॥
মায়ের নিকটে যত কইল খবর।
শুইন্যা মদিনা বিবি দুঃখিত অন্তর॥

১৩। আমরারে=আমাদের। ১৪। পরকাশ=প্রকাশ। ১৫। ফ্যাসাদে=বিরক্তিকর বিপদে। ১৬। সুজে=শোভা পায়। ১৭। রাখতাম্=রাখিতে। ১৮। জল্‌দি=অতি শীঘ্র। ১৯। সরম=লজ্জা। ২০। মেলা দিল=যাত্রা করিল।

(১১)

মদিনা কান্দয়ে "হায় রে
আল্লা কি লেইখ্যাছ কপালে।
বনের পঙ্খী হইয়্যা যেমন
উইড়্যা গেল চইলে॥
পরাণের পঙ্খী রে আমার
তুমি পরাণ লইয়্যা গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া রে দিল্[১]
আমি রইলাম যে একেলা।
একদিন না দেইখ্যা মোরে
তুমি রইতে না পারিতে।
কোন পরাণে কর্‌লা[২] রে তুমি
এমন হিতে বিপরিত॥
কোন পরাণে থাক্‌বাম্ রে আমি
এই সংসারে বাচিয়া।+
মোর পরাণ পঙ্খী উইড়্যা গেছে
আরে রইছে কেবল কায়া॥+

আরে লক্ষ্মী না আগণ মাসে[৩]
দোয়ে[৪] বাওয়ার[৫] দাওয়া মারি[৬]।
খসম আমার আনে ধান
আমি সে ধান লাড়ি[৭]॥

১। দিল্=হৃদয়। ২। করলা=করিলে। ৩। আগন মাসে=আগ্রহায়ণ মাসে। ৪। দোয়ে=দুইজনে। ৫। বাওয়ার=হৈমন্তিক ধানের। ৬। দাওয়ামারি =তাড়াতাড়ি কাটিয়া ঘরে তুলি। (কারণ, ঐ জমিতে শীতের ফসল করিতে হয়। তাড়াহুড়া করিয়া কৃষিকার্য করাকে পূর্ববঙ্গে 'দাওয়ামারি কাম' বলে)। ৭। ধান লাড়ি=ধান নাড়াচাড়া করিয়া শুখাই।

দুইজনাতে বইস্যা পরে
সেই ধান দেই উনা[৮]।
টাইল[৯] ভরা ধান ঘরে
আমি করতাম বেচা-কিনা ॥
খসমের ক্ষেতের শস্যি
খাই আর বিলাই[১০] কত।
কয় জনা বা সুখী ছিল
এই না আমার মত ॥
হায় রে পরাণের খসম
আইজ এমন করিয়া।
কোন পরাণে রইলা তুমি
হায় রে আমারে ছাড়িয়া ॥

আরে পোষ[১১] না মাসেতে যখন
ঐ না ছাবে সাইলের ক্ষেত[১২]।
আমি অভাগী পওর[১৩] দেই
সেই না লেত-ক্ষেত[১৪] ॥
হুক্কায় ভরিয়া পানি
আর তামুক সাজিয়া।
খসমের লাইগ্যা থাকি
আমি পন্থ পানে চাইয়া ॥

৮। ধান দেই উনা=ধানের খড়কুটা ঝাড়িয়া ফেলি। ৯। টাইল—গোলা; ১০। বিলাই=বিতরণ করি। ১১। পোষ=পৌষ। ১২। ছাবে সাইলের ক্ষেত=বোরো ধানের চারা বড় হইয়া ক্ষেত ছাইয়া যায়। ১৩। পওর=পাহারা। ১৪। লেত ক্ষেত=বীজতলা ও ধানের জমি।

খসম আমার তামুক খায়
এই না উসারায়[১৫] বসিয়া।+
রান্ধন ঘরে থাইক্যা দেখি
আমি দুই নয়ান ভরিয়া ॥+
হায় রে পরাণের বন্ধু
তুমি রইলা কোন্ বা দেশে।
আমি অভাগী কাইন্দ্যা মরি
আইজ তোমার উর্‌দেশে[১৬] ॥
দারুণ মাঘ মাসের শীতে
হাওয়ায় কাঁপয়ে পরাণি।
পতাবরে[১৭] উইঠ্যা খসম
যায় ক্ষেতে দিতে পানি ॥
আগুন লয়্যা যাই রে আমি
সেই না ক্ষেতের পানে।
পরাব্[১৮] হইলে আগুন তাপাই[১৯]
বাতরে[২০] বইস্যা দুই জনে ॥
সাইলের[২১] দাওয়া মারি দোয়ে
কত যতন করিয়া।
সুখে দিন যাইত রে আমরার
এই না গিরস্থি[২২] করিয়া ॥*

১৫। উসারায়=ঘরের বারান্দায়। ১৬। উরদেশে=উদ্দেশে। ১৭। পতাবরে =শেষ রাত্রে, প্রভাতে। ১৮। পরাব=পরাভূত, শীতের জন্য কাজে অসমর্থ হইলে। ১৯। তাপাই=পোহাই। ২০। বাতরে=ক্ষেতের আইলে। ২১। সাইলের=বোরো ধানের। ২২। গিরস্থি=কৃষিকার্য।

পাঠান্তর :—* 'সুখে দিন যায় রে আমরার ঘরেতে বসিয়া ॥'

সেই না সুখের কথা যইখন
হায় রে পড়ে আমার মনে।
অজ্ ঝরেতে ঝরে পানি
এই অভাগীর নয়ানে ॥*
এমন নিদয় খসম
তুমি কেমনে হইলা।
তোমার বিরহে কান্দি
আমি বসিয়া একেলা ॥

আরে বার্ষ্যাকালে কালা মেঘ
আশ্ মানে ডাকে দেওয়া।+
অজ্ ঝরেতে ঝরে পানি
জোরে বয় হাওয়া ॥+
ক্ষেত না পেকিয়া[২৩] খসম
যখন দেয় গুছি[২৪]।
ভাত না রান্ধিয়া রে আমি
তার লাইগ্যা থাকি বসি ॥
জালা[২৫] আগুয়াইয়া দেই
তার ক্ষেতের কাছেতে।
কত তারিপ্[২৬] করে আমায়
খসম আইস্যা বাড়ীতে ॥

২৩। পেকিয়া=কাদা করিয়া, পাঁক করিয়া। ২৪। গুছি=গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের চারা। ২৫। জালা=রোপণের জন্য চারাধানের আটি। ২৬। তারিপ= প্রশংসা।

পাঠান্তর :—* 'মদিনার বয় পানি অজ্ জর নয়ানে ॥'—

কোন বা পরাণে খসম
মোরে রইলা ভুলিয়া।
মনের না দুঃখে অঙ্গ
আমার যায় রে জ্বলিয়া ॥

খসম বইস্যা কাটে চাড়ি[২৭]
আমি আনি পানি।
দুইয়ে মিইল্যা করি কাম
আমার সুখের গিরখানি[২৮] ॥*
সোনার ছেইল্যা সুরুজ জামাল
কোন্‌বা দোষে দুষী।+
তারে ফেইল্যা কেমনে তুমি
আইজ হইলা বৈদেশী ॥+
গোয়াইল ভরা গরু মইষ
আরে তোমার পন্থে চায়।+
হাম্বা কইর‍্যা ডাক ছাড়ে
আমি কি করবাম্‌ উপায় ॥+
আমার মতন নাই রে আইজ
আর এমন অভাগিনী।
ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার
আইজ কে দিল আগুনি ॥

২৭। চাড়ি=গরুর খাদ্য। ২৮। গিরখানি=গৃহখানি। ২৯। বৈদেশী=বিদেশবাসী।

পাঠান্তর :—* 'দুইয়ে মিল্যা করি কাম আমি অভাগিনী ॥'

সোনার খসম রে আমার
আইজ গেলা ফাঁকি দিয়া
কেমন কইর‍্যা থাকবাম্ রে আমি
এই পরাণে বাঁচিয়া ।।
হায় রে দারুণ আল্লা
যদি এই আছিল মনে ।
কেনে বা নিদয় হইলা
তারে দেখাইয়্যা স্বপনে[৩০]

(১২)

কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির
এই না দুঃখে দিন যায়
খানাপিনা ছাইড়্যা কেবল
করে হায় হায় ।।
তারপরে না চিন্তায় শেষে
মদিনা হইল পাগল ।
যাই না মুখে আইসে তাই
সে বকয়ে[১] কেবল ।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
ক্ষণে দেয় গালি ।
ক্ষণে গায় জোকার[২] দেয়
ক্ষণে দেয় করতালি ।।

৩০। স্বপনে = অল্প কালের জন্য ।

১। বকয়ে = অবিরত কথা বলে। ২। জোকার = উলুধ্বনি।

খাওন বেগরে[৩] আর
এই না অবস্থায়।
সোনার অঙ্গ মৈলান[৪] হইয়্যা
দেহের হাড়েতে মিশায়।।
দিনে দিনে সর্ব অঙ্গ
হইয়া আইল শেষ।
কালি কেশরতা[৫] মুখে
হায় রে হইল অবশেষ।।
তারপর একদিন না কন্যা
সগল চিন্তা থইয়া[৬]।
বেহেস্তের হুরী[৭] গেল
বেহেস্তে চলিয়া।।
দুধের বাচ্চা সুরুজ্ জামাল
পইড়্যা মায়ের পরে।
চউক্ষের জলে ভাইস্যা পুত্র
আরে কান্দিল বিস্তরে।।
পাড়াপর্শী মিইল্যা সবে
সেই না কয়ব্বর খুদিয়া[৮]
মাটি দিল ফতোয়া[৯] মতন
জানাজা[১০] পড়িয়া।।

৩। খাওন বেগর=না খাইয়া। ৪। মৈলান=মলিন। ৫। কালি কেশরতা=কেশর নামক ঘাসের রঙের মত কালো। ৬। থইয়া=থুইয়া। ৭। বেহেস্তের হুরী=স্বর্গের অপ্সরী। ৮। খুদিয়া=খনন করিয়া। ৯। ফতোয়া=শাস্ত্রীয় বিধান। ১০। জানাজা=সমাধিস্থ করিতে শেষ প্রার্থনা।

(১৩)

বিদায় দিয়া পরাণের পুতে
আরে চিন্তয়ে দুলাল।
"কলিজার লৌ[১] যে আমার
সুরুজ জামাল॥
নিদয় হইয়া রে আমি
তারে কেম্‌নে দিলাম ছাড়ি।
কেম্‌নে ছাড়বাম্‌ রে আমি
আমার মদিনা সুন্দরী॥
কি কইব মদিনা বিবি
আরে শুইন্যা মোর কথা।
দুঃখ যে পাইব তার
দিলে কত ব্যথা॥
যে নাকি পরাণ দিয়া
আরে কিইন্যাছিল মোরে।
কোন পরাণে ফাকি দিয়া
আইলাম তারে ছাইড়ে॥
*দুঃখের দিনে দোসর আমার
আরে আছিল যে জন।
তারে ছাইড়্যা আইলাম রে আমি
আমার কেমন পরাণ॥*

১। কলিজার লৌ=বুকের রক্ত।
পাঠান্তর :—*-* 'দুঃখের দোসর বিবি আমার যে জন।
তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ॥'

দুঃখের দিনে তার বাপে
আশ্রা[২] দিল মোরে।
সুখের লাইগ্যা দিছিল বিয়া
আমার ঘরে তারে ॥
আমার পানে চাইয়া দিছে
জমিন বাড়ী যত।
ভাইব্যাছিল মনে আমি
তারে সুখ দিবাম্ না কত ॥
সেই না মদিনার মনে
আমি দিলাম বড় দাগা।
মরিলে দুজকে[৩] হায় রে
হইব আমার জাগা[৪] ॥
অসার দুনিয়ায় দুই দিন
আমি সুখের লাগিয়া।
জাইন্যা বুইঝ্যা লইলাম হায় রে
সেইনা দুজক বাছিয়া ॥
এমন কামের কাছে
আর ত আমি নাই সে যাই।
পায়ে ধইর্যা ক্ষেমা[৫] চাইবাম্
তারে যদি পাই ॥"

এই না ভাবিয়া দুলাল কোন কাম করে।
কাজল কান্দা চলে মিয়া এক বচ্ছর পরে ॥+

২। আশ্রা=আশ্রয়। ৩। দুজকে=নরকে। ৪। জাগা=জায়গা, স্থান।
৫। ক্ষেমা=ক্ষমা।

ঘরতনে[৬] বাইর হইল আল্লারছুল স্মরি।+
না জানিল আলাল ভাই না জানিল স্তিরী[৭] ॥
ঘরতনে বাইর হইয়া পন্থে দিল মেলা[৮]।
লোকলস্কর নাই সঙ্গে সে চলিল একেলা ॥
যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিয়া বার যে চাইল[৯] ॥
তার পরে ত মেলা দিয়া সামনে দেখে তেলী[১০]।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন[১১] শিয়ালী ॥
মাথার উপর ডাকে কাউয়া[১২] আর চিল রোইয়া[১৩]।
নানান্ অলক্ষণ দেখে মিয়া পন্থে মেলা দিয়া ॥
"নাজানি আল্লাজী আমার কি লেখ্‌ছুইন্[১৪] কপালে
কুলক্ষণ দেখলাম রে কত পন্থে মেলা দিয়ে ॥"

আরে যাইতে না যাইতে মিয়া।
সেইনা গেল বাড়ীর কাছে।
মদিনার আদরের গাই
দেখে পন্থে পইড়্যা আছে ॥
ঘাস নাই রে পানি নাই রে
গাই ডাকে ঘনে ঘন।
এরে দেইখ্যা দুলাল মিয়ার
আরে দুখুঃ হইল মন ॥

৬। ঘরতনে=ঘর হইতে। ৭। স্তিরী=স্ত্রী। ৮। মেলা=গমন করা। ৯। বার যে চাইল=দাঁড়াইয়া রহিল, অপেক্ষা করিল। ১০। তেলী=তৈল বিক্রেতা কলু। ১১। গাভীন=গর্ভবতী। ১২। কাউয়া=কাক। ১৩। রোইয়া =চিৎকার করিয়া। ১৪। লেখছুইন=লিখিয়াছেন।

ঘরের চালে বইস্যা আছে
ঐ না পোষো বুলবুল পাখি।
মুখে তার রাও[১৫] নাই ত
লাল দুইডা আঁখি॥
ছয় না বচ্ছরের মদিনা
হাইট্যা[১৬] বেড়ায় পাড়া।
এক ডণ্ড নাই সে থাকে
দুলালের কাছ্ ছাড়া॥
বৈশাখে বুল্‌বুল্যার বাচ্চা
উড়ায়্যা[১৭] নেয় মায়।
দুলালেরে ডাইক্যা কন্যা
বাচ্চা ধরিবারে চায়॥
সেই ত বুল্‌বুল্যার বাচ্চা
দোয়ে[১৮] জুলুঙ্গায়[১৯] রাখিয়া।
কত না সুখেতে পালে
কত যতন করিয়া॥
শূন্যরে জুলুঙ্গা আইজ
ঐ না উসারাতে[২০] পড়ি।
ছুটুকালের বুলবুল্যা কান্দে
ঘরের চালে উড়ি॥
বুলবুল্যারে ডাইক্যা দেয়ান
আরে কইতে লাগিল।

১৫। রাও=কথা। ১৬। হাইট্যা=হাটিয়া। ১৭। উড়ায়্যা=উড়াইয়া।
১৮। দোয়ে=দুইজনে। ১৯। জুলুঙ্গা=খাঁচা। ২০। উসারাতে=বারান্দায়।

"কি কারণে বুলবুল তোমার
আইজ আখি দেখি লাল ॥
কও কও কও রে পঙ্খী
তুমি কান্দ কি কারণে ।*
আমার মদিনা বিবি
আইজ গিয়াছে কোন্‌খানে ॥"

"পরাণের মদিনা আমার
তার কয়ব্বর হিথানে[২১] ।
তার লাইগ্যা আখি লাল
আমার হইল কান্দনে ॥"
জষ্টিমাসে আমের বড়া[২২]
দুই জনে লাগাইল ।
মদিনারে সঙ্গে লয়্যা
জল ঢাইল্যা বাচাইল ।
সেই ত না আমের চারা
গরু আইস্যা খায় ।
মুড়াগাছ[২৩] দেইখ্যা কন্যা
কাইন্দ্যা ভাসায় ॥+
গাছ বাচাইবার লাইগ্যা
দুলাল ঘিইর‍্যা[২৪] বেড়া দিল ।+
সেই ত গাছ কত দিনে
বড়ো যে হইল ॥+

২১। হিথানে=এইস্থানে। ২২। বড়া=বীজ, আঁটি। ২৩। মুড়াগাছ=পত্রাদি শূন্য গাছ। ২৪। ঘিইর‍্যা=ঘিরিয়া।

পাঠান্তর—: *'হায় রে বুল বুল পংখী কান্দ কি কারণে।'

সেই না গাছে আম ধইর‍্যা
পাইক্যা[২৫] কত আছে ।+
মানুষ জন নাই ত দেখে
আমগাছের কাছে ॥+
মানুষের গন্ধ নাই সে
বাড়ীর ভিতরে ।
কাউয়ায় করে কা কা
চালের উপরে ॥
মদিনারে ডাইক্যা দুলাল
উত্তর না পায় ।
তাহার লাইগ্যা দুলাল মিয়া
চাইরদিকে বিচ্‌রায়[২৬] ॥
"আরে ঘরে কান্দে পালা বিলাই[২৭]
গোয়ালে কান্দে গাই ।
সকলি ত আছে আমার
পরাণের দোসর নাই ॥
ঘর দেখি অইন্ধকার রে
বাইরে জঞ্জাল[২৮] ।+
পরাণের পরাণ মদিনা
কোন্‌বা দেশে গেল ॥" +
মদিনা মদিনা কইর‍্যা মিয়া
ঘরের সামনে খাড়া[২৯] ।+

২৫। পাইক্যা=পাকিয়া। ২৬। বিচরায়=অনুসন্ধান করে। ২৭। পালা বিলাই=পালিত বিড়াল। ২৮। জঞ্জাল=আবর্জনা। ২৯। খাড়া=উপস্থিত।

কার ডাক কেবান্[30] শুনে
কে দিব তায়[31] সাড়া ॥+

সুরুজ জামাল সেই না ডাক শুনিয়া।
তুলালে দেখিল ঘরের বাইর হইয়া ॥
তুলাল জিগায়[32] "সুরুজ মদিনা কোথায়।
চউক্ষে হাত দিয়া সুরুজ কয়ব্বর দেখায় ॥
কয়ব্বর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া।
কান্দিতে লাগিল পুত্র মায়ের লাগিয়া ॥

(১৪)

তুলাল পড়িয়া কান্দে কয়ব্বর উপরে।
'হায় গো আল্লাজী পড়লাম কি পাপের ফেরে ॥
নিজ হস্তে বধ করলাম জনানার[1] পরাণ।
এই তুনিয়াতে আমার নাই আর থান[2]
পরাণের মদিনা বিবি
একবার উইঠ্যা কও কথা।
আর নাই সে দিবাম্ রে আমি
তোমার দিলে ব্যথা
মদিনা উইঠ্যা কও কথা ॥—(দিশা)
তুমি যদি দেও রে দেখা
একবার মোর পানে চাইয়া।

৩০। কেবান্=কেবা। ৩১। তায়=তাহাতে। ৩২। জিগায়=জিজ্ঞাসা করে।
১। জনানার=নারীর। ২। থান=স্থান।

আর নাইত রাখ্‌বাম্‌ রে আমি
তোমারে বুক ছাড়া কইরা।
উইঠ্যা কথা কও রে বিবি
আরে আমার মাথা খাও।
আনইলে[৩] যেইখানে আছ
তুমি মোরে লইয়্যা যাও॥
বিধির বিপাকে পইড়্যা
আমি কইর‍্যা এমন কাজ।
তোমার কাছেতে পাইলাম
এইনা বড়ো লাজ॥
আইস রে পরাণের বিবি
তুমি কয়ব্বর ছাড়িয়া।
কথা কইয়া পরাণ জুড়াও
একবার তাকাও ফিরিয়া॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি
কও কোন পরাণে থাকি।
আমার কপালের কষ্ট
আর কিবা আছে বাকি॥
ভালা যদি বাসো মদিনা
মোরে দয়া না করিয়া।
তোমার কাছেতে মোরে
নেও রে টানিয়া॥
তিলেক না থাকিতা তুমি
আরে ছাড়িয়া আমারে

৩। আনইলে=তাহা না হইলে।

পায়ে ঠাই দিয়া রাখ
তোমার কাছারে[৪] ॥
আর তংনা সয়[৫] পরাণে
এই দারুণ যন্ত্রণা।
পায়ে ধরি বিবি তোমার
আর সয় না যাতনা ॥
আমি নয় কইর‍্যাছি পাপ
রইছ আমারে ছাড়িয়া।
পরাণের সুরুজে তুমি
কেমনে রইলা ভুলিয়া ॥
তোমার লাগিয়া বাছা
আরে কান্দে রাইত দিন।
খানা পিনা ছাইড়্যা সে যে
আইজ হইছে উদাসীন ॥
দাওনা[৬] হইয়্যা সুরুজ
ঐ না কাইন্দ্যা ভিজায় মাটি।
বুকের কলিজা মোর
কেবা লইল কাটি ॥
আরে জমিনেতে গাছ বিরিক্ষ[৭]
আশমানের ঐ তারা।
আমার কাছেতে হইল
আইজ রাইতের আন্ধারা[৮] ॥

৪। কাছাড়ে=অতি নিকটে। ৫। সয়=সহ্য হয়। ৬। দাওনা=কাঙ্গাল, পাগল। ৭। গাছ বিরিক্ষ=ছোটো ও বড়ো গাছ। ৮। আন্ধারা=গভীর অন্ধকার।

পাঠান্তর :—* 'দাওনা হইয়া দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি।'

দরিয়া শুকাইয়া গেল
পাত্থর হইল পানি।
কোথায় গেলে পাইবাম্ রে আমি
আমার দোসর পরাণি ॥
উঠ উঠ উঠ মদিনা
একবার উইঠ্যা কথা কও।+
আমি যে দুলাল আইছি
একবার ফিইর‍্যা চাও ॥+

আর না যাইবাম্ রে আমি
সেইনা বাইন্যাচঙ্গের সরে।
এইখানেতে থাইক্যা যাইবাম
এই না মদিনার কয়ব্বরে ॥*
দরদালান[৯] দেওয়ানগিরিতে
আর কার্য নাই ত মোর।
আর নাই ত যাইবাম্ আমি
বাইন্যাচঙ্গের সর[১০] ॥
পরাণের ভাই আলালে মোর
তোমরা কইও এই না কথা।
অভাগ্যা[১১] দুলাল ভাই তার
আর না ফিরিব সেথা ॥
ফকির আছিলাম আগে
ফির‍্যা হইলাম ফকির।

৯। দরদালান=দরবারগৃহ। ১০। সর=সহর। ১১। অভাগ্যা=হতভাগ্য।
পাঠান্তর :—* 'এইখান থাকবাম আমি পড়্যা কয়বরে ॥'

মদিনার লাইগ্যা রে আমার
বুক হইল চির[১২] ॥
তালাকনামা নাই সে দিতাম
করতাম আর বিয়া।
তবে ত মদিনা আমার
না যাইত ছাড়িয়া ॥
দেওয়ানগিরির লোভে হায় রে
আমি কইর‍্যাছি বেসাতি[১৩]।
জমিনের ছাই ধুলার লাইগ্যা
আমি ছাড়্‌লাম ইরা[১৪] মোতি ॥
ছুটু কাল হইতে রে আমার
মদিনা পরাণি।
একডণ্ড না দেখ্‌লে মোরে
সে যে হইত পাগলিনী ॥
একসাথে গোঁয়াইমু আরে
কত না বচ্ছর।
আইজ দোজকে রইলাম রে আমি
আমার মদিনা বেগর[১৫] ॥"

এই মতে কাইন্দ্যা মিয়া কোন কাম করে।
বান্ধিল ডেরুয়া[১৬]* এক কয়ব্বর উপরে ॥
এইমতে থাকে দুলাল দাওনা হইয়া।
ফকির হইল মিয়া দেয়ানগিরি থইয়া ॥

১২। চির=ফাটল, দুইভাগ। ১৩। বেসাতি=ক্রয় বিক্রয়, ব্যবসাদারী।
১৪। ইরা=হীরা। ১৫। বেগর=অভাবে। ১৬। ডেরুয়া=ঝুঁড়ে ঘর।
পাঠান্তর :—* '—ডেগুরা—॥'

আর নাই সে গেল মিয়া বাইন্যাচঙ্গের সরে।
আখের[১৭] গণিয়া দেখে কয়ববর উপরে॥
দুলালের কান্দনে পাথর গইল্যা হয় পানি।
জালাল গয়েন* গায় গীত দুক্ষের[১৮] কাইণী[১৯]॥

সমাপ্ত।

১৭। আখের=শেষের দিন। ১৮। দুক্ষের=দুঃখের। ১৯। কাইনী=কাহিনী।

* এই পালার রচয়িতা কবি মনসুর বয়াতী। জালাল গায়েন আসরে গান করিতে এই ভণিতা করিয়াছেন। অন্যান্য গয়েনও এই প্রকারে নিজ নামে ভণিতা করেন। এখানে মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত ভণিতাই প্রদত্ত হইল।

আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা

অজ্ঞাত কবি বিরচিত

আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালার

ভূমিকা

এই পালাটি মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে 'নছর মালুম' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার দক্ষিণ ও ফরিদপুর-বরিশাল জেলায় পালাটি 'আমিনা বিবির পালা' নামে পরিচিত। নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় 'আমিনা খাতুনের পালা' বলিতে শোনা যায়।

সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার ছত্র সংখ্যা ৮৫৪। এই সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ৯৩৮, অতিরিক্ত ছত্র ৮৪। সেন মহাশয়ের সম্পাদনার ২৮টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার ছত্রে তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। ঘটনা ও ছত্রের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর এবং শব্দের বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

এই পালা রচয়িতা কবির নাম ও পরিচয় জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। রচনা ও ঘটনা-বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, কবি এছাক মিঞা'র প্রতিবাসী ছিলেন, এবং লেখাপড়া জানিতেন। ঘটনার কাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। কারণ ঐ সময়ে দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূলে হার্মাদ বোম্বেটের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আমিনা বিবির পালা নানাদিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা দেশের দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে ও পল্লী অঞ্চলে প্রায় তিনশত বৎসর হার্মাদ

অত্যাচারে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার স্বরূপ চিত্র এই পালা ও 'মুরুন্নিছা' পালায় পাওয়া যাইবে। বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় বহু শতাব্দী যাবৎ পাশাপাশি বাস করিতেছেন। কিন্তু দেখা যায়, মুসলমান সমাজের সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন প্রভৃতি সম্পর্কে বর্তমান কালের হিন্দুসমাজ—এমন কি শিক্ষিত হিন্দুগণও বিশেষ কিছু জানেন না। এই না জানার হেতু, সাধারণত সাহিত্য মাধ্যমে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন, কিন্তু বিগত প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান লেখক ও সাংবাদিকগণ যে সাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মাত্র বাহিরের দিকটার কিছু প্রকাশ পাইলেও আভ্যন্তরিক দিকের বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নাই। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা গুলির 'আমিনা বিবির পালা', 'আলাল-দুলাল-দেওয়ানা মদিনা বিবির পালা', 'নুরুন্নেছার পালা', 'আয়না বিবির পালা' প্রভৃতি সত্যঘটনা মূলক পালাগুলির ভিতর দিয়া মুসলমান পল্লীকবি সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছু বোধ হয় প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও পালাগুলি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত, তথাপি পালায় বর্ণিত অবস্থার এখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে মনে করিবার কোনো হেতু নাই। কারণ, পবিত্র কোরাণ, হাদিজ্ ও সরিয়তী ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন বা সংস্কার সাধন ইসলাম বিরুদ্ধ।

এই পালার '১২' অধ্যায়ে 'রাজা দক্ষিণ রায়'-এর কথা আছে। পালাটি আমি বিভিন্ন গায়কের মুখে শুনিয়াছি, এবং কয়েকখানা লিখিত খাতাও দেখিয়াছি। সর্বত্রই দক্ষিণ রায়ের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহা নাই।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রংদিয়া নিবাসী হাজী ওমের আলীর খাতা হইতে আমি পালাটি লিখিয়া নিয়াছিলাম। এই সম্পর্কে আরও

কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য চাঁদপুর বাজারে মহাদেব সাহার গদীতে থাকিয়া বাজার হরিসভায় ভাগবত পাঠ আরম্ভ করি। এই উপলক্ষ্যে মহেন্দ্রনাথ বক্সী নামে এক বৃদ্ধ শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি 'তোফান রোসাঙ্গ্যা' নামে এক মঘ ব্যবসাদারের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন।

মঘ জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও মঘ-বোম্বেটেদের উৎপত্তি সম্পর্কে কক্স বাজারে মঘ মন্দির 'কিয়াং' ঘরে একখানা পুঁথি আছে শুনিয়া, তোফান রোসাঙ্গ্যার সঙ্গে কক্স বাজার গিয়া পুঁথিখানা দেখি। পুঁথি বেশ বড়ো, হাতে লেখা, ভাষা—'কম্বোজী'।

আমার অনুরোধে মন্দিরের অধ্যক্ষ পুঁথির স্থানবিশেষ পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া যাহা শুনাইলেন, তাহার সার সংক্ষেপঃ—

মঘজাতির আদি নিবাস সূর্যোদয়ের দেশে। তাহাদের জাতীয় দেবতা—'করাতারা'। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হইয়া জীবিকা সঙ্কট দেখা দিলে একদল মঘ পশ্চিমে সূর্যাস্তের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে, এবং সুযোগ পাইয়া মঘ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই মঘরাজ্যেও কালক্রমে জীবিকা সঙ্কট দেখা দিলে একদল দুঃসাহসী মঘ নৌকায় চড়িয়া উত্তরে বড়ো বড়ো নদীর দেশে ব্যবসা করিতে যায়। কিছুকাল পরে তাহারা প্রচুর ধনরত্ন লইয়া দেশে ফিরিলে মঘ দেবতা করাতারা প্রধান ধর্মযাজককে জানিয়ে দিলেন, 'ঐ সব বিদেশ প্রত্যাগত মঘ বিদেশে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়াছে। অতএব রাজাকে বলিয়া উহাদের সমাজচ্যুত করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে'। এই দেবাদেশ অনুসারে রাজা উহাদের নির্বাসিত করিলেন। উহারা উত্তর দেশে আসিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

কিয়াং ঘরে রক্ষিত এই পুঁথির বর্ণনা অনুযায়ী অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। কারণ ঐ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অনেকগুলি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মুসলমান দরবেশ

ফকির আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ করিয়া বহু অমুসলমানকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এবং এই চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে দক্ষিণ বঙ্গে মঘ বোম্বেটের অত্যাচার আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা মঘ বোম্বেটেদের সঙ্গে যোগ দিলে ঐ দেশের জনসাধারণ দুই বোম্বেটের মিলিত দলের নাম রাখে 'হার্মাদ' বা 'হর্মাদ'।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গ ও বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে হার্মাদ অত্যাচার চলে। ঢাকার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খাঁ একবার হার্মাদ দমনের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সে উদ্‌যোগ কার্যকর করা হয় নাই।

সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ বঙ্গের জমিদার রাজা দক্ষিণ রায় ও পূর্ববঙ্গের জমিদার রাজা মাণিক রায় দেশের নমশূদ্র, মাহিষ্য ও ধীবর সম্প্রদায় হইতে জোয়ান সংগ্রহ করিয়া দুইটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। এই দুই নৌবাহিনী বাংলাদেশকে কিছুকালের জন্য হার্মাদ অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। রাজা দক্ষিণ রায় ও মাণিক রায়ের মৃত্যু হইলে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে নৌবাহিনী দুইটি ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এই নৌবাহিনীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনানুরূপ বহু আঞ্চলিক রক্ষীবাহিনী গঠন করেন। এইসব রক্ষীবাহিনীর জলযুদ্ধোপযোগী জাহাজ বা নৌকা ছিল না। তাঁহারা হার্মাদ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য 'তুর্‌পিন্', 'বাগ্‌বাঁশ' ও 'জাঠা' বা 'রামবাণ' ব্যবহার করিতেন। সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর বিখ্যাত লাঠি ও 'লিক্‌লিকে সড়কি' তো ছিলই।

একখানা লম্বা মজবুত কাঠের মাথায় সূক্ষ্মাগ্র লোহার কীলক লাগাইয়া নদীর জলে তুরপিন বসানো হইত। সাধারণত হার্মাদ আক্রমণ

হইত রাত্রে বড়ো জোয়ার আসিলে হার্মাদদের জাহাজ ও নৌকা এই তুরপিনের আঘাতে ছিদ্র হইয়া ডুবিয়া যাইত।

কায়দামত জায়গায় একখানা মজবুত আস্ত বাঁশের গেড়ার দিকে তিনটা খোঁটায় বাঁধিয়া বেত বা দড়ি দিয়া আগা বাঁকাইয়া বাগ্‌বাঁশ পাতা হইত। বাগবাঁশের সম্মুখে শত্রুপক্ষ আসিলে 'টানার বেত' বা দড়ি কাটিয়া দিলে বাঁশের আঘাতে একসঙ্গে অনেকগুলি ঘায়েল হইত।

বারো হাত লম্বা আধখানা বাঁশ দিয়া প্রস্তুত করা হইত 'রামধনুক'। নদীর তীরে মাটির 'সুরুঙ্গ' করিয়া তাহার আড়ালে দুইটি খোঁটায় রামধনুক বাঁধিয়া 'চড়কি'র সাহায্যে 'ছিলা' টানিয়া ছোঁড়া হইত রামবাণ। রামবাণের আঘাতে হার্মাদদের বড়ো নৌকা ডুবিয়া যাইত।

দূর হইতে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য উঁচু 'টোঙ' প্রস্তুত করিয়া বহু 'পাহারা-ঘাঁটি' বসানো হইত। এক ঘাঁটি হইতে আর এক ঘাঁটিতে 'খট্‌খটি'র সাহায্যে সংবাদ চলিত। বর্তমান কালের টেলিগ্রাফের তারের মত এক ঘাঁটির খট্‌খটির সঙ্গে আর এক ঘাঁটির খট্‌খটির দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ি টানিয়া বিভিন্ন শব্দের দ্বারা কি ঘটিতেছে, তাহা বুঝানো যাইত। সংবাদ আদান প্রদানের এই বাঙ্গালী-ব্যবস্থা বোধ হয় অতি-পুরাতন।

বাঙ্গালী পল্লীযোদ্ধাদের এই আত্মরক্ষা-প্রচেষ্টার ফলে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে হার্মাদদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিলে, তাহারা সুন্দর বনের উত্তরাঞ্চলের উর্বর বাদাগুলিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু 'ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমির-এর জন্য তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইল না। এই অবস্থায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজ বোম্বেটে-দের অধিকাংশ বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আর অল্প কিছু সংখ্যক

পূর্ববঙ্গের 'ট্যাঙ্গর' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ইহাদের বংশধর এখন ঐসব অঞ্চলে 'ফিরিঙ্গী জাতি' বলিয়া পরিচিত।

পর্তুগীজ বোম্বেটেরা চলিয়া গেলে মঘ বোম্বেটেরা কিছুকাল চুরি-ডাকাতি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ইংরেজ শাসনের কঠোরতায় যখন ওটাও আর সম্ভব হইল না, তখন তাহারা পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মিশিতে চেষ্টা করে।

সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মঘজাতির নারী কর্তৃত্ব প্রধান। মঘ-বোম্বেটেরা ইসলাম গ্রহণ করিলেও তাহাদের নারীসমাজ মুসলমানী আচার-নিয়ম-আইন-কানুন মানিয়া তাহাদের কর্তৃত্ব ও সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। সেজন্য তাহারা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে একাল পর্যন্ত স্থান পায় নাই। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নদীতে 'বারো-মাইস্যা' বা 'বারাইস্যা' নামে পরিচিত একশ্রেণীর যাযাবর মুসলমান ব্যবসায়ী সপরিবারে নৌকায় বাস করিতে দেখা যায়, ইহারাই সেই মঘ মুসলমানদের বংশধর।

বাঙ্গালীজাতি চিরকাল উপকারীর উপকার স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় 'জয়ন্তী' নামক একপ্রকার পূজা অনুষ্ঠানের দ্বারা। সেকালে এটা করা হইত উপকারীকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক বার-ব্রত পূজা-অর্চনার মাধ্যমে। তিন শত বৎসর হার্মাদ অত্যাচারে অত্যাচারিত দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালী তাহাদের পরম উপকারী সুন্দর বনের ডোরাকাটা বাঘের নামকরণ করিল 'বিপদভঞ্জন শঙ্কা হরণ ঠাকুর দক্ষিণ রায়,' আর নরখাদক কেঁদো কুমিরের নাম হইল 'ঠাকুর মাণিক রায়,' 'ঠাকুর কালামাণিক' ও 'মাণিক পীর'। তাহারপর যথারীতি পূজাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া ও বহু প্রকার পাঁচালী রচনা করিয়া ঠাকুর দক্ষিণ রায় ও ঠাকুর মাণিক রায়ের পূজা প্রচলিত হইল। এই নাম দুইটি বোধ হয়

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রাজা দক্ষিণ রায় ও রাজা মাণিক রায়ের নামানুসারেই রাখা হয়।*

আমিনা বিবির পালা, নুরউন্নিছার পালা, দেওয়ানা মদিনার পালা, প্রভৃতি পালা,—যাহার প্রধানা নায়িকা মুসলমান, তাহার প্রত্যেকটিতে কবি দেখাইয়াছেন নায়িকা বিবাহবিচ্ছেদ ও পত্যন্তর গ্রহণের অত্যন্ত বিরোধী। এই পালায় মরমী কবি আমিনার মুখের কথায় আমাদের শুনাইয়াছেন,—

'হাঙ্গার বউ ন হইয়ম্ রে আমি,
আমি ন পুইষ্যম্ রে হাঙ্গা।
হদ্ বাজাই চাইয়ম্ রে আমি,
আমার কপাল কন্নত্ ভাঙ্গা রে
আমার কপাল কন্নত্ ভাঙ্গা॥'

ইহা অপেক্ষা দৃঢ় একনিষ্ঠ পতিপ্রেম বোধ হয় আর হইতে পারে না। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নারীদের মধ্যে এই ভাবটি যদি সুপ্রচলিত না হইত, তবে এতগুলি পল্লীকবির অভিমত একই প্রকার হইত না।

এই পালায় বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক 'সুবে বাংলা' ও ভারতের প্রজা শাসন ও সংরক্ষণের যে স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখিবার জন্য বহু উপাদানের সন্ধান দিবে।

বিদ্যাসাগর রোড দক্ষিণ।
পোঃ নবব্যারাকপুর।
২৪ পরগণা

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক।
ফাল্গুন, ১৩৬০।

* এখানে হার্মাদ সম্পর্কে যাহা আলোচিত হইল ইহার অধিকাংশ খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার ইতিহাস এবং 'ঠাকুর দক্ষিণরায়ের পাঁচালী, 'ঠাকুর কালামাণিকের পাঁচালী' ও 'মাণিকপীরের গান' হইতে গৃহীত।
—ইতি সম্পাদক।

বন্দনা—

পহেলা আল্লার নাম করিয়া স্মরণ।
মাথা নোইয়া বন্দম্ নবীজির চরণ॥
তাল মান নাহি জানি না চিনি আখর।
মুল্লুকে মুল্লুকে ঘুরি নাই রে বাড়ীঘর॥
ওস্তাদে গাহিত গান আছিলাম দোহারী।
মুখে মুখে শিখিয়াছি পদ দুই চারি॥
ভাগ্যবানের বাড়ীতে গিয়া পালা গান গাই।
সকলের দয়ার বলে নুন ভাত খাই॥*

পালা আরম্ভ

(১)

(ধুয়া)— ঘরর মধু পরে খায়।
ওরে, লঙ্কাপোড়া বৈদেশে বেড়ায়॥

ঝুড়া পড়ের্‌বে লোছা লোছা[১]
উজাই উডের্‌রে কই[২]।
এম্‌নি বার্ধ্যার রাইতে মুঁই
থাইক্যাম্[৩] কারে লই রে—
মুঁই থাক্যাম্ কারে লই॥

১। ঝুড়া পড়ের্‌রে লোছা লোছা=বড়ো বৃষ্টির পর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। ২। উজাই উডের্‌রে কই=কইমাছ জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিতেছে। ৩। থাক্যাম্=থাকিব।

* এই বন্দনাটি পালা রচয়িতা কবির রচনা নহে, ইহা গায়কের রচনা। গায়ক ভেদে এই বন্দনা বহু প্রকার শোনা যায়। এখানে সেন মহাশয়ের সংগ্রহ বন্দনাটি দেওয়া হইল। ইতি—সম্পাদক।

কুহুম কুহুম[৪] শীত পড়ের্‌রে
গায়ত্‌ দিলাম কেঁথা।
কন্‌ দাবাইয়ে[৫] যাইব আমার
বুগর[৬] হাড্‌ডির বেথা রে—
মোর বুগর হাড্‌ডিত্‌ বেথা॥
দেবায়[৭] ডাকে হাড়ুম্‌ ধুড়ুম
আশমান্‌ ভাঙ্গি পড়ে।
এম্‌নি কালে একলা আমি
থাইক্যম্‌ কেম্‌নে ঘরে রে—
আমি একলা থাকি ঘরে॥
টোবার[৮] পানি বাড়ি উডের্‌ রে
বাড়ি উডে তার ফেনা।
মুঁই দুখ্‌খের কথা কারে কইয়ম্‌[৯]
কেউত বুঝে না রে—
দুখুঃ কেউ ত বুঝে না॥
বীজ্‌নায়[১০] বাড়ে ধানের রোয়া[১১]
রোয়ার আগা করে লক্‌লক্‌।
মোর চোগর[১২] পানিত্‌ ভাসি গেল্‌গৈ
বসর কাইল্যা[১৩] সখ রে—
মোর মনর[১৪] যত সখ॥

৪। কুহুম কুহুম=কুসুম কুসুম, অল্প অল্প। ৫। কন দাবাইয়ে=কোন ঔষধে। ৬। বুগর=বুকের। ৭। দেবায়=দেওয়ায়, মেঘে। ৮। টোবার=ডোবার। ৯। কইয়ম্‌=কহিব। ১০। বীজনায়=বীজতলায়। ১১। রোয়া=চারা। ১২। চোগর চোখের। ১৩। বসর কাইল্যা=বয়স কালের, যৌবনের। ১৪। মনর=মনের।

আউল[১৫] হইয়ে যত রে মাছ
তারা মেঘের পানি খাই।
খাইল্যা ঘরত্[১৬] থাকি কেমতে[১৭]
আমি মনরে বুঝাই রে—
আইজ বন্ধু ঘরত্ নাই॥
বাড়ীর পাশত্ ঝিঙ্গা ক্ষেতি[১৮]
ক্ষেতত্ টুনি পঙ্খীর বাসা।
দিনত্ খায় রে চড়িবড়ি
রাইতত্ তারার আশা রে—
তারা ফিরি আইসে বাসা॥
ছয় না মাসর লাগি রে বন্ধু,
গেলা ছয় বচ্ছর হই যায়।
বনর বাঘে ন খাইল মোরে
মনর বাঘে খায় রে
মোর মনর বাঘে খায়॥
কন্ সাইগরের পারে রে বন্ধু,
রইলা কন্ বা নারী লইয়া।+
মোকে ভুলি কেম্‌নে তুমি
রইলা অদেখা হইয়া রে—
বন্ধু, অদেখা হইয়া॥+
নারীর যইবন রে বন্ধু,
মেমুন জোয়ারের পানি।

১৫। আউল=চঞ্চল। ১৬। খাইল্যা ঘরত্=খালি ঘরে। ১৭। কেমতে =কেমন করিয়া। ১৮। ক্ষেতি=আবাদ।

কূলে কূলে ভরি উডের্ রে
আবার ভাডাত্ টানাটানি রে—'॥
দাও কিনি ন ধারাইলে[১৯]
দাওত্ জামার[২০] ধরি যায়।
খাইল্যা ভুইত্ দুনিয়ার
যত আগাছা গাছায়[২১] রে—॥
পাইত্লার[২২] ভাত ঠাণ্ডা হইলে
খাইতে মজা নাই।
হেলি পইড়্লে সোনার যইবন
কি করবা আর আই[২৩] রে—'॥
ছাড্রিনর চুলি ছিল মোর
বুগত্[২৪] আঁটা আঁটি।
সোনার যইবন মইলান হইয়ে
জোয়ারে ধইরাছে ভাডি রে—'॥
হাতর বেঁকী হলস্ হইয়ে[২৫]
অখন[২৬] পড়ি পড়ি যায়।
ভাবনা চিন্তনা আমার
চুষি চুষি খায় রে—'॥
পাড়াল্যা[২৭] লোক নানান কথা
দিতেছে লাগাই।

১৯। ধারাইলে=ধার দিলে। ২০। জামার=মরিচা। ২১। গাছায়=জন্মায়। ২২। পাইত্লার=হাঁড়ির। ২৩। আই—আসিয়া। ২৪। বুগত্=বুকের। ২৫। হাতর বেঁকী হলস হইয়ে=হাতের বালা ঢিলা হইয়া। ২৬। অখন=এখন। ২৭। পাড়াল্যা=পাড়াপ্রতিবাসী।

মাও বাপ ত তোমার থুন[২৮]
নিতে চায় ছাড়াই রে—'॥
কন্ সাইগরের কূলে রে বন্ধু,
তুমি কন্ সায়রের কূলে।
কত কত ভমরা আসি
বসতে চায় ফুলে রে—'॥
কার লাগি কর রে তুমি
এই না কামাই রুজি[২৯]।
সিঁধাল চোরে হাতাই লুই যায়
ঘরর আসল পুঁজি রে—'॥
কার লাগি বৈদেশী হইলা
বৈদেশী কার বা লাগি।
আমি যদি মরিরে বন্ধু,
তুমি হইবা বধর ভাগী রে—' ॥
হাঙ্গার[৩০] বউ ন হইয়ম্[৩১] রে আমি
আমি ন পুইষ্যম্[৩২] রে হাঙ্গা।
হদ্ বাজাই চাইয়ম্[৩৩] রে আমি
আমার কপাল কন্নত্[৩৪] ভাঙ্গা রে—
আমার কপাল কন্নত্ ভাঙ্গা ॥

২৮। তোমার থুন=তোমার নিকট হইতে। ২৯। কামাই রুজি=আয় উপার্জন।
৩০। হাঙ্গা=সাঙ্গা, নিকা। ৩১। হইয়ম্=হইব। ৩২। পুইষ্যম্=পুষিব।
৩৩। হদ্ বাজাই চাইয়ম্=পুনঃপুন বাজাইয়া দেখিব। ৩৪। কন্নত্=কোথায়।

(২)

আমিনা খাতুন কইন্যা বাপর এক ঝি।
ছয় বচ্ছর খসম[১] ছাড়া উপায় হইব কি॥
হায়দর বাপের নাম মাঝির গাঁও বাড়ী।
অতি কষ্টে দিন কাটে ঘরজার[২] কাম করি॥
জাগা জমিন নাই রে তার নাই রে হাল চাষ।
দিনের রুজি দিন খায় কন দিন উবাস[৩]॥
কইন্যারে দিছিল বিয়া ভালা বর চাই[৪]।
ছয় বচ্ছর গত হই যায় কন উদ্দিশ নাই॥
কন উদ্দিশ নাই রে তার গেল ছয় বছর।
ভইনের[৫] পুত ভাগিনা দুলা[৬] নাম তার নছর॥

ভইনের পুত ভাগিনা নছর তার কথা শুন।
আমিনার কপালে সেই না লাগাইছে আগুন॥
আদি গুড়ি[৭] কথা অহন কইয়া জানাই।
ভাগিনা কেমনে হইল ঝিয়ের জামাই॥
মায়ের পেডত[৮] থাকিতে নছর বাপর এন্তেকাল[৯]।
বড়ো দুঃখে তার মাও কাডাইত রে কাল॥
পাঁচ না বছরের বসে[১০] মাও গেল রে ছাড়ি।
সেই হইতে নছর আলি থাকে মামুর বাড়ী॥
আমিনা হইতে নছর দুই বচ্ছরের বড়ো।
বহুত মহব্বত[১১] তারে করিত হায়দরও॥

১। খসম=স্বামী। ২। ঘরজা=ঘরামি। ৩। উবাস=উপবাস। ৪। চাই=চাহিয়া, মনে করিয়া। ৫। ভইনের=বহিনের। ৬। দুলা—বর। ৭। আদিগুড়ি=আগাগোড়া। ৮। পেডত্=পেটে, গর্ভে। ৯। এন্তেকাল=মৃত্যু। ১০। বসে=বয়সে। ১১। মহব্বত=ভালবাসা।

দুখুঃ মিহনত্ করি আনি দুই আক্ত[12] খায়।
আমিনা নছর সদাই খেইলা বেড়ায় ॥
সোবারির খোলে নছর নুকা[13] বানাইয়া।
পহিরের[14] পানিত্ তারা দিত ভাসাইয়া ॥
এক সঙ্গে খেলা তারার এক সঙ্গে খাওন।
কৈতর কৈতরীর মতন তারা দোনো জন ॥

এক দুই তিন করি ষোলো বচ্ছর যায়।
যইবন জোয়ারের জল আইল দরিয়ায় ॥
গোলাপ ফুলের পরে ভঁমরার মন।
গোপনে বসি তারা করে আলাপন ॥
জমিনে রুইলে চারা বাড়ে দিনে দিনে।
মাডির[15] ভিতরের রস হিঁকড়েতে[16] চিনে ॥
সাপে চিনে মণি আর ব্যাঙে বার্ষ্যার[17] পানি।
আসকে মাসুক[18] চিনে যহন পড়ে টানাটানি ॥
অল্প বসের নছর আলি ভেরল ভেরল[19] গাও।
নছররে কইর্‌ল জামাই আমিনার মাও ॥
পুত নাই ক্ষেত রে নাই ঝিয়র উবর আশা।
দুই দিনর দুইন্যাদারী[20] সকলি রে লাসা[21] ॥

১২। আক্ত=বেলা। ১৩। নুকা=নৌকা। ১৪। পহির=পুকুর। ১৫। মাডির=মাটির। ১৬। হিঁকরে=শিকড়ে। ১৭। বার্ষ্যা=বর্ষা। ১৮। আসকে মাসুক=অনুরাগ, অনুরাগী। ১৯। ভেরল ভেরল=মোটাসোটা। ২০। দুইন্যাদারী=সংসার করা। ২১। লাসা=পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট। (সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—'আটা')।

(৩)

সাদী করি একনা বচ্ছর রইল নছর ঘরে ।+
হারাদিন খেইল্যা বেড়ায় রুজি[১] নাইসে ধরে ॥+
কেম্‌নে দিন যাইব ভাবে হায়দর ঘরে বসি ।+
কামাইর কথা কইলে জামাই ন হয় রে খুশী ॥+
ঘরে ন থাকে এক দিনের দানা চালে নাই রে ছানি ।[২] +
বার্ষ্যাকালে খাইতে হয় উচ্ছিলার পানি[৩] ॥+
ভাবি চিন্তি আমিনার মাও আমিনারে কয় ।+
"জামাই যুদি[৪] না করে কামাই কেম্‌নে দিন যায় ॥+
বাপ্‌ ত হইল বুড়া আর কয়দিন বাঁকি ।+
এমুন করি ন খাই ন খাই আর কত দিন থাকি ॥"+

রাইতর কালে নছররে আমিনা ত কয় ।+
"কামাই রুজগার করা অখন তোমার উচিত হয় ॥+
ষোল বচ্ছর পাইলাছে বাপ দুখুঃ মিহন্নত্‌ করি ।+
অখন বাপ হইল বুড়া আর মাও হইছে বুড়ী ॥+
বেটা পুত্র নাই তারার আমি এক মাত্তর ঝি ।+
আমরা যুদি ন খাবাই[৫] তারার তারা করব কি ।+
তুমি হইবা বাপ অখন আমি হইব মাও ।+
কামাই রুজি করি অখন তারারে[৬] খাবাও ॥"+

কিছু ন কইল নছর কিছু ন করিল ।+
সাত দিন পরে ডাকি আমিনারে কইল ॥+

১। রুজি=উপার্জন। ২। ছানি=ছাউনি। ৩। উচ্ছিলার পানি=ভাঙ্গা চালা ধোয়া বৃষ্টির জল। ৪। যুদি=যদি। ৫। খাবাই=খাওয়াই। ৬। তারারে=তাহাদের।

"ঘরজার কাম[৭] ন করুম্ আমি দেশে কামাই নাই।+
কামাই রুজিয় আশে বৈদেশেতে যাই॥+
দারুণ সাইগরর পন্থ এক না মাসের পাড়ি[৮]।+
কাইল ফজরে যাইয়ম্ আমি বালাম নুকায় চড়ি॥+
এক না বচ্ছর পরে ফিরি আইব আমি।+
এক বচ্ছর কনমতে ঘরত রইবা তুমি॥"+
আমিনার কাছথুন্[৯] বিদায় লই নছর চলি গেল।+
চোগর পানি আঁইচল দি[১০] আমিনা মুছিল॥+
একনা বচ্ছর গেলগৈ আশার আশায় বসি।+
খবর ন দিল ঘরত্ নছর হইল বৈদেশী॥+
কন্ বা দেশে গেল নছর কেহ নাই সে জানে।+
ঘরত্ বসি আমিনা কাঁদে সাঁজে আর বিহানে[১১]॥+

কাউয়ার বাসাত্ কোকিলার ছাও ন মানিল পোষ।
ঘর বাড়ী ছাড়িল নছর নছিবের দোষ॥
বাপে ভাবে মায়ে ভাবে "উপায় হইব কি।
শেষ কাড়ালে[১২] কার বা হাতে সোঁপি যাইম্ ঝি॥
এক দুই তিন করি গেল ছয় বচ্ছর।
কন্তে[১৩] গেলগৈ[১৪] অভাগ্যার পুত ন পাই খবর॥
ন পাই খবর রে তার কি হইব উপায়।
মোরা মইর্লে আমিনা রে কনে যাইব হায়॥"

৭। ঘরজার কাম=ঘরামির কাজ। ৮। এক মাসের পারি=পার হইতে এক মাস সময় লাগে। ৯। কাছ থুন=নিকট হইতে। ১০। আঁইচল দি=আঁচল দিয়া। ১১। বিহানে=প্রভাতে। ১২। শেষ কাড়ালে=শেষ অবস্থায়। ১৩। কন্তে=কোথায়। ১৪। গেলগৈ=গেল গিয়া।

(৪)

চাডি গাঁ বন্দরে স্লুপ[১] নাম তার 'রুম'।
নছর আলি সেই জাহাজের ছুঁস্যারী মালুম[২] ॥
দরিয়া জরিপ করি বাদ্‌শা সেকেন্দর।
জাহাজ চালাইবার লাগি বানাইল 'চাডর'[৩] ॥
'হিরামন' নামে এক তোতা[৪] আছিল তান্[৫]।
সেই তোতা সাইগরের জানিত সন্ধান ॥
কন্‌খানেতে ডুবা চর কন্তে গহীন পানি।
হিরামন নানান্ খবর দিত তান্‌রে আনি ॥
জাহাজী স্লুপী[৬] যত আছে দুনিয়ায়।
সেকেন্দরের চাডার চাহি[৭] বাইছা বাহি যায়[৮] ॥
নছর পর্‌থম আছিল জাহাজের লস্কর।
ভালা মতে হেপজ করি[৯] পড়িল চাডর ॥*
আশ্‌মানের তারা দেখি চিনি লয় পথ।
ভালামতে বুঝে নছর হাবার আলামত্[১০] ॥
লস্কর আছিল নছর হইল মালুম।+
টেকা পৈছা জমাই নছর হাতত্ কইরল কুম[১১] ॥

১। স্লুপ=সমুদ্রগামী ছোটো জাহাজ। ২। ছুঁস্যারী মালুম=যে নাবিক জাহাজের উচ্চ স্থানে বসিয়া সাগরে কোথায় কি আছে তাহা দেখিয়া চালককে সাবধান করে। সেন মহাশয় কৃত অর্থ='চালাক'। ৩। চাডর=মানচিত্র, চার্ট। ৪। তোতা=তোতা পাখি। ৫। তান্=তাঁহার। ৬। জাহাজী স্লুপী=জাহাজ ও স্লুপের চালক। ৭। চাডার চাহি=চার্ট দেখিয়া। ৮। বাইছা বাহি যায়=জাহাজ পরিচালনা করে। ৯। হেপজ্ করি=চেষ্টা যত্ন করিয়া। ১০। হাবার আলামত=হাওয়ার গতি প্রকৃতি। ১১। কুম=জলের তলে গভীর গর্তে সঞ্চিত ধনের মত।

পাঠান্তর :—* ভালামতে হেপঝ পরে করিল 'চাডর' ॥
+ লস্কর হইতে নছর হইতে হইল মালুম ॥

মালুম হইয়া নছর কইরল কিবা কাম।
দহিণ[১২] মুল্লুকে এক খুলিল মোকাম[১৩] ॥
অঙ্গী নামে সওর সেইনা সাইগরের কূলে।
সেই সওরে নছর মালুম নানান কারবার খোলে ॥
আচানক্[১৪] দেশ রে ভাই, শুন কহি যাই।
বেপরদা মাইয়া মানুষ লাজ সরম নাই ॥
মরদেরা রাঁধে ভাত নারীয়ে হাটে যায়।
ভালা মাছ ছাড়ি তারা নাপ্‌ফি[১৫] পচা খায় ॥*
ওয়াক্ আসে[১৬] এইনা দেশের খানার কথা শুনি।
আঁজিলা কেয়াল্লিশ্ (?) খায় তেলর মাঝে ভুনি[১৭] ॥
মাইয়া মাইনসর জেয়র[১৮] আছে বহুত বহুত দামী।
এক পেঁচে কাপড় পিঁধে আড়াই হাত খামি[১৯]+ ॥
মাথার চুল বাব্‌রি ছাঁটা এঙ্গি[২০] থাকে বুকে।
ঝোবার[২১]‡ মধ্যে পানর খিলি ইসারাতে ডাকে ॥
রূপের ছড়া বুগর গোটা নারাঙ্গির তুল[২২]।
মাথার উপর খুচি[২৩] ধরে বেল কদম্বের ফুল ॥
কানের মাঝে সোনার নাধং[২৪] রাস্তা দিয়া যায়।
মুচ্‌কি মুচকি হাসি তারা পুরুষরে ভুলায় ॥

১২। দহিন=দক্ষিণ। ১৩। মোকাম=ব্যবসায়ের গদীঘর। ১৪। আচানক=আশ্চর্য, অজানা। ১৫। নাপ্‌ফি=এক শ্রেণীর শুটকি মাছ। ১৬। ওয়াক আসে=বমি আসে। ১৭। ভুনি=ভাজিয়া। ১৮। জেয়র=জহরৎ। ১৯। আড়াই হাত খামি=আড়াই হাত বহরের রঙ্গীন কাপড়। ২০। এঙ্গি=বক্ষাবরণ জামা। ২১। ঝোবা=ভ্যানিটি ব্যাগ। ২২। নারাঙ্গির তুল=কমলা লেবুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ২৩। খুচি=রঙ্গীন ফিতা। ২৪। নাধং=কানের গহনা বিশেষ।

পাঠান্তর :—* ভালা মাছ ছাড়ি তারা নাপ্‌ফি পোঁচা খায় ॥
+ থামি—'। ‡ ঝোঁভার—' ॥

এইনা রাইজ্যে আইল যহন নছর মালুম।
ধড়্‌ফড়্‌ করে দিল জ্বইল্যা পিরিতর আউন[২৫] ॥

'মাফো' নামে 'পোয়াজা'[২৬] এক অঙ্গি সহরত্‌ বাড়ী।
'এখিন' নামে তার কইন্যা পরম সোন্দরী ॥
ষোল বচ্ছর বয়স কইন্যার চাম্পা ফুলর রং।
পন্থে চলে সোন্দর এখিন করি কত ঢং ॥*
কত কত রসের নাগর পাছে পাছে রয়।+
সাদী নাইসে করে কন্যা পরাণ কাড়ি লয় ॥+
ধন দৌলত সোনার জেঁয়র[২৭] কইন্যার হইল মধু।+
ধন ন থাকিলে নাগর ভাদ্দর মাইস্যা কদু[২৮]।+

শুক্‌না মাছ বেচে মাফো বড়ো সদাইগর।
তার বাড়ীত্‌ একদিন আইল মালুম নছর ॥
পানর খিলি বানায় এখিন বাপর ঘরে বসি।
চৌক্ষে করে ঝিলিমিলি মুখের মধুর হাসি ॥
ইদিগ্‌ উদিগ্‌ চাইতে কইন্যার দুই আখি লড়ে।
আখির উপর ভেঙ্কি খেলি নাগর পাগল করে ॥
চাম্পা ফুলর বরণ কইন্যার সোন্দর বদন।
দৌলত্‌দার[২৯] নছর মিঞার হরি নিল মন ॥♣

২৫। আউন=আগুন। ২৬। পোয়াজা=মাতব্বর। ২৭। জেঁয়র=অলঙ্কার।
২৮। ভাদ্দর মাইস্যা কদু=ভাদ্রমাসের লাউ যেমন অখাদ্য সেইপ্রকার।
২৯। দৌলতদার=ধনবান্‌।

পাঠান্তর :—* ঠমকে ঠমকে চলে কত রকম ঢং ॥
♣ তার উপরে আসক হইল নছরের মন ॥

আসকর[৩০] তিনডা আখর[৩১] মনে লাগে যার *
কিবা সরম কিবা ভরম কিবা লাজ তার ॥
দিনে রাইতে যায় নছর মাফো পোয়াজার বাড়ী।
আমিনারে ভুলিগেল্‌গৈ এখিনর ফাঁদে পড়ি ॥+
ভুলি গেল্‌গৈ আমিনার হাসিভরা মুখ।
ভুলি গেল্‌গৈ ছোডোকালর যত দুখ্‌ সুখ ॥
ভুলি গেছে ভাইবেরাদার ভুইল্যাছে সগল।
এখিনর রূপে নছর হইল পাকল[৩২] ॥

জহরিয়া জহরত্‌ চিনে বাইন্যা[৩৩] চিনে সোনা।
পিরিতিয়ে মন চিনে, মন চিনে আপনা ॥
ক্ষেতিয়াল চিনে রে ভুঁই মাঝি চিনে খাল।
ওস্তাদ গায়েন চিনে কন্‌ডা বড়ো তাল ॥
কারবারী ব্যবসা চিনে ধনী চিনে ধন।
এখিন চিনিয়া লইল নছরের মন ॥‡
মালুম ছুয়ানী[৩৪] চিনে সাইগরের চর।
এখিন কইন্যারে ন চিনিল বৈদেশী নছর ॥§

একদিন হাঁজর বেলা কি কাম হইল।
মাফো সদাইগরের বাড়ীত্‌ নছর আইল ॥

৩০। আসক=নারীর প্রতি লোভ। ৩১। আখর=অক্ষর। ৩২। পাকল=পাগল। ৩৩। বাইন্যা=স্বর্ণকার। ৩৪। মালুম ছুয়ানী=পর্যবেক্ষক ও হাল ধরে যে নাবিক।

পাঠান্তর :—* পিরিতির তিনটি আখর মনে লাগে যার।
+ আমিনারে ভুলি গেইয়ে বাড়ীঘর ছাড়ি ॥
‡ রসিক নাগর চিনে রমনী রতন ॥
§ এখিনরে চিনিলরে বিদেশী নছর ॥

কেহ নাই সে ঘরে আর এখিন একেলা।
মস্কারি[৩৫] করি দিল গায়ত্ পানর বুঁটা মেলা॥
এখিনর হাত তখন ধরিল নছর।
পরবোধ ন মানে মন করে রে ধড়্ ফড়্॥

দেখি শুনি পোয়াজা মাঝো কি কাম করিল।
সেই দেশের সরা-মতে[৩৬] সাদী দিয়াদিল॥
মুড়ার কূল্যা গরু[৩৭] আর গাঙর কূল্যা বাড়ী।
মোছলমানর বিবি আর হেঁন্দুর গালর দাড়ি॥
এসগলের কোনো দিন ন থাকে ঠিকানা।
পত্য[৩৮] ন করিবা ভাই রে করি আমি মানা॥
ফুলের মধু খায় নছর মুখে টাগা[৩৯] মারে।
ভুলি গেল্গৈ জানের জান কইন্যা আমিনারে॥

(৫)

খুঁড়ি খুঁড়ি[১] ধান খায় মনা আর চনা[২]।
গহীন পানির তলাত্ বড়ো মাছে খোঁড়ে খনা[৩]॥

৩৫। মস্কারি=পরিহাস। ৩৬। সরা-মতে=শাস্ত্র বিধি মতে। ৩৭। মুড়ার কূল্যা গরু=যে সব গরু পাহাড়ের নিকটে চরে। ৩৮। পত্য=প্রত্যয়। এই দুই ছত্রের অর্থ—পাহাড়ের কাছে গরু বাঘে খায়। নদী কূলের বাড়ী ভাঙ্গে। যে কোনো সময়ে মুসলমান স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। যে কোনো সময়ে হিন্দু তার দাড়ি কাটিয়া ফেলে। ৩৯। টাগা=টোকা।

১। খুঁড়ি=খুঁজিয়া খুটিয়া। ২। মনা চনা=শালিক, চড়াই। ৩। খনা=ডিম পাড়িবার গর্ত।

চতুর সন্ধানী নাগর হাঁডে মুরে মুরে[৪]।
গাছের গোটা[৫] পাক ধরিলে পাইখ্‌পহল[৬] উড়ে ॥
ফুলেতে থাকিলে মধু জানে সে ভমর।
মধু খাইতে চাহি ভমর করে রে ধড়্‌ ফড়্‌ ॥

মাঝির গাঁওর কথা ভাই শুন দিয়া মন। +
কি কাম করিল হায় রে এছাক দুশ্‌মন ॥ +
গেরামের মাঝখানে আছিল এছাকের ঘর।
নামডাকি*[৭] মানুষ তারা মস্ত তোয়াঙ্গর[৮] ॥
চৌচালা ডেহেরিখানা[৯] উডান[১০] ঘিরিয়া।
চাইর দিকে গড়-খন্দর[১১] গিরিডি[১২] বেড়িয়া ॥
ভিতরে আটচালা ঘর উলুখড়ের ছানি।
বড়ো পুকুর সাম্‌নে তার দশ হাত পানি ॥
এছাকের বড়ো বিবি নাম 'মেমাজান'।
ছুরতে[১৩] জিনিয়ালয় পুন্ন্‌মাসীর চান্দ ॥
বড়ো ঘরের মাইয়া মেমা আরে বড়ো ঘরর মাইয়া।
সুখ ন হইল ভমরার গোলাপর মধু খাইয়া ॥+
পাঁচ সাত বান্দী ঘরত্‌ আরও ফুল চাই।
কোথায় পাইব ভালা ফুল খুঁজে মিঞা তাই ॥

৪। হাঁডে মুরে মুরে=সতর্ক হয়ে চলে। ৫। গোটা=ফল। ৬। পাইখপহল=পাখিরদল। ৭। নামডাকি=নামজাদা। ৮। তোয়াঙ্গর=ধনীমানী। ৯। ডেহেরিখানা=গৃহ। ১০। উডান=উঠান। ১১। গড়-খন্দর=গভীর গড়খাই। ১২। গিরিডি=বাড়ীর সীমানা। ১৩। ছুরতে=রূপে।

পঠান্তর :— * নাম ডাগর—'।
+ সুখ ন পাইল ভমরা বঁধ্‌ ফুলর মধু খাই ॥

যার দেখি* যার মজে মন বাছ-বিচার নাই।
কনো জনা সুখ পায় দুধ বেচি মদ খাই ॥†
এছাক মিঞা আইসে সদাই হায়দরের বাড়ী।
আমিনার রূপ সাইগরে দিতে চায় রে পাড়ি ॥
বাপ্ যায় কামে কাজে মায়ের রাঁধা-বাড়া ॥‡
এম্‌নি সময় এছাক আসি দোয়ারে হয় খাড়া ॥
পানর বিড়া আনে ভালা নারকলের ত্যাল।
আমিনারে ডাকি কয় "ম্বরর দোয়ার ম্যাল[১৪]" ॥
ইসারায় কয় কথা দুই চোগ লড়ে।
ন মানে পরাণ তার মুখর লেউস্যা[১৫] ঝরে ॥
হোক্কাত্ তামুক আর পানর খিলি দিয়া।
আমিনা বাইর আইসে কথা না বলিয়া ॥
জাইল্যা যেমুন ঘোলায় পানি জাল ফালায়্যা দূরে।
সেইনা মতে লুচ্চা এছাক আশেপাশে ঘুরে ॥
পানির সাথে তেল মিশে না চিনির সাথে নুন।
এছাকের সাথে তেমনি আমিনা খাতুন ॥
আমিনারে নারাজ দেখি এছাকের মন।
আসকের[১৬]§ আগুনে আরও জ্বলে হামিস্কণ[১৭] ॥
আসক আগুনের জ্বালা ছেলর[১৮] মত ফুড়ে।
ফু-দিয়া নিবাইতে গেলে আরও জ্বলি উড়ে ॥

১৪। ম্যাল=বড়ো করিয়া খোল। ১৫। মুখর লেউস্যা=মুখের লালা। ১৬। আসক =নারীর প্রতি লোভ। ১৭। হামিস্কণ=সর্বদা। ১৮। ছেলর=শেলের।

পাঠান্তর :—* যার সঙ্গে—'।
† কন জনে সুখ পায় মদ বেচি দুধ খাই ॥
‡ বাপ গেইয়ে কামে কাজে মায় বাঁধের বাড়া।
§ প্রেমের—'।

(৬)

একদিন এছাক মিঞা করিল কি কাম।
হায়দররে ডাকি আনি কহিল তামাম[১] ॥
কহিল তামাম কথা যত উডে মনে।
"দিল[২] মোর ফাডি যায় আমিনার কারণে ॥
এমন সোন্দর কইন্যা এত দুখুঃ করে।+
সগল দুখুঃ দূর হইব আইলে আমার ঘরে ॥+
সাদী যদি করে মোরে আমিনা সোন্দরী।
তোমরারে[৩] পালিব[৪] আমি সারা জীবন ভরি ॥
আষ্ট কানি জমি দিব শঙ্খ নদীর কূলে।
ভরি ভরি সোনা দিব হাত কান গলে ॥
দুখুঃ মিহন্নত[৫] ন করিবা বুড়া কালে আর।
আমিনার কারণে তোমার ন হইব লাচার[৬] ॥"

এছাকের এই কথা শুনি গরিব হায়দর।
মাথাত্ হাত দিয়া সেই ভাবিল বিস্তর ॥
ভাবি চিন্তি হায়দর আলি জিগায়[৭] তখন।
"আমিনারে রাখিবা কি বান্দীর মতন ?"

এছাক বলিল,—"ইহা নয়া কথা[৮] নয়।
নহিলে কুলের মান আমার কেমন করি রয় ॥
আষ্ট কানি জমিন দিব শঙ্খ নদীর কূলে।
ভরি ভরি সোনা দিব হাতে গলে চুলে ॥"

১। তামাম=সমস্ত। ২। দিল=হৃদয়। ৩। তোমরারে=তোমাদিগকে। ৪। পালিব=প্রতিপালন করিব। ৫। মিহন্নত=পরিশ্রম। ৬। লাচার=হতাশাভাব। ৭। জিগায়=জিজ্ঞাসা করিল। ৮। নয় কথা=নূতন কথা।

হায়দর বলিল, "বাড়ীত্ পুছার[৯] করিয়া।
তোমারে আমার কইন্যা দিব তবে বিয়া॥

মায় আসি কইল কথা আমিনার গোচরে।
নীচর মিক্যা[১০] চাহি কইন্যার বুগ ধড়ফড় করে॥
ন চাহিল মায়ের মুখত্ ন কইল বাত[১১]।
পেরেসানে[১২] তিন দিন ন খাইল ভাত॥
আর দিন এছাক আইলে ন দিল হোঁকা পান।+
দাঁড়াই দাঁড়াই এছাক মিঞা হইল লবেজান[১৩]॥+

(৭)

সেইত গেরামের গুণীন বুধা তার নাম।
ঝাড়া-ফুকা কত জানে বিতিকিচ্ছি[১] কাম॥
গর্ভিতা[২] খালাস হয় পানি পড়া খাই।
বুধাগুণীর দোয়া তাবিজ আচানক্ দাবাই[৩]॥
পুরুষ দেওয়ানা[৪] হয় নারীয়ে ছাড়ে ঘর।
পররে আপনা করে আপনারে পর॥
শনি মঙ্গল বারে যদি অমাবস্যা পায়।
গাছর হিকড় তুলি অসুদ বানায়॥
যুবতী নারীর লাগে ঝোঁডার[৫] আগার চুল।
আর লাগে বাসি-বিয়ার মুকুটের ফুল॥

৯। পুছার=জিজ্ঞাসা। ১০। মিক্যা=দিকে। ১১। বাত=বাক্য।
১২। পেরেসানে=মনের দুঃখে। ১৩। লবেজান=হয়রাণ।

১। বিতিকিচ্ছি=অতি বিশ্রী, খারাপ। ২। গর্ভিতা=গর্ভবতী। ৩। আচানক্ দাবাই=আশ্চর্য ঔষধ। ৪। দেওয়ানা=উদাসী। ৫। ঝোঁডার=ঝুঁটির।

আঙ্গুলের নোক আর আঁচলের কোনা।
এইসব জিনিস্ দিয়া করে দারুটোনা[৬] ॥

যত বদ্‌মাশ আছে যত লুচ্চা আর।
দিনে রাইতে ঘুরে তারা তুয়ারে বুধার ॥
কেহ পড়ায় হৈরর তেল[৭] কেহ পড়ায় পান।
কেহ দেয় বাইগন[৮] মূলা কেহ দেয় রে ধান ॥
কেহ দেয় আনাজ কেলা[৯] কেহ কচুর মাথী।
ভেটবেয়ার[১০] লয় বুধা দোনো হাত পাতি ॥
ওঝাগিরির ব্যবসা ভালা মাছে-ভাতে খানা।
দিনে জোটে মইষর দই রাইতে তুধর ছানা ॥
সিন্দুক ভরা ট্যাকা পইসা গোলা ভরা ধান।
ওঝাগিরি করি বেটা হইছে জাণ্টুমান[১১] ॥
দেশ-বিদেশে হইছে বুধার বড়ো নাম ডাক।
সেইনা বুধার বাড়ীত্ একদিন আইল এছাক ॥
মুখেতে সরম তার বুগত্ বেথা ভারি।
আরে-ঠারে কয় কথা মাথা লাড়িচারি ॥
বুধা বলে, "শুন রে বাপ, আইছ কিয়ের লাই[১২]
কোন নারী দিয়াছে দিলে আগুন ধরাই ॥"
এছাক কইল কথা, "মোর পাড়াল্যা[১৩] হয়দর।
হাটের উত্তর যাইতে পথর মোড়ত্ ঘর ॥

৬। দারুটোনা = মন্ত্রৌষধি। ৭। হৈরর তেল = সরিষার তৈল। ৮। বাইগন = বেগুন। ৯। আনাজ কেলা—তরিতরকারি ও পাকা কলা। ১০। ভেটবেয়ার = উপঢৌকন দ্রব্যাদি। ১১। জাণ্টুমান = ক্ষমতাশালী। ১২। কিয়ের লাই = কিসের লাগিয়া। ১৩। পাড়াল্যা = পাড়াব অধিবাসী।

তার কইন্যা আমিনারে খামখা[১৪] আমি চাই।
বাঁচাও আমারে গুণী, আগুন নিবাই ॥
পেডত্[১৫] ন যায় ভাত মোর মরি সদাই ভোকে[১৬]।
শুতি নইলে[১৭] তারে ভাবি ঘুম ন আইসে চোগে ॥
বিশ গোটা[১৮] মইষর হাল দশ দোণ[১৯] ভুঁই।
ট্যাকা পইছার লাগি আরে ন ভাবিও তুই ॥
গোলার ধান ইন্দুরে খায় ন আছে পুষ্যিস[২০]।
আমিনার লাগি আমার মাথাত্ উডে রে বিষ ॥"

বুধা বলে, "শুন রে বাপ, কালুকা ফজরে[২১]।
আমার পরিচয়ে যাইবা নজু তেইল্যার[২২] ঘরে ॥
হৈর[২৩] দিয়া যহন নজু ঘুরাইব ঘানি
পরথমের সাত ফোডা ত্যাল আনি দিবা তুমি ॥
শনিবাবে সেই ত্যাল আমি দিব পড়ি।
দেখি লইব কেমন কইন্যা আমিনা সোন্দরী ॥"

(৮)

ছবুর[১] মানে না এছাক ন মানে ছবুর।
সদাই পঙ্খীর মতন মন করে উড়ু উড়

১৪। খামখা=নিশ্চয় কিন্তু হেতু জানি না। ১৫। পেডত্=পেটে। ১৬। ভোকে=ক্ষুধায়। ১৭। শুতি নইলে=শয়ন করিতে লইলে। ১৮। বিশ-গোটা=কুড়িখানা। ১৯। দোণ=বিশবিঘায় এক দোণ (?)। ২০। পুষ্যিস=পোষ্য, সন্তান। ২১। কালুকা ফজরে=আগামী কাল প্রভাতে। ২২। তেইল্যা=তেলী, কলু। ২৩। হৈর=সরিষা।

১। ছবুর=অপেক্ষা, বিলম্ব।

ডল্যুয়া খালর হোঁত[২] হইয়ে
আরে মন ডল্যুয়া খালর হোঁত।
কন্ দিগ্-দি' কস্তে যাইব[৩]
খুঁজি ন পায় পথ রে—
খুঁজি ন পায় পথ॥
দিলে নাই রে খোশালি[৪] তার
মুখত্ নাই রে বাত্
বিল্লাইর[৫] মতন চুপ্পি[৬] চুপ্পি
তোয়ায়[৭] ইন্দুরের গাথ্[৮]॥

হায়দরের কাছে যাইয়া কহিল সমুদায়।
আমিনারে হাত করিতে চিন্তিল উপায়॥
মায় বাপে ছল্লা[৯] করি কি কাম করিল।
খেসীর বাড়ীতে্[১০] যাইব বলি ঘরর বাইর হইল॥
আমিনারে কইল তারা "কিছু নাই ডর।
ফিরি আইব মোরা হাঁজন্যার[১১] ভিতর॥"

এদিগে হইল কিবা শুন দিয়া মন। +
এছাক মিঞার দিন আর ন যায় এক ক্ষণ॥+
খাইতে ন পারে মিঞা শুইতে নাই সে পারে।+
এক ডণ্ড বেইল[১২] তার এক বচ্ছর ধরে॥+

২। ডল্যুয়া খালর হোঁত=বড়ো ঢল বৃষ্টির জলে ভরা খালের তীব্র স্রোত। ৩। কন দিগ্-দি' কস্তে যাইব=কোন দিক দিয়া কোথায় যাইবে। ৪। খোশালি =সন্তুষ্টি, সুখ। ৫। বিল্লাই=বিড়াল। ৬। চুপ্পি=নীরবে, ধীরে। ৭। তোয়ায়=খুঁজিয়া বেড়ায়। ৮। গাথ=গর্ত। ৯। ছল্লা=কুপরামর্শ। ১০। খেসীর বাড়ীত্=আত্মীয় বাড়ীতে। ১১। হাঁজন্যা=সন্ধ্যার অন্ধকার না হইতেই। ১২। বেইল=বেলা।

বুধার ত্যাল পাই মিঞা থির কইরাছে মন।+
সোন্দরী আমিনারে পাইব আর্ বা কত ক্ষণ ॥+
সুরুজ নাই ত ডুপে[১৩] রে হায় দিন ন ফুরায়।+
ঘরর বাইর হই মিঞা আশ্‌মান পানে চায় ॥+

দিনের সুরুজ ডুপি গেল আইল আঁধারী।+
এইবার মিঞা যাইব ভাবে হায়দরের বাড়ী ॥+
পইরণেতে তহমান[১৪] কালা কুর্তা গায়।
মাথার উপর টুপি দিয়া আয়না ধরি চায় ॥
মুখে ত মাখাই দিল বুধার ত্যাল পড়া।
সাজি গুজি এছাক মিঞা বাইর হইল ত্বরা ॥
ধীরে ধীরে যায় এছাক চায় ফিরি ফিরি।
একই বারে চলি আইল হায়দরের বাড়ী ॥
দোয়ার রইছে বাঁধা তার ঘরত্ নাইরে বাতি।
আমিনা খাতুন কন্তে গেল্গৈ এইনা আঁধার রাতি ॥
ন আইল ন আইল কইন্যা ন আইল ঘরে।
ত্যাল পড়া মুখত্ মাখি এছাক ভাবি মরে ॥
চাড়র[১৫] * মাঝে ন আইল মাছ ন খাইল আধার[১৬]।
বনর হাতি ন পড়িল খেদার মাঝে তার ॥
জাঁহির[১৭] মাঝে ঝাড়র[১৮] ডাউক ন বাড়াইল গলা।
মূড়ার[১৯] বাঁদর ফাঁদত্ পড়ি ন খাইল রে কেলা ॥

১৩। ডুপে=ডোবে। ১৪। পইরণেতে তহমান=পরণে দামী লুঙ্গি। ১৫। চাড়র=মাছধরার জন্য বঁড়শির চার। ১৬। আধার=টোপ। ১৭। জাঁহির=ডাহুক পাখি ধরা খাঁচা বিশেষ। ১৮। ঝাড়র=জঙ্গলের। ১৯। মূড়ার=পাহাড়ের।

পাঠান্তর :—* চাডার—'।

সারারাইত মোশার কামড় সইয়া সইয়া।
ফজরে আপনার বাড়ীত্ গেল এছাক মিঞা ॥

খাইবার বেলা আসি মাও বাপ ঘর দেখে খালি।
আমিনা ত রাখি গেছে দোনো কানর বালি ॥
রঙ্গিনা ছাট্টিনের চুলি[২০] আর নাকর নথ।
ফেলিয়া গিয়াছে কইন্যা ঘরর ছুয়ারত্ ॥
আড়াকাডা[২১] তোতা রে সেই আড়াকাডা তোতা।
হাঁজর বেলা কন্ বা দুঃখে উড়ি গেল্‌গৈ কোথা ॥

(৯)

ছুই মাস গত হইল ছাড়ি বাপর ঘর।
বহু দুঃখ পাইল কইন্যা ঘুরিল বিস্তর ॥
কত গেরাম ছাড়ি যায় রে কত নদী নালা।
কত গণ্ডা লুচ্চা ষণ্ডা দিয়ে কত জ্বালা ॥
খোদায় ছুরত্ দিছে ছুরত্ হইয়ে বৈরী।
সন্তীপনা[১] রাখি চলে আমিনা সোন্দরী ॥
সাইগরে ত ধায় নদী ক'নে দিব বাঁধ।
হাত বাড়ালে পাওন ন যায় আশ্‌মানের চাঁদ ॥
নারীর দৌলত সন্তীপনা রাইখ্‌তে যদি চায়।
এমন পুরুষ কেও নাই কাড়ি লই যায় ॥

ইল্‌সাখালির কূলত্ আছিল গফুর মিঞার বাড়ী।
তার ঘরত্ আশ্রা[২] পাইল আমিনা সোন্দরী ॥

২০। ছট্টিনের চুলি=সাটিন কাপড়ের বক্ষাবরণ জামা। ২১। আড়াকাডা=লোহার খাঁচা কাটিতে সক্ষম।
১। সন্তীপনা=সতীপনা, সতীত্ব। ২। আশ্রা=আশ্রয়।

আশী বচ্ছর উমর[৩] তার বুড়া ক্ষেতিয়াল।
হাঁজর বেলা ঘরত্ আসে কাঁধেলই হাল॥
চোগর ভুরু পাইক্যা গেছে আরও বুগর কেশ।
দেড় হাত পাক্‌না দাড়ি দেখ্‌তে লাগে বেশ॥
ঘরে আছে গুঁজা[৪] বুড়ী নাই সে দেখে চোগে।
ক'নে[৫] রাঁধে ভাত ছালোন মরে পেডর ভোকে[৬]॥
গরু আছে মইষ আছে গোলা ভরা ধান।
দুনিয়ায় কির্‌পণ নাই বুড়ার সমান॥
নছিবের দোষে গফুর হইয়ে আটকুড়া[৭]।
চরফুদিন[৮] ক্ষেতে তবু খাটে এই বুড়া॥
পোষ্যিন[৯] রাখি এক পলাইল তারে।
খোদায় নারাজ হইলে কে রাখিতে পারে॥
মরিল পোষ্যিন পোয়া[১০] ভাঙ্গি গেল্‌গৈ বুগ।
গুঁজা বুড়ী লই গফুর পায় বড়ো দুখ্॥

এমনি কালে ঘরত্ আসি আমিনা সোন্দরী।
ধর্মের বাপ ডাকে তারে দোনো পাও ধরি॥
নিজের অবস্থা কথা একে একে কইল।
কইন্যার উপর গফুরর মহব্বত[১১] হইল॥
অকুলে ত ভাসি কইন্যা পাইল কূলর লাগ।
আঁধার ঘর রুশনাই করি জ্বলিল চেরাগ॥

৩। উমর=বয়স। ৪। গুঁজা=বার্ধক্যে বক্রদেহ। ৫। ক'নে=কেবা। ৬। ভোকে=ক্ষুধার্ত হইয়া। ৭। আটকুড়া=নিঃসন্তান। ৮। চরফুদিন=দিনের চারি প্রহর। ৯। পোষ্যিন=পোষ্যপুত্র। ১০। পোষ্যিন পোয়া=পোষ্যপুত্র। ১১। মহব্বত=স্নেহ।

রাঁধি বাড়ি ভালা মতে তারারে খাবায়।
বুড়া বলে "পাইলাম কইন্যা আল্লার দোয়ায় ॥
হাঁজর বেলা গরু বাঁধে কুড়া খল্লি[১২] দিয়া।
হোক্কাতে তামুক ভরে বুড়ার লাগিয়া ॥
দুই আক্ত নাস্তা বানায়[১৩] সকালে বিকালে।
ছেচা পান পাইয়া বুড়ী চুম্ব দেয় গালে ॥
আমিনা পরম সুখে আছে গফুরের ঘরে।
মাও বাপর লাগি তবু চোগর পানি ঝরে ॥

"কন দেশেতে যাও রে মাঁঝি,
তুমি ভাডি গাঙ্গ্ বাইয়া।
আমার মাও বাপ্রে কইও মাঝি
আমার নাইয়রের[১৪] লাগিয়া ॥
আম ধরের্ রে থোবা থোবা
কাঁট্টল ধরের্ রে মুছি।
রাখি আইচি কদ্দু লাউ
গাইয়ের বাছুর পুঁচি[১৫]* ॥
বাপর বাড়ীত্ জোড় কলসী
তার উপরে ঢাকনি।
আমার পরাণ খোঁজে সদাই
সেই কলসীর পানি ॥

১২। কুড়া খল্লি=চাউলের কুঁড়া ও খইল। ১৩। দুই আক্ত নাস্তা বানায়=দুই বেলা খাদ্য রান্না করে। ১৪। নাইয়র=বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে গমন ও অবস্থান। ১৫। পুঁচি=বাছুরের নাম।

পাঠান্তর :—* '—গেইয়ে বুলি পুঁচি।

বাপর বাড়ীর কড়ই গাছডা
পাতা ঝুম্ ঝুম্ করে।
মাও বাপরে কইও মাঝি
নাইয়রে নিতে মোরে ॥
দুশ্‌মনের লাগি আইলাম আমি
ছাইড়া বাপর বাড়ী।
নছিবের দোষে রে আমি
আইজ খসম থাইক্‌তে রাঁড়ী ॥
ছোড কালে পালি মাও বাপ
মোরে দিল বড়ো দাগা।
কি করিব শঙ্খ কুলর
আষ্টকানি জাগা ॥
কি করিব সোনার জেয়র[১৬]
বুগে আমার রে ঘাও[১৭]।
মনর দুখুঃ ন বুঝিল
আমার বাপ মাও ॥
কি করিব মইষর হাল
আর দোন দোন ভুঁই।
বাড়া-বানি[১৮] মাও বাপর রে
খাবাইতাম মুঁই ॥
বুগর ছেল[১৯] টানি তুলিতে *
দিল আরো রে গাড়ি[২০]।

১৬। জেয়র=গহনা। ১৭। ঘাও=ক্ষত। ১৮। বাড়া-বানি=ধান ভানিয়া।
১৯। ছেল=শেল। ২০। গাড়ি=চাপিয়া বসাইল।
পাঠান্তর :—* বুগর ছেল হাড়ি তোলতে—' ॥

বেচা পরাণ কেম্‌নে আবার
লইয়ম্‌[21] আমি কাড়ি রে—
ছেল্‌ দিল আরও গাড়ি ॥
অল্প বয়সের কালে পাইলাম বড়ো দাগা।
এ কাল যইবন রে আমার
রাইখ্‌তে ন পাই জাগা ॥
খাওনের চিজ্‌[22] নয় রে যইবন
আমি কাইট্টা খাইব।
বেচনের মাল নয় রে যইবন
আমি বাজারে বেচিব ॥
বাঁটি দিবার ধন নয় রে যইবন
বাঁটি দিব ঘরে ঘরে।
ন বুঝিল মাও বাপ
ন বুঝিল মোরে ॥
গাঙ্গের কূলত্‌ বসি আরে আমিনা সোন্দরী
মাও বাপ্‌রে ভাবি আরে কাঁদে রাও ধরি ॥

(১০)

দক্ষিণ সাইগরে চর 'পরীদিয়া' নাম।
সেই জাগাতে ছিল আগে পরীর মোকাম ॥
আশ্‌মান হইতে পরী আইত উড়িয়া।
মানুষের সঙ্গে হইত কত পরীর বিয়া ॥

২১। লইয়ম্‌=লইব। ২২। খাওনের চিজ=খাইবার দ্রব্য।

কেরমে কেরমে হইল কিবা শুন বিবরণ।
নানান্ দেশের মানুষ তথায় কইল্ল আগমন ॥
পলাই গেল যত পরী ন রহিল আর।
মানুষের বস্তি হইল বসিল বাজার ॥
যত জাইল্যা ধরে মাছ বেবান[১] সাইগরে।
শুকাইয়া লয় তারা পরীদিয়ার চরে ॥
শুকুটি মাছর আড়ং[২] হইল বেব্সা হইল ভারি
পরীদিয়ার চরে যায় যত্তেক কারবারী ॥

অঙ্গী হইতে মাফো পাইল এই জাগার খবর।
শুটকি মাছ কিনা যায় রে* আধা আধি দর ॥
পরীদিয়ার 'লাউখ্যা' শুটকির বড়ো নাম ডাক।
মাফো ভাবে কেমন করি পাইব তার লাগ ॥
নছররে ডাকি মাফো কহিল "জামাই।
কেমন করি পরীদিয়ার ভালা লাউখ্যা পাই ॥"
ভাবি চিন্তি মাফোরে কহিল নছর।
"আমি তবে জাহাজ লই যাইব সেই চর ॥
দহিনালী বয়ার[৩] পাইলে বারো দিনের পাড়ি।
মাসেকের মধ্যে আমি ফিরি আইস্যম্[৪] বাড়ী ॥"
এখিনের কাছে যাইয়া কহিল নছর।
'মাসেকের লাগি যাইয়ম্ পরীদিয়ার চর ॥
কন দুঃখ ন করিও আসিব ফিরিয়া।"
হাসিয়া কহিল এখিন, "ন করিও বিয়া" ॥

১। বেবান=অকূল। ২। আড়ং=মেলা, বড়ো বাজার। ৩। দহিনালী বয়ার=দক্ষিণা বাতাস। ৪। আইস্যম্=আসিব।
পাঠান্তর :—* '=বেচা যায় রে—'॥

দহিনালী হাবা বয় মাঘমাসর শেষ ।
অঙ্গী সহর হইতে নছুর চলিল উত্তর দেশ ॥
বাইশ পাঁলের সুলুপ জাহাজ হাক্কারিয়া[৫] যায় ।
ছুয়ানী-লস্কর যত বাইছার[৬] সারি গায় ॥
উতর মিক্যা[৭] চলে জাহাজ ডাইন মিক্যে কূল ।
রং বেরঙের পাইখ[৮] দেখা যায় নানান জাতি ফুল ॥
বেবান দরিয়ার মাঝে দেখা যায় চর ।
সেই চরে নাইরকলের বন দেখিতে সুন্দর ॥
ঝরি ঝরি পড়ে নাইরকল-কে বা কত খায় ।
লাখে লাখে ফেনার মতন ভাসে দরিয়ায় ॥
কন চরে ধু ধু বালু নাই কন গাছ ।
হাজারে-বিজারে তথায় কুমীরের বাস ॥
মস্ত মস্ত আণ্ডা পাড়ি বালু ঝাপাই করে[৯] ।
চাহি রইয়ে মেদী-কুমীর বসিয়া উপরে ॥
আরও কিছু পচিমেতে আছে এক চর ।
বেশুমার[১০] হাপ[১১] থাকে নামে 'কালন্দর' ॥
পেরাবনে[১২] বাঘ ভাল্লুক নানান জানোয়ার ।
এক বনর থুন্[১৩] আর এক বনে হাঁতুরি[১৪] হয় পার ॥

কত চর কত বস্তি দেখিয়া দেখিয়া ।
নছরের সুলুপ যায় পঙ্খী উড়া দিয়া ॥

৫। হাক্কারিয়া=জল ভাঙ্গিয়া চলিবার হুঙ্কার শব্দ। ৬। বাইছার=নাবিকদের। ৭। উত্তর মিক্যা=উত্তর দিকে। ৮। পাইখ=পাখি। ৯। ঝাপাইকরে=ঢাকা দিয়া রাখে। ১০।১১। বেশুমার হাপ=অসংখ্য সাপ। ১২। পেরাবনে=বাদাবনে। ১৩। বনরথুন=বন হইতে। ১৪। হাঁতুরি=সাঁতার দিয়া।

বারো দিনের পন্থ তারা আইল ছয় দিনে।
পরীদিয়া আসি নছর ভালা 'লাউখ্যা' কিনে ॥
বোঝাই করিয়া জাহাজ ভাবিল নছর।
উল্টা বয়ারে চলা হইব দুষ্কর।
ভাবি চিন্তি নছর মালুম কিবা কাম করে।
ছুয়ানীরে[১৫] কইল বাইছ দিতে যে উত্তরে ॥

তিন দিনের পন্থ চলি জাহাজ করিল লঙ্গর।
মাঝিরগাঁও গেরামের পন্থে চলি যায় নছর।

(১১)

নছর ত আইল খুঁজি শ্বশুরর বাড়ী।
হায়দর ত মরি গেছে আছে ত শাশুড়ী ॥
পাড়াত্ পাড়াত্ ভিক্ষা করি বুড়ী শাশুড়ী খায়।
খাওন বেগরে[১] রইলে কেহ নাই জিগায় ॥
চালে নাই রে ছানি তার বেড়া ভাঙ্গা ঘর।
আমিনাখাতুন কন্তে গেল্‌গৈ ভাবিল নছর ॥
বারোমাইস্যা বাইগন গাছে ফুইট্টে বাইগন ফুল।
ভাঙ্গা ঘরত্ বসি নছর ভাবি ভাবি আকুল ॥
বেইলর মত বেইল[২] চলি যায় কেহ ন আইল।
নছর ভাবে, 'কনে আইলাম কন ভূতে পাইল ॥

১৫। ছুয়ানী = কর্ণধার।

১। খাওন বেগরে = অনাহারে ২। বেইল = বেলা, দিন।

বৈদেশে পরবাসে থাকি না করিলাম মনে।
লন্ছন্যা[৩] হইল তারার আমার কারণে॥
ছোড কালর আমিনার কথা মনত্ উডি তার।*
চোগর পানি বুগত্ পড়ি গড়াই গড়াই যার[৪]॥
ন আইল ন আইল কেহ আঁধার হই গেল্।
ঘরর বাইর হইল নছর বুগত্ লই ছেল[৫]॥
হাটে আসি এক ঘরে হইল মোছাফির[৬]।
একে একে কত কথা হইল বাহির॥
দুনিয়ার মাঝারে ভাই, বিচার আচার নাই।
নানান কথা কইল মাইন্‌ষে জোড়াই-তাড়াই[৭]॥
কেহ বলে, আমিনার আছিল বেশ্যামতি।
তাইরে লাগি মাও-বাপর যতেক দুগ্‌গতি॥
তারারে ফালাই রাখি[৮] বজ্জাত সে মাইয়া।
লোভত্ পড়ি কন বা দেশে গেল্‌গৈ পলাইয়া॥
কাঁদি কাডি মরি গেল্‌গৈ বুড়া হয়দর।
মাডিত পড়ি বুড়ী তার কইর্‌ল ধড়ফড়॥
এছাক মিঞার কথা কেহ কিছু ন কহিল।+
আমিনারে সগল মাইন্‌সে দুষী বানাইল॥+
শুনিয়া এসব কথা নছর মালুম।
খানা পানি ন খাইল ন গেল রে ঘুম॥

৩। লন্ছনা=লাঞ্ছনা। ৪। যার=যায়, পড়ে। ৫। ছেল=শেল। ৬। মোছাফির =অতিথি। ৭। জোড়াই তাড়াই=জোড়াতালি দিয়া। ৮। তারারে ফালাই রাখি=তাহাদের ফেলিয়া রাখিয়া।

পাঠান্তর :—* আমিনার কত কথা মনৎ উডিল তার।

(১২)

বাড়িল হাওয়ার জোর ফাগুন্ মাইস্যা দিন।
মোকামে ফিরিতে নছর করিল একিন[১] ॥
দাঁড়ি মাল্লা কইর্ল মানা ন শুনিল কানে।
আগুনে পড়ে যে ফেরুং[২] নসিবের টানে ॥
বাইর সাইগরে যখন পইড়্ল ছুলুপ।
ঝাপ্টাইন্যা বয়ার[৩] লাগি হইল ডুপু ডুপ ॥
একে ত জোয়ারের ঠেলা জোরে বয় হাওয়া।
হইল বিষম দায় দহিণ মিক্যা যাওয়া ॥
আশমানে ডাকিল দেওয়া চমকে বিজুলী।
কালা মেঘ আইসে দেও-দানার মত চলি ॥
দাঁড়ি মাল্লা কাঁদি উডিল ছুয়ানি টেণ্ডল।
কের্মে কের্মে বাড়ি গেল্গৈ হাবার বলাবল ॥
আশ্মানের আবস্থা দেখি মাথা নাই থির।
বেকায়দায় ফেলায়* বুঝি খোয়াজ খিজির[৪] ॥
নছর মালুম যাই ধরিল ছুয়ান[৫]।
সাইগরে উইঠাছে ঢেউ মুড়ার[৬] সমান ॥
দুই দিগে আইসে ঢেউ লহর বাঁধিয়া।
মাল্লা টেণ্ডল কাঁদি উডিল বেনালে[৭] পড়িয়া ॥
বদরের নামে কেহ ছিন্নি মানত করে।
গুঁড়াগাড়ার[৮] লাগি কেহ মাথা থাবাই মরে ॥

১। একিন=মত্লব, ইচ্ছা। ২। ফেরুং=পতঙ্গ, ফড়িং। ৩। ঝাপ্টাইন্যা বয়ার =দমকা ঝড়। ৪। খোয়াজ খিজির=সমুদ্রের পীর। ৫। ছুয়ান=হাইল। ৬। মুড়া =পাহাড়। ৭। বেনালে=বেকায়দায়, বিপদে। ৮। গুঁড়াগাড়া=শিশুসন্তান সন্ততি।

পাঠান্তর :—* কেরামত করে—'।

সোর-চিক্কির মারি[৯] কেহ করে ধড়ফড়।
"ন দেখিলাম মাও বাপ ভাই বেরাদর ॥
জানের পেয়ারা[১০] বিবির ন পাইলাম রে দেখা।
দরিয়ায়ি মউত[১১] ছিল নছিবের লেখা ॥
গাঁজাখোরের সঙ্গে পড়ি খাইলাম বুঝি গাঁজা।
ন পাইলাম গোর কাফন[১২] ন পাইলাম জানাজা[১৩] ॥"

ছিড়িল পালের রশি ভাঙ্গিল মাস্তুল।
জাহাজের মধ্যে পড়ি গেল হুলুস্থুল ॥
ছুডিল ছুডিল জাহাজ বাতাসের জোরে।
একিবারে উডিল গিয়া 'গোবধ্যার চরে' ॥
পর্চিম সাইগরে তখন কি কাম হইত।
হার্মাদ্যা[১৪] ডাকাইত জাহাজ লুডিয়া লইত ॥
ট্যাকা পইছা ধনদৌলত নিত সব কাড়ি।
তেরিমেরি[১৫] করিলে মাথাত্ দিত বাড়ি ॥
বেবান দরিয়ার মাঝে হার্মাদ্যার ডর।
চলিত ছুলুপ জাহাজ করিয়া বহর[১৬] ॥
লাঠি সোটা ছেল বল্লম কত কইব আর।
বারুদ বন্দুক লইত যত হাতিয়ার ॥
কাঁইচার[১৭] দক্ষিণ মুখে দিয়াঙ্গার[১৮] পাড়ি।
সেইখান হইতে বাইছা[১৯] দিত বদর স্মুমারি[২০] ॥

৯। সোর চিক্কির মারি=বিকট শব্দে চিৎকার করিয়া। ১০। পেয়ারা=প্রিয়তমা। ১১। মউত=মৃত্যু। ১২। গোর কাফন=কবর ও শবাধার। ১৩। জানাজা=সমাধির সময় নামাজ। ১৪। হার্মাদ্যা=মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর মিলিত দলের নাম 'হার্মাদ'। ১৫। তেরিমেরি করিলে=বাধা দিলে। ১৬। বহর=দলবদ্ধ। ১৭। কাঁইচা=কর্ণফুলি নদী। ১৮। দিয়াঙ্গা=বন্দরের নাম। ১৯। বাইছা=নৌযাত্রা। ২০। বদর স্মুমারি=পীর বদরের নাম স্মরণ করিয়া।

এ হেন সাইগরে হায় কি কাম হইল।
নছরের ছুলুপ আসি চরেতে ঠেকিল ॥
গোবধ্যার চর সেই বড়ো বিষম জাগা।
কত শত ছুয়ানী মালুম পাইয়ে কত দাগা ॥
ঝড় তুফান থামি গেল্‌গৈ ভাইট্যাল বয়ার।
ভাডাত্‌ পানি লামি গেল্‌গৈ রাইতের আঁধার ॥
ধূ ধূ বালুর চর সেই নাইরে একগাছ খেড়[২১]।
কন্‌ দিগ্‌দি' যাইব নছর ন পাইল টের[২২] ॥
বালুর উপর উইট্যা ছুল্‌প ন লড়ে ন চরে।
পানি ন বাড়িলে জাহাজ লামায় কেমন কইরে ॥
ফজরে[২৩] জোয়ার আইব সেই আশাতে তারা।
দুর্‌ফু[২৪] রাইত বসি রইল দিয়া ত পাহারা ॥
পাহারায় রইল তারা খানাপিনা ছাড়ি।
ভাইব্‌তে লাগিল নছর কস্তে দিব পাড়ি ॥

রাইত আর নাইরে বাঁকি আকাশ হইয়ে ছাফ্‌।
পর্চিম দিগে হার্মাদ্যা দিয়া রইছে খাপ[২৫] ॥
গাঙ্গর চিলা ডাক্‌ ছাড়িল সূরুজ উডের্‌রে পূবে।
ধীরে ধীরে আসি জোয়ার বালুচর ডোবে ॥
দূরে থাকি হার্মাদ্যার দল দূর্‌মি[২৬] ধরি চায়।
নছর মালুম দেখি তারারে[২৭] করে হায় হায় ॥
দশ বারো জন আইল তারা কালা জাঙ্গি পরি।
কারও গায়ত্‌ লাল কোর্তা মাথাত্‌ পাগড়ি ॥

২১। খেড়=খড়, তৃণ। ২২। টের=বুঝিতে। ২৩। ফজরে=প্রভাতে। ২৪। দুর্‌ফু=দুই প্রহর। ২৫। রইছে খাপ্‌=ওৎপতিয়া। ২৬। দূরমী=দূরবীণ। ২৭। তারারে=তাহাদের।

কমরে বন্ধা তরোয়াল হাতত্ বন্দুক।
ছরদ্[২৮] হইয়া গেল নছরের বুগ॥
দাঁড়ি মাল্লা ছিল যত ছুয়ানী টেণ্ডল।
হাত পা লাড়িতে তারার গায়ত্ নাই রে বল॥

ছুলুপে উডিয়া ডাকু কিনা কাম করে।
নছর মালুমরে পর্থম গলা চাপি ধরে॥
গলা চাপি ধরি তারে মারিল চোয়াড়[২৯]।
ডেরার মুখত্[৩০] পড়ি নছর করে হাহাকার॥
ছুয়ানী টেণ্ডল আদি ছিল যত জন।
হেরে হেরে[৩১] পলাই রইয়ে দেখে ডাকুগণ॥
একে একে সগলের বাঁধি হাত পাও।
হার্মাদ্যার নুকার[৩২] মাঝে করিল চড়াও॥
সিন্দুক খুলি তারা পাইল বহু ধন।
বর্মা দেশের সোনা পাই খুশী হইল মন॥
পুইরা[৩৩] উডিল* জোয়ার ফুলি উডিল পানি।
চরত্থুন[৩৪] নামাইল স্লুপ ডাকাইতেরা টানি॥
ভিজা লাউখ্যা পাই রোইদ বদ্‌ব[৩৫] উডের্ ভারি।
শত শত গাঙ্ কৈতর[৩৬] লই যায় ঝাপ্টামারি[৩৭]॥

২৮। ছরদ্=শ্লেষ্মা বসিয়া বুক ভার ও ব্যথা হওয়ার মত। ২৯। চোয়াড়=চপেটাঘাত। ৩০। ডেরার মুখত্=জাহাজের খোলের মুখে। ৩১। হেরে হেরে=যেখানে সেখানে। ৩২। নুকার=নৌকার। ৩৩। পুইরা=পূর্ণ হইয়া। ৩৪। চরত্থুন=চর হইতে। ৩৫। বদ্‌ব=দুর্গন্ধ। ৩৬। গাঙ কৈতর=নদীবক্ষে বিচরণশীল পাখি। ৩৭। ঝাপ্টামারি=ছোঁ মারিয়া।

পাঠান্তর:— * পুড়ান্যা হইল—'।

আশ্‌মানের হকুন আইসে আরও গাঙর চিল্‌।
লাউখ্যা শুক্‌টির বেসাত্‌[৩৮] লই ফেসাদ বাজিল্‌[৩৯] ॥
নছরের সুলুপ আর যত মাঝি ছিল।
সকলি লইয়া ডাকু মোকামে চলিল ॥

(১৩)

আমিনার কথা এখন শুন কিছু কই।
খাই দাই সুখে থাকে বুড়ার মহব্বত্‌[১] পাই ॥
মরি গেল্‌গৈ গুঞ্জা বুড়ী আর কেউ নাই ঘরে।
ধর্মের কইন্যারে লাগি গফুর ভাবি মরে ॥
"আমি যদি নাই থাকি কি হইব উপায়।
ধনদৌলত জাগা জমিন কনে চাইব[২] হায় ॥"
ভাবি চিন্তি বুড়া শেষে থির কইর্‌ল মন।
আমিনারে ডাকি আনি কহিল তখন ॥
"তুমি ত ধর্মের কন্যা আমি তোমার বাপ।
এক কথা লাগি মনে পাই বড়ো তাপ ॥
জাগা-জমিন ধনদৌলত খাইব রে কনে[৩]।
তোমারে মা, সাদী দিতে করি আমি মনে ॥
এই যে দুনিয়া জাইন্য বড়ো ঠগের মেলা।
ধন-দৌলত লই কেম্‌নে থাকিবা একেলা ॥
শুন শুন ধর্মের কইন্যা মোর কথা ধর।
ভালা দুলা[৪] আনি দিব ফির্‌তুন[৫] সাদী কর ॥

৩৮। বেসাত্‌=ব্যবসায়ের পণ্য। ৩৯। বাজিল্‌=বাধিল।
১। মহব্বত=স্নেহ ভালোবাসা। ২। কনে চাইব=কে দেখাশুনা করিবে।
৩। কনে=কেবা। ৪। দুলা=জামাই। ৫। ফিরতুন=পুনর্বার।

সাত বছর হই যায় যার কোনো ওয়াকিব[৬] নাই।
আর কতদিন বসি তুমি থাক্‌বা তার লাই[৭] ॥
কামিনের সরা মতে[৮] হই গেছে তালাক্‌।
শুন শুন ধর্মের কইন্যা, মোর কথা রাখ্‌ ॥
কয়ব্বরে ডাকিছে মোরে শুন আমার মাও।
কবুল জওয়াব[৯] দিয়া আমার একিন[১০] পুরাও ॥"

গফুরের কথা শুনি আমিনা সোন্দরী।
কইতে লাগিল কথা দোনো পাও ধরি ॥
"শুন গো ধর্মের বাপ্‌, শুন আমার বাণী।
তিয়াস[১১] আর নাই বুকে ন পিয়ম্‌[১২] পানি ॥
মাও-বাপ্‌রে ছাড়ি আইলাম, ছাড়ি বাড়ী ঘর।
সাদী দিতে চাইল বলি মাও-বাপ্‌ হইল পর ॥
শুন গো ধর্মের বাপ, ধরি তোমার পাও।
আভাগিনীর ভাঙ্গা বুকে আর না দিও ঘাও[১৩] ॥"

কইন্যার মন বুঝি গফুর আর কিছু ন কহিল।
লাঙ্গল-জুয়াল কাঁধত্‌ লই ঘরর বাইর হইল ॥
বুড়া ক্ষেতিয়াল গফুর করে হাল চাষ।
নানান্‌ জাতের নানান্‌ ক্ষেতী[১৪] পায় বারোমাস।
গোপ্ত কথা কই শুন একে একে সব।
বানাউটি[১৫] ন হয় কথা ন হয় ইহা গব[১৬] ॥

৬। ওয়াকিব=জানা শুনা। ৭। লাই=লাগিয়া। ৮। কামিনের সরা মতে =প্রচলিত শাস্ত্র বিধান মতে। ৯। কবুল জওয়াব=স্বীকৃতি। ১০। একিন =বাসনা। ১১। তিয়াস=তৃষ্ণা। ১২। পিয়ম্‌=পান করিব। ১৩। ঘাও =জোর আঘাত। ১৪। ক্ষেতী=ক্ষেতে উৎপন্ন ফসল। ১৫। বানাউটি =মিথ্যা রচনা। ১৬। গব=গুজব।

দারুণ হার্মাদ্যার দল ডাকুর কাম করে ।+
ধন দৌলত ট্যাকা পইছা ন থাকিত ঘরে ॥+
যুবাবতী মাইয়া সব লুডি লই যায় ।+
বৈদেশর হাড্-বাজারে তারার[১৭] বিকায় ॥+
এক যে আছিল রাজা নাম দখিন্ রায় ।+
দেশেরথুন্ সেই রাজা হার্মাদ্যা খেদায় ॥+
অরাজক আছিল দেশ জঙ্গ[১৮] হইল ভারি ।
দহিন মিক্যা[১৯] ধাইল মঘ চাডির্গাও ছাড়ি ॥
সোনা রূপা লুডর মাল[২০] মাডিতে গাড়িয়া ।
দহিন মিক্যা গেল্‌গৈ হার্মাদ্যা দেশ ত ছাড়িয়া ॥
বহুত্ দিন হই গেল দহিন রায় গেল্‌গৈ মরি ।+
ফির্‌তুন আইল হার্মাদ্যা সুকা-নাড়াত্[২১] চড়ি ॥+
দেশে ন আছিল দেওয়ান কাজী ন আছিল ফৌজ ।+
গিরস্তির ঘর লুডি লইত হার্মাদ্যা করি মউজ[২২] ॥+

এক রাইত হইল কিবা শুন বিবরণ ।
গফুরর বাড়ীত্ হার্মাদ্যা মঘ দিল দরশন ॥
ছাড়া ভিঁডা[২৩] আছিল এক বাড়ীর উত্তরে ।
মঘেরা আসিয়া সেই ছাড়াভিঁডা কোড়ে[২৪] ॥
দেখিয়া গফুর ক্ষেত্যাল কি কাম করিল ।
লাডি-ছোডা হাতত্ লই ঘরর বাইর হইল ॥

১৭। তারার=তাহাদিগকে। ১৮। জঙ্গ=লড়াই। ১৯। দহিন মিক্যা=দক্ষিণ দিকে। ২০। লুডর মাল=লুটের মাল। ২১। সুকা-নাড়া=নৌকা ও লম্বা ছিপ নৌকা 'সরঙ্গা'। ২২। মউজ=স্ফূর্তি, আনন্দ। ২৩। ছাড়া ভিঁডা=ঘর শূন্য পতিত ভিঁটা। ২৪। কোড়ে=খনন করিয়া মাটি তুলে।

আমিনারে ডাকি বুড়া করে সাবধান ।
"আজুকা হার্মাদ্বার হাতত্ হারাইলাম জান ॥
পোলাইয়া থাকো রে মাও, মাচার উপর উডি ।
হার্মাদ্বা যদি জাইন্তে পারে নিব তোমাররে লুডি ॥
আশী বচ্ছরের বুড়া গফুর পাক্কাই পাক্কাই পড়ে[২৫] ।
আমিনা উডিল গিয়া মাচার উপরে ॥

ধীরে ধীরে আইল বুড়া লাডিত্ করি ভর ।
মঘ বলে, "কেন বুড়া, মিছা কর ডর ॥
বাপ-দাদার ভিঁডা এই এইখানে আমি ।
ছোডোকালে খেইল্লাম কত্ত মা'র কোলরথুন্ নামি ॥
বারো ঘরা সোনার মওর ভিঁডাত্ গাড়ি রাখি ।
গেরাম ছাডি এখন আমি নানার বাড়ীত্ থাকি ॥"

বলিতে কইতে মঘুয়া মাডি কুড়িতে লাগিল ।
বারো ঘড়া সোনার মওর বাইর করিল ॥
বূড়ারে কইল মঘুয়া, "তুমি লও দুই ঘড়া ।
এত দিন এই ধন দিয়াছ পাহারা ॥"
দুই ঘড়া পাইল বুড়া সোনার মওর ।
রাইতে রাইতে ধাইল হার্মাদ্বা ন হইতে ফজর[২৬] ॥

আমিনার কাছে আনি পিতলের ঘড়া ।
ঢালিয়া দেখিল গফুর মওরেতে ভরা ॥
হাপুতায়[২৭] পাইলে পুত বুগত বাজায়[২৮] ।
নিধনীত্ পাইলে ধন টিবি টিবি চায়[২৯] ॥

২৫ । পাক্কাই পাক্কাই পড়ে = চলিতে গিয়া পাকখাইয়া পড়িয়া যায় । ২৬ । ফজর = প্রভাত । ২৭ । হাপুতা = সন্তান না থাকায় যে হাহুতাশ করিতেছে । ২৮ । বুগত বাজায় = সর্বদা বুকে করিয়া রাখে । ২৯ । টিবি টিবি চায় = টিপিয়া টিপিয়া দেখে ।

বাপে ঝিয়ে যুক্তি করি কি কাম করিল।
দোনো ঘড়া সোনার মওর মাডিতে গাড়িল ॥

এইরূপে কিছুদিন হইল গুজারণ।
গফুরের উপরে দিল মউতে ছমন[৩০] ॥
সময় ফুরাই গেছে নাই রে বেশী দিন।
আমিনারে ডাকি গফুর জানাইল একিন ॥
"শুন গো ধর্মের কইন্যা, শুন আমার বাত্[৩১]।
আমার মিক্যা একবার বাড়াও তোমার হাত ॥"
হাতে হাত দিল কইন্যা দোনো চোগৎ পানি।
বুড়া গফুর আমিনারে কাছে লইল টানি ॥
"শুন গো ধর্মের কইন্যা, শুন আমার মাও।
এমন সময় কান্দি তুমি কেনে আমারে কাঁদাও ॥
ন কাইন্দ ন কাইন্দ কইন্যা, ন কাঁদিও আর।
আমার যত ধন দৌলত সগলি তোমার ॥
ঢুলা ত আইব ফিরি আইজ আমার মনত্ কয়।
তত দিন এই ভিঁডাত্ তুমি থাকিবা নির্চয় ॥"
এইনা কথা বলি গফুর আমাত্[৩২] হইল।
পাড়াল্যা মানুষে মিলি তারে মাডি দিল ॥

ধর্মের বাপর লাগি কান্দে আমিনা সোন্দরী।
"কনতে তুমি যাও রে বাপ্ অভাগীরে ছাড়ি ॥
এত দিন ত ভুলি আছিলাম আসল বাপ্ মাও।
একেলা ফালাইয়া মোরে এখন কনতে যাও ॥

৩০। দিল মউতে ছমন = মৃত্যু শমন জারি করিল। ৩১। বাত্ = কথা
৩২। আমাত্ = নির্বাক নিস্পন্দ।

যেই গাছ ধরি রে আমি অভাগিনী নারী।
দারুণ তুফানে সেই গাছ কালায় উপাড়ি ॥
বাপর ঘরত্ জন্ম লই ন পাইলাম রে সুখ।
তুমি আরও ভাঙ্গি দিলা আমার ভাঙ্গা বুগ ॥”
এই রূপে কাঁদিকাডি দুই মাস যায়।
আমিনার উপরে কুদিন ফালাইল আল্লায় ॥

(১৪)

মাঝির গাঁও গেরামে থাকি এছাক দুশ্মন।
ভালামতে জানিল আমিনার সগল বিবরণ ॥
জানি শুনি এছাক লুচ্চা কিনা কাম করে।
এক্কইবারে চলি আইল বুড়ীর গোচরে ॥
বুড়ী সেই আমিনার মাও ভিক্ষা মাঙ্গি খায়।
হাবিজাবি কথা তারে এছাক বুঝায় ॥
বুড়ীরে দাওয়াৎ[১] করি সঙ্গেতে আনিল।
আপনার বাড়ীত্ নিয়া খানা পিনা দিল ॥
ভালা ভালা ছালন[২] দিল দুধ আর দৈ।
দুই আক্ত[৩] খাইয়া বুড়ী দড় হই যারগৈ[৪] ॥
এইরূপে থোরা দিন গেল গোজারিয়া।
বুড়ীরে রাখিল এছাক তাজিম[৫] করিয়া ॥
আমিনা সোন্দরীর কথা তুলি একদিন।
কত গব্ মারে[৬] এছাক রঙিন রঙিন ॥

১। দাওয়াৎ=নিমন্ত্রণ। ২। ছালন=ব্যঞ্জন। ৩। আক্ত=বেলা।
৪। দড় হই যারগৈ=শক্ত সমর্থ হইয়া গেল। ৫। তাজিম=যত্ন আদর।
৬। গব্ মারে=চালিয়াতী কথা বলে।

বুড়ী বলে, "শুন বাপ, তাইরে[৭] দেইখ্‌তে চাই।
লই আইস আমিনারে তুমি একবার যাই ॥"
এছাক বলিল, "বুড়ী, কেন কর ভুল।
দরিয়া হাঁতুরি[৮] আমি ন পাইলাম কূল ॥
আমারে দেখি আমিনার হইব বড়ো রোষ
আমিনার বেগানা[৯] হইলাম নছিবের দোষ ॥"
এই মতে নানান্ কথা কইয়া এছাক।
ফন্দিমত[১০] বুড়ীরে করিল ঠিক্ ঠাক্ ॥

হাঁজর বাত্তি ঘরত্ ছিল আমিনা সোন্দরী।
এম্‌নি সময় নায়রী[১১] আইল মহাফায়[১২] চড়ি ॥
কন্[১৩] আইল কন্ আইল ভাবি মনে মনে।
ধীরে ধীরে আইল কইন্যা বাইরের উডানে ॥
মাও বলি বুড়ী তারে যখন ডাক দিল।
ছুডি আসি আমিনা মাওরে বেড়াই[১৪] ধরিল ॥
অঝ্‌ঝরে ঝরিল তার দুই নয়ানের পানি।
চিয়নির[১৫] উপরে মাওরে বসাইল আনি ॥
বাপর মউতের কথা আরও মায়ের দুখ্।
শুনি অভাগিনী কইন্যার ফাডি গেল্‌গৈ বুগ ॥
একে একে শুনি আরও সকল খবর।
আমিনা যে সারা রাইত কইরল ধড়্‌ফড়্ ॥

৭। তাইরে=তাহাকে। ৮। দরিয়া হাঁতুরি=বড়ো নদীতে সাঁতার দিয়া। ৯। বেগানা=অনাত্মীয়। ১০। ফন্দিমত=গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত। ১১। নায়রী=স্বামীগৃহে অবস্থিত কন্যার পিতৃগৃহে আগমন কালে 'নায়রী' বলা হয়, এখানে অর্থ হইবে আত্মীয়। ১২। মহাফা=বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র দোলা বা 'ডুলি'। ১৩। কন্=কে। ১৪। বেড়াই=জড়াইয়া। ১৫। চিয়নি=ছোট শীতল প্যাটি।

কত কথা কয় বুড়ী ইনাই বিনাই ।+
নছর আইছিল দেশে ন কহিল তাই ॥+
ফজরে উডিয়া বুড়ী খাইল খানাপিনা ।
বড়ো তরাজন[১৬] তারে করিল আমিনা ॥

বুড়ী বলে, "শুন কইন্যা, আমার কথা ধর ।
মাঝিরগাঁও গেরামে যাইয়া ফিরি বস্তি[১৭] কর ॥
একেলা ঘরে থাকো তুমি ভালা নহে কাম ।
ফিরি চল যাই আবার আপনার মোকাম ।"
আমিনা কহিল, "মাও গো, ধরি তোমার পাও ।
কি খাইব যাইয়া মোরা সেই মাঝিরগাঁও ॥
খাইয়া দাইয়া বেচি ধান ট্যাকা হয় কত ।
মাঝিরগাঁও গেরামে যাই খাইব কনমত ॥
আম পাই কাঁট্টল পাই বারোমাস্যা নারকল ।
কনে চাইব[১৮] আমার এই গরু আর ছাগল ॥
চাষ কোরের কামলা[১৯] আছে গোলা ভরা ধান ।*
চলি গেলে এই সবের হইব রে লান্‌ছান্‌[২০] ॥
আমার কাছে থাকো তুমি ন যাইও আর ।
তোমার হাতে দিলাম তুলি সগল সংসার ॥
খাওন পরণের তোমার ন হইব টান্‌খিজ্‌[২১] ।
পরাণ যাই থোঁজে তুমি খাইও সেই চিজ্‌ ॥[২২]"

১৬। তরাজন=সেবাযত্ন। ১৭। ফিরি বস্তি=পুনরায় বসতি। ১৮। কনে চাইব=কোথায় চরিয়া খাইবে, কে দেখিয়া রক্ষা করিবে। ১৯। চাষ কোরের কামলা=চাষ করিবার জন্য হেলে মজুর। ২০। লানছান=লণ্ডভণ্ড। ২১। টানখিজ=অনটন। ২২। চিজ=দ্রব্য।

পাঠান্তর:—* চাষকোরের কাম আছে গোলায় আছে ধান।

বুড়ী রইল কইন্যার বাড়ীত্ মনে করি থির।
মাঝিরগাঁও হইতে এক আইল মোছাফির[২৩] ॥
ফিস্ ফিস্ কথা কয় বুড়ীরে গোপনে।
কি যুক্তি করিল তারা আমিনা ন জানে।
খাই দাই মোছাফির হইল বিদায়।
সেই রাতুয়ার[২৪] কথা কহি শুন সমুদায় ॥

আমিনা সোন্দরী রাইতে ঘোমে অচেতন।
দুয়ার খুলিয়া বুড়ী দিল্‌রে তখন ॥
তিন জন আসি তারা সামাইল[২৫] ঘরে।
পরথমে বাঁধিল মুখ হাত তার পরে ॥
হাত পাও বাঁধিয়া তারা কি কাম করিল।
আমিনারে কাঁধত্ লই ঘরর বাইর হইল ॥
কাঁদিতে ন পাবে কইন্যা লড়িতে ন পারে।
যাইবার কালে একবার দেখিল গুণের মাওরে ॥
হায় রে দুনিয়াদারী তুমি কন্‌তে পাইবা সুখ।
পত্থরের মত দড়[২৬] হইল এমন মায়ের বুগ ॥
ন বুঝিলা আমিনার মাও কি করিলা কাম।
কাঞ্চা সোনা বেচি আরে পাইলা কাঁচের দাম ॥

সরেঙ্গা সুকা[২৭] এক ঘাটে বান্ধা ছিল।
আমিনারে আনি তারা সুকাতে তুলিল ॥

২৩। মোছাফির=অতিথি। ২৪। রাতুয়ার=রাত্রের। ২৫। সামাইল=প্রবেশ করিল। ২৬। দড=দৃঢ়, শক্ত। ২৭। সরেঙ্গা সুকা=দ্রুতগামী নৌকা।

তুলিয়া মুকার মাঝে খুল্লি দিল বাঁন্[২৮]।
বুক কুড়ি কান্দি কইন্যা করে আন্‌ছান্[২৯] ॥
ছোডো বড়ো খাল বাইয়া এক দিনর পর।
মাঝির গাঁও গেরামে তারা আইল বরাবর ॥
আমিনারে লই তারা কিনা কাম করে।
দাখিল করিল নিয়া এছাকের গোচরে ॥

(১৫)

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
নছররে কি করিল হার্মাদ্যা ডাকুগণ ॥
সেইনা ছুলুপ আর ছিল যত মাল।
বেচিয়া পাইল ডাকু ট্যাকা টালে টাল[১] ॥
পর্চিম দিগেতে রাইজ্য দরেয়ার[২] শেষ।
মাইন্‌ষে মানুষ বেচি খায় আচানক্[৩] দেশ ॥
দাঁড়ি মাল্লা ছিল যত ছুয়ানী টেণ্ডল।
সেই দেশে বেচে নিয়া হার্মাদ্যা ডাকুর দল ॥
নছররে বেচি ডাকু পাইল বহুত্ দাম।
হার্মাদ্যার দল চলি গেল্‌গৈ আপন মোকাম ॥

গোলাম হইয়া নছর যার বাড়ীত্ ছিল।
ছোডো একখান মুকা তারা নছররে দিল ॥

২৮। বাঁন=বাঁধন। ২৯। আন্‌ছান্=ছটফটু।

১। টালে টাল=রাশি রাশি। ২। দরেয়ার=সাগরের। ৩। আচানক =অদ্ভুত।

হাট করে বাজার করে বোঝা বইয়া আনে।
ছোডো মুকা লই নছর যায় রে নানান স্থানে ॥
সুবুদ্ধি আছিল নছরের কুবুদ্ধি হইল।
সেই মুকা লই নছর দেশে বাইছা দিল[৪] ॥
ছোডো গাঙ্ ছাড়ি পাইল বেবান দরিয়া।
কন্‌মিক্যা-দি' কন্‌তে[৫] যাইব সাইগর পাড়ি দিয়া ॥*
জানের লালছ[৬] তার ন আছিল হায়।
বেবান[৭] সাইগরে মুকা ভাসি ভাসি যায় ॥
এক দুই তিন করি গেল্ চাইর দিন।
উবাসে কাবাসে নছর হইল বলহীন ॥
দোনো হাত ফুলি গেইয়ে ন চলে দাঁড়।
কন মিক্যা ন দেখে নছর কূল কিনার ॥
সাইগরের জানোয়ার পাহাড় সমান।
হুমাহুমি শব্দ করে যেন রে তুফান ॥
ঢেউর উপরে মুকা ভাসি ভাসি যায়।
ন ডুবিয়া কেম্‌তে বাঁচে জানে সে আল্লায় ॥
চোগে নাই সে দেখে নছর মাথা নাই রে থির।
মুকার খোলে পড়ি জপে আল্লার জিকির ॥
জপিতে জপিতে জিকির হইল বেহোঁস।
এত কষ্ট পায় নছর নছিবের দোষ ॥
দরিয়ার পীর সেই খোয়াজ খিজির[৮]।
শুনিল শুনিল তাঁনি[৯] নছরের জিকির ॥

৪। বাইছা দিল=নৌকা চালাইল। ৫। কন মিক্যা-দি' কন্‌তে=কোন দিক দিয়া কোথায়। ৬। লালছ=লালসা। ৭। বেবান=অকূল। ৮। খোয়াজ খিজির=সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা দেবতার মুসলমানী নাম। ৯। তাঁনি=তিনি।

পাঠান্তর:—* ভাইবত লাগিল কনমিক্যাদি যাইব পাড়ি দিয়া ॥

বড়ো বড়ো মুকা লই খাটাইয়া পাল।
সারি গাইয়া যায় জাইল্যা বোসাইতে জাল॥
মাঝ দরিয়ায় ছোডো মুকা ঢেউর মাথাত্ ভাসে।
দেখি তারা ধীরে ধীরে মুকার কাছে আসে॥
নছররে দেখি তারা তুলিয়া আনিল।
পরাণ আছে কি নাই বুঝা নাই সে গেল॥
মাথাত্ দিল ঠাণ্ডা পানি খাইতে দিল ডাব।
খানিক বাদে ভালা হইল নছরের ভাব॥
কেহ কারও কথা ন বুঝে কোনো মতে।
নছর দুঃখের কথা জানাইল ইঙ্গিতে॥
পূবদেশী ছুলুপ এক ধান বেচি যায়।
নছররে দিল জাইল্যা তারার জিম্মায়॥

(১৬)

অঙ্গী সহরে মাফো ভাবিতে লাগিল।
"বছরের মধ্যে নছর ঘরত্ন ফিরিল॥
পরীদিয়া পাঠাইলাম লাউখ্যার কারণে।
ফাঁকি দিয়া ধাইল বুঝি আপন মোকামে॥
উত্তরের কালা মানুষ তারা বড়ো দাগাবাজ।
এত ট্যাকা দিলাম তারে ন বুঝি আন্তাজ॥"
এইনা ভাবিয়া মাফো কি কাম করিল।
নছরের কারবারে যত মাল ছিল॥
সব মাল-মাত্তা বেচি ভাঙ্গিল কারবার।
এখিন কইন্যারে সাদী দিল রে আবার॥

নছর ফিরিয়া আইল এক বচ্ছর পরে।
দূরে থাকি শুনি সব নাহি গেল ঘরে॥
এখিন কইন্যার আর ন চাইল[১] মুখ।
নয়া খসম লইছে শুনি ভাঙ্গি গেল্‌গৈ বুগ॥
ভিংছা[২] জাতি হয় তারা গলাত্‌ দিব ছুরি।
অঙ্গী সহর হইতে নছর পোলাইল তড়াতড়ি॥
আবরু ইজ্জৎ নাই নারীর দিলেতে দরদ।
ভিন্ন নাই ভারে তারা বেগানা[৩] মরদ॥
পিরিতের মর্ম নাই সে জানে এই ডাকুর জাইত।
ট্যাকা-পইসা পাইলে পিরিত ন পাইলে ফইজত্‌[৪]॥

দিল্‌রে[৫] করি ছাপ্‌[৬] মালুম নছর।
এক্কইবারে ছাড়ি গেল্‌গৈ ভিংছার সহর॥
নছিবেতে দুঃখ তার লিখেছে আল্লায়।
পাগলের মত হইল নানান্‌ চিন্তায়॥
ট্যাকা নাই পইসা নাই পন্থের ভিকারী।
দুনিয়াতে কেউ নাই নাই রে ঘরবাড়ী॥
উতর দেশে আইল নছর বহুত্‌ দেশ ঘুরি।
কন দিন থাকে নছর গাছের তলাত্‌ পড়ি॥

এক নিশাকালে নছর খোয়াব দেখিল।
আমিনা আসি তার সাম্‌নে খাড়া হইল॥

১। ন চাইল=না দেখিল। ২। ভিংছা=আরাকানী ভাষায় দস্যু অর্থে। ৩। বেগানা=অপরিচিত। ৪। ফইজত=গোলমাল, ফ্যাসাদ। ৫। দিল্‌রে=অন্তরটিকে। ৬। ছাপ=সাফ, নির্মল।

দুই চোগ জ্বলে কইন্যার আশমানের তারা।
মুখে তার মধুর হাসি চোগে দরদ ভরা ॥*
অঙ্গের বরণ কইন্যার যেমন চাম্পা ফুল।
সন্তীপনা[৭] রাইখ্যাছে কইন্যা রাইখ্যাছে জাতিকুল ॥
যইবন কলসী সেই কিছু নহে উনা[৮]।
কন দোষ নাই তার নাই কন গুনা[৯] ॥+
বুগে কত দরদ তার মুখে মৃদু হাসি।
এই ফুল ঝরা ন হয় ন হয় রে বাসি ॥
কাছে ত বসিয়া কইন্যা গায়ত্ দিয়া হাত।+
হাসি হাসি কহে কইন্যা বড়ো মিডা বাত[১০] ॥+
খোয়াব[১১] দেখিয়া নছর খানিক ভাবিল।
আমিনার কাছে যাইতে একিন[১২] করিল ॥

(১৭)

আমিনারে লুডি[১] আনি এছাক দুশ্‌মন।
নানান রকম লোভ দেখায় কাড়ি নিতে মন ॥
ন মানিল পোষ্ কইন্যা ন মানিল পোষ্।
জাঁহুরা হাপের মত[২] করে ফোঁস্ ফোঁস্ ॥
বুধা ওঝার গুণ-গেয়ান ফুসা হইয়া[৩] গেল্।
বর্‌বাদ্ হইয়া গেল যত মন্তর পড়া তেল ॥

৭। সন্তীপনা=সতীত্ব। ৮। উনা=কম্‌তি, হীন। ৯। গুনা=অপরাধ। ১০। বাত=বাক্য। ১১। খোয়াব=স্বপ্ন। ১২। একিন=সংকল্প, ইচ্ছা।

১। লুডি=লুট করিয়া। ২। জাঁহুরা হাপের মত=বিষধর জাতি সাপের মত। ৩। ফুসা হইয়া=ব্যর্থ হইয়া।

পাঠান্তর :—* আমিনা আসিয়া যেমন ছায়ে হইল খাড়া ॥ + '—ওনা।'

দোয়া তাবিজ কইর্‌ল কত কইর্‌ল দারুটোনা[৪]।
আগুনে পুড়িলে ভাই সোনা যায় রে চিনা ॥
বহুত ট্যাকা খাইল বুধা এছাকেন্ন তবিল্ মারি।+
শেষে একদিন এছাক মিঞা বুধারে দিল ছাড়ি ॥+
ভালা মুখ কালা করি বুধা গেল ঘরে।+
আসকের[৫] আগুনে এছাক পুড়ি পুড়ি মরে ॥+
ছয়মাস গেল কইন্যার ন ভিজিল মন।
শুন শুন কি করিল এছাক তখন ॥

দিন আর বাঁকি নাই পড়ি গেইয়ে বেলা।
আমিনার কাছে এছাক ধীরে ধীরে গেলা ॥
ধীরে ধীরে যাই বলে, "শুন রে আমিনা।
ছোডো লোকের মাইয়া তুই বড়োই কামিনা[৬] ॥
আমার ঘরত্ তোর নাই আর জাগা।
বড়ো পেরেসানি[৭] দিলি পাইলাম বড়ো দাগা ॥
জল্‌দি করি যাওরে চলি ন থাকিস আর।
বড়ো গোস্বা হইয়ে মেমা[৮] বিবিজান আমার ॥
বাহির করি দিব তর চুলত্ ধরি টানি।
আমার ঘরত্ ন পাইবি আর ভাত পানি ॥"

শুনি এছাকের কথা আমিনার দিল্।
ধুমাই ধুমাই তোষের[৯] আগুন জ্বলিতে লাগিল্ ॥

৪। দারুটোনা=দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত জিনিস দিয়া নানাপ্রকার গুপ্ত কর্ম। ৫। আসকের=অসৎ কামনার। ৬। কামিনা=নীচ প্রবৃত্তি। ৭। পেরেসানি=যন্ত্রণা। ৮। মেমা=এছাকের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম। ৯। তোষের=তুষের।

বাহির হইল কইন্যা চোগত্ লই পানি।
বাপের বাড়ী আসি দেখে ঘরত্ নাই ছানি[১০] ॥
ঘরত্ নাই রে ছানি আর ভাঙ্গা দুয়ার বেড়া।
রাইতে হিয়াল[১১] থাকে ঘরত্ আবর্জনা ভরা ॥
কেমনে থাকিব কইন্যা নাই রে দুয়ার।
হারারাইত বসি রইল এক কুণায় তার ॥

আধা রাইতে আশমানেতে উডে সোনার চান[১২]।
এছাকের মাথায় বিষ আনুছান্ পরাণ ॥
একেলা ঘরে রইছে কইন্যা জানে রে দুশ্মন।
আর্‌জু[১৩] পুরাইতে আইল পশুর মতন ॥
রাইত জাগি রইছে কইন্যা ঘরর কুণায়।
দেখিল এছাক আইসে হইল বিষম দায় ॥
হরিণীরে পাই বাঘ ধরিব কামড়ি।
এম্‌নি কালে ভাঙ্গা ঘর কাঁপে থরথরি ॥
নছর লইয়া এক বাঁশের ঠুনিহারি[১৪]।
এছাকের মাথাত্ দিল মস্ত এক বাড়ি ॥
মাথা ফাডি পড়ি গেল্‌গৈ লৌ ভাসি যায়।+
দুয়ারেতে খাড়া নছর কইন্যা মুখর পানে চায় ॥
চাইয়া চিনিল কইন্যা তার বুগের ধন।+
দশ বচ্ছর যার লাগি কান্দি ঝুরে মন ॥+

১০। ছানি=ছাউনি। ১১। হিয়াল=শিয়াল। ১২। চান=চাঁদ। ১৩। আরজু=কামপ্রবৃত্তি। ১৪। ঠুনিহারি=ঘরের চালার লাগানো বাঁশ, 'রুয়া বাঁশ'।

জোনপওর[১৫] উইট্টে ভালা দহিনালী বায়[১৬] ।
আমিনা বেড়াই[১৭] ধইর্‌ল নছুরের গলায় ॥
কথা নাই মুখত্ তারার চোগত্ ঝরে পানি ।
নছরের পিন্ধন[১৮] দেখে ছিঁড়া একখান কানি[১৯] ॥
খাওন বেগরে[২০] তার শুকাই গেইয়ে[২১] মুখ ।
নছরের দশা দেখি ফাডি যায় রে বুগ ॥
মাথার চুল দিয়া কইন্যা লইল নিছনি ।
"কেম্‌তে ছিলা ভুলি মোরে আমার নয়ান মণি ॥"

কিছু ন বলিল নছর ন কহিল কিছু ।
ঘরর বাইর হই গেল আমিনার পিছু পিছু ॥

সমাপ্ত ।

১৫। জোনপওর=চাঁদের জ্যোস্না। ১৬। দহিনালী বায়=দক্ষিণা বাতাস বহিতে লাগিল। ১৭। বেড়াই=বেষ্টন করিয়া। ১৮। পিন্ধন=পরিধান। ১৯। কানি=ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র। ২০। খাওন বেগরে=খাদ্যের অভাবে। ২১। গেইয়ে=গিয়াছে।

মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও

অজ্ঞাত নামা কবি বিরচিত

মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে 'মাঞ্জুর মা' পালা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার প্রকৃত ছত্র-সংখ্যা ২৩৬। সেন মহাশয় ছত্রের ছন্দানুযায়ী লাইন হিসাবে লিখিয়াছেন, 'এই পালাটি ৪৭০ ছত্রে পূর্ণ'।

এই সম্পাদনার ছত্র সংখ্যা ২৪০, অথবা ৪৮০। নূতন সংগৃহীত ছত্র বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সম্পাদনার ৩৬টি শব্দার্থ ও তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইল। উচ্চারণভঙ্গী ও শব্দের বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। দুইটি সম্পাদনা মিলাইয়া দেখিতে হইলে একটু সতর্কতা প্রয়োজন; কারণ, অনেকগুলি ছত্র পূর্বাপর হইয়া আছে।

এই পালার কবির নাম জানা যায় না; তবে তিনি যে মুসলমান, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘটনাস্থল 'কানির বাড়ী' গ্রামের সন্ধান আমি পাই নাই। বর্ণনার ভাষায় এতবেশী উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব প্রকট যে, ভাষা দেখিয়া ঘটনার অঞ্চল বা কবির জন্মস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া আর এক উপায়ে এ বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে, এই পালাটি 'ভাওয়াইয়া' ছন্দে 'সাগরী ঝাঁপ' লহরে রচিত; সেজন্য মনে হয় কবির জন্মস্থান নোয়াখালী, ত্রিপুরা অথবা চট্টগ্রাম জেলার

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছিল। এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, ঐ সব অঞ্চলেই 'মাঞ্জুর মাও' পালা গায়কেরা গাহিয়া থাকেন, অন্যত্র এ পালা গানের প্রচলন নাই।

ঘটনা ও পালা রচনার কাল সম্পর্কেও সুনিশ্চিত কিছু বলার উপায় নাই। তবে নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার পল্লী অঞ্চলের অবস্থা গত তিন শত বৎসর যে প্রকার ছিল, তাহাতে হাছেনের মত কৈশোরোত্তীর্ণ যুবকের পক্ষে মাঞ্জুর মা'র মত সুন্দরী ষোড়শী সঙ্গে নিয়ে

'নদী নাই নালা নাই রে, আরে ভালা বন জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া।
দুইজনা চলে যেমন রে, আরে ভালা তীরনালে ধাইয়া॥
সাত সমুদ্দুর তেরনদী রে, আরে ভালা গেল পারি দিয়া।'

সম্ভব হইত না। এই কারণে মনে হয় পালায় বর্ণিত ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। সে সময় ঐ সব অঞ্চল জন বহুল ছিল না, মঘ দস্যুর ভয়ও ছিল না। এই অনুমানের বিরুদ্ধে কথা উঠিতে পারে ভাষার দিক হইতে। ইহার উত্তরে বলা যায়, এই পালাটির ভাষা নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য পালার ভাষা হইতে পৃথক। এমন কি এই পালাটি ঐ সব অঞ্চলের গায়ক যে ভাষায় গাহিয়া থাকেন তাহার সহিত সেন মহাশয়ের সংগ্রহের ভাষার পার্থক্য আছে। সেন মহাশয়ের সংগ্রহে চট্টলী ভাষার সঙ্গে বেশ কিছু আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ও মৈমনসিংহ জেলার ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় 'মাঞ্জুর মা' পালা আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহাও কবির মূল রচনা নহে। কারণ, এক গায়কের জানা পালার ঘটনা, ভাষা ও ছন্দের সহিত আর এক জেলার গায়কের অনেকাংশে মিল নাই।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মাঞ্জুর মা' পালার ভূমিকায় পালার নায়ক-নায়িকা-চরিত্র সমালোচনায় লিখিয়াছেন,—

কবি দুই হস্ত তুলাদণ্ডের ভার সমান রাখিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বাহাদুরী। মাঞ্জুর মার যৌবনোচিত প্রেমের বাসনা হিন্দুশাস্ত্রকারের মত 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, * *। হিন্দু কবি হইলে মাঞ্জুর মার কষ্ট বুঝিবার শক্তি তিনি হারাইয়া ফেলিতেন। কেবলি সীতাসাবিত্রীর উদাহরণ আওড়াইতে আওড়াইতে মানুষের সুখ দুঃখের মর্মকথাগুলি তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন, এবং ভ্রষ্টা রমণীর প্রতি তৎস্বামীর এতটা প্রেমের অভিনয়ও তিনি পছন্দ করিতেন কিনা সন্দেহ।"

পূর্ববঙ্গের এইসব প্রাচীন পল্লীগীতিকাব্য বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অশেষ ধন্যবাদার্হ। সেন মহাশয় ছিলেন রায়বাহাদুর ও ডি. লিট্ উপাধিভূষিত, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণ উপাচার্য স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এহেন ব্যক্তির মন্তব্য বিদেশে পণ্ডিত সমাজে ও স্বদেশে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের আদরণীয়। সেজন্য তাঁহাদের সমীপে নিবেদন, এই প্রকার মন্তব্য পাঠের সঙ্গে তাঁহারা যেন সুপ্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের ব্রজপ্রেম বিষয়ক গান ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির লেখার কথা স্মরণ করেন। তাহা হইলে আশাকরি মাননীয় রায়বাহাদুর দীনেশ-চন্দ্র সেন বি, এ, ডি. লিট্ মহাশয়ের লেখনী প্রসূত এইশ্রেণীর বহু মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

'যৌবনোচিত প্রেমের বাসনা'র তাড়নায় যুবক-যুবতীর গৃহত্যাগ-কাহিনী সবদেশের ফৌজদারী আদালতে সবসময়েই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। উহার মধ্যে মাঞ্জুর মা ও হাছেনের প্রণয়ের মত কাহিনী

কদাচিৎ পাওয়া যায়। কারণ, মাঞ্জুর মা ও হাছেনের মধ্যে প্রণয় বাল্য-কালে অঙ্কুরিত হইয়া যৌবনে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। মণির ওঝা মাঞ্জুর মাকে হারাইয়া অর্ধোন্মাদ অবস্থায় নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমটা 'প্রেমের অভিনয়' নহে। 'কেবলি সীতাসাবিত্রীর উদাহরণ আওড়াইতে আওড়াইতে মানুষের মর্মকথাগুলি' কোনো 'হিন্দুকবি' 'একেবারে অগ্রাহ্য' করিয়াছেন, এ প্রকার কাব্য বা সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা ভাষায় এপর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার প্রকাশনার ভূমিকায় এই পালার অজ্ঞাত-পরিচয় কবি সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—'যদিও ইহাতে কোন ভণিতা পাইলাম না এবং কবি সম্বন্ধে কোথাও কোন ইঙ্গিত নাই, তথাপি তিনি যে একজন মুসলমান কৃষক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।'

কবি যে একজন মুসলমান ছিলেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার হেতু বুঝা যায়। সেন মহাশয়ের হেতু বোধ হয়—'গোঁড়া হিন্দু বিদ্যাসুন্দরকে কালীকীর্তনের অঙ্গীভূত করিয়া চালাইতে কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু 'মহুয়া' ও 'মাঞ্জুর মা' তাঁহাদের চক্ষে বিসদৃশ।' অপর হেতু—এই বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যুগেও ভারতে কোনো অমুসলমান লেখক মুসলমান নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে কিছু লিখিতে সাহস করেন না, করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিশোধ 'বঙ্কিম নন্দিনী' পাইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাক্‌বৃটিশ যুগে কোনো হিন্দু কবি যে মাঞ্জুর মা পালা রচনা করেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু কবি যে কৃষক ছিলেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার হেতু কি? বরং দেখা যায়, পূর্ববঙ্গে কৃষক শ্রেণী অপেক্ষা শিল্পীরাই অধিক কাব্যরসিক।

'মাঞ্জুর মা' পালার বৈশিষ্ট্য নায়ক মণির ওঝার প্রেম। কবি মণিরকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃত প্রেমের সর্বজয়ী ও অন্ধ স্বরূপ দুইটি অতি পল্লের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত মণির ওঝা ছিলেন ঘোর নারীবিদ্বেষী ও নারী-নিন্দুক। তাঁহার এই বিদ্বেষ ও নিন্দা প্রকৃতিদেবী সহ্য করিলেন না। বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছাইলে দয়ার খিড়কি দরজা দিয়া ওঝার কোলে আসিয়া গেল শিশু মাঞ্জুর মা। বালিকা মাঞ্জুর মা'র প্রতি ক্রম-বর্ধমান স্নেহ মণির ওঝার নারীবিদ্বেষ ধীরে ধীরে উধাও করিয়া সেই স্নেহ যুবতী মাঞ্জুব মা'র প্রতি প্রেমে পরিণত হইল। অন্ধ প্রেম অতবড়ো বয়সের পার্থক্যটাও দেখিতে দিল না, তুচ্ছ অজুহাত দেখাইয়া এককালের কঠোর নাবীবিমুখ মণিবকে বৃদ্ধ বয়সে যুবতী মাঞ্জুর মার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিল। ইহার বাস্তব ফল যাহা হয় তাহাই হইল। মাঞ্জুর মা'র 'যৌবনোচিত প্রেম বাসনা' গোপনে যুবক হাছেনেব সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া শেষে একদিন দুইজনকে উধাও করিযা বৃদ্ধ প্রেমিক মণির ওঝাকে পথে বসাইল। মাঞ্জুব মা'র এত বড়ো প্রতারণাটাও প্রেমান্ধ ওঝা দেখিতে পাইলেন না, অধিকন্তু প্রেম তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়-তমার কাল্পনিক গুণে মুখর করিযা তুলিল।

বৈষ্ণব কবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে প্রেম সম্পর্কে মন্তব্য করিযাছেন, প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে যদি প্রেনাস্পদের মিলন হয় তবে 'না হয তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে' প্রেমিক বা প্রেমিকা 'কভু না জীয়য়'। এই সত্য একালের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী' চরিত্রে এবং শরৎ চন্দ্র তাঁহার ছোটো গল্প 'বিলাসী' চরিত্রে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন। সত্যঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গাথা সাহিত্যে এ প্রকার কাহিনী অনেকগুলি আছে।

প্রেমাস্পদকে হারাইয়া প্রেমিকার মৃত্যু বাস্তবে ও উপন্যাসে বহু পাওয়া যায়, প্রেমিকের. দেহত্যাগ-কাহিনী কিন্তু বিরল। মণির ওঝা তাঁহার হারানো মাঞ্জুর মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অর্ধোন্মাদ অবস্থায় নদীগর্ভে খুঁজিতে গিয়া সেই বিরল প্রেমিকের একজন হইলেন। ইহাই 'মাঞ্জুর মা' পালার বৈশিষ্ট্য।

মননীয় সেন মহাশয় প্রকাশিত গ্রন্থে ৫ম অধ্যায়ে শেষে আছে—

'পীরিত যতন পীরিত রতন রে
আরে ভালা পীরিত গলার হার।
পীরিত কর‍্যা যে জন মরে রে
আরে ভালা সফল জীবন তার ॥'

আমি যতবার এই পালাটি শুনিয়াছি এবং যে কয়েকখানা খাতা দেখিয়াছি তাহাতে ঐ কয়েকটি ছত্র পালার সমাপ্তিতে আছে, হাছেনের সঙ্গে মাঞ্জুর মায়ের গৃহত্যাগ-অধ্যায়ের শেষ নাই, এবং ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত প্রেম ও 'যৌবনোচিত প্রেম-বাসনা'র মধ্যে পার্থক্য প্রায় 'আকাশ পাতাল তফাৎ'। প্রকৃত প্রেম বয়সাদির বিশেষ অপেক্ষা রাখে না, উহা স্বয়ং সম্পূর্ণ। যৌবনোচিত প্রেমের বাসনা যে কোনো পক্ষের যৌবন-অপগমে উবিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। ঐ কয়েকটি ছত্র কবি প্রকৃত প্রেম সম্পর্কেই রচনা করিয়াছেন, সেজন্য ছত্র কয়েকটি পালার শেষে মণির ওঝার মৃত্যুর পরই দেওয়া হইল।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক।

পালা আরম্ভ

(১)

কানিরবাড়ীর[১] মণির ওঝা রে
আরে ওঝা কিবা মন্তর জানে।
কালনাগে ডংশিলে[২] বিষ রে
ঝাইড়্যা উদ্‌বানলে[৩] আনে॥
গাড়রী মন্তর[৪] জানে রে
আরে ভালা,[৫] কিবা মন্ত্রের ধারা[৬]।
পলো পাইত্যা[৭] আইন্যা পানি রে
আরে ওঝা দেয় জলঝাড়া॥
এমন কাইরতের[৮] মন্তর রে
আরে ভালা, আচানক্[৯] তামাসা।
মরা মানুষ উইঠ্যা খাড়য়[১০] রে
আরে ওঝা না লয় পয়সা॥

১। কানিরবাড়ী=গ্রামের নাম। ২। ডংশিলে=দংশন করিলে। ৩। উদ্‌বানলে=উবিয়া যাওয়ার মত অবস্থায়। (সেন মহাশয় কৃত অর্থ—উৰ্দ্ধ শিরার দিকে)। ৪। গাড়রী মন্তর=গরুড় পুরাণোক্ত সর্প বিষ নাশক মন্ত্র। ৫। ভালা=ভালো, এখানে সব্দটি নিরর্থক ছন্দ ঝঙ্কার। ৬। ধারা=রীতি, গুণ। ৭। পলোপাইত্যা=বহু ছিদ্রযুক্ত পলো নামক মাছধরা যন্ত্র ভরিয়া। ৮। কাইরতের=কেরামতির, ক্ষমতার। ৯। আচানক্=চমক্‌প্রদ। ১০। খাড়য়=দাঁড়ায়।

ভাত না ছোঁয় পানি না ছোঁয়
আরে ভালা, রুগীর বাড়ী
ওঝা না ছোঁয় গুয়া[১১] পান ।*
বিনা পয়সায় করে করম[১২] রে
আরে ভালা, উস্তাদের জবান[১৩] ॥
সাত মাইস্যা[১৪] সাপের ডোকা[১৫] রে
আরে ভালা, সেইনা মন্তর গুণে ।
পরাণে ত বাঁইচ্যা উইঠ্যা রে
আরে ভালা, খাড়া হয় জমিনে ॥
যেইনা মড়া ভালা না হয় রে
হায়হুন্[১৬] সেও কয় কথা ।
দেবংশী[১৭] মন্ত্রের গুণ রে
আরে ভালা, না হয় অন্যথা ॥
আশ্‌মান জমিনের মধ্যি রে
আরে ভালা, চাইর কুণা পিরথিবী ।
এমন কাইরতের ওঝা রে
আরে ভালা, আর নাই ত দেখি ॥
দেশে দেশে রাইজ্যে রাইজ্যে রে
আরে ভালা, খোশনাম[১৮]+ হইল তার ।

১১। গুয়া=সুপারি। ১২। করম=কাজ, চিকিৎসা। ১৩। উস্তাদের জবান=শিক্ষাগুরুর নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৪। মাইস্যা=মাসের। ১৫। ডোকা=সর্পদংশনে মৃত দেহ। ১৬। হায়হুন=হায় রে, আহা প্রভৃতির মত আক্ষেপসূচক উক্তি। ১৭। দেবংশী=দৈব, দেবতা প্রদত্ত। ১৮। খোশনাম=সুনাম।

পাঠান্তর:— * ভাত না ছুঁয় পানি না ছুঁয় রে
আরে ভালা না ছুঁয় গুয়া পান।

+ '—বদনাম—'।

ওঝারে তালাইস্যা[১৯] মানুষ রে
হায়তুন ভালা, যায় সাত সুমুদ্দুর[২০] পার ॥
বিয়াসাদী না কইর্ল ওঝা রে
আরে ওঝা থাকয়ে একেলা।
স্তিরী জাতি নষ্টা জাতি রে
আরে ভালা, নারীর মুখ না দেখিলা ॥
দরবেশের আচার ওঝা রে
আরে ভালা, ফকিরের বেশ।
ঝাড়া-ফুকা দিয়া ওঝা রে
আরে ওঝা ঘুরে নানান্ দেশ ॥

(২)

ইটা নাই রে ভিটা নাই রে
আরে ভালা, গাঙ্গের পাড়ে ঘর।
তার মধ্যি বিরাজ করে রে
হায়তুন জামালদ্দি ফকির ॥
দুধের ছাওয়াল কন্যা রে
হায়তুন ভালা, দুঃখের কাইনী[১]।
মইর্যা গেল মা জননী রে
আরে কন্যা জনম দুঃখিনী ॥

১৯। তালাইস্যা=খুঁজিয়া। ২০। সমুদ্দুর=সমুদ্র
১। কাইনী=কাহিনী।

দুঃখিত্ জামাল্দি ফকির রে
আরে ফকির কন্যা কোলে লইয়া
দিবা নিশি কান্দে ফকির রে
আরে দুখুঃ,[২] বিরলে বসিয়া ॥
একদিন ত না চইলাছে ফকির রে
আরে ফকির গাঙ্গের পাড় না দিয়া।
আজলে[৩] আছিল দুখুঃ রে
আরে দুখুঃ, গেল কালুনী[৪] ডংশিয়া ॥
কালুনীর গরল বিষ রে
আরে বিষ উদ্বানালে[৫] ধায়।
পলকে পায়ের বিষ রে
আরে দুখুঃ, উঠিল মাথায় ॥
ভালা আতা[৬] ফকির রে
আরে ফকির পড়িল জমিনে।
দম্-দুরুদ্[৭] নাই শরীলে[৮]
আরে দুখুঃ, কইবাম্ কোনোখানে ॥
সাতে পাঁচে ধরাধরি রে
আরে ভালা, আনিল বাড়ীতে।
শতে-বিশতে[৯] আইল ওঝা রে
আরে ভালা, লাগিল ঝাড়িতে ॥*

২। দুখুঃ=আক্ষেপ-উক্তি। ৩। আজলে=কপালে, ভাগ্যে। ৪। কালুনী=কাল-নাগিনী। ৫। উদ্বানালে=ঊর্ধশিরায়। ৬। ভালা আতা=উত্তম স্বাস্থ্যবান। ৭। দম্-দুরুদ=শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের শব্দ। ৮। শরীলে=শরীরে। ৯। শতে-বিশতে=শত শত।

পাঠান্তর :—* শতে বিশতে ওঝা রে আরে ভালা আসিল ঝাড়িতে ॥

ঝাড়িতে ঝাড়িতে সবাই রে
হায়রে তারা পাইল পরাব[১০] ।*
মণির ওঝার তখন রে
আরে ভালা, হইল বড়ো খিতাব[১১] ॥
পাঁচ জন চইল্যা যায় রে
আরে ভালা, ওঝারে আনিতে ।
ওঝারে লইয়া আইল রে
আরে ভালা, চউক্ষের পলকে ॥
চালুন ঝাড়া পলো ঝাড়া রে
আরে ভালা, যত ঝাড়া জানে ।
গাড়রী মন্তর যত রে
আরে ওঝা ঝাড়ল একমনে ॥

আজলে আছিল লেখা রে
আরে ভাই রে, কে ফিরাইতে পারে ।
পরাণী তেজিল ফকির রে
আরে দুখুঃ, কালুনীর জহরে ॥
মইর‍্যা ত গেল না ফকির
আরে দুখুঃ, মাইরা গেল কন্যারে ।
এমন দুধের ছাওয়াল রে
আরে দুখুঃ, কে বাঁচায় তাহারে ॥
এমন দরদী বান্ধব রে
আরে দুখুঃ, আর ত কেহ নাই ।

১০ । পরাব = ক্লান্ত, অকৃতকার্য । ১১ । খিতাব = মর্যাদা ।
পাঠান্তর :— * ঝাড়িতে ঝাড়িতে সব রে হায়রে ভালা পাইল পরাব ।

কেমনে দুধের ছাওয়াল রে
আরে দুখুঃ, পরাণে বাঁচয় ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রে
আরে ভাই রে, পুন্নুমাসীর চান্ ।[১২]
পাড়া-পড়শী দেইখ্যা যায় রে
আরে কেউ ধইরা না দেয় টান[১৩] ॥
পরের দরদী বান্ধব রে
আরে ভাই, আছে বান্[১৪] কয় জনা ।
স্বার্থের সংসারী ভাই রে
আরে ভাই, কেউ নয় আপনা ॥
পাড়া-পড়শী আইল যত রে
আরে দুখুঃ, সবাই গেল ফালাইয়া ।
কান্ত্যা-আছে[১৫] সোনার ছাওয়াল রে
আরে দুখুঃ, কেউ না দেখে চাইয়া ॥
দুঃখিত্ মণির ওঝা রে
আরে ভালা, দরদী সুজন ।
দুধের ছাওয়ালের দুখুঃ রে
আরে ওঝা না যায় পাশুরণ[১৬] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ওঝা রে
আরে ওঝা কোন কাম করিল ।

১২। পুন্নুমাসীর চান=পূর্ণিমার চাঁদ। ১৩। ধইরা না দেয় টান=টানিয়া তুলে না বা কাছে নেয় না। ১৪। বান্=আক্ষেপ ও সন্দেহসূচক শব্দ। ১৫। কান্ত্যা-আছে=কাদিতেছে। ১৬। না যায় পাশুরণ=ভুলিতে পারিল না।

পাঠান্তর :—* পাড়াপড়শী যত রে আরে দুঃখু সবে আইল কালাইয়া।

কাকালে[17] লইয়া শিশুরে
আরে ওঝা বাড়ী চইল্যা আইল ॥*
যতন করিয়া ওঝা রে
আরে ভালা সেই না শিশুরে।
খানা পিনা দেয় আইন্যা রে
আরে ভালা আপনার ঘরে ॥ +
দরবেশ মণির ওঝা রে
আরে ওঝার নাই কেউ ত ঘরে। +
এমন দরদী শিশুরণ রে
আরে ভালা, নাই ত্রিসংসারে ॥
একেলা মণির ওঝা রে
আরে ভালা, স্ত্রীরি পুত্র নাই।
কন্যারে লইয়া ঘরে রে
আরে ভালা থাকে এক ঠাঁই ॥
বিয়া সাদী না করিল রে
আরে ওঝা নারী অবিশ্বাসী।
এমন কয়-জাতের[18] মানুষ রে
আরে তারা না হয় অভিলাষী[19] ॥‡
নারী ত না নষ্টা জাতি রে
আরে ভালা, ফুলের মধ্যি কিড়া[20]।

১৭। কাকালে=কাঁকালে, কক্ষে। ১৮। কয়-জাতের=কতিপয় শ্রেণীর। ১৯। না হয় অভিলাষী=নারীসঙ্গ কামনা করে না। ২০। কিড়া=বিষাক্ত কীট।

পাঠান্তর :— * '—আরে বাড়ী ত চল্যা আইল ॥
+ '—বান্ধব—'।
‡ এমন কয় জাতের জাতে রে আরে ওঝা না হইল অভিলাষী ॥

সাদী দিয়া কেম্‌নে থাকম্[৫] রে*
হায়হুন, আমার এই হইল থিয়াস[৬] ॥
পরের ঝিরে পাইল্যা[৭] কেনে রে
আরে ভালা, বাড়্‌ল অত মায়া।
নিজ হস্তে গইড়া[৮] কাঠাম রে
হায়হুন, কেম্‌নে দিয়ম্[৯] ফালাইয়া ॥
নষ্ট নষ্ট সবই নষ্ট রে
কেবল নষ্ট নয় মাঞ্জুর মা।
যতন করলাম ফলন্ত গাছ রে
হায়হুন, কেবল পরের লাইগ্যা ॥
মাঞ্জুব মায় না দিয়াম্ সাদী রে
আরে ভালা, মন কইরাছি দড়[১০]।
সাদী কইর‍্যা রাখম্ ঘরে রে
আরে ভালা, না যাইব ভিন্ ঘর ॥+
ছোটো থাইক্যা পাইল্যা লাল্যা[১১] রে
আরে ভালা, কইর‍্যাছি অত বড়ো।
ভূঁইফুড়া ঝাড়ের বাঁশ রে
আরে ভালা লাগাইয়াম্ ঘর ॥"

জেতা-চান্দের[১২] জুম্মা-বার[১৩] রে
আরে ভালা, বাছিয়া গুছিয়া।

৫। থাকম্=থাকিব। ৬। থিয়াস=দুশ্চিন্তা। ৭। পাইল্যা=পালন করিয়া। ৮। গইড়া=গড়িয়া। ৯। দিয়ম্=দিব। ১০। দড়=দৃঢ়নিশ্চয়। ১১। পাইল্যা লাল্যা=লালন পালন করিয়া। ১২। জেতা-চান্দের=শুক্ল-পক্ষের।

পাঠান্তর :—* '—থাকবাম্ রে—' ॥

মুণির ওঝা মাঞ্জুর মা'য়রে
আরে ভালা, রাখল সাদী কইর‍্যা ॥
শেষ বয়সের বির্দ্ধি ওঝা রে
আরে ভালা, কাঁপে থর-থরি ।
পর্থম্ যইবন কন্যার রে
হায়দুন, মাঞ্জুর মা সুন্দরী ॥
লালপরী মিল্‌ল যেমন রে
হায়দুন ভালা, পিশাচের সনে ।
পউদ্দের[১৪] কলি উজল কর্‌ল রে
আরে ভালা, গোবরের ডুবনে[১৫] ॥

(৪)

হাছেন সুন্দর যুবা রে
আরে ভালা, নাগরালি বেশ ।
ছোটো বেলা হইতে তারার[১] রে ।
আরে ভালা, প্রণয়-আবেশ ॥
মাঞ্জুর মাও না থক্‌তে পারে রে
আরে ভালা হাছেন রে ছাড়িয়া ।
হাছেন না বাঁচে পরাণে রে
হায়দুন ভালা, তিলেক ছাড়া হইয়া ॥
ছোটোবেলা থাইক্যা তারা রে
আরে ভালা, এক দিল্[২] এক মনে * ।

১৩। জুম্মা-বার=শুক্রবার। ১৪। পউদ্দের=পদ্মের। ১৫। ডুবনে=গাদায়।
১। তারার=তাহাদের। ২। দিল=হৃদয়।
পাঠান্তর— * '—এক চিত্তে মনে।

একসঙ্গে থাইক্যাছে তারা রে
আরে ভালা, উঠনে-বৈসনে[৩] ॥
এইমতে দুইজনার রে
আরে ভালা, যইবন আবেশ।
পীরিত ঘুনাইল ভালা রে
আরে ভালা, গোপন আন্দেশ[৪] ॥
মাঞ্জুর মা'র মনের আল্‌কাপ্[৫] রে
আরে ভালা, হাছেন কর্‌ত বিয়া।
হাছেনের মনের আল্‌কাপ্ রে
আরে ভালা, মাঞ্জুর মা'ব লাগিযা ॥
গোপন পীরিত তারার রে
আরে ভালা, কেউ না জানে না শুনে
গোপনে মিলন হয় রে
আরে ভালা, নিরলে বিজনে ॥
এইনা মতে সুখে দুইজন রে
আরে ভালা, যইবনের পথে।
মনের হরিষে গুঁয়ায় রে
আরে ভালা, কাঁটা নাই সে তাতে ॥
অচরিত এই কি হইল বে
হায়দুন, শেষে ওঝায় করল্ বিয়া।
তিনকাল চইল্যা যায়্যা রে
হায়দুন, ওঝা এককালে ঠেকিয়া ॥

৩। উঠনে. বৈসনে=উঠা-বসায়, চলাফেরায়। ৪। আন্দেশ=মেলামেশা
৫। আল্‌কাপ.=অভিলাষ।

আইঞ্চলে[৬] লুকায়্যা আছিল রে
আরে দুখুঃ[৭] বাঁও ঠ্যাঙ্গের[৭] জুড়ি ।*
অঝ্‌ঝরে বইস্যা কান্দে রে
আরে দুখুঃ, মাঞ্জুর মাও সুন্দরী ॥
এমন দারুণ বিধি রে
আরে দুখুঃ, লেখ্‌ছিলা কপালে ।
নিরালায় বইস্যা কান্দে রে
আরে দুখুঃ, শয়নে স্বপনে ॥

"এই কি করমে আছিল রে
আরে দুখুঃ সহন না যায় ।
ভরাডুবি হইলাম আমি রে
আরে দুখুঃ, মধ্যি দরিয়ায় ॥
কেউ তো না সুজন বন্ধুরে
আরে দুখুঃ পরাণে ধরিব ।
মনের আগুন মনে জ্বলে রে
আরে দুখুঃ কে-বান্‌† নিবাইব ॥
তোষের[৮] আগুন বইক্ষে জ্বলে রে
আরে দুখুঃ, ঘুষায়া ঘুষায়া[৯] ।‡

৬। আইঞ্চলে=শাড়ীর আঁচলে। ৭। বাঁও ঠ্যাঙ্গের=বাম পদের। ৮। তোষের=তুষের। ৯। ঘুষায়া ঘুষায়া=ধিকিধিকি।

পাঠান্তর :—* মাননীয় দীনেশ সেন মহাশয় গ্রন্থের পাদটীকায় লিখিয়াছেন, এই দুইটি ছত্রের অর্থ ভাল বুঝা গেল না।' আমার মনে হয় ইহার অর্থ হইবে,—বামপদের জুড়ি দক্ষিণ পদ যেমন নিকটেই থাকে এবং আঁচলে বাঁধা বস্তু যেমন সঙ্গেই থাকে, মাঞ্জুর মা'র দুঃখ সেই প্রকার। ইতি—সম্পাদক।

† কে তারে নিবাইব।

‡ তুষের আগুন জ্বলে রে আরে দুঃখু ঘুষাইয়া ঘুষাইয়া।

পুইড়া আঙ্গরা হইলাম আমি রে
আরে দুখুঃ, চিত্ত যায় জ্বলিয়া ॥
দুর্লভ মানুষ জনম রে
আরে দুখুঃ, বিধি হইল বাম।
কিসের লাইগ্যা করি তবে রে
আরে দুখুঃ, এইনা রথের গুজরাণ[১০] ॥*
মনের আশা মনে রইল রে
আরে দুখুঃ, না হইল পূরণ।
কি কাম হইব ধইরা রে
আরে দুখুঃ, এই বিফল জীবন ॥
মনে লয় কলসী বাইন্ধ্যা রে
আরে দুখুঃ, জলে ডুইব্যা মরি।
মনে লয় জর[১১] খাইয়্যা রে
আরে দুখুঃ, এই জ্বালা পাশরি ॥
মনে লয় জঙ্গলায় যাই রে ✠
আরে দুখুঃ, থাকি বাঘ-ভল্লুকের সনে।
মনে লয় পঙ্খী হইয়্যা রে
আরে দুখুঃ, উইড়্যা যাই আশমানে ॥
মনের দুখুঃ মনে রইল রে
আরে দুখুঃ, আমি জনম দুখিনী।
বন্ধুর লাইগ্যা আইজ আমি রে
হায়দুন, হইলাম পাগলিনী ॥

১০। রথের গুজরাণ=দেহযাত্রা নির্বাহ। ১১। জর=জহর, বিষ।

পাঠান্তর :—* আরে দুঃখু রথের গুরজান।
‘ ✠ মনেলয় বন জঙ্গলায় রে—’।

বন্ধুর লাইগ্যা নিত্যি[১২] আমার রে
হায়তুন, অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।
মনে লয় তেজিতাম পরাণ রে
আরে দুখুঃ, আগুনে পুড়িয়া॥
আমার উদ্দেশে বন্ধু রে
আরে ভালা বাজায় মোহন বাঁশি।
আমার দেখার আশে বন্ধু রে *
আরে দুখুঃ, থাকে জলের ঘাটে বসি॥
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বাঁশির সুরে রে
হায়তুন, বন্ধু কয় মনের কথা।+
বন্ধুর কান্দন শুইন্যা শুইন্যা রে
আরে দুখুঃ, আমার চিত্তে হইল বেথা॥
বন্ধু আমার চিকণ-কালা রে
আরে ভালা, কানের কাঞ্চা সোনা।
কোন বিধাতা বাদী হইল রে
আরে দুখুঃ, ঘটাইল বিড়ম্বনা॥
নিশির মত নিশি গুয়ায় রে
আরে দুখুঃ, আমার কান্দিয়া কান্দিয়া।
দিনের মত দিন যায় রে
আরে দুখুঃ, হায় হুতাশ করিয়া॥

১২। নিত্যি=নিত্য, সর্বক্ষণ।

পাঠান্তর— * '—আসার আশে রে—'।
+ কান্দিয়া বাঁশীর সুরে রে হায় রে বন্ধু কয় মনের কথা।

কাম কাজ না সুজে[13] আমার* রে
আরে দুখুঃ, বন্ধুর মুখখানা চাইয়া।
কুথায় পাইয়াম্ বন্ধুর দেখা রে
আরে ভালা, দেখতাম নয়ান ভরিয়া ॥
শয়নে স্বপনে আমি রে
আরে দুখুঃ, না পাই বন্ধুর দেখা।
কাল কলঙ্ক দুশ্‌মনের ভয় রে
আরে দুখুঃ, আমার সুখের পন্থে কাঁটা।+
বন্ধু আমার ঘাটে বইস্যা রে
আরে দুখুঃ, ফালায় চউক্ষের পানি।**
কঠিন হৃদয় আমার রে
আরে দুখুঃ, কেম্‌নে দেখি শুনি॥
মনে লয় বন্ধুরে লয়্যা রে
আরে ভালা, যাই দেশান্তরী হইয়া।
ঝাড় জঙ্গলায় রইয়াম্[14] আমি রে‡
আরে ভালা কুল মান তেজিয়া॥"

১৩। সুজে=ভালোলাগে। ১৪। রইয়াম্=রহিব।

পাঠান্তর :— * '— অঙ্গে —'।
+ কাল কলঙ্কের ভয় রে আরে দুঃখু আমার সুখের কাঁটা
** বন্ধু আমার ঘাটে বস্যা রে অর্জ্জরে ফালায় পানি।
‡ '—থাকি রে—'।

(৫)

একদিন তু মণির ওঝা রে

আরে ভালা, ডৌকা[১] ঝাড়িবারে।

পন্থে মেলা দিল[২] ওঝা রে

আরে ভালা, তিন দিনের পথ দূরে॥

ফাঁক পায়্যা মাঞ্জুর মাও রে

আরে ভালা, কোন কাম করিল।

জলের ঘাটে গিয়া বন্ধুরে

আরে ভালা, সঙ্কেত জানাইল॥

সঙ্কেত জাইন্যা নাগর হাছেন রে

আরে ভালা, আইল নদীর ঘাটে। +

মাঞ্জুর মাও না যাইতে পারে রে

হায়হুন, পাছে কলঙ্ক রটে॥ +

ঘাটের কুলেতে আইস্যা রে

আরে বন্ধু চাইর দিগে চায়।

নিউলিয়া[৩] দেখিল কত রে

আরে দুখুঃ, প্রিয়ুয়ার[৪] মুখ না দেখা যায়॥

সইন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে রে

হাছেন আরে কান্দিয়া কান্দিয়া

প্রিয়ুয়ার দেখা না পাইল রে

ছাড় পরাণ দিব* ভাসাইয়া॥

১। ডৌকা=সর্পবিষে মৃতবৎত রোগী। ২। মেলা দিল=যাত্রা করিল।
৩। নিউলিয়া=নেহারিয়া। ৪। প্রিয়ুয়ার=প্রিয়ার।

পাঠান্তর :—* '—দিবাম—'।

নিরাশ হইল হাছেন রে *
আরে দুখুঃ, প্রিয়ুয়ে না পায়্যা ॥
বিবাগী[৫] † হইয়া বন্ধু রে
আরে দুখুঃ, জলে পড়ল ঝম্প দিয়া ।
এমন সময় কিবা হইল রে
আরে ভালা, হইল কোন বা কাম ।
দরদী প্রিয়ুয়া আইস্যা রে
আরে ভালা, বাঁচায় বন্ধুর প্রাণ ॥
হস্তে ত ধরিয়া বন্ধু রে
আরে ভালা, মাঞ্জুর-মা সুন্দরী ।
গলাগলি ধইরা দুইজন রে
আরে ভালা, ফিইরা আইল বাড়ী ॥**
সইন্ধ্যা গুঁজুরিলে দুইজন বে‡
আরে ভালা, আইল ওঝার বাড়ী ।
আদর যতন কইর‍্যা কত রে
বসাইল মাঞ্জুর মাও সুন্দরী ॥
চিড়া দিল পিঠা দিল রে
আরে ভালা; দুধের কাড়িয়া[৬] ।
নানা দুতি[৭] বেন্নুন দিল রে
আরে ভালা, রান্ধিযা বাড়িয়া ॥

৫। বিবাগী=বিরাগী, হতাশ। ৬। দুধের কাড়িয়া=দুধে ভিজাইয়া। ৭। ইতি =প্রকার।

পাঠান্তর :—* '—হইয়া বন্ধু রে—'।
† বিবেকী—'।
**'—ফির্য়া আইল নাগব নাগরী।
‡ বন্ধুরে—'।

বুকের না রক্ত দিয়া রে[৮]
আরে ভালা, বন্ধুরে খাওয়াইল।
আদির যতন কত কইর‍্যা রে
আরে ভালা, বন্ধুর মন মজাইল॥
সুখের নিশি পর্‌ভাত হইল রে
আরে ভালা, মধুর আলাপনে।
বেহেস্তের সুখের নিশি রে
আরে ভালা, পোষাইল[৯] দুই জনে॥
একদিন দুই দিন কইর‍্যা রে
আরে ভালা, তিন দিন গেল।
মনের সুখে দুইজনা রে
আরে ভালা, হরিষে গুয়াইল॥
নিরালায় বইস্যা দুইজন রে
আরে ভালা, কি-না যুক্তি করে।
এইনা দেশ ছাইড়্যা যাইব* রে
আরে ভালা, দূর দেশান্তরে॥
রাইতের নিশাকালে নাগর রে
আরে ভালা, নাগরী দুইজনে।
পন্থে মেলা দিয়া গেল রে
আরে ভালা, গহন কাননে॥
মনের সুখে দুইজনা রে
আরে ভালা, পঙ্খী-উড়া করল।

৮। বুকের না রক্ত দিয়া রে=অতিশয় প্রীতি সহকারে। ৯। পোষাইল=পোহাইল।

পাঠান্তর:— *—ছাড়্যা যাইবাম—'।

পিঞ্জিরার টিয়া-পঙ্খী যে
আরে ভালা, শিকলি কাইট্যা গেল ॥
নদী নাই নালা নাই রে[১০]
আরে ভালা, বন-জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া।
তুইজনা চলে যেমন রে
আরে ভালা, তীরনালে[১১] ধাইয়া ॥
সাত সুমুদ্দুর তের নদীরে
আরে ভালা, গেল পারি দিয়া।
দেশের মায়া ছাইড়্যা গেল রে
আরে ভালা, বন্ধুর মুখ চাইয়া ॥

(৬)

বাড়ীত্ আইস্যা মণির ওঝা রে
আরে ভালা, ডাকে মাঞ্জুর মায়।
কার বা ডাক কেবান্ শুনে রে
আরে ভালা, কেবান্ জুযাপ[১] দেয় ॥
খাটা[২] দুয়ার ধইরা ওঝা রে
আরে ভালা, করে টানাটানি।
কোথায় গেল মাঞ্জুর মাও রে
হায়হুন, তারে না দেখি না শুনি ॥

১০। নদী নাই নালা নাই রে=গমন পথে নদীনালার কোনে বাধাই তাহারা গ্রাহ্য করিল না। ১১। তীরনালে=খরস্রোতা নদীর মত তীব্র বেগে।
১। জুয়াপ=জবাব, উত্তর। ২। খাটা=খ্যটানো, দৃঢ়বদ্ধ।

বেড়ার না ছিদ্দির[৩] দিয়া রে
    আরে ওঝা নিউলিয়া[৪] দেখে।
শুনা ময়দান[৫] পইড়্যা ঘর রে
    হায়হুন, ওঝা পড়িল বিপাকে॥
দুয়ার না ঘুচায়া ওঝা রে
    আরে ওঝা ডাকে হিক্-পারিয়া[৬]।
কেউ ত না জুয়াপ দেয় রে
    আরে ওঝা কান্দে যে বসিয়া॥

"কোন্ বা শত্তুর বান্দী হয়্যা রে
    আরে দুখুঃ, নিছে ভাঁড়াইয়া[৭] *।
পর্‌থম্ যইবনের কন্যা রে
    আরে ভালা মাঞ্জুর মাওরে পাইয়া॥
খালি বাড়ীত্ থোইয়া[৮] গেলাম রে
    আরে দুখুঃ, কেউ না ছিল নিকামান্[৯]।
দুশ্‌মনে সুযোগ পায়্যা রে
    আরে দুখুঃ, ঘটাইছে নিদান[১০]॥
সতীকন্যা মাঞ্জুর মাও রে
    আরে ভালা, পাল্‌ছি যতন কইরে।
পথ-ঘাটে না দিতাম যাইতে রে+
    হায়হুন্, পাড়া পড়শীর ঘরে॥

৩। ছিদ্দির=ছিদ্র, ফাঁক। ৪। নিউলিয়া=নেহারিয়া, লক্ষ্য করিয়া। ৫। শুনা ময়দান=শূন্য মাঠ, দ্রব্যাদি শূন্য ফাঁকা। ৬। হিকপারিয়া=উচ্চরবে, গলাফাটাইয়া। ৭। ভাড়াইয়া=প্রতারণা করিয়া। ৮। থোইয়া=থুইয়া। ৯। নিকামান=অভিভাবক। ১০। নিদান=চরম দুর্দশা।

পাঠান্তর :—* '—ভাণ্ডাইয়া।
+ না দিলাম পথঘাট রে—'।

চউক্ষের আগে আগে রাইখ্যা রে
আরে দুখুঃ, তারে করলাম অত বড়ো।
দারুণ দুর্জন্যা বাঘা রে
হায়হুন, আমার কেম্‌নে খাইল ঘর ॥
সতীকন্যা মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, অতি সরল মন।
জোর কইর্‌যা লয়্যা গেছে রে
আরে দুখুঃ, কোন্‌বা পাপিষ্ঠ দুর্জন ॥
মাঞ্জুর মাও আছিল আমার রে
আরে ভালা, নয়ানের মণি
মাঞ্জুর মাও আছিল আমার রে।
আরে ভালা, নারীর শিরোমণি ॥
মাঞ্জুর মাও আছিল আমার রে
আরে ভালা, কলিজার লউ[11]।
মাঞ্জুর মাও আছিল আমার রে
আরে ভালা, সতী কুলের-বউ ॥
মাঞ্জুর মাওরে না দেইখ্যা রে
আরে দুখুঃ, আমার পরাণ যায়।
ঝাড়-জঙ্গলার মাঝে আমি রে
আরে দুখুঃ, কোন্‌খানে বিচ্‌ড়াই[12] * ॥"

পাগল হইল ওঝা রে
আরে ওঝা দেশে দেশে ফিরে।

১১। কলিজার লউ=হৃদয়ের রক্ত। ১২। বিচ্‌ড়াই=খুঁজিব।
পাঠান্তর :—* '—বিছরাই।

"মাঞ্জুর মা'য় নি দেখ্‌ছ তোমরা রে,"
জিগায়[13] পন্থের পথিরে[14] ॥
বনে জিগায় বনের পশুরে
আরে দুখুঃ, বিরিক্ষেতে পঙ্খীরে।
"এই পন্থে নি যাইতে দেখ্‌ছ
আরে ভালা, আমার মাঞ্জুর মা-রে ॥"
চান্‌-সূরুযে ডাইক্যা কয় রে।
"আরে ভালা, দেখ্‌ছনি যাইতে।
দিন-রাইতের পউরী* তোমরা রে
মাঞ্জুর মা গেল কোন বা পথে† ॥
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, নয়ানের কাজল।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, গঙ্গানদীর জল ॥
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, বইক্ষের কলিজা।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, সাক্ষাৎ দশভুজা ॥
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, তীর্থ বারানসী।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা, দেবের তুলসী ॥

১৩। জিগায় = জিজ্ঞাসা করে। ১৪। পথিরে = পথিকেরে। ১৫। পউরী = প্রহরা।

পাঠান্তর :—* '—পরী—'।
† মাঞ্জুর মারে নি দেখেছ কোন পথে।

আমার না মাঞ্জুব মাও রে
আরে ভালা, আশ্‌মানের চান্[১৬]।
আমার না মাঞ্জুব মাও রে
আরে ভালা, বেহেস্তের নিশান ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল না রে
আরে ভালা, দেও[১৭] দানবের পুরী
পরাণের মঞ্জুব মাও রে
আরে ভালা, আমি দেইখ্যাম্ বিচাড়ি ॥[১৮]
বন জঙ্গলায় ঘুরলাম কত রে
আরে ভালা, ঘুরলাম পর্বত পাহাড়ে।
ভালা কইর‍্যা খুইজ্যা দেইখ্যাম্ রে
আরে ভালা, দরিয়ার মাঝারে ॥
সাম্‌নে যায় এই খর-নদী[১৯] রে
আরে ভালা, নদী যাইছে দূরে বইয়া।
মাঞ্জুব মাওরে দেইখ্যাম্ আমি রে
আরে ভালা, এইখানে বিচ্‌ড়ায়্যা ॥

এইনা বইলা মণির ওঝা রে
আরে দুখুঃ, কোন কাম করিল।
দৌড়্যা গিয়া নদীর পাড়ে রে
হায়হুন ওঝা ঝম্প দিয়া পড়িল ॥
আইজও পড়্‌ল কাইলও পড়্‌ল রে
হায়হুন ওঝা আর না উঠিল।

১৬। চান্ = চাঁদ। ১৭। দেও = দেবতা ১৮। বিচাড়ি = খুঁজিয়া
১৯। খরনদী = তীব্র স্রোতা নদী।

মাগুর মাওরে তাল্লাইস্যা[২০] ওঝা রে
আরে ওঝা বেহেস্তে চইল্যা গেল ॥
পীরিতি যতন পীরিতি রতন রে
আরে ভালা, পীরিতি গলার হার।
পিরিত কইরা যে জন মরে রে।
আরে ভালা, সফল জনম তার ॥

সমাপ্ত।

২০। তাল্লাইস্যা=খোঁজ করিতে।